Get More Books Visit www.admissionwar.com

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত

ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা

প্রথম পত্র

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি

রচনায়:

- মো: রুবাইয়েত হোসেন
- তানজিনা হক
- মো: সাইফুল আজম
- নিলুফা ইয়াসমিন
- মো: দেলোয়ার হোসেন
- মো: আশরাফুল আলম
- আসিফ-উজ-জামান

ক্যামব্রিয়ান পাবলিকেশন্স
প্লট - ২, গুলশান সার্কেল - ২, ঢাকা, ফোন: ৯৮৯১৯১৯, ০১৭২০৫৫৭১৭০/১৮০

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত

ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা

প্রথম পত্র

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি

রচনায়

মো. রুবাইয়েত হোসেন

সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ক্যামব্রিয়ান কলেজ
বিবিএস (সম্মান), এমবিএ (ব্যবস্থাপনা), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাক্তন প্রভাষক, কলেজ অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ (কোডা), ঢাকা।
পরীক্ষক: মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, NTRCA সনদপ্রাপ্ত
সৃজনশীল ট্রেনিংপ্রাপ্ত (TTC)

তানজিনা হক

সহকারী অধ্যাপক, ক্যামব্রিয়ান কলেজ
বি.কম (সম্মান) ব্যবস্থাপনা, এম.কম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাক্তন প্রভাষক, কলেজ অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ (কোডা)
পরীক্ষক: মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, NTRCA সনদপ্রাপ্ত
সৃজনশীল ট্রেনিংপ্রাপ্ত (TTC)

নিলুফা ইয়াসমিন

সহকারী অধ্যাপক, ক্যামব্রিয়ান কলেজ
বিবিএ (সম্মান), এমবিএ (হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মাস্টার ট্রেইনার (SESDP)
পরীক্ষক: মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, NTRCA সনদপ্রাপ্ত

মো. আশরাফুল আলম

প্রভাষক, ক্যামব্রিয়ান কলেজ
বি.কম (সম্মান). এম.কম (ব্যবস্থাপনা), জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাক্তন প্রভাষক, কোয়ালিটি এডুকেশন কলেজ, ঢাকা।
পরীক্ষক: মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, NTRCA সনদপ্রাপ্ত
সৃজনশীল ট্রেনিংপ্রাপ্ত (TTC)

মো. সাইফুল আজম

সহকারী অধ্যাপক, ক্যামব্রিয়ান কলেজ
বি.বি.এ (অনার্স). এম.বি.এ (মেজর মার্কেটিং)
প্রাক্তন প্রভাষক, কলেজ অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ (কোডা)
পরীক্ষক: মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
সৃজনশীল ট্রেনিংপ্রাপ্ত (TTC)

মো. দেলোয়ার হোসেন

প্রভাষক, ক্যামব্রিয়ান কলেজ
বি.কম (সম্মান), এম.কম (ব্যবস্থাপনা), জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাক্তন প্রভাষক, উত্তরা কমার্স কলেজ এবং উত্তরা পাবলিক কলেজ, ঢাকা।
পরীক্ষক: মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, NTRCA সনদপ্রাপ্ত
সৃজনশীল ট্রেনিংপ্রাপ্ত (TTC)

আসিফ-উজ-জামান

প্রভাষক, ক্যামব্রিয়ান কলেজ
বিবিএ (সম্মান) , এমবিএ (মার্কেটিং), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পরীক্ষক: মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, NTRCA সনদপ্রাপ্ত
সৃজনশীল ট্রেনিংপ্রাপ্ত

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

ক্যামব্রিয়ান পাবলিকেশন্স

প্লট-২, গুলশান, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ: ১ জুলাই, ২০১৩

ট্রেডমার্ক রেজি: নং- ৯৬৫০৪, শ্রেণি-১৬
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রাপ্তি স্থান: ক্যামব্রিয়ান বুকস্ এন মোর
৭২, প্রগতি সরণি,বারিধারা, জে-ব্লক, ঢাকা।
ফোন: ০১৮২৩০৫৫৩৯৯, ০১৮১৮০৩৫১৫৮, ০১৭২০৫৫৭১৭৭

কম্পিউটার কম্পোজ
মোহাম্মদ ওমর ফারুক ভূঁইয়া

প্রচ্ছদ
ইউনুছ মিয়া
ও
আব্দুল্লাহ আল মামুন

চিত্র
সংগৃহীত

মূল্য: টাকা–

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

লেখকদের কথা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের

পরম করুণাময় আল্লাহ'তালার অশেষ কৃপায় আধুনিক তথ্য সমৃদ্ধ সম্পূর্ণ নতুন সিলেবাসের ভিত্তিতে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়টির প্রথম পত্র (ব্যবসায় পরিচিতি) বইটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত জনগণ। আর এই সুশিক্ষিত জনগণ গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় পাঠ্য পুস্তক বোর্ড ২০১৩ সালে সম্পূর্ণ নতুন সিলেবাস প্রণয়ন করেছে। আর এই নতুন সিলেবাসের ভিত্তিতে আমরা বইটি প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি।

এই বইটি প্রকাশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যাদের অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা পেয়েছি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে আমাদের ক্যামব্রিয়ান কলেজের সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় শুরু থেকে আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। অন্যান্য বিভাগের সহকর্মীবৃন্দ তাদের অভিজ্ঞতা ও ধারনা দিয়ে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করেছে। বিভিন্ন ব্যবসায় সংগঠন ও তথ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে তথ্য সংগ্রহে সহায়তার জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বইটি রচনায় দেশী-বিদেশী প্রচুর স্বনামধন্য লেখকদের মূল্যবান বইয়ের সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়েছে বলে তাদের নিকট আমরা চিরঋনী।

গ্রন্থটি রচনাকালে আধুনিক বাংলা বানান রীতি অনুসরন করার যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে। বইটিতে অনেক নতুন তথ্য সংযোজন করা হয়েছে। পৃষ্ঠার সংখ্যা সীমাবদ্ধতার কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

অত্যন্ত সতর্ক থাকার পরেও কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। পরবর্তী সংস্করনে তা দূর হবে আশা করি। এ বিষয়ে সম্মানিত শিক্ষকমন্ডলী ও শিক্ষার্থীদের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

পরিশেষে, বইটির ব্যাপক প্রচার ও প্রসারে সম্মানিত শিক্ষকমন্ডলীর ও শিক্ষার্থীদের সুদৃষ্টি কামনা করছি।

ক্যামব্রিয়ান কলেজ, ঢাকা
আল্লাহ হাফেজ
লেখকবৃন্দ

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১.	ব্যবসায়ের মৌলিক ধারণা	০১ – ২০
২.	ব্যবসায় পরিবেশ	২১ – ৩০
৩.	একমালিকানা ব্যবসায়	৩১ – ৪২
৪.	অংশীদারি ব্যবসায়	৪৩ – ৬২
৫.	যৌথমূলধনী ব্যবসায়	৬৩ – ১১২
৬.	সমবায় সমিতি	১১৩ – ১২৮
৭.	রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়	১২৯ – ১৪৪
৮.	ব্যবসায়ের আইনগত দিক	১৪৫ – ১৬৪
৯.	ব্যবসায়ের সহায়ক সেবা	১৬৫ – ১৮২
১০.	ব্যবসায় উদ্যোগ	১৮৩ – ২০৬
১১.	ব্যবসায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার	২০৭ – ২১৮
১২.	ব্যবসায়ের নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা	২১৯ – ২৩৮

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

BIBLIOGRAPHY

১. Scanner, Stcven J. Z. John M. Ivanoevich – Business for the 21st century. Richard & Irwin Inc., USA 2000.

২. Kotler philip & Armstrong – Principles of Marketing, Prentice Hall India, 12th Edition.

৩. Strauss Ansary and Frost-E-marketing, 3rd edition.

৪. Glos E. Raymond & Harold A Baker-Introduction to Business.

৫. খালেকুজ্জামান ও মোহাম্মদ, বাণিজ্য ও শিল্প আইন।

৬. খালেকুজ্জামান ও মোহাম্মদ, ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ, যমুনা প্রকাশনী।

৭. ফারুকী কাজী উচ্চ মাধ্যমিক ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ, কাজী প্রকাশনী।

৮. আলতাফ হানিফ উচ্চ মাধ্যমিক ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ, রয়েল লাইব্রেরী।

৯. Khalekujjaman Z Musharraf- Introduction to Business, Jamuna Publishar.

১০. খালেকুজ্জামান ও মোহাম্মদ ব্যবসায়ের আইনগত পরিবেশ, যমুনা পাবলিশার্স।

১১. আলম আশরাফুল-ইনটেলেকচুয়াল প্রোপার্টি আইন, কামরুল বুক হাউজ।

১২. রহমান মাহাবুব-ব্যবসায় বাণিজ্যে কম্পিউটার।

১৩. নজরুল ও হারিস-উচ্চ মাধ্যমিক অফিস ব্যবস্থাপনা।

১৪. কিরণ গোলাম-আজকের বিশ্ব।

১৫. আলম মাহাবুবুল-ভাষা সৌরভ, আইডিয়াল লাইব্রেরী-ঢাকা।

১৬. নিরঞ্জন ও সফিউদ্দিন-উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা।

১৭. মাহামুদ হায়াৎ-ভাষা শিক্ষা।

১৮. খালেকুজ্জামান ও আতাউর- উচ্চ মাধ্যমিক ব্যবসায় উদ্যোগ।

১৯. ওরাকল বিসি এস প্রিলিমিনারী-ওরাকল পাবলিকেশন।

২০. Business dictionary.com

২১. Encyclopedia.

২২. অংশীদারী আইন ১৯৩২।

২৩. কোম্পানি আইন ১৯৯৪।

২৪. বীমা আইন ২০১০।

২৫. প্যাটেন্ট আইন ১৯১১।

২৬. ট্রেডমার্ক আইন ২০০৯।

২৭. Website of different organization (For example website of SME Foundation, FBCCI, Grameen Phone.

২৮. দৈনিক কালের কণ্ঠ, প্রথম আলো।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

প্রথম অধ্যায়

ব্যবসায়ের মৌলিক ধারণা

BASIC CONCEPT OF BUSINESS

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ নিজ প্রয়োজন মেটানোর প্রচেষ্টায় সচেষ্ট ছিল। মৎস আহরণ, কৃষিকাজ, পশু শিকার, পণ্য বিনিময়, উৎপাদন প্রচেষ্টা প্রভৃতি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ছিল। এর মূলে যে জিনিস কাজ করে তাহলো মানুষের অভাববোধ। অভাব পূরণের লক্ষ্যে তারা বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে এবং অর্থ উপার্জনের প্রচেষ্টা চালায়। মূলত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও লেনদেনকে ঘিরেই উদ্ভব হয় ব্যবসায়ের।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা জানতে পারব–

- ব্যবসায়ের ধারণা।
- ব্যবসায়ের আওতা।
  – শিল্পের বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ;
  – বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ;
  – প্রত্যক্ষ সেবার বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ।
- শিল্প, বাণিজ্য ও প্রত্যক্ষ সেবার মধ্যে পার্থক্য।
- বাংলাদেশের ব্যবসায়ের আওতা হিসেবে শিল্প, বাণিজ্য ও প্রত্যক্ষ সেবার সমস্যা ও সম্ভাবনা।
- সামাজিক ব্যবসায় ধারণা।
- ব্যবসায়ের কার্যাবলি।
- ব্যবসায়ের গুরুত্ব।
- অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যবসায়ের অবদান।
- জীবিকা অর্জনের উপায় হিসেবে ব্যবসায়।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

১.০১ ব্যবসায়ের ধারণা
Concept of Business

সাধারণভাবে কোনো কিছু কেনা-বেচার কার্যক্রমকে আমরা ব্যবসায় হিসাবে জানি। কিন্তু শুধুমাত্র কেনা-বেচার সাথে ব্যবসায় সম্পৃক্ত নয়। ব্যবসায় হলো উৎপাদন, বণ্টন এবং উৎপাদন ও বণ্টনের সহায়ক কার্যাবলি।

আমরা ব্যবসায়কে একটি ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারি–

অভাব বোধ → পণ্য ও সেবা উৎপাদন → বিনিময় ও বণ্টন ক্রয়-বিক্রয় → বিনিময় সহায়ক কাজ → অভাবের পরিতৃপ্তি ও জীবিকা অর্জন

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে ব্যবসায় বলে। পরিবারের সদস্যদের জন্য খাদ্য উৎপাদন করা, হাঁস-মুরগি পালন করা, সবজি চাষ করাকে ব্যবসায় বলা যায় না। কিন্তু যখন কোনো কৃষক মুনাফার আশায় ধান চাষ করে বা সবজি ফলায় তা ব্যবসায় বলে গণ্য হবে। তবে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যবসা বলে গণ্য হবে যদি সেগুলো দেশের আইনে বৈধ ও সঠিক উপায়ে পরিচালিত হয়। মানুষ তার অভাব পূরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পণ্য বা সেবা উৎপাদন, বণ্টন, উৎপাদন ও বণ্টনের সহায়ক কার্যক্রমে নিজেকে সম্পৃক্ত করে এবং মুনাফা অর্জন করে। এ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত অর্থনৈতিক কার্যক্রমকেই ব্যবসায় বলে।

কর্মপত্র-১

তোমাদের বাড়ির আশেপাশে যেসব ব্যবসায় চালু আছে তার একটি তালিকা তৈরি কর।	
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•

ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Business)

সমাজ বিজ্ঞানের শাখা হিসেবে ব্যবসায় পণ্য ও সেবা উৎপাদন ও বণ্টন কার্যাবলির সাথে সংশ্লিষ্ট। মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত এরূপ কার্যাবলির কতকগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যা নিম্নে উপস্থাপিত হলো–

- ব্যবসায়ের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো মুনাফা অর্জন। কারণ ব্যবসায়ের ধরন যা-ই হোক না কেন, মালিকগণ মুনাফা অর্জনকেই প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য করে ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করে থাকেন।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

- ব্যবসায়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লাভ-লোকসানের ঝুঁকি গ্রহণ। প্রত্যেক ব্যবসায়ী তার সাফল্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। সুতরাং ব্যবসায়ের অস্তিত্বের সাথে লাভ-লোকসানের অনিশ্চয়তার ঝুঁকি জড়িত।
- মূলধন ব্যবসায়ের মূল চালিকাশক্তি। সঠিক সময়ে ব্যবসায়ের সুষ্ঠু গঠন ও পরিচালনার নিমিত্তে সঠিক পরিমাণে মূলধন প্রয়োজন। মালিক বা উদোক্তাগণ এ মূলধন নিজেদের তহবিল থেকে বা অন্য কোনো উৎস থেকে ঋণ হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন।
- ক্রেতাগণ তাদের প্রয়োজনীয় পণ্যাদি চূড়ান্ত ভোগের উপযোগী করে পেতে চায়। এজন্যেই ব্যবসায় আহরিত প্রাকৃতিক সম্পদের মাঝে উপযোগিতা সৃষ্টি করে এবং ক্রেতাদের ভোগের উপযোগী করে তা বাজারজাত করে।
- ব্যবসায়িক লেনদেনের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ক্রেতা-বিক্রেতা। অর্থ প্রদান ও অর্থ গ্রহণ-এ দুটির অস্তিত্ব ব্যবসায়িক লেনদেনে অপরিহার্য।
- ব্যবসায়িক লেনদেন নিয়মিত ও পৌনঃপুনিকভাবে হতে হয়। আকস্মিক কোনোরূপ লেনদেনকে ব্যবসায় বলা যায় না।
- ব্যবসায়কে অবশ্যই আইনানুগ ও বৈধ হতে হবে।
- ব্যবসায় সবসময় একটা স্বাধীন পেশা হিসেবে গণ্য হয়।

১.০২ ব্যবসায়ের আওতা বা পরিধি

Scope of Business

অভাব পূরণের প্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবার উৎপাদন ও বণ্টন এবং এর সহায়ক যাবতীয় কার্যাবলি ব্যবসায়ের আওতাভুক্ত। অর্থাৎ উৎপাদনের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ হতে আরম্ভ করে তৈরি পণ্য বা সেবা ভোক্তার হাতে পৌঁছানো পর্যন্ত সকল কার্যাবলিই ব্যবসায়ের আওতা বা পরিধির অন্তর্ভুক্ত।

শিল্প (Industry): শিল্প উৎপাদনের বাহন। যে কর্ম প্রচেষ্টা বা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ এবং এর উপযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের ব্যবহার উপযোগী পণ্য প্রস্তুত করা হয় তাকে শিল্প বলে। শিল্পের বৈশিষ্ট্য সমূহ–

ক. শিল্প পণ্যদ্রব্য প্রক্রিয়াজাতকরণের সাথে সম্পৃক্ত;
খ. সম্পদ বা মূল্য উৎপাদনই শিল্পের মূল লক্ষ্য;
গ. শিল্প পণ্যের আকারগত উপযোগ সৃষ্টি করে;
ঘ. শিল্পে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী মানুষের অভাব মোচনের কাজে নিয়োজিত;
ঙ. অর্ধ প্রস্তুত পণ্যকে চূড়ান্ত পণ্যে রূপান্তরিত করে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

শিল্পকে নিম্নোক্ত বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

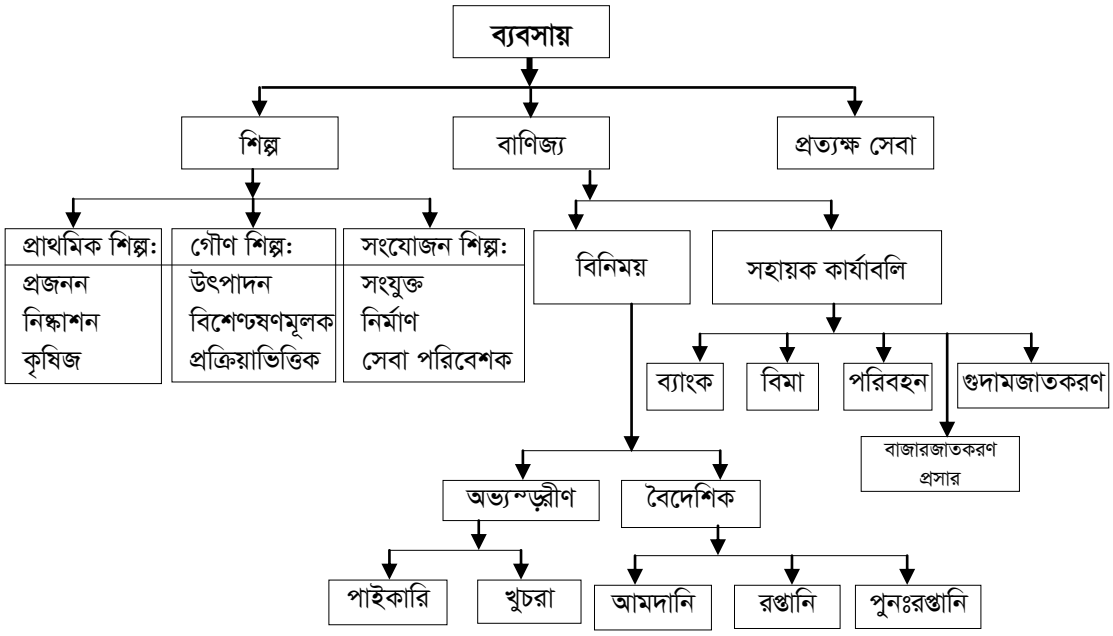

ছক: ব্যবসায়ের আওতা।

ক. প্রাথমিক শিল্প (Primary Industry)

প্রাথমিক শিল্পে কোনো রূপগত পরিবর্তন ঘটে না। প্রাথমিক শিল্পকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে।

- **প্রজনন শিল্প (Genetic Industry):** যে শিল্পে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রি পুনঃবার সৃষ্টি বা উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয় তাকে প্রজনন শিল্প বলে।
  উদাহরণ স্বরূপ মৎস চাষ, নার্সারি, হাঁসমুরগি, ফলমূল ও গবাদি পশুর খামার।

- **নিষ্কাশন শিল্প (Extractive Industry):** ভূ-গর্ভ, নদী, সাগর বা ভূমি থেকে প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ আহরণ, উপযুক্ত কাজের পরিবেশ, উন্নতমানের পণ্য ও সেবা পরিবেশন ইত্যাদির মাধ্যমে আহরণের কাজে যে শিল্প সম্পর্কযুক্ত তাকে নিষ্কাশন শিল্প বলে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

উদাহরণস্বরূপ সমুদ্র হইতে মৎস শিকার ও জলজ সম্পদ সংগ্রহ, বন হতে কাঠ বা অন্যান্য বনজ সম্পদ সংগ্রহ, নদী হইতে বালু ও ভূ-গর্ভ হতে খনিজ পদার্থ উত্তোলন ইত্যাদি।

- **কৃষিজ শিল্প (Agricultural Industry):** যে প্রক্রিয়ায় কৃষিজ পণ্য উৎপাদন ও আহরণ করা হয় তাকে কৃষিজ শিল্প বলে। উদাহরণস্বরূপ ধান ও পাটের কথা বলা যায়।

খ. গৌণ শিল্প (Secondary Industry)

যে প্রক্রিয়ায় সম্পদের রূপের পরিবর্তন ঘটে তাকে গৌণ শিল্প বলে।

নিম্নে গৌণ শিল্পের সম্ভাব্য আওতাগুলো তুলে ধরা হলো–

- **উৎপাদন বা প্রস্তুত শিল্প (Productive Industry):** শ্রম ও যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় কাঁচামাল বা অর্ধ প্রস্তুত দ্রব্যকে মানুষের ব্যবহার উপযোগী পণ্যে প্রস্তুত করার প্রচেষ্টাকে উৎপাদন শিল্প বলে। অর্থাৎ পণ্য উৎপাদনের জন্য পণ্যের যে রূপগত পরিবর্তন সাধিত হয় সেই প্রক্রিয়াই হলো উৎপাদন শিল্প। যেমন- গাছ কেটে আসবাবপত্র তৈরি, বয়ন শিল্প, ইস্পাত শিল্প ইত্যাদি।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

- **বিশ্লেষণমূলক শিল্প (Analytical Industry):** এ জাতীয় শিল্পে কোনো দ্রব্যকে বিশ্লেষণ করে নানা রকম দ্রব্য তৈরি করা হয়। যেমন-অশোধিত খনিজ তৈল থেকে ডিজেল, পেট্রোল, গ্যাসোলিন, কেরোসিন, খনিজ কয়লা হতে কোক কয়লা,, ন্যাপথালিন, আলকাতরা ইত্যাদি তৈরি করার কাজ।
- **প্রক্রিয়াভিত্তিক শিল্প (Processing Industry):** এ জাতীয় শিল্পে বিভিন্ন প্রক্রিয়া অবলম্বন করে পণ্য উৎপাদন করা হয়। অর্থাৎ প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে পণ্য উৎপাদন করার শিল্পই হলো প্রক্রিয়াভিত্তিক শিল্প। যেমন-তুলা হতে বস্ত্র, আখ হতে চিনি ইত্যাদি।
- **যৌগিক শিল্প (Synthetic Industry):** এ শিল্পে একাধিক মৌলিক দ্রব্যের সমন্বয়ে একটি নতুন দ্রব্য তৈরি হয়। যেমন-সার শিল্প এটি কয়েকটি মৌলিক উপকরণের মধ্য দিয়ে সারে পরিণত হয়েছে। সাবান, সিমেন্ট ইত্যাদি যৌগিক শিল্পের উদাহরণ।

গ. **সংযোজন শিল্প (Assembling Industry):**

এ প্রক্রিয়ায় একাধিক যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ সংযোজন করে নতুন পণ্য তৈরি করা হয়। যেমন-মোটর শিল্প, রেল ইঞ্জিন।

- **সংযুক্ত শিল্প (Integrated Industry):** যে শিল্প ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের শিল্প প্রক্রিয়ার একই সাথে সমন্বয় ঘটে তাকে সংযুক্ত শিল্প বলে। যেমন-লৌহ ও ইস্পাত শিল্প।
- **নির্মাণ শিল্প (Constructive Industry):** যে প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধরনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে তাকে নির্মাণ শিল্প বলে। যেমন-রাস্তা ঘাট, দালানকোঠা, বাঁধ, সেতু ইত্যাদি নির্মাণ।

- **সেবা পরিবেশক শিল্প (Service Industry):** যে শিল্প জনকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত হয়ে থাকে তাকে সেবা পরিবেশক শিল্প বলে। যেমন-পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন ইত্যাদি সরবরাহ এ শিল্পের আওতাভুক্ত।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

কর্মপত্র-২

বিভিন্ন প্রকার শিল্পের ৫টি করে উদাহরণ

প্রজনন শিল্প	কৃষিজ শিল্প	বিশ্লেষণমূলক শিল্প	সংযুক্ত শিল্প	সেবামূলক শিল্প
১. মৎস চাষ	১. ধান ও পাট	১. খনিজ তৈল থেকে ডিজেল	১. লৌহ ও ইস্পাত শিল্প	১. পানি শিল্প
২.	২.	২.	২.	২.
৩.	৩.	৩.	৩.	৩.
৪.	৪.	৪.	৪.	৪.
৫.	৫.	৫.	৫.	৫.

বাণিজ্য (Commerce): শিল্পে উৎপাদিত পণ্য প্রকৃত ভোগকারীর নিকট অথবা কাঁচামাল ও অর্ধ প্রস্তুত পণ্য পরবর্তী ভোগকারী বা উৎপাদকের নিকট পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সকল প্রতিবন্ধকতাকে দূরীকরণের জন্য গৃহীত যাবতীয় কাজের সমষ্টিকে বাণিজ্য বলে।

বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Features of Commerce):

১. **পণ্য সংগ্রহ ও বণ্টন:** পণ্য উৎপাদন হয় এক স্থানে এবং ভোগ হয় বিভিন্ন স্থানে। বাণিজ্য ব্যবসায়, পরিবহণ, গুদামজাতকরণ, বীমা, ব্যাংকিং ও প্রচার ব্যবস্থার মাধ্যমে ঐ সমস্ত পণ্য সংগ্রহ করে বণ্টন করে।

২. **উৎপাদন ও বণ্টনের মধ্যে সমন্বয়:** বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ায় উৎপাদন ও বণ্টনের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে বাণিজ্য বাজার স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করে।

৩. **ব্যবসায়ের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ:** বাণিজ্য ব্যবসায়, পরিবহণ, গুদামজাতকরণ, ব্যাংক, বীমা ও প্রচারের দ্বারা যথাক্রমে ব্যবসায়ের ব্যক্তিগত, স্থানগত, কালগত, অর্থ সংক্রান্ত, ঝুকিগত বাধা বা প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করে সুষ্ঠুভাবে ব্যবসায়কে চলতে সাহায্য করে।

৪. **পণ্যের মান ও গুণ উন্নতকরণ ও সংরক্ষন:** পণ্যের মান ও গুণ উন্নতকরণ এবং সংরক্ষণের লক্ষ্যে বাণিজ্য প্রমিতকরণ, পর্যায়িতকরণ, চিহ্নিতকরণ, মোড়কিকরণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

৫. **বৃহদায়তন উৎপাদনে সাহায্য:** বাণিজ্যিক প্রক্রিয়ায় পণ্যের বাজারজাতকরণ নিশ্চিত হয় বলে উৎপাদক অবিরত উৎপাদন কার্যে নিয়োজিত থেকে বাজারের চাহিদানুযায়ী ব্যাপক আকারে উৎপাদন করতে পারে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

বাণিজ্যের প্রকারভেদ নিম্নরূপ–

বিনিময় (Trade): পণ্য দ্রব্য বা সেবা সামগ্রির স্বত্ব হস্তান্তরের কাজকে পণ্য বিনিময় বলে। বিনিময়ের মাধ্যমে স্বত্ব হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ব্যক্তিগত বাধা অপসারিত হয়। পণ্য বা সেবা বিনিময়কে নিম্নোক্ত কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

১. **অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য (Home Trade):** একটি দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে যে ক্রয় - বিক্রয় কার্য সম্পাদিত হয়, তাকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকে প্রকৃতি অনুযায়ী আবার দুভাগে ভাগ করা হয়েছে।

i. **পাইকারী ব্যবসায় (Whole sale trade):** যে ব্যবসায় পাইকারি ব্যবসায়ী উৎপাদকের নিকট হতে অধিক পরিমাণে পণ্য দ্রব্য ক্রয় করে সেগুলো ছোট ছোট লটে খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রি করে তাকে পাইকারি ব্যবসায় বলে।

ii. **খুচরা ব্যবসায় (Retail trade):** খুচরা ব্যবসায়ী পাইকারদের নিকট থেকে পণ্য দ্রব্য সংগ্রহ করে সেগুলো ভোক্তাদের নিকট বিক্রি করে। এরূপ ব্যবসায়কে খুচরা ব্যবসায় বলে।

২. **আন্তর্জাতিক/বৈদেশিক বাণিজ্য (Foreign trade):** এক দেশের সাথে অন্য দেশের বাণিজ্য হলে তাকে বৈদেশিক বাণিজ্য বলে। এ ব্যবস্থায় এক দেশের ক্রেতা অন্য দেশের বিক্রেতার সাথে বাণিজ্য করে থাকে। বৈদেশিক বাণিজ্য তিনটি উপায়ে হয়ে থাকে–

i. **আমদানি (Import):** অন্য দেশ থেকে পণ্য কিনে নিজ দেশে নিয়ে আসার কাজকে বলে আমদানি।

ii. **রপ্তানি (Export):** রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পণ্য দ্রব্য বা সেবা স্বদেশ থেকে বিদেশে প্রেরণ করা হয়।

iii. **পুনঃরপ্তানি (Re-export):** এক দেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্য তৃতীয় দেশে বিক্রি করা হলে তাকে পুনঃরপ্তানি বাণিজ্য বলে।

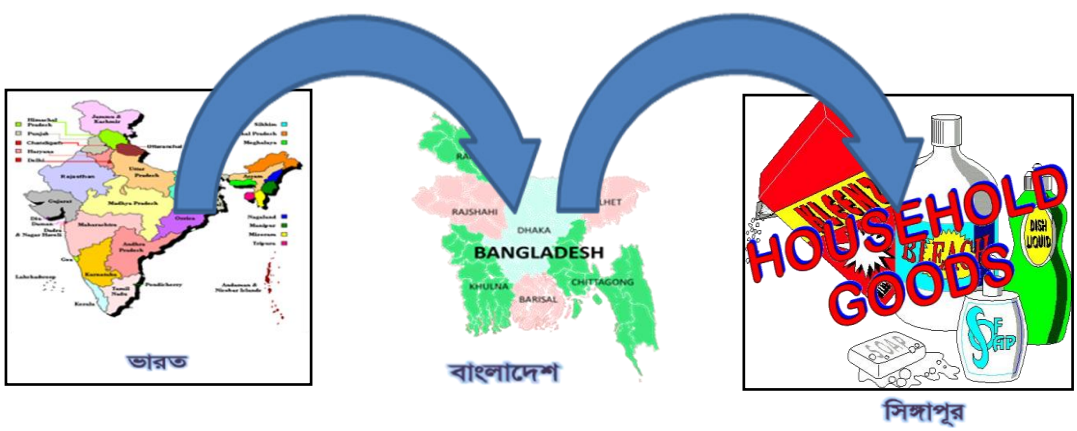

চিত্র: পুনঃরপ্তানি।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

সহায়ক কার্যাবলি (Auxilaries to trade):

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে শিল্প ও বাণিজ্যে সহায়তা দানের লক্ষ্যে যেসব কার্য সম্পাদিত হয় সেগুলোও ব্যবসায়ের আওতাধীন।

সহায়ক কার্যাবলি নিম্নরূপ–

i. **ব্যাংকিং (Banking):** ব্যাংকিং ব্যবস্থা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ সরবরাহ করে ব্যবসায়ের অর্থ সংস্থানজনিত প্রতিবন্ধকতা দূর করে।

ii. **বিমা (Insurance):** ব্যবসায়ের সাথে জড়িত ঝুঁকি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে সহায়তা করে বিমা।

iii. **পরিবহন (Transportation):** পরিবহন পণ্য স্থানান্তরের ক্ষেত্রে স্থানগত প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত করে থাকে। পরিবহন তিন উপায়ে হয়ে থাকে-স্থল পথে, জল পথে, বিমান পথে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

iv. গুদামজাতকরণ (Warehousing): এ প্রক্রিয়ায় পণ্য কিছু সময়ের জন্যে মজুত রেখে সময়গত উপযোগ সৃষ্টি করা হয়।

v. প্যাকিং (Packing): পণ্য বাজারজাতকরণের আগে পণ্যের দাম, গুণ, তারিখ ইত্যাদি সংবলিত একটি আকর্ষণীয় মোড়কে পণ্যকে সাজানো হলে একে প্যাকিং বলে।

vi. বাজারজাতকরণ প্রসার (Promotion): পণ্যের সঠিক মূল্যায়ন হওয়ার জন্য, যে উদ্দেশ্যে পণ্য তৈরি করা হয়েছে এবং মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পণ্যকে বাজারজাতকরণ করা হয়। বাজারজাতকরণের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিষয় হলো-পণ্য গবেষণা, বাজার গবেষণা, বিক্রয়িকতা।

প্রত্যক্ষ সেবা (Direct Services)

অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে যেসব কার্য সরাসরি সম্পাদিত হয় কিংবা দৈহিক বা মানসিক শ্রমের বিনিময় করা হয় তাকে প্রত্যক্ষ সেবা বলে।

চিত্র: প্রত্যক্ষ সেবা

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

প্রত্যক্ষ সেবার বৈশিষ্ট্য:

১. অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্য স্বাধীন পেশায় নিয়োজিত থাকে,
২. পণ্য ছাড়া সরাসরি সেবা প্রদান,
৩. সেবাদাতা ও সেবা গ্রহীতার উপস্থিতি থাকতে হয়।

প্রত্যক্ষ সেবার আওতা বা প্রকারভেদ

যেসব কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ সেবার মধ্যে পড়ে সেগুলো হলো-চিকিৎসা বৃত্তি, আইন বৃত্তি, হিসাব বৃত্তি, প্রকৌশলী বৃত্তি, পরামর্শ বৃত্তি, হোটেল, সেলুন, নাট্যশালা, সিনেমা হল, অভিনেতা, অভিনেত্রীদের অভিনয়, ডাক্তাররা মিলে ক্লিনিক ব্যবসা বা কয়েকজন উকিল মিলে এটর্নি ফার্ম বা প্রকৌশলীরা মিলে ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম গঠন করতে পারেন; যা প্রত্যক্ষ সেবা বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সঙ্গত কারণে ব্যবসায়ের আওতায় আসে।

পরিশেষে বলা যায় যে, ব্যবসায়ের আওতা অত্যন্ত ব্যাপক। বর্তমান বিশ্বে ব্যবসায় একটি ব্যাপক আওতাবিশিষ্ট অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সমষ্টি। মানুষের অফুরন্ত অভাব পূরণের জন্য বস্তুগত ও অবস্তুগত সেবা ও শ্রমের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। কাজেই মানুষের এসব চাহিদা পূরণের জন্য অর্থোপার্জনের লক্ষ্যে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যই ব্যবসায়ের আওতাভুক্ত ।

কর্মপত্র-৩

শিল্প, বাণিজ্য ও প্রত্যক্ষ সেবার ধারণা ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে এদের মধ্যে পার্থক্য খুঁজে বের কর।		
শিল্প	**বাণিজ্য**	**প্রত্যক্ষ সেবা**

১.০৩ বাংলাদেশে ব্যবসায়ের আওতা হিসাবে শিল্প, বাণিজ্য ও প্রত্যক্ষ সেবার সমস্যা ও সম্ভাবনা

Problems & Prospects of Industry, Commerce and Direct Services of Bangladesh

বাংলাদেশ শিল্পে অনগ্রসর একটা দেশ। প্রাচীন কাল থেকেই কৃষি খাত এ দেশে মুখ্য হলেও বর্তমানে শিল্পোন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই। জাতীয় সম্পদ ও গৃহীত বৈদেশিক ঋণের বড় পরিমাণ অর্থ শিল্পোন্নয়নের স্বার্থে ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু প্রত্যাশিত অগ্রগতি নানান কারণেই এখনও অর্জিত হয়নি।

বাংলাদেশে শিল্পের সমস্যা (Problems of Industry in Bangladesh):

বাংলাদেশে শিল্পখাতে দূর্বলতার পিছনে বিভিন্ন কারণ বিদ্যমান। নিম্নে এ সর্ম্পকে আলোচনা করা হলো–

১। **সৎ ও যোগ্য উদ্যোক্তার অভাব:** আমাদের দেশের সকল পর্যায়েই দক্ষ ও যোগ্য উদ্যোক্তা বা সংগঠকের অভাব লক্ষনীয়। অথচ উদ্যোক্তা হলো ব্যবসায়ের নেতা। যোগ্য উদ্যোক্তা শ্রেণী গড়ে না উঠার কারণে এ দেশের শিল্প ক্ষেত্রে যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সে সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যাচ্ছে না।

২। **ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা:** শিল্প নিজে চলতে পারে না। ব্যবস্থাপনার উপর তাকে নির্ভর করতে হয়। শিল্প সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এর ব্যবস্থাপকদের যেরূপ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন আমাদের দেশে তার বড়ই অভাব পরিলক্ষিত হয়।

৩। **মূলধনের অভাব:** শিল্প ছোট বড় যে ধরনেরই হোক না কেন তাতে যদি কাম্য পরিমাণের মূলধন সংস্থান করা না যায় তবে তা হতে কাঙ্খিত ফল লাভ করা যায় না।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৪। **সরকারি সুষ্ঠু নীতিমালার অভাব:** শিল্পকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সরকারের যে সুষ্ঠু নীতি-পরিকল্পনা ও তদনুযায়ী উদ্যোগ এবং সহযোগিতা থাকা প্রয়োজন তারও মারাত্মক অভাব এ দেশে লক্ষণীয়।

৫। **উন্নত প্রযুক্তি ও কারিগরি দক্ষতার অভাব:** আমাদের দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পুরাতন যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার করে। ফলে বিদেশি প্রতিযোগীদের ন্যায় মানসম্মত পণ্য উৎপাদন তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। এ ছাড়া ব্যবসায় পরিচালনা ও উৎপাদনে যে ধরনের কলাকৌশল ও পদ্ধতি এখানে ব্যবহৃত হয় তাও উন্নত নয়। ফলে ব্যবসায় সংগঠনগুলোর দক্ষতার মান উন্নত হওয়ার সুযোগ কম।

বাংলাদেশে শিল্পের সম্ভাবনা (Prospects of Industry in Bangladesh)

দেশের ক্রমবর্ধমান জনশক্তির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এবং দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে শিল্পায়নের কোনো বিকল্প নেই। প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যাপক ব্যবহার, অভ্যন্তরীণ বাজার, বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ বৃদ্ধি, উন্নতমানের কয়লা খনির সন্ধান লাভ, রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, বেসরকারি উদ্যোগ সম্প্রসারন, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বারোপ, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের প্রয়াস, বিশ্বায়নের প্রভাব ইত্যাদি সবকিছুই এদেশে শিল্পখাতের অগ্রগতির ইঙ্গিত দেয়।

দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে শিল্পখাতের উন্নয়নের আবশ্যকতা ও করণীয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব যত দ্রুত সৃষ্টি হয় ততই তা মঙ্গলজনক। সর্বোপরি দেশীয় উদ্যোগ ও বিনিয়োগ আকর্ষণের পাশাপাশি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জন ও পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে সকল বাধা-বিপত্তি দূর করে সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যাবে।

বাংলাদেশে ব্যবসায়ের আওতা হিসেবে বাণিজ্যের সমস্যা
Problems of Commerce in Bangladesh

বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে বিভিন্ন সমস্যা বিদ্যমান। যে কারণে যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকার পরও এদেশে বাণিজ্যের কাঙ্ক্ষিত সম্প্রসারণ সম্ভব হচ্ছে না। নিম্নে এরুপ সমস্যাসমূহ উল্লেখ করা হলো—

ক. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে সমস্যা: (Problems of home trade)

- দক্ষ উদ্যোক্তা ও ব্যবস্থাপকের অভাব
- মূলধনের সীমাবদ্ধতা
- পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা
- রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা
- সরকারি বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতার অভাব
- মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য
- পণ্য ও সেবার নিম্নমান

খ. বৈদেশিক বাণিজ্যে সমস্যা: (Problems of foreign trade)

- রপ্তানিমুখী শিল্পের অভাব
- দক্ষ রপ্তানিকারকের অভাব
- রপ্তানি পণ্যের সীমাবদ্ধতা বা পোশাক শিল্পের উপর অতিনির্ভরতা
- রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণে উন্নত কৌশল ও প্রযুক্তি ব্যবহারের অভাব
- দ্রুত শিপমেন্ট সমস্যা
- আঞ্চলিক সহায়তার অভাব
- রপ্তানি সম্প্রসারণে ব্যাকওয়ার্ড ও ফরোয়ার্ড লিংকেজ শিল্পের অভাব

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

বাংলাদেশে বাণিজ্যের সম্ভাবনা (Prospects of commerce in Bangladesh):

বাংলাদেশে বাণিজ্যোর সম্ভাবনা যথেষ্ট তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ব্র্যান্ডের পণ্যের সম্প্রসারণ, খুচরা বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ, মোড়কীকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রত্যক্ষ বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা প্রসার ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রামীণ বাজার পর্যন্ত বিস্তৃত হচ্ছে বিধায় লেনদেন অনেক সহজ হয়েছে। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষের ভোগের প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে। মানুষের রুচি ও চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে নতুন ডিজাইন ও মানের পণ্য বাজারে আসছে। রাজধানি থেকে শুরু করে ছোট শহর পর্যন্ত বিপনি বিতান গড়ে উঠায় বাণিজ্যিক কর্মকান্ডের বিস্তৃতি ঘটছে। রপ্তানি বাণিজ্যে বিদ্যমান সমস্যা মাথায় রেখে আমদানিকারকদের মনে আস্থা সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। রপ্তানিমুখি প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি ও বিদেশি বাণিজ্যিক মিশনগুলোকে সক্রিয় করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। সবকিছু মিলিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরিন ও বৈদেশিক বাণিজ্য ভবিষ্যতে আরও সমৃদ্ধ হবে।

১.০৪ সামাজিক ব্যবসায়ের ধারণা
Concept of Social Business

প্রচলিত ব্যবসায় আমাদের শিক্ষা দেয় কীভাবে অধিক মুনাফা অর্জন করা যায়। অর্থাৎ প্রচলিত ব্যবসায় আমাদেরকে স্বার্থপর করে তোলে। অপরদিকে সামাজিক ব্যবসায় আমাদেরকে শিক্ষা দেয় কীভাবে ব্যবসায়ের মাধ্যমে স্বল্প মুনাফায় সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করা যায়। মুনাফা অর্জনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, ব্যবসায় সম্প্রসারণ এবং সামাজিক সমস্যা সমাধানে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রাখায় বর্তমান বিশ্বে সামাজিক ব্যবসায় ধারণাটি ব্যপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এ ধারনাটি প্রথমে উপস্থাপন ও উন্নয়ন করেন বাংলাদেশের নোবেল বিজয়ী ডঃ মোঃ ইউনুস। তিনি ২০০৮ সালে তার প্রকাশিত বই *"Creating a world without poverty:social business and the future of capitalism"* সর্বপ্রথম এ ধারনাটি দেন। পরবর্তিতে ২০১০ সালে তার প্রকাশিত *"Building Social Business: The new kind of Capitalism that serve humanity's most pressing needs"* এ এই মডেলটির বিস্তারিত আলোচনা করেন।

চিত্র: সামাজিক ব্যবসায়

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

সামাজিক ব্যবসায় হচ্ছে একটি কারণ ধাবিত (Cause-driven) ব্যবসায়। সামাজিক ব্যবসায় বিনিয়োগকারী ধীরে ধীরে তার বিনিয়োগকৃত মূলধন তুলে নিতে পারে। কিন্তু এর বাইরে কোনো লভ্যাংশ সে ভোগ করতে পারে না। এ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যবসায় পরিচালনার মাধ্যমে সমাজের এক বা একাধিক সামাজিক উদ্দেশ্য অর্জন করা; এখানে বিনিয়োগকারীর কোনো ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য থাকে না। এ ব্যবসায়ের মুনাফা ব্যবহার করা হয় সামাজিক ব্যবসায় সম্প্রসারণ বা পণ্য উন্নয়নে। এ কারণেই বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো মুনাফা উত্তোলন করে না।

পণ্যের খরচ তুলে মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি এ ব্যবসায় এক বা একাধিক সামাজিক উদ্দেশ্য যেমন–গরীবদের স্বাস্থ্যসেবা, আবাসন ব্যবস্থা, আর্থিক সেবা প্রদান, অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের পুষ্টির ব্যবস্থা করা, নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ, নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবস্থা ইত্যাদি অর্জন করতে সহায়তা করবে।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস সামাজিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন–

- সামাজিক উদ্দেশ্য থাকতে হবে। যেমন: স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দরিদ্রতা, পরিবেশ, জলবায়ু ইত্যাদি।
- লভ্যাংশ হিসেবে বিনিয়োগকারী কোনো মুনাফা গ্রহণ করতে পারবে না।
- একটি ব্যবসায়কে সামাজিক ব্যবসায় হিসেবে বিবেচনা করা যাবে যদি এটির মালিকানা দরিদ্র শ্রেণির জন্য হয় এবং এটি সমাজের কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য অর্জনে নিয়োজিত থাকে।

সামাজিক ব্যবসায়ের প্রকারভেদ (Types of Social Business):

সামাজিক ব্যবসায় দুপ্রকার। যথা–

১. টাইপ-I: সামাজিক ব্যবসায়
২. টাইপ-II: সামাজিক ব্যবসায়।

১. **টাইপ-I:** এ ধরনের সামাজিক ব্যবসায় কোনো নির্দিষ্ট সামাজিক, নৈতিক অথবা পরিবেশগত লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোনো পণ্য সরবরাহের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। যেমন–গ্রামীণ ডানোন (Grameen Danone), গ্রামীণ শক্তি (Grameen Sokti)।

২. **টাইপ-II:** এ ধরনের সামাজিক ব্যবসায় মুনাফানির্ভর ব্যবসায় যেটির মালিক হবেন গরিব বা সমাজের নিম্নবিত্তরা যারা সরাসরি লভ্যাংশ ভোগ করতে পারে বা পরোক্ষভাবে সুবিধা গ্রহণ করতে পারে। যেমন: গ্রামীণ ব্যাংক সামাজিক ব্যবসায় অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসায়িক সামাজিক দায়িত্ব থেকে ভিন্ন।

সামাজিক ব্যবসায়ের নীতিমালা (Principles of Social Business)

ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং **হ্যানস রেইটজ** (Hans Reitz), সামাজিক ব্যবসায়ের ৭টি নীতিমালার কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলো–

- সামাজিক ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য হবে দারিদ্রতা দূর করা, অথবা সমাজের এক বা একাধিক সমস্যা সমাধান করা।
- আর্থিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন
- বিনিয়োগকারীরা শুধুমাত্র তাদের প্রাথমিক বিনিয়োগের অর্থ তুলে নিতে পারবে। বিনিয়োগের অতিরিক্ত লভ্যাংশ ভোগ করতে পারবে না।
- যখন কোম্পানির বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরত দেয়া হবে তখন কোম্পানির যত মুনাফা হবে তা কোম্পানির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে ব্যবহার করা হবে।
- পরিবেশগত সচেতনতা।
- কর্মীরা ভালো পরিবেশে কাজের পাশাপাশি ন্যায্য মজুরি পায়।
- কাজ আনন্দের সাথে করা।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

১.০৫ ব্যবসায়ের কার্যাবলি
Functions of Business

পণ্য বা সেবা উৎপাদন এবং উৎপাদিত পণ্য বা সেবা সামগ্রী ভোক্তার কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত যাবতীয় কার্যাবলি ব্যবসায়ের অন্তর্ভুক্ত। ভোক্তা বা ক্রেতার সন্তুষ্টি অর্জনই ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য।

নিম্নে ব্যবসায়ের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলিসমূহ বর্ণনা করা হলো–

- **উৎপাদন (production):** প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহ বা উত্তোলন করে ভোক্তাদের অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে এগুলোকে ব্যবহারোপযোগী করার জন্য ব্যবসায় উৎপাদনকার্য পরিচালনা করে থাকে। এ কাজকে রূপান্তর উপযোগিতা সৃষ্টিও বলা হয়ে থাকে। উৎপাদন ব্যবসায়ের মূখ্য কাজ।
- **পরিবহন (Transportation):** সাধারণত পণ্যসামগ্রী দেশের বিশেষ এলাকায় উৎপাদিত হয় এবং তা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভাগ করা হয়। এমতাবস্থায় উৎপাদিত পণ্য পরিবহনের মাধ্যমে উৎপাদন কেন্দ্র হতে দেশের বিভিন্ন এলাকায় নিয়ে গিয়ে ভোক্তাদের কাছাকাছি মজুদ করা হয়। এ কাজকে পণ্যের স্থানগত উপযোগিতা সৃষ্টি বলা হয়। পণ্যসামগ্রিকে স্থানান্তরে পরিবাহিত করা হলেই তা ভোগে লাগানো সম্ভব হয়।
- **ক্রয়-বিক্রয় (Buying and selling):** ব্যবসায়ের অন্যতম প্রধান কাজ হলো পণ্য ও সেবা ক্রয়-বিক্রয় করা। সত্যিকার অর্থে, পণ্য ও সেবার ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসায়ের প্রাণস্বরূপ।
- **অর্থ সরবরাহ (Supply of money):** ব্যবসায়ের প্রয়োজন অনুসারে ব্যাংকিং-এ নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থ সরবরাহের মাধ্যমে ব্যবসায়-বাণিজ্যকে গতিশীল করে তোলে।
- **ঝুঁকি হস্তান্তর (Transfering risk):** ব্যবসায়ের মাধ্যমে ব্যবসায়-সংক্রান্ত বহুবিধ ঝুঁকিও হস্তান্তরিত হয়। পণ্য বহনকালে কিংবা ব্যবসায় পরিচালনাকালে অগ্নিকাণ্ড, বন্যা, ভূমিকম্প, চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি কারণে যেসব ঝুঁকির সৃষ্টি হয় বিমা কোম্পানি সেসব ঝুঁকির দায়িত্ব গ্রহণ করে।
- **হিসাবরক্ষণ (Accounting):** ব্যবসায় হিসাব রক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য। ব্যবসায়ী লেনদেন হিসাবভুক্ত করাই এ কার্যের অন্তর্ভুক্ত। হিসাবরক্ষণের মাধ্যম কারবারের আয়-ব্যয়, লাভ-ক্ষতি এবং উহার আর্থিক অবস্থা জানা যায়। এর দ্বারা যেমন বর্তমান অবস্থা বুঝতে পারা যায় তেমনি ভবিষ্যৎ পন্থা স্থির করা হয়।
- **বিজ্ঞাপন ও প্রচার (Advertisement and publicity):** প্রত্যেক ব্যবসায়ী সংস্থা পণ্য-বার্তা সম্ভাব্য ক্রেতাদের দৃষ্টিগোচর করার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন ও প্রচারকার্য সম্পাদন করে থাকে। ক্রেতা সৃষ্টি করা এবং জনসাধারণকে পণ্যটির খরিদ্দারে পরিণত করার জন্য বিজ্ঞাপন ও প্রচার প্রয়োজন।

চিত্র: বিজ্ঞাপন ও প্রচার

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

- **মোড়কীকরণ (Packing):** পণ্য বিক্রয় ও বহনের সুবিধার্থে বিভিন্ন পরিমাণে পণ্যকে আগেই মোড়কীকরণ করা প্রয়োজন। উন্নত ও আকর্ষনীয় প্যাকেট, বোতল বা টিনে পণ্য মোড়কীকরণ করা হলে তা ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষনে ও এর যথাযথ সংরক্ষনে সহায়তা হয় ।

- **মজুতকরণ (Storing)** উৎপাদিত বা ক্রয়কৃত পণ্য বিক্রয় হতে কিছুটা সময় নেয়। মৌসুমী দ্রব্য উৎপাদন ও সংগ্রহের পর অনেকদিন মজুত করে রাখার প্রয়োজন পড়ে। তাই এরূপ সংরক্ষণের জন্য ব্যবসায়কে প্রয়োজন অনুযায়ী গুদামজাতকরণ সুবিধা গড়ে তুলতে দেখা যায়।
- **প্রমিতকরণ ও পর্যায়িত করণ (Standardising and grading)**:

প্রমিতকরণ হলো মৌলিক মান নির্ধারণ এবং পর্যায়িতকরণ হলো উক্ত প্রতিষ্ঠিত মান অনুযায়ী পণ্য দ্রব্য ভাগ বা শ্রেণিবদ্ধ করা। ব্যবসায়ে পণ্য-দ্রব্য উৎপাদন ও বন্টনের ক্ষেত্রে প্রমিতকরণ ও পর্যায়িতকরণে প্রয়োজন পড়ে।

- **বাজার সংক্রান্ত গবেষণা ও উৎকর্ষ সাধন (Market research and development):** পণ্য বিক্রয়ের কাজ ক্ষমতার সাথে সুসম্পন্ন করার জন্য বাজার সংক্রান্ত গবেষণা ব্যবসায়ের একটি প্রয়োজনীয় কাজ। প্রত্যেক ব্যবসায়ী সংস্থা বিক্রয়ের জন্যই পণ্য বা সেবা উৎপাদন অথবা ক্রয় করে থাকে। কিন্তু বিক্রয়ের বাজার ব্যাপক ও অনিশ্চিত। বিক্রয়ের সাফল্যের জন্য বাজার পরিধি নির্ধারণ করা এবং খরিদ্দারের চাহিদা সম্পর্কে সুনিশ্চিত থাকা একান্ত দরকার। খরিদ্দারের রুচি, চাহিদার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গতি-প্রকৃতি, বাজারের বিস্তৃতি, ক্রয়ক্ষমতা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধান করা এ কার্যের অন্তর্ভুক্ত।

পরিশেষে বলা যায়, মানুষের অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে যাবতীয় বৈধ অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপই হলো ব্যবসায় আর ব্যবসায়ের সাথে সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডই হলো ব্যবসায়ের কার্যাবলি। সম্পাদিত কার্যাবলির মধ্যে যেসব কাজ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে করা হয়, সেগুলো ব্যবসায়িক কার্যকলাপের আওতায় পড়ে। প্রকৃতপক্ষে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে একজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যা করে তাই ব্যবসায়ীক কার্যকলাপ।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

১.০৬ ব্যবসায়ের গুরুত্ব
Importance of Business

বর্তমান উন্নয়নশীল বিশ্বে দ্রুত অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ও পরিবর্তনের জন্য ব্যবসায়ের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য যোগাযোগ, পরিবহন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উন্নয়নের সাথে ব্যবসায় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নিম্নে ব্যবসায়ের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করা হলো–

ক. অর্থনৈতিক গুরুত্ব (Economic Importance):

- **অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Economic development):** প্রকৃতি প্রদত্ত বিভিন্ন সম্পদ আহরণ করে ব্যবসায় শিল্পের মাধ্যমে নতুন নতুন উপযোগ সৃষ্টি করে। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে ব্যবসায় অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- **শ্রমবিভাগের সুফল (Merits of division of labour):** ব্যবসায়িক তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন উৎপাদন ও অন্যান্য ব্যবসায়িক কর্যক্রমে শ্রমবিভাগ এবং বিশেষীকরণের উদ্ভব হয়েছে। এর ফলে শ্রম দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং পণ্যের মূল্য কম পড়ে। তাই ভোক্তারা স্বল্প ব্যয়ে পণ্য ক্রয় করে তা ভোগ করতে সক্ষম হয়।
- **পুঁজি গঠন (Formation of capital):** দেশে পুঁজিগঠনের হার যত বেশি হয়, অর্থনৈতিক উন্নয়নের হারও তত বেড়ে যায়। ব্যবসায় ব্যাংকিং ব্যবস্থা, বিমা ব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে দেশের ভেতরকার বিক্ষিপ্ত সঞ্চয় একত্রিত করে পুঁজি গঠনে সহায়তা করে এবং এ পুঁজি ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যবহার করে জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।
- **প্রযুক্তির ব্যবহার ও অর্থনৈতিক কল্যাণ (Use of technology and economic welfare):** ব্যবসায় উন্নত ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নিত্য নতুন পণ্য উৎপাদন করে মানুষের অতৃপ্ত চাহিদা পূরণ করার প্রয়াস পায়। প্রযুক্তির উপযুক্ত ব্যবহার সমাজে মানুষের কল্যাণ বয়ে আনে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করে।

- **সরকারি আয় বৃদ্ধি (Increase of government income):** ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর নিকট থেকে বিভিন্ন প্রকার কর ও শুল্ক বাবদ সরকার প্রচুর রাজস্ব আয় করে। এ অর্থ সরকার জনহিতকরকার্যে ব্যয় করে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তোলে।
- **সম্পদের ব্যবহার (Use of resources):** ব্যবসায়ী কার্যকলাপের মাধ্যমে দেশের ভেতরে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার সম্ভবপর হয়। খনি থেকে সম্পদ উত্তোলন, সমুদ্র থেকে মৎস সম্পদ আহরণ, বন-জঙ্গল থেকে বনজ সম্পদ সংগ্রহ ইত্যাদি সবই ব্যবসায়ের ফলশ্রুতি।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

খ. সামাজিক গুরুত্ব (Social Importance):

- **মূল্যের স্থিতিশীলতা রক্ষা (Keeping price stability):** দ্রব্যমূল্য বেশি উঠানামা করলে মানুষের জীবনযাত্রা অসহনীয় হয়ে উঠে। তাই ব্যবসায় পণ্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।
- **কর্মসংস্থান (Employment):** একটি দেশে অসংখ্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে অবদান রাখে। এসব প্রতিষ্ঠানে শত শত লোকের কর্মসংস্থান হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ব্যবসায় কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতির যাত্রাপথকে নির্বিঘ্ন করার প্রয়াস চালায়।
- **পণ্য সরবরাহ (Product supply):** সমাজে বসবাসরত মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় মানসম্মত পণ্যদ্রব্য ও সেবা সরবরাহ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ব্যবসায় কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
- **পণ্যের মান উন্নয়ন (Improvement of the quality of products):** ব্যবসায়ের আধুনিকায়নের সাথে সাথে উৎপাদিত পণ্যের মান বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালানো হয়। নির্ধারিত পণ্য গুণে-মানে উত্তম হলে ভোগকারীরা যথেষ্ট উপকৃত হয়। ভোগকারীদের উপকার সামাজিক কল্যাণেরই নামান্তর।
- **জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন (Improvement of standard of living):** ব্যবসায় একদিকে প্রচুর পণ্যদ্রব্য যেমন উৎপাদন করে এবং অন্যদিকে এসব সামগ্রি ব্যবহারকারীর দ্বারপ্রান্তে এনে হাজির করে। এভাবে ব্যবসায় সামগ্রিকভাবে জনগণের সুখ-সমৃদ্ধি বয়ে আনে এবং এর ফলে জনগণের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটে।
- **আন্তর্জাতিক সম্পর্ক (International relation):** ব্যবসায় দিক-দিগন্তে এর বাহু প্রসারিত করে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবসায়ের একটি অঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পণ্যের লেনদেন ঘটিয়ে প্রত্যেক দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, আধুনিক বিশ্বে মানব গোষ্ঠীর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও সভ্যতার ক্রমোন্নতিতে ব্যবসায়ের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনে প্রয়োজনীয় পণ্য বা সেবা আহরণ, উৎপাদন ও বিতরণ সংক্রান্ত কার্যক্রমে ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

১.০৭ অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যবসায়ের অবদান

Effect of Business in Economic Development

যে কোন দেশের জন্য ব্যবসায় হচ্ছে অর্থনীতির মূখ্য চালিকা শক্তি। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। উন্নত দেশের পর্যায়ে পৌছাতে হলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। কৃষিনির্ভর দেশ হলেও এ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যবসায়ের অবদান দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যবসায় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা, ব্যক্তিগত ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি, সঞ্চয়ে উৎসাহ প্রদান, মূলধন গঠনে সহায়তা, সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, মানবসম্পদের উন্নয়ন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যের মাধ্যমে আমাদের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তাই বলা যায়, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যবসায়ের অবদান ব্যাপক ও অনস্বীকার্য।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

১.০৮ জীবিকা অর্জনের উপায় হিসেবে ব্যবসায়
Business as a Career

কোনো বিশেষ বিদ্যায় বৃত্তিমূলক জ্ঞান আহরণ করে পারদর্শিতা ও দক্ষতা অর্জনের পর বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ ও ব্যবহারের দ্বারা জীবিকা নির্বাহের প্রচেষ্টাকে পেশা বলে। কোনো মানুষ তার জীবনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কোনো কাজকে অবলম্বন করলে সেটা পেশা হিসেবে গণ্য হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবসায়কে পেশা বা জীবিকা অর্জনের উপায় বলতে পারি। কারণ একজন ব্যক্তি ব্যবসায় করে তার ব্যক্তিগত বা পারিবারিক অভাবসমূহ পূরণ করছে। ব্যবসায় মানুষের জীবিকা অর্জনের অন্যতম প্রধান উপায়। যেকোনো ব্যক্তি তার স্বল্প বা বেশি মূলধন নিয়ে সহজেই ব্যবসায় করতে পারে। তাই অনেকে ব্যবসায়কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে।

ব্যবসায়ের মাধ্যমে মানুষ তার জীবনকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কেউ যদি চাকরি করে তবে সে নির্দিষ্ট বেতন পায়। সেক্ষেত্রে তার চাহিদা বা আকাঙ্ক্ষা সীমিত হয়ে থাকে। কিন্তু কেউ যদি ব্যবসায় সঠিকভাবে করতে পারে তবে সে চাকরির চেয়ে অনেক বেশি উপার্জন করতে পারবে। এখানে তার উপার্জন সীমিত থাকে না। ব্যবসায় কর্মসংস্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একটি দেশে যত বেশি ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ ঘটবে তত বেশি মানুষের কর্মের সংস্থান হবে।

ব্যবসায় হলো স্বাধীন পেশা বা বৃত্তি। একজন ব্যবসায়ী বৈধভাবে যেকোনো ব্যবসায়ে পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারে, সেখান থেকে মুনাফা অর্জন করতে পারে, এজন্য কোনো জবাবদিহি কারও নিকট করতে হয় না। তাই স্বাধীন পেশা হিসেবে ব্যবসায়কে সবাই পছন্দ করে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১। ব্যবসায়ের প্রথম ও অন্যতম প্রধান কাজ কী ?

ক. বাজারজাতকরণ
খ. উৎপাদন
গ. প্রমিতকরণ
ঘ. বাজার গবেষণা

২। ট্রেড (ক্রয়-বিক্রয়) কোন ধরনের বাধা দূর করে?

ক. স্বত্বগত খ. প্রচারগত
গ. অর্থগত ঘ. রূপগত

৩। বাণিজ্য ভোক্তাদের নিকট পণ্য পৌঁছাতে সহায়তা করে থাকে–

i. স্থানগত বাধা দূর করার মাধ্যমে
ii. সামাজিক সহায়তা দানের মাধ্যমে
iii. অর্থগত বাধা দূর করার মাধ্যমে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

জলিল বন থেকে বেত সংগ্রহ করে তা দ্বারা পরিবারের সদস্যদেরকে নিয়ে সোফা, মোড়া ইত্যাদি তৈরি করে জনাব কামালের দোকানে সরবরাহ করে। কামাল সেগুলো ঢাকা শহরের বিভিন্ন দোকানে সরবরাহ করে।

৪। জনাব কামালের ব্যবসায়টি কোন ধরনের ব্যবসায়?

ক. একমালিকানা খ. অংশীদারি

গ. পাইকারি ঘ. খুচরা

৫। জলিল যদি নিজেই তার উৎপাদিত দ্রব্য ঢাকা শহরের বিভিন্ন দোকানে সরবরাহ করতে চায় তাহলে তার প্রয়োজন হবে–

i. পরিচিতি ও বাজারজাতকরণ দক্ষতা

ii. অতিরিক্ত জনবল ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি

iii. পরিবহন সুবিধা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i,ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১। মি. আকাশ থাইল্যান্ড থেকে চাল ক্রয় করে উক্ত চাল বাছাইয়ের পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিক্রয় করেন। ২০১১ সালে আন্তর্জাতিক বাজারে চালের মূল্য হ্রাস পেলে তিনি সংকিত হয়ে পড়েন এবং দ্রুততার সাথে দেশীয় বাজারে উক্ত চাল বিক্রি করে দেন। এতে তিনি আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন। কিন্তু ২০১২ সালের শুরুতেই আন্তর্জাতিক বাজারে আবার চালের দাম বাড়তে শুরু করে।

ক. ব্যবসায় কী?

খ. প্রত্যক্ষ সেবা বলতে কী বুঝায়?

গ. মি. আকাশ কোন ধরনের বাণিজ্যের সাথে জড়িত? –ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কি মনে কর দেশীয় বাজারে চাল বিক্রি না করে অন্য কোনো উপায়ে মি. আকাশ ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেতে পারতেন? যুক্তিসহ মতামত দাও।

২। দিপন বি. এ. পাস করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। নিজেদের একটা অনাবাদী পুকুর সংস্কার করে মাছের রেনু ছেড়েছে। পাশের ছোট্ট জায়গাতে কিছু চারা দিয়েছে। দৈনিক যাতে কিছু নিয়মিত আয় আসে এজন্য এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে একটা মুরগীর খামার করেছে। দু'জন কর্মচারীও নিয়োগ দিয়েছে। প্রতিদিন সে অনেক ডিম বিক্রয় করে। কিন্তু হঠাৎ রোগে অনেক মুরগী মারা যাওয়ায় সে শংকিত। পশুপালন কর্মকর্তা তাকে প্রশিক্ষণ নেয়ার জন্য বলেছেন।

ক. সামাজিক ব্যবসায় কী?

খ. নিষ্কাশন শিল্প বলতে কী বুঝায়?

গ. দিপন কোন ধরনের শিল্প গড়ে তুলেছে তা–ব্যাখ্যা কর।

ঘ. দিপনের শংকার সাথে ব্যবসায়ের কোন বৈশিষ্ট্যের সামঞ্জস্য রয়েছে বিশ্লেষণ কর।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্যবসায় পরিবেশ

BUSINESS ENVIRONMENT

বলা হয় মানুষ পরিবেশের দাস। জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি পরিবেশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষকে চালিত করে। আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তা নিয়ে আমাদের পরিবেশ। অপরদিকে ব্যবসায় পরিবেশ সামগ্রিক পরিবেশের একটি অংশ, যা শুধু ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। বর্তমান প্রতিযোগিতাপূর্ণ মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগে ব্যবসায়ের সাফল্য অর্জন সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে ব্যবসায়ের পরিবেশের উপর। যেসব পারিপার্শ্বিক উপাদান ব্যবসায়কে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে তার সমষ্টিকে ব্যবসায়ের পরিবেশ বলে। পরিবেশের উপাদানগুলো ব্যবসায়ের কার্যাবলিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা জানতে পারব–

- ব্যবসায় পরিবেশের ধারণা।
- ব্যবসায় পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান।
- ব্যবসায়ের উপর পরিবেশের উপাদানগুলোর প্রভাব।
- ব্যবসায় পরিবেশের উপাদানগুলোর মধ্যে কোনগুলো বাংলাদেশে অনুকূল বা প্রতিকূল তা চিহ্নিতকরণ।
- বাংলাদেশে ব্যবসায় পরিবেশ উন্নয়নের সমস্যা।
- বাংলাদেশে ব্যবসায়ের পরিবেশ উন্নয়নের পথে বিদ্যমান সমস্যাগুলো দূর করার উপায় চিহ্নিতকরণ।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

২.০১ ব্যবসায় পরিবেশের ধারণা
Concept of Business Environment

বাংলাদেশের কোনো গ্রামে স্বল্পবিত্তসম্পন্ন একজন কৃষকের ঘরে একটা শিশু জন্ম নিল। এরপর তার পরিচর্যা, বেড়ে ওঠা, লেখাপড়া, জীবন-জীবিকা ও চিন্তা-ভাবনা যে ধরনের হবে ইংল্যান্ডের কোনো গ্রামে জন্ম নেয়া শিশু এবং তার পরিচর্যা, বেড়ে ওঠা, লেখাপড়াসহ সবকিছু হবে ভিন্নতর। এর পিছনে উভয়ের পারিপার্শ্বিকতা অর্থাৎ প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি পরিবেশের উপাদানসমূহ ভিন্ন বাস্তবতার জন্ম দিয়েছে। এটাকে অস্বীকার করার কোনোই সুযোগ নেই।

তাই বলা যায়, প্রতিটি মানুষ তার চিন্তা-বিশ্বাস, আচার-আচরণ, জীবন-জীবিকাসহ যে ভিন্ন ভাবধারাতে গড়ে ওঠে এর পিছনে সবচেয়ে বড় প্রভাব তার পরিবেশ। সেজন্যই বলা হয়, মানুষ আজন্ম পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়। যেসব পারিপার্শ্বিক উপাদান ব্যবসায়কে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে তার সমষ্টিকে ব্যবসায়ের পরিবেশ। যেসব অবস্থা ব্যবসায়ের উন্নতির উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে, তাকে ব্যবসায় পরিবেশ বলে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ বলতে সাধারণত বাইরের সেসব উপাদানগুলোকে বুঝানো হয় যেগুলো প্রতিষ্ঠানের জন্য সুযোগ বয়ে আনতে পারে কিংবা ক্ষতির সৃষ্টি করতে পারে।

২.০২ ব্যবসায় পরিবেশের উপাদান
Elements of Business Environment

বর্তমান প্রতিযোগিতাপূর্ণ মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগে ব্যবসায়ের সাফল্য অর্জন সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে ব্যবসায় পরিবেশের উপর। পরিবেশের উপাদানগুলো মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলি এবং ব্যবসায়–বাণিজ্যকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। নিম্নে ব্যবসায় পরিবেশের উপাদানগুলো তুলে ধরা হলো:

১। **প্রাকৃতিক উপাদান (Natural element):** প্রকৃতিগত কারণে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয় তাকে প্রাকৃতিক পরিবেশ বলে। কোনো দেশের ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, প্রাকৃতিক সম্পদ, অবস্থান, আয়তন, জনসংখ্যা, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান।

এ উপাদানসমূহের উপস্থিতি কিংবা অনুপস্থিতির দ্বারা ব্যবসায় কার্যকলাপ প্রভাবিত হয়। সে কারণেই এসব উপাদানের অনুকূল ক্ষেত্রে ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প-করখানা অধিক পরিমাণে গড়ে ওঠে।

২। **অর্থনৈতিক উপাদান (Economic element):**

"অর্থনৈতিক পরিবেশ কতকগুলো উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত যা ভোক্তার ক্রয় ক্ষমতা ও ব্যয়ের ধরনকে প্রভাবিত করে।" এসব উপাদানের মধ্যে রয়েছে অর্থ ও ঋণ ব্যবস্থা, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ, মূলধন ইত্যাদি। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর একটি দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। একটি দেশের জাতীয় আয়, ভোগের পরিমাণ, উৎপাদন ও বণ্টন, গড় মাথাপিছু আয় ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে কোনো দেশের অর্থনৈতিক পরিবেশ। কাজেই উপরিউক্ত উপাদানসমূহ অনকূল হলে ব্যবসায় বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন সহজতর হয়।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৩। **সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান (Social and cultural element):**

মানুষ সমাজবদ্ধ জীবন যাপনে অভ্যস্ত। এ সমাজবদ্ধ মানুষের ধ্যান-ধারণা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, মনোভাব ও বিশ্বাস, রীতি-নীতি, মূল্যবোধ, ধর্মীয় চেতনা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে সামাজিক পরিবেশ। ব্যবসায়-বাণিজ্যের উপর এ সামাজিক উপাদানগুলোর প্রভাব অসীম। সামাজিক পরিবেশ সহজ, সুন্দর ও অনুকূল হলে ব্যবসায় বাণিজ্য তার কাম্য লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়।

৪। **রাজনৈতিক ও আইনগত উপাদান (Political and legal element):** একটি দেশের রাজনৈতিক ও আইনগত উপাদানসমূহ ব্যবসায়ের উন্নয়ন ও বিকাশে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। কোনো দেশের সরকারি নিয়ম-কানুন, আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনুকূল হলে ব্যবসায়ও দ্রুতগতিতে বিকশিত হতে পারে। ঠিক তেমনি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি, বাণিজ্য নীতি, রাজস্ব নীতি, বিনিয়োগ নীতি ইত্যাদির আনুকূল্য এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

চিত্র: ব্যবসায় পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তারকারি উপাদানসমূহ

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৫। **তথ্য ও প্রযুক্তিগত উপাদান (Information and technological element):** বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা তথ্য ও প্রযুক্তি নির্ভর। প্রযুক্তি যেমন মানুষের জীবনে এনেছে আধুনিকতার ছোঁয়া, বর্তমান কম্পিউটারভিত্তিক তথ্য ব্যবস্থাও তেমনি মানুষের জীবনধারাকে পুরোপুরি বদলে দিয়েছে। প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞানের দ্বারা গবেষণা ও উদ্ভাবনের ফলে বিশ্ব পাচ্ছে নতুন নতুন আবিষ্কার, ক্রেতা ও ভোক্তারা পাচ্ছে নতুন নতুন পণ্য ও সেবাসামগ্রী। আবার তথ্য ব্যবস্থার অবাধ প্রবাহ ব্যবসায়-বাণিজ্য গতি সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ ব্যতীত আজকের বিশ্বায়নের (Globalisation) যুগে ব্যবসায়-বাণিজ্যে অগ্রগতি ও উন্নয়নের প্রত্যাশা দুরাশামাত্র।

৬। **আন্তর্জাতিক উপাদান (International element):** বর্তমান ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্র আজ আর কেবল সীমিত গণ্ডিতে আবদ্ধ নেই। ব্যবসায় আজ দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী তার সকল ডালপালা প্রসারিত করতে সমর্থ হয়েছে। সুতরাং ব্যবসায়ের আন্তর্জাতিক দিককে অবহেলা করার সুযোগ নেই। একটি দেশের সাথে অপর দেশের সম্পর্ক, বিশেষ করে উন্নত দেশের সাথে উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশের সম্পর্ক ব্যবসায়কে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এছাড়া আন্তর্জাতিক চুক্তি, বিশ্ব বাণিজ্য নীতি ও বিশ্ববাজার ব্যবস্থা, প্রতিবেশি দেশসমূহের সাথে সম্পর্ক ইত্যাদি যেকোনো দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

পরিশেষে বলা যায়, ব্যবসায় পরিবেশের উপরোক্ত প্রতিটি উপাদানই ব্যবসায়কে কোনো না কোনোভাবে প্রভাবিত করছে।

২.০৩ ব্যবসায়ের উপর পরিবেশের উপাদানগুলোর প্রভাব

The Effect of Environmental Elemants on Business

ব্যবসায় একটি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। মানুষের জীবন প্রণালি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান বা শক্তিসমূহ যেভাবে প্রভাব বিস্তার করে, তেমনিভাবে ব্যবসায় এবং তৎসংক্রান্ত কার্যাবলিও পরিবেশগত বিভিন্ন চলক / উপাদান / শক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়। পরিবেশের উপাদানসমূহের মধ্যে যেমন রয়েছে ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, মৃত্তিকা, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদির মতো প্রাকৃতিক উপাদান, তেমনি রয়েছে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রযুক্তি, সরকারি বিধি-বিধান ইত্যাদির মতো অ-প্রাকৃতিক উপাদানসমূহ। কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের এ সময় পরিবেশগত উপাদান একক এবং সম্মিলিতভাবে অহরহ ঐ স্থানের ব্যবসায়িক কর্মধারা, সিদ্ধান্ত, ফলপ্রদতা ইত্যাদিকে প্রভাবিত করে।

নিম্নে ব্যবসায়ের উপর পরিবেশের উপাদানসমূহের প্রভাব আলোচনা করা হলো—

১। **প্রতিষ্ঠানের জন্য মূলধন প্রাপ্তি (Availability of capital for the venture):** ব্যবসায় একটি সৃজনশীল ও উদ্ভাবনমূলক কাজ। ব্যবসায়ীর এরূপ উদ্ভাবনী শক্তিকে বাস্তবে রূপদানের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত মূলধনের। সংগঠন স্থাপন, কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি ক্রয়, কাঁচামাল সংগ্রহ ইত্যাদি বাবদ প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। উদার ঋণদান নীতি, সুষ্ঠু ও কার্যকর শেয়ার বাজারের উপস্থিতি এবং সর্বোপরি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির উপর মূলধন সরবরাহ পরিস্থিতি নির্ভরশীল। দেশে অনুকূল অর্থনৈতিক পরিবেশ বিদ্যমান থাকলে ব্যবসায়ের মূলধন প্রাপ্তি সহজ হয়। অন্যদিকে প্রতিকূল অর্থনৈতিক পরিবেশ মূলধন প্রাপ্তিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। ফলে ব্যবসায় বাধাপ্রাপ্ত হয়।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

২। **অনুকূল কর কাঠামো (Favourable tax structure):** দেশের বিরাজমান অনুকূল কর ও শুল্ক নীতি ব্যবসায়ের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। দেশে বিদ্যমান কর কাঠামোতে যেসব খাতে বা অঞ্চলে শিল্প-কারখানা ও ব্যবসায় স্থাপনে কর রেয়াত দেয়া হয়, সেসব খাতে বা অঞ্চলে দ্রুত শিল্প কারখানা গড়ে উঠে। প্রতিকূল কর ও শুল্ক কাঠামো নতুন শিল্প স্থাপনকে নিরুৎসাহিত করার সাথে সাথে চালু শিল্প কারখানা ও ব্যবসায় কর্মকাণ্ডের ইতি ঘটায়।

৩। **লাইসেন্স প্রাপ্তির সুবিধা (Facility to getting licence):** দেশে শিল্প স্থাপন ও ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন। শিল্প স্থাপনের এরূপ অনুমোদন বা লাইসেন্স প্রাপ্তির সুবিধা বা অসুবিধা ব্যবসায়ী কার্যক্রমে যথাক্রমে ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। তাই দেখা যায়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি অনুমোদন ও লাইসেন্স প্রদানে দীর্ঘসূত্রিতার নীতি ব্যবসায়ী উদ্যোগকে নিরুৎসাহিত করে। আবার এক্ষেত্রে ত্বরিত ব্যবস্থার নীতি শিল্প কারখানা স্থাপনে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে।

৪। **ভূমি প্রাপ্তির সুবিধা (Advantages of getting land):** শিল্প বা ব্যবসায় স্থাপনে যথাযথ সুবিধা সংবলিত ভূমি প্রয়োজন। সুষ্ঠু যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা, বাজারের নৈকট্য, কাঁচামাল, শ্রমশক্তি, গ্যাস, বিদ্যুৎ ইত্যাদির সহজলভ্যতা সংবলিত ভূমি যথাযথ শিল্প স্থাপনের সহায়ক। অন্যদিকে শিল্প স্থাপনের উপযোগী ভূমির অপর্যাপ্ততা ব্যবসায় কর্মকাণ্ডকে বাধাগ্রস্ত করে।

৫। **সুষ্ঠু যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা (Smooth communication and transportation system):** সুষ্ঠু ও পর্যাপ্ত যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক উপাদান-যা ব্যবসায় বা শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও এর অগ্রগতিতে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা একদিকে যেমন কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য অপরিহার্য, অন্যদিকে উৎপন্ন পণ্য বাজারজাতকরণের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। আবার উন্নত যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্যও একান্ত অপরিহার্য।

৬। **বাজারে প্রবেশের সুযোগ (Facility to access in the market):** উৎপাদিত পণ্য অবাধে বিক্রয়ের সুযোগ তথা পণ্যের বাজার লাভের সুযোগ আরেকটি অর্থনৈতিক উপাদান-যা শিল্পীয় উৎপাদনকে প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহিত করে। মূলত পণ্য উৎপাদিত হয় বাজারে বিক্রয়ের নিমিত্তে। এমতাবস্থায়, কোনো পণ্যের বাজার যদি একচেটিয়া বা নিয়ন্ত্রিত বা সংরক্ষণমূলক হয় তবে ঐ শিল্পের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। অনেক সময় দেখা যায় পেটেন্ট, ট্রেডমার্ক, কপিরাইট অথবা অন্য কোনো সরকারি নির্দেশ পণ্যের বাজারকে সংরক্ষিত ও সংকুচিত করে রাখে। এরূপ অবস্থায় ব্যবসায় কর্মকাণ্ড বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকে।

৭। **অনুকূল ঋণ ও আর্থিক সুবিধা (Favourable credit and financial facilities):** ব্যবসায়ীগণ শিল্প স্থাপন এবং চলমান শিল্পে প্রয়োজনীয় চলতি মূলধন যোগান দেয়ার নিমিত্তে অথবা সম্প্রসারণের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি মূলধন বা ঋণের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। এমতাবস্থায়, কোনো অঞ্চলে এরূপ মূলধন বা ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ না থাকলে ব্যবসায়ীগণ নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েন। ফলে ব্যবসায় কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়। আবার প্রয়োজনীয় ঋণ বা মূলধনের যোগান দেয়ার জন্য যে অঞ্চলে পর্যাপ্ত ব্যাংক, সুষ্ঠু শেয়ার বাজার বা বিদেশি সাহায্য বিদ্যমান সেখানে সহজেই শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৮। **সহায়ক ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি (Presence of supporting and service organisations):** কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বা শিল্প প্রতিষ্ঠানই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এককে খাত বা শিল্পে উন্নয়ন অন্যান্য অনেক শিল্প বা ব্যবসায়ের সমর্থন বা সহায়তার উপর নির্ভরশীল। তাই ব্যাংক, বিমা, পরিবহন, গ্যাস, বিদ্যুৎ, ফায়ার সার্ভিস, পাইকারি ও খুচরা দোকান, মেরামতি সপ, টেলিযোগাযোগ, ডাক ইত্যাদির মতো সেবাদানকারি এবং সহায়ক প্রতিষ্ঠান ব্যবসায় প্রচেষ্টাকে বেগবান করে তুলতে পারে।

৯। **সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থা (Socio-cultural conditions):** কোনো সমাজে নতুন শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ বা উদ্যম গড়ে উঠা না উঠার পেছনে ঐ অঞ্চলের সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিবেশ বা মূল্যবোধের প্রভাব অনেকখানি। আধুনিক প্রগতিশীল সামাজিক-সাংস্কৃতিক রীতিনীতি, আচার-আচরণ, মূল্যবোধ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, পছন্দ-অপছন্দ, আবেগ-অনুভূতি ইত্যাদি নতুন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠার সহায়ক হলেও সনাতনী সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ব্যবসায় উদ্যোগ সৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটায়। সনাতনী সাংস্কৃতিক মূল্যবোধে বিশ্বাসীগণ সামন্তবাদী চিন্তা- চেতনায় বিশ্বাসী। তাঁরা ব্যবসায়ে অর্থ-বিনিয়োগের চেয়ে ভূমির মালিকানায় অর্থ বিনিয়োগকে অধিক সামাজিক মর্যাদার প্রতীক মনে করেন। ফলে বিনিয়োগ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয় বিধায় ব্যবসায় কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়।

১০। **অনুকূল সরকারি নীতিমালা (Favourable government policies):** রাষ্ট্রীয় সকল পর্যায়ে প্রণীত ও জারিকৃত বিভিন্ন আইন-কানুন, বিধি-বিধান, সরকারি-আদেশ-অধ্যাদেশ ইত্যাদির বেড়াজালে আবদ্ধ থেকে একজন ব্যবসায়ী বা শিল্প উদ্যোক্তাকে ব্যবসায় স্থাপন ও পরিচালনা করতে হয়। ব্যবসায়ের জন্মলগ্ন থেকে বিলুপ্তিকাল পর্যন্ত বিভিন্ন আইনকানুন ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। সরকারি এরূপ আইনকানুনের মধ্যে কর, শুল্ক, ভ্যাট, ব্যবসায় সংগঠন, ব্যাংক, বিমা, বৈদেশিক বিনিময়, পরিবেশ, শ্রমিক, পরিবহন, আমদানি-রপ্তানি ইত্যাদি বিষয়ক বিধি-বিধান অন্যতম। ব্যবসায়ের প্রতি সরকারের মনোভাব প্রণীত ও জারিকৃত এসব আইন, বিধি-বিধান ইত্যাদিতে প্রতিফলিত হয়।

১১। **অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Economic system):** অর্থনৈতিক পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও একটি দেশের ব্যবসায় প্রয়াসকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। 'মুক্ত' বা পুঁজিতান্ত্রিক' অর্থ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে রাষ্ট্রের তেমন হস্তক্ষেপ না থাকায় ব্যক্তিগত পর্যায়ে উদ্যোগ প্রাধান্য লাভ করে। অন্যদিকে, 'নিয়ন্ত্রিত' বা 'সমাজতান্ত্রিক' অর্থ ব্যবস্থায় উৎপাদনের সমগ্র প্রক্রিয়া রাষ্ট্রের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে বিধায় ব্যক্তিগত পর্যায়ে ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণ বা শিল্প স্থাপন বাধাগ্রস্ত হয়।

১২। **দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা (Political stablility):** দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা শিল্প বা ব্যবসায় পরিবেশকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ঘন ঘন সরকার ও নীতির পরিবর্তন ইত্যাদি শিল্প ও বাণিজ্যিক পরিবেশকে বিঘ্নিত করে। কারণ এরুপ পরিস্থিতিতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও এদের বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে দেশে

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও ব্যবসায়ের উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি সুষ্ঠু নীতিমালা বহাল থাকলে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নয়ন ঘটে।

১৩। **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (Science and technology):** মানুষের জীবনে নাটকীয় পরিবর্তন সাধনে সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারি উপাদান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। বর্তমান যুগের পেনিসিলিন, ওপেনহার্ট সার্জারি, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন ইত্যাদি বিস্ময়কর আবিষ্কার ও ব্যবহার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নেরই ফসল। প্রযুক্তির দ্রুত উন্নয়ন একদিকে যেমন উৎপাদনকে সহজতর করে, উৎপাদনের গুণগত মান ও পরিমাণ বৃদ্ধি করে, তেমনি তা ব্যবসায়ীদের জন্য বিপর্যয়ও সৃষ্টি করতে পারে। কারণ নতুন প্রযুক্তির আবির্ভাব পুরাতন প্রযুক্তির প্রতিস্থাপনকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ব্যবসায় কর্মকাণ্ড পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান এবং তা থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক শক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বা দেশে পরিবেশগত শক্তির এরূপ প্রভাব ভিন্নতর হয়ে থাকে। এজন্য রাষ্ট্র থেকে রাষ্ট্রে, অঞ্চল থেকে অঞ্চলে ব্যবসায়ের প্রকৃতি, গতিধারা, উন্নয়ন, প্রবৃদ্ধি ইত্যাদিতে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

কর্মপত্র-১

ব্যবসায়ের উপর পরিবেশের উপাদানসমূহের প্রভাব বিশ্লেষণপূর্বক বাংলাদেশের উপর এর প্রভাব চিহ্নিত কর।
• • • • • • • • • • • •

২.০৪ বাংলাদেশের ব্যবসায় পরিবেশ উন্নয়নের সমস্যা

Problems in Developing Business Environment of Bangladesh

১। **অবকাঠামো সঙ্কট:** বাংলাদেশের ব্যবসায় পরিবেশ উন্নয়নে অন্যতম সমস্যা হচ্ছে অবকাঠামোগত সঙ্কট বা সমস্যা, অবকাঠামো বলতে, রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, গ্যাস, কাঁচামালের প্রাপ্যতা,

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যবসায়ের লাইসেন্স প্রাপ্যতা ইত্যাদিকে বুঝায়। এই বিষয়গুলো আমাদের দেশে সহজে পাওয়া যায় না।

২। **প্রাতিষ্ঠানিক খাতের দুর্বলতা:** ব্যবসায় পরিবেশ উন্নয়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাহায্য প্রয়োজন যেমন- আর্থিক প্রতিষ্ঠান (ব্যাংক, বিমা, শেয়ার বাজার) এই সকল খাতে যথেষ্ট দুর্বলতা আছে।

৩। **সমষ্টিক অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা:** ব্যবসায় ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগে বৈদেশিক বিনিয়োগ পাওয়া যায় না, যার ফলে সমষ্টিক অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা দুর্বল হয়ে পড়েছে।

৪। **পণ্যবাজার ও শ্রমবাজারের অদক্ষতা:** পণ্য সরবরাহে দেরি হওয়া বা ব্যয় বৃদ্ধি আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াজাত জটিলতা, অর্থায়নের সহজপ্রাপ্যতার অভাব, ও রুলস অব অরিজিন ইত্যাদির জন্য পণ্য বাজার ও শ্রমবাজারে অদক্ষতা দেখা দিচ্ছে।

৫। **রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা:** বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবেশ শত সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করছে। বললে অযৌক্তিক হবে না। রাজনৈতিক অস্থিরাতা, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি সবই হচ্ছে রাজনৈতিক ছত্রছায়ায়। যা জনগণকে বারে বারে হতাশ করছে।

৬। **উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রযুক্তি ও দক্ষতার ঘাটতি:** উপাদনে ব্যবহৃত প্রযুক্তি ও দক্ষতার ঘাটতির কারণে ক্রেতার চাহিদা অনুপাতে গুণগত মানের পণ্য সরবরাহে ব্যর্থতা দেখা দেয়।

২.০৫ বাংলাদেশের ব্যবসায় পরিবেশ উন্নয়নের সমস্যা সমাধানের উপায়

Ways to Overcome Business Environment Development in Bangladesh

- আমাদের ব্যবসায় পরিবেশের ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত যে সমস্যা যেমন-যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, গ্যাস ইত্যাদি সহজলভ্য করতে হবে।
- ব্যবসায় পরিবেশের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাহায্য যেমন-ব্যাংক, বিমা, শেয়ার বাজার হতে সহজে আর্থিক সাহায্য বা ঋণ সুবিধা পর্যাপ্ত হতে হবে।
- যৌথ উদ্যোগে বৈদেশিক বিনিয়োগে উদ্যোক্তারা যাতে উৎসাহিত হয় এবং সমষ্টিক অর্থনীতিকে সবল করতে হবে।
- রাজনৈতিক অস্থিরতা, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, অন্যকে ঠকানোর প্রবণতা দূর করতে হবে।
- উৎপাদনে উন্নত প্রযুক্তি ও দক্ষতার ব্যবহার করতে হবে যাতে ক্রেতাদেরকে চাহিদা অনুযায়ী গুনগত মানের পণ্য সর্বরাহ করা যায়।
- আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াগত জটিলতা দূরীকরণ, রুলস অব অরিজিন ইত্যাদি যথার্থ করে পণ্য বাজার ও শ্রম বাজারের অদক্ষতা দূর করতে হবে।

কর্মপত্র-২

বাংলাদেশে ব্যবসায় পরিবেশ উন্নয়নের সমস্যা বিশ্লেষণ পূর্বক এর সমাধানের উপায় চিহ্নিত কর
•
•
•
•
•
•

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

-
-

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১। পণ্যের চাহিদা নির্ধারক পরিবেশ কোনটি?

ক. প্রাকৃতিক পরিবেশ

খ. রাজনৈতিক পরিবেশ

গ. সামাজিক পরিবেশ

ঘ. আইনগত পরিবেশ

২। সমাজের মানুষ একদিকে উৎপাদনকারি অন্যদিকে ভোক্তা হিসেবে কোন ভূমিকা পালন করেন?

ক. গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা খ. সমন্বয়কারীর ভূমিকা

গ. দ্বৈত ভূমিকা ঘ. উৎপাদনকারির ভূমিকা

৩। দক্ষ শ্রমশক্তির ওপর নির্ভরশীল–

i. ব্যবসায়ের উন্নতি

ii. জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি

iii. শিল্পের সাফল্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. বাংলাদেশে ব্যবসায়ের অর্থনৈতিক পরিবেশ প্রতিকূল হলেও নিচের কোনটি বিনিয়োগ সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে?

ক. জনবসতিপূর্ণ দেশ হওয়ায় বিভিন্ন পণ্যের চাহিদা

খ. সরকারি মুদ্রা নীতির উন্নয়ন

গ. পুঁজি বাজারের উন্নয়ন

ঘ. উদ্যোক্তাকে উৎসাহিতকরণ

৫. তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশে একটি সম্প্রসারণশীল শিল্প। এ শিল্পের উন্নয়নে যেসব অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের উপাদানের প্রভাব রয়েছে তার মধ্যে কোনটি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় না?

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

ক. মূলধন বা পুঁজি
খ. প্রযুক্তি
গ. জনশক্তি
ঘ. শক্তি সম্পদ

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১। মি. রহমানের 'রহমান ক্লথ স্টোর' নামে ময়মনসিংহ বাসা-বাড়ি মার্কেটে একটি কাপড়ের ব্যবসায় রয়েছে। জুন-জুলাই মাসে হরতালের কারণে বিক্রয় কম হওয়ায় মূলধন আটকে গেছে। সামনের ঈদুল ফিতরে বিগত সময়ের ক্ষতি পুষিয়ে নেবেন বলে মি. রহমান ভাবছেন।

ক. সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কোন ধরনের পরিবেশের উপাদান?
খ. ব্যবসায়ের আইনগত পরিবেশ বলতে কী বুঝ?
গ. মি. রহমানের ব্যবসায়ে কোন ব্যবসায় পরিবেশের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'ব্যবসায় পরিবেশের একটি উপাদানের অনুকূল প্রভাবই মি. রহমানের বিগত ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সহায়ক' এ ব্যাপারে তোমার মতামত ব্যক্ত কর।

২। নয়ন কৃষকের ছেলে। পলি বিধৌত যমুনা নদীর পাড়ে তাদের বাড়ি। প্রচুর ফসল ফলায় তাদের পরিবার আগে স্বচ্ছল ছিল। কিন্তু নদী ভাঙ্গনের কারণে বিগত তিন বছরে সবকিছুই নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। তাই নয়ন ব্যবসায় করবে ভাবলেও পুঁজির সংস্থান করতে না পারায় এখন ইটের ভাটায় কাজ করে।

ক. পরিবেশ কী?
খ. সামাজিক পরিবেশ বলতে কী বুঝায়?
গ. নয়নের পরিবার স্বচ্ছল থাকার পিছনে কোন ধরনের পরিবেশের অবদান বেশি ছিল ব্যাখ্যা কর।
ঘ. নয়ন ব্যবসায় করতে না পারার পিছনে কোন পরিবেশ দায়? উদ্দীপকের আলোকে তা বিশ্লেষণ কর।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

তৃতীয় অধ্যায়

একমালিকানা ব্যবসায়

SOLE PROPRIETORSHIP BUSINESS

পৃথিবীর প্রাচীনতম ও সহজ প্রকৃতির ব্যবসায় সংগঠন হিসেবে একমালিকানা ব্যবসায় পরিচিত। একক মালিক কম পুঁজি নিয়ে যেকোনো জায়গায় স্বাধীনভাবে নিজ সিদ্ধান্তে আইনানুগ আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই এ ধরনের সংগঠন গড়ে তুলতে পারে। এতে ঝুঁকির পরিমাণও অত্যন্ত কম। তাই ব্যবসা সংগঠনের ইতিহাস পর্যালোচনা করে আমরা দেখি, ব্যবসায় শুরুর প্রাথমিক পর্যায় থেকেই একমালিকানা ব্যবসায় যাত্রা শুরু করে আধুনিক প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বেও জনপ্রিয়তার সাথে সফলভাবে টিকে আছে। বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নতিতে একমালিকানা সংগঠন ব্যাপকভাবে অবদান রাখতে পারছে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা জানতে পারব–

- মালিকানার ভিত্তিতে ব্যবসায়ের ধারণা।
- একমালিকানা ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য।
- একমালিকানা ব্যবসায়ের গুরুত্ব।
- একমালিকানা ব্যবসায়ের উপযুক্ত ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিতকরণ।
- বৃহদায়তন ব্যবসায়ের পাশাপাশি একমালিকানা ব্যবসায় টিকে থাকার কারণসমূহ।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৩.০১ মালিকানার ভিত্তিতে ব্যবসায়
Business Based on Ownership

সময়ের সিঁড়ি বেয়ে মানুষের বিভিন্নমুখী চাহিদা পূরণের জন্য যুগে যুগে গড়ে উঠেছে নতুন নতুন ব্যবসায় সংগঠন। ব্যবসায়ের মালিকানা, প্রকৃতি, আয়তন, কার্যক্ষেত্র ইত্যাদি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। নিম্নে মালিকানার দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবসায় সংগঠনের প্রকারভেদ দেখানো হলো—

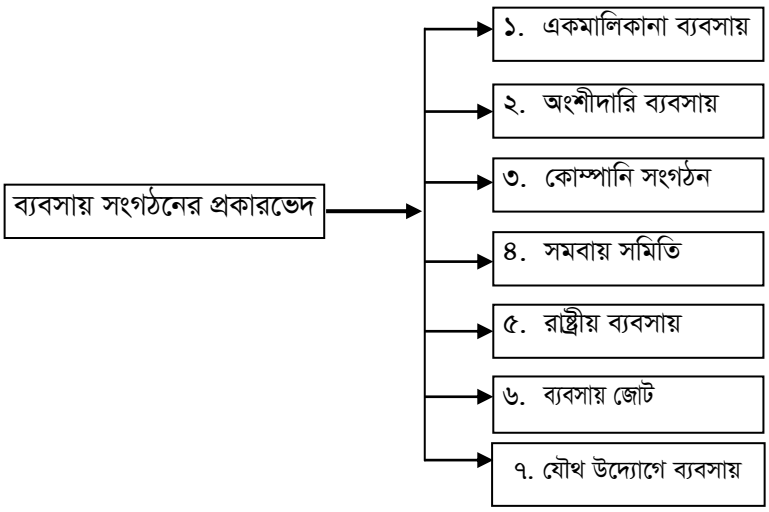

চিত্র: ব্যবসায় সংগঠনের প্রকারভেদ।

একমালিকানা ব্যবসায়ের ধারণা
Concept of Sole Proprietorship Business

সাধারণভাবে একজন ব্যক্তির মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে একমালিকানা ব্যবসায় বলে। একক মালিকানায় পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ব্যবসায় কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। এজন্য এটিকে সবচেয়ে প্রাচীনতম ব্যবসায় সংগঠন বলা হয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বলা যায়, মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে যখন কোনো ব্যক্তি নিজ দায়িত্বে মূলধন যোগাড় করে কোনো ব্যবসা গঠন ও পরিচালনা করে এবং উক্ত ব্যবসায়ে অর্জিত সকল লাভ নিজে ভোগ করে বা ক্ষতি হলে নিজেই তা বহন করে, তখন তাকে একমালিকানা ব্যবসায় বলে। একমালিকানা ব্যবসায় গঠন অত্যন্ত সহজ। যে কোনো ব্যক্তি নিজের উদ্যোগে স্বল্প অর্থ নিয়ে এ জাতীয় কারবার শুরু করতে পারেন এবং অধিক অর্থও বিনিয়োগ করতে পারেন। আইনের চোখে একমালিকানা ব্যবসায়ের গঠন ও পরিচালনায় তেমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। গ্রামে-গঞ্জে, হাট-বাজার বা রাস্তার পাশে কিংবা নিজ বাড়িতে যে কেউ ছোট-খাটো ব্যবসা শুরু করতে পারে। তবে শহরে বা পৌরসভা এলাকায় উদ্যোক্তাকে ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করে ব্যবসা আরম্ভ করতে হয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ ব্যবসায় সংগঠন একমালিকানার ভিত্তিতে গঠিত। শুধু তাই নয় ইউরোপ ও আমেরিকার প্রায় ৮০% ব্যবসায় এক মালিকানাভিত্তিক। আমাদের দেশের সাধারণ মুদি দোকান, চায়ের দোকান, অধিকাংশ খুচরা দোকান একক মালিকানার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

অংশীদারি ব্যবসায়ের ধারণা
Concept of Partnership Business

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ হয়ে নিজেদের মধ্যে মুনাফা বণ্টনের নিমিত্তে যে ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তোলে তাকে অংশীদারি ব্যবসায় বলে। ব্যবসায় জগতে একমালিকানা সবচেয়ে প্রাচীন ও জনপ্রিয় হলেও একক মালিকের মূলধনের স্বল্পতা, অসীম দায়, ব্যবসায়ের ক্ষুদ্র আওতা ইত্যাদি সীমাবদ্ধতার জন্য ব্যবসায়ের পরিধি আরো বৃদ্ধি ও ঝুঁকি কমিয়ে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসায় করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তবে অংশীদারি ব্যবসায়ে কিছু কিছু সমস্যাও দেখা দেয়। বিশেষ করে মুনাফা বণ্টন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দায়িত্ব ও কর্ম বিভাজন, সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে সদস্যদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও আস্থার সংকট দেখা দিতে পারে। ফলে অংশীদারি চুক্তিপত্র ও অংশীদারি আইন প্রণয়ন করতে হয়। বাংলাদেশের অংশীদারি ব্যবসায় '১৯৩২ সালের অংশীদারি আইন' দ্বারা পরিচালিত হয়। ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইন অনুযায়ী সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ২ জন এবং সর্বোচ্চ ২০ জন হবে। তবে অংশীদারি ব্যবসায়টি যদি ব্যাংকিং ব্যবসায় হয় তখন সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা ১০ এর বেশি হবে না।

কোম্পানি সংগঠনের ধারণা
Concept of Company Organisation

একমালিকানা ব্যবসায়ের মাধ্যমে বিশ্বের বুকে ব্যবসায়ের যে অনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছিল কালক্রমে তা আর একমালিকানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। একমালিকানা ব্যবসায়ের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা বিশেষ করে মূলধনের স্বল্পতা ও একক পরিচালনা ও ক্ষুদ্র আয়তনের জন্য অংশীদারি ব্যবসায়ের উৎপত্তি হয়। কিন্তু অংশীদারি ব্যবসায়ও মূলধনের সীমাবদ্ধতা, আইনগত সীমাবদ্ধতা, স্থায়িত্বহীনতা ও অসীম দায়ের ভার থেকে মুক্ত হতে পারেনি। এক সময় মানুষের চাহিদা, প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবসায়ের আওতা আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলশ্রুতিতে আইনের ভিত্তিতে সৃষ্টি হয় অধিক মূলধন ও বৃহদায়তনের যৌথ মূলধনী ব্যবসায় যা কোম্পানি সংগঠন নামেও পরিচিত। কতিপয় ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মিলিত হয়ে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সম্মিলিতভাবে পুঁজি সরবরাহ করে সীমাবদ্ধ দায়ের ভিত্তিতে যে ব্যবসায় গঠন করে তাকে কোম্পানি সংগঠন বা যৌথ মূলধনী কোম্পানি বলে।

যৌথ মূলধনী ব্যবসায় আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট ও পরিচালিত হয়। সর্বপ্রথম কোম্পানি আইন পাস হয় ব্রিটেনে ১৮৪৪ সালে যা `The joint stock Company Act 1844' নামে পরিচিত ছিল। ব্রিটিশ শাসিত ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম কোম্পানি আইন পাস হয় ১৮৫০ সালে। ১৯১৩ সালে ভারতীয় কোম্পানি আইন আবার নতুন করে পাস হয়। স্বাধীন বাংলাদেশেও অনেক বছর যাবৎ ১৯১৩ সালের কোম্পানি আইন চালু ছিল। কোম্পানি আইনের ব্যাপক সংস্কার করে ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশে নতুন কোম্পানি আইন প্রবর্তন করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের সকল কোম্পানি ব্যবসায় ১৯৯৪ সালের আইন অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। কতিপয় ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে যৌথভাবে মূলধন বিনিয়োগ করে দেশের প্রচলিত কোম্পানি আইন অনুযায়ী কোন ব্যবসায় গঠন করলে তাকে কোম্পানি সংগঠন বলে। এ ব্যবসা নিজ নাম ও সীলমোহর দ্বারা পরিচালিত এবং সদস্যদের থেকে ভিন্ন অস্তিত্বের অধিকারী হয়ে থাকে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

সমবায় সমিতির ধারণা

Concept of Co-operative Society

সমবায়ের শাব্দিক অর্থ হলো সম্মিলিত উদ্যোগ বা প্রচেষ্টায় কাজ করা। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা ও চিন্তা থেকেই সমবায়ের উৎপত্তি। শিল্পবিপ্লব ও প্রযুক্তিনির্ভর বৃহদায়তন ব্যবসায় সংগঠনের বিকাশের ফলে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার ভিত যত মজবুত হতে থাকে, এর প্রভাবে সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্যও দেখা দিতে থাকে। স্বল্পবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির পেশাজীবী ও ব্যবসায়িরা আর্থিকভাবে দূরবস্থার সম্মুখীন হতে থাকে। পুঁজিবাদি সমাজের সৃষ্ট এ জাতীয় অর্থনৈতিক বৈষম্য ও দূরবস্থা থেকে মুক্তির প্রয়াসে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সমবায় সংগঠন গড়ে উঠে। সর্বপ্রথম সমবায় আন্দোলনের সূচনা হয় পশ্চিম ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও জাপানে। তবে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রপথিক সংগঠন হচ্ছে ১৮৪৪ সালে উত্তর ইংল্যান্ডের রচডেল নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত রচডেল সমবায় সমিতি (Rochdale Equitable Pioneers Society)। ২৮ জন তাঁত শ্রমিকের ২৮ স্টার্লিং পাউন্ড পুঁজি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত এ সমবায় সমিতিকে বিশ্বের সর্বপ্রথম সমবায় ব্যবসায় হিসেবে গণ্য করা হয়। সমাজের শ্রমজীবী, মধ্যবিত্ত ও স্বল্পবিত্তের কতিপয় ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মিলিত হয়ে সমধিকারের ভিত্তিতে নিজেদের আর্থিক উন্নতির জন্য যে ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তোলে তাকে সমবায় সমিতি বলে। মুনাফা অর্জন নয়, সদস্যদের কল্যাণসাধনই সমবায় সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ধারণা

Concept of the State Enterprise

সাধারণ অর্থে সরকার কর্তৃক গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলে। এরূপ ব্যবসায় রাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আবার ব্যক্তিমালিকানাধীন যেকোনো ব্যবসায়কে রাষ্ট্রের প্রয়োজনের জাতীয়করণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ে নিয়ন্ত্রণ, প্রাকৃতিক সম্পদসহ সকল সম্পদের সুসম বণ্টন ও ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এবং বিশেষ কিছু জনকল্যাণমূলক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। তাছাড়া দেশরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য অস্ত্র নির্মাণ শিল্পের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার উদ্দেশ্যেও প্রতিষ্ঠা ও পরিচালিত হয়ে থাকে। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সব দেশেই রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় বেশ কিছু ব্যবসায় পরিচালিত হয়ে থাকে।

ব্যবসায় জোটের ধারণা

Concept of Business Combination

ব্যবসায় জোট মূলত কোম্পানি সংগঠনেরই ব্যাপকতর ও বর্ধিত রূপ। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ধনি দেশসমূহের কোম্পানি মালিকগণ নিজেদের মধ্যকার প্রতিযোগিতা হ্রাস, একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা এবং সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের জন্য সম্মিলিত হয়ে জোট গঠন করেন। ট্রাস্ট, কার্টেল, হোল্ডিং কোম্পানি, পুল প্রভৃতি এ ধরনের জোটের বিভিন্ন রূপ। জোট গঠনের ফলে সমাজে ধনি-দরিদ্রের পার্থক্য ব্যাপকতর হয় এবং শ্রেণি সংগ্রামের ধারণা দৃঢ়মূল হতে থাকে।

যৌথ উদ্যোগে ব্যবসায়ের ধারণা

Concept of Joint Venture Business

দেশি ও বিদেশি উদ্যোক্তাদের সমন্বয়ে কোনো ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করা হলে তাকে যৌথ উদ্যোগে ব্যবসায় বলে। উন্নয়নশীল ও ধনি দেশগুলোর উদ্যোক্তাদের সমন্বয়ে এরূপ ব্যবসায় বর্তমানে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এরূপ ব্যবসায়ের বিশেষ সুবিধা হলো, এতে দেশের অভ্যন্তরে বিদেশি পুঁজি ও প্রযুক্তির সহজ আগমন ঘটে, অভ্যন্তরীণ সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার সম্ভব হয় এবং বিদেশি উদ্যোক্তাদের সাহচর্যে দেশীয় উদ্যোক্তাগণ দক্ষতা অর্জন করতে পারে। ফলে শিল্পায়ন ত্বরান্বিত হয়।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৩.০২ একমালিকানা ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য
Features of Sole Proprietorship Business

এক মালিকানা ব্যবসায়ের স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্যান্য ব্যবসায় থেকে একে পৃথক করে রাখে। এক মালিকানা ব্যবসায় হচ্ছে পৃথিবীর প্রাচীনতম ব্যবসায়। একমালিকানা ব্যবসায়ে আইনগত তেমন ঝামেলা নেই এবং যে কেউ ইচ্ছে করলে স্বল্প পুঁজি নিয়ে এ ব্যবসা শুরু করতে পারে।

নিম্নে একমালিকানা ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করা হলো–

- এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করা খুবই সহজ ও সরল। যেকোনো ব্যক্তি যেকোনো সময়ে এ প্রকার কারবার গঠন করতে পারে। এরূপ কারবার স্থাপন করার জন্য সরকারি আইন ও নিয়মের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকে না।
- এ জাতীয় ব্যবসায়ের মূলধন মালিক নিজেই সরবরাহ করে। সে নিজস্ব সঞ্চয় হতে মূলধনের সংস্থান করতে পারে অথবা প্রয়োজন হলে নিজের দায়িত্বে অপরের নিকট হতে ঋণ করে মূলধনের অভাব পূরণ করতে পারে।
- ব্যবসায়ের সকল ঝুঁকি মালিক একাই বহন করে। মালিকই ব্যবসায়ের প্রকৃত অধিকারী। সুতরাং তাকেই ব্যবসায়ের সমস্ত ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহন করতে হয়।
- ব্যবসায় পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব হলো মালিকের। অবশ্য মালিক স্বয়ং ব্যবস্থাপনার নীতি ও পদ্ধতি নির্ধারণ করে অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের প্রত্যক্ষ পরিচালনার দায়িত্ব কর্মচারীর উপর ছেড়ে দিতে পারে।
- ব্যবসায়ের আয়তন ক্ষুদ্র হওয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে কাউকে ডাকতে হয় না। মালিক যেকোনো পরিস্থিতিতে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।
- হিসাব তৈরির ক্ষেত্রে কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। মালিক তার নিজের মতো করে হিসাব সংরক্ষণ করতে পারে। তাই এক্ষেত্রে একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব রাখা হয়।
- এরূপ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের একক কর্তৃত্বের অধিকারী হওয়ায় যেকোনো বিষয়ে সে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। এজন্য এ ধরনের ব্যবসায়ে অধিকতর নমনীয়তা লক্ষ্য করা যায়।
- একমালিকানা ব্যবসায়ে মালিক নিজেই ব্যবসায় পরিচালনা করে বিধায় ক্রেতা, সরবরাহকারি, কর্মচারী ইত্যাদি পক্ষের সাথে তার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গড়ে উঠে। তাই প্রত্যক্ষ সম্পর্ক যেখানে ব্যবসায়িক স্বার্থে অত্যাবশ্যক, সেখানে এ ধরনের ব্যবসায়ই সর্বাপেক্ষা উত্তম।
- এরূপ ব্যবসায়ের কোনো আইনগত পৃথক সত্তা নেই। কারবার হতে মালিককে পৃথক করে দেখা হয় না।
- এরূপ ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব মালিকের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। মালিক ইচ্ছা করলে যেকোনো সময় ব্যবসায় গুটিয়ে ফেলতে পারে। আবার ইচ্ছা করলে যতদিন খুশি ততদিন পর্যন্ত সে কারবার চালু রাখতে পারে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

কর্মপত্র-১

একমালিকানা ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করে এ ব্যবসায়ের গুরুত্ব চিহ্নিত কর।	
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•

৩.০৩ একমালিকানা ব্যবসায়ের গুরুত্ব
Importance of Sole Proprietorship Business

বর্তমানে গতিশীল বিশ্বের জটিল অর্থনৈতিক সমাজে একমালিকানা ব্যবসায়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আগের দিনে আত্মনির্ভরশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মানুষ যখন শুধু প্রয়োজনীয় জিনিস উৎপাদন করে তাদের প্রয়োজন মিটাতো তখন একমালিকানা ব্যবসায়ের ততটা গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু কালের বিবর্তনে সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে মানুষের চাহিদা বৃদ্ধি, বৃহদায়তন উৎপাদন, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি ইত্যাদি করণে একমালিকানা ব্যবসায়ের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিম্নে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একমালিকানা ব্যবসায়ের গুরুত্ব আলোচনা করা হলো

১। **সহজ গঠন (Easy Formation):** একমালিকানা ব্যবসায়ের গঠন প্রণালি অত্যন্ত সহজ। বৃহদায়তন ব্যবসায়ের গঠন ও পরিচালনা পদ্ধতি খুবই জটিল এবং আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়। এ কারণে এ ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সবাই পছন্দ করে।

২। **কম ঝুঁকি (Small risk):** একমালিকানা ব্যবসায় দায় অসীম হলেও ঝুঁকির পরিমাণ কম। সতর্কতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করলে ঝুঁকিকে সাফল্যের হাতিয়ারে রূপান্তরিত করা যায়।

৩। **মূলধনের স্বল্পতা (Limited capital):** বাংলাদেশের অধিকাংশ লোকই দরিদ্র। তাদের সঞ্চয় ও মূলধনের পরিমাণ খুবই কম। তাই একমালিকানা ব্যবসায় তাদের পছন্দের তালিকায় অগ্রাধিকার পায়।

৪। **সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি (Increase of saving and investments):** শহর ও গ্রামগঞ্জে ব্যাপক জনগোষ্ঠী এরূপ ব্যবসায় গড়ে তোলার মানসে তাদের ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে একত্রিত করে এ ধরনের ব্যবসায় গঠন করে থাকে। যা দেশের জন্য মূলধন গঠন এবং বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৫। **জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন (Raising standard of living):** জাতীয় আয় ও সম্পদ বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন হয়ে থাকে। অন্যদিকে চাহিদা অনুযায়ী পণ্যদ্রব্য সরবরাহ করে এ ব্যবসায় মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৬। **অনুন্নত অর্থনৈতিক অবস্থা (Undeveloped economy):** বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা মোটেই উন্নত নয়। অভ্যন্তরীণ ও স্থানীয় চাহিদা পূরণের জন্য প্রধানত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পণ্য উৎপাদন করা হয়। বৃহদায়তন উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি ও প্রযুক্তির ঘাটতি থাকায় ক্ষুদ্রায়তনের একমালিকানা ব্যবসায়ই এদেশে জনপ্রিয়।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৭। **ব্যাপক সেবা প্রদান (Rendering of greater service):** স্বল্প মূলধন নিয়ে অতি সহজে এ ব্যবসায় শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে শুরু করে গ্রাম-গঞ্জের সর্বত্র গড়ে ওঠে। তাই প্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবাসামগ্রী সহজে ভোক্তা সাধারণের হাতে তুলে দিয়ে এ ব্যবসায় ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদান করতে পারে।

৮। **কর্মসংস্থান (Employment):** এককভাবে প্রতিটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কম সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান হলেও সমষ্টিগতভাবে অধিক সংখ্যক লোকের বেকার সমস্যা দূরীকরণে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৯। **সম্পদের সুসম বণ্টন (Proper distribution of wealth):** একমালিকানা ব্যবসায় দেশের যেকোনো স্থানে গড়ে উঠতে পারে বলে সম্পদের সুসম বণ্টনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

১০। **জাতীয় আয় ও সম্পদ বৃদ্ধি (Increase of national income and wealth):** সম্পদের সুসম বণ্টনের ফলে ব্যক্তিগত আয় ও সম্পদ বৃদ্ধির পাশাপাশি জাতীয় আয় ও সম্পদ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

পরিশেষে বলা যায় যে, একমালিকানা ব্যবসায়ে মানুষের রুচি, পছন্দ, ইচ্ছা ইত্যাদিকে প্রাধান্য দেয়া হয় বলে বৃহদায়তন ব্যবসায়ের পাশাপাশি এটি আজও টিকে আছে। তাই একমালিকানা ব্যবসায়ের গুরুত্ব অপরিসীম।

৩.০৪ একমালিকানা ব্যবসায়ের উপযুক্ত ক্ষেত্র

Suitable Areas for Sole Proprietorship Business

একমালিকানা ব্যবসায়ের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা আছে যে কারণে এ জাতীয় ব্যবসায় সকলের নিকট জনপ্রিয়। যেসব ক্ষেত্রে একমালিকানা ব্যবসায় অধিক উপযোগী নিম্নে সেই ক্ষেত্রগুলো আলোচনা করা হলো–

- **স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগ (Investment of small capital):**

চিত্র: স্বল্পপুঁজির ব্যবসা।

কিছু কিছু কারবার আছে যেগুলোর গঠন ও পরিচালনার জন্য খুব সামান্য পুঁজি হলেই চলে। এরূপ কারবার একমালিকানা ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত। যেমন: মুদিখানা, পান-বিড়ির দোকান, চায়ের দোকান, সেলুন, ফেরিওয়ালা ইত্যাদি।

- **পরিবর্তনশীল চাহিদার পণ্যদ্রব্য (Goods of flexible demand):** যেসব পণ্যের রুচি ও চাহিদা নিয়মিত পরিবর্তনশীল সেক্ষেত্রে ভোক্তাদের চাহিদা অনুযায়ী পণ্যদ্রব্য যোগানের জন্য একমালিকানা ব্যবসায়ই প্রযোজ্য। যেমন–প্রসাধনী সামগ্রী, জুয়েলারি, সৌখিন পণ্য ইত্যাদি।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

- **ক্ষুদ্রায়তন ব্যবসায় (Small Scale Business):** সব ধরনের ক্ষুদ্রায়তন ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠান একমালিকানা ব্যবসায়ের অধীনে পরিচালিত হয়। যেমন—ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, খুচরা কারবার ইত্যাদি।
- **পচনশীল পণ্য (Perishable Goods):** পচনশীল ব্যবসায় সাধারণত একমালিকানার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়ে থাকে। এ ধরনের পণ্যদ্রব্য দ্রুত বাজারজাতকরণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যেমন—মাছ, মাংস, দুধ, ফলমূল, শাক-সবজি, ডিম ইত্যাদি।
- **পেশাদারি ব্যবসায় (Professional businesss):**

চিত্র: পেশাদারি ব্যবসায়ী

পেশাদারি ব্যবসায়সমূহ প্রায়ই একমালিকানার ভিত্তিতে গঠিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। যেমন—ডাক্তারি, আইন ব্যবসায়, প্রতিনিধি ব্যবসায়, চার্টার্ড একাউন্টিং ফার্ম ইত্যাদি।

- **প্রত্যক্ষ সেবাদান (Direct services):** যেসব ব্যবসা থেকে ভোক্তারা প্রত্যক্ষ সেবা চায় সেগুলো একক মালিকানার ভিত্তিতে সংগঠিত হওয়া উত্তম। যেমন—কনফেকশনারি ব্যবসায়, চুল কাটা সেলুন, লন্ড্রি প্রভৃতি কারবার।
- **স্থানীয় সীমিত চাহিদা (Local limited demand) :** যেসব পণ্যের চাহিদা স্থানীয়ভাবে সীমাবদ্ধ সেগুলোর উৎপাদন ও বণ্টনের জন্য একমালিকানা ব্যবসায় সর্বোত্তম।
- **কৃষিজ পণ্যের ব্যবসায় (Business of agricultural goods):** কৃষিজ পণ্যের ব্যবসায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একমালিকানা ব্যবসায় হয়। যেমন—ধানের ব্যবসায়, পাটের ব্যবসায় ইত্যাদি।
- **ভোগ্যপণ্যের দোকান (Consumer goods shop):** সব ধরনের নিত্য ব্যবহার্য ভোগ্যপণ্যের দোকান একমালিকানা ব্যবসায়ের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। যেমন-মনিহারি দোকান, মুদি দোকান ইত্যাদি।
- **পরিবহন ও জ্বালানি ব্যবসায় (Business of transportation and fuel):**

পণ্যদ্রব্য ও যাত্রী সাধারণ পরিবহনে নিযুক্ত কারবার প্রতিষ্ঠানসমূহ একমালিকানার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়ে থাকে। যেমন—বাস, ট্রাক, লঞ্চ, পেট্রোল পাম্প ইত্যাদি।

চিত্র: পরিবহন ব্যবসায়।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

- **প্রকাশনা ব্যবসায় (Publication business):** প্রকাশনা ব্যবসায় যেমন–খবরের কাগজ, বইপত্র, ম্যাগাজিন, সাপ্তাহিক, সাময়িকী ইত্যাদি। খুচরা ব্যবসায় সাধারণত একমালিকানা কারবারের ভিত্তিতেই গঠিত হয়।
- **ব্যক্তিগত নৈপুণ্য প্রদর্শন (Show of individual skill):** যেসব ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নৈপুণ্য প্রদর্শনের মাধ্যমে ব্যবসায়ের সার্থকতা অর্জন করতে হয় সেগুলো একমালিকানা কারবারের অধীনে পরিচালিত হওয়া উচিত। যেমন–শিল্পকর্ম, আলোকচিত্র ইত্যাদি ব্যবসায়।
- **স্বাধীন জীবিকা (Free occupation):** স্বল্প ঝুঁকিতে স্বাধীনভাবে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত কারবার একমালিকানার ভিত্তিতে সংগঠিত হয়। যেমন–কামার, কুমার, তাঁতী ইত্যাদি।
- **স্বল্প ঝুঁকির ব্যবসায় (Business of minimum risk):** এমন কিছু ব্যবসায় আছে যেখানে ঝুঁকির পরিমাণ একেবারেই কম। কম আয়ের একক মালিক এ ধরনের ব্যবসায়কে বেশি পছন্দ করে। যেমন–ওষুধের দোকান।

পরিশেষে বলা যায়, স্বল্পপুঁজি, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সহজ স্থানান্তর ইত্যাদি কারণে একমালিকানা ব্যবসা অনেক ক্ষেত্রে বৃহদায়তন ব্যবসায়ের তুলনায় অধিক উপযোগী। এ কারণে একমালিকানা ব্যবসায় উপরিউক্ত ক্ষেত্রসমূহে যথেষ্ট দক্ষতার সাথে টিকে আছে।

৩.০৫ বৃহদায়তন ব্যবসায়ের পাশাপাশি ক্ষুদ্রায়তন একমালিকানা ব্যবসায় টিকে থাকার কারণ

Causes of Survival of Sole Proprietorship Business Side by Side with Large Organisation

বৃহদায়তন উৎপাদন ও লাভ অর্জন প্রভৃতি ক্ষেত্রে অধিক সুবিধা ভোগ করলেও ক্ষুদ্রায়তন একমালিকানা ব্যবসায় বিশেষ কতকগুলো ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করেছে। এ কারণে বৃহদায়তন ব্যবসায়ের পাশাপাশি একমালিকানা ব্যবসায় আজও দক্ষতার সাথে টিকে আছে। নিম্নে এ কারণগুলো ব্যাখ্যা করা হলো–

১। **গঠন সুবিধা (Easy of formation):** একমালিকানা ব্যবসায় গঠন করতে কোনোরূপ আইনের আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয় না। যেকোনো লোক অল্প মূলধনে এরূপ ব্যবসায় গঠন করতে পারে। যেকোনো লোক অল্প মূলধনে এরূপ ব্যবসায় গঠন করতে পারে। কিন্তু বৃহদায়তন একমালিকানা প্রতিষ্ঠান গঠন করা কষ্টসাধ্য বলে অনেক লোক বৃহদায়তন ব্যবসায়ের পক্ষপাতি নয়। এ কারণেই বৃহদায়তন ব্যবসায়ের পাশাপাশি একমালিকানা ব্যবসায় টিকে আছে।

২। **বিশেষ ক্ষেত্রের সুবিধা (Suitability of special field):** বৃহাদায়তন ও ক্ষুদ্রায়তন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কার্য ক্ষেত্রের প্রকৃতি ভিন্ন। কিছু ব্যবসা আছে যাতে বৃহদায়তন ব্যবসায় নিষ্প্রয়োজন যেমন–পান বিড়ির দোকান, মুদির দোকান, সেলুন প্রভৃতি।

৩। **স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ (Opportunity to act independently):** মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। অনেক মানুষ আছে যারা অন্যের চাকরি করতে পছন্দ করে না। তারা স্বল্প পুঁজি নিয়ে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতে চায়। এরূপ মনোভাব একমালিকানা ব্যবসায় প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।

৪। **অবস্থান (Location):** বৃহদায়তন ব্যবসায় সাধাণত শহরের কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত হয়। গ্রামের আনাচে-কানাচে বৃহদায়তন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তন একমালিকানা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করা বাঞ্ছনীয়।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৫। **আস্থা ও বিশ্বাস (Confidence and trust):** এ ধরনের ব্যবসায়ের মালিক একজন মাত্র ব্যক্তি। তাই বৃহদায়তন ব্যবসায়ের মতো অন্যের আস্থা ও বিশ্বাসের প্রয়োজন পড়ে না।

৬। **স্বল্প ব্যয় (Economy of cost):** একমালিকানা ব্যবসায় সাধারণত মালিক নিজে বা পরিবারের লোকজন নিয়ে পরিচালনা করে থাকেন। ফলে ব্যবসায়ের সর্বস্তরে ব্যয় সংকোচন সম্ভব হয়। কিন্তু বৃহদায়তন ব্যবসায় এরূপ ব্যয় সংকোচন সম্ভব নয়। ফলে একমালিকানা ব্যবসায় বৃহদায়তন ব্যবসায়ের পাশাপাশি সাফল্যজনকভাবে টিকে থাকে।

৭। **সীমিত উৎপাদন ও চাহিদাসম্পন্ন দ্রব্যের জন্য উপযোগী (Suitable for products having limited production and demand):** যেসব পণ্যের উৎপাদন ও চাহিদা সীমিত এবং স্থানীয় গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ সেসব পণ্যের উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে একমালিকানা ব্যবসায় অধিক উপযোগী।

৮। **সহজ পরিচালনা (Easy administration):** সীমিত আয়তন ও সীমিত পণ্যের ব্যবসায় হওয়ায় একমালিকানা ব্যবসায় পরিচালনা করা সহজ হয়। কেননা বৃহদায়তন ব্যবসায়ের মতো পরিচালনাগত আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয় না।

৯। **স্বল্প ঝুঁকি (Limited risk):** অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এ ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয় বলে বৃহদায়তন ব্যবসায়ের তুলনায় ঝুঁকিও কম থাকে।

১০। **চাহিদার নমনীয়তা (Flexibility of demand):** বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ক্রেতার চাহিদা ও রুচি দিন দিন পরিবর্তন হচ্ছে। এরূপ পরিবর্তিত রুচির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে বৃহদায়তন ব্যবসায় অপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তন একমালিকানা ব্যবসায় অধিক উপযোগী।

পরিশেষে বলা যায়, বৃহদায়তন উৎপাদন ও বণ্টনের যুগেও একমালিকানা ব্যবসায় বাণিজ্য কার্যকর ভূমিকা রাখছে। বৃহদায়তন ব্যবসায়ে প্রতিযোগী না হয়ে তার সহযোগী হিসেবে একমালিকানা ব্যবসায়ের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কর্মপত্র-২

একমালিকানা ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব ও উপযুক্ত ক্ষেত্রসমূহ বিশ্লেষণ করে এর জনপ্রিয়তার কারণগুলো খুঁজে বের কর।	
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১। সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সহজ ও সরল প্রকৃতির সংগঠন কোনোটি?

ক. সমবায় সংগঠন

খ. একমালিকানা ব্যবসায়

গ. যৌথ মূলধনী ব্যবসায়

ঘ. অংশীদারি ব্যবসায়

২। একমালিকানা ব্যবসায় সীমিত আয়তনের হয় কেন?

ক. স্বল্প পুঁজি ও একক সামর্থের সীমাবদ্ধতার জন্য

খ. একক মুনাফা ভোগ করায়

গ. প্রত্যক্ষ সম্পর্কের জন্যে

ঘ. অনিশ্চিত স্থায়িত্বের জন্যে

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

স্বল্পশিক্ষিত রাতুল যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ একাডেমি থেকে কম্পিউটারের ট্রেনিং নেয়। বাজারে একটি ছোট ফোন ও ফটোস্ট্যাট এর দোকান ছিল তার। এর সাথে কম্পিউটার কম্পোজের কাজটি যুক্ত করে রাতুল। কাজে সহায়তা করার জন্য ছোট ভাই শাকিল ও তার বন্ধু মিনহাজকে সাথে নেয়।

৩। রাতুলের ব্যবসায়টি কোনো ধরনের ব্যবসায়?

ক. একমালিকানা খ. অংশীদারি

গ. যৌথ মালিকানা ঘ. সমবায়

৪। রাতুলের ব্যবসায়ের ফলে—

i. তার আয় বৃদ্ধি পেয়েছে

ii. কর্মসংস্থান হয়েছে

iii. ভোক্তাদের চাহিদা পূরণ হচ্ছে

নিচের কোনোটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i,ii ও iii

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

১। স্বাধীনচেতা বেকার যুবক প্রণয় ১০ হাজার টাকা ধার করে মোট ২০ হাজার টাকার পণ্য কিনে মুদির দোকান সাজিয়ে ব্যবসায় শুরু করেন। স্বল্প পুঁজির কারণে তার দোকানে পর্যাপ্ত পণ্যসামগ্রী নেই। ফলে সে প্রায়ই ক্রেতার চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়। এতে সে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় স্থানীয় কয়েকজন ক্রেতার পরামর্শে সে যেসব পণ্য দিতে পারে না তার একটা তালিকা করে পরবর্তীতে ঐসব পণ্য দোকানে তোলে। কিছু দিনের মধ্যেই তার বিক্রয় বৃদ্ধি পায় এবং ধীরে ধীরে সে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে।

ক. একমালিকানা ব্যবসায় কী?

খ. একমালিকানা ব্যবসায় কেন এত জনপ্রিয়?

গ. একমালিকানা ব্যবসায়ের কোন বৈশিষ্ট্যটি উদ্দীপকের ব্যবসায়িকে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হতে সাহায্য করেছে—ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের পরিস্থিতিতে একমালিকানা ব্যবসায় নির্বাচন করার সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা কর।

২। জনাব সালমান পাঁচজন কর্মী নিয়ে শাপলা বস্ত্রালয় নামে একটি কাপড়ের দোকান পরিচালনা করেন। বাজারে প্রতিযোগিতা মোকাবেলায় মূলধন বৃদ্ধি করার জন্য মৌখিক সমঝোতার ভিত্তিতে তিনি তার বন্ধু কলিমকে ব্যবসায়ের সদস্য করেন। এতে প্রতিষ্ঠানটি লাভজনক হয়ে উঠে। কিন্তু একজন দেনাদার এক লক্ষ টাকা দেনা পরিশোধে গড়িমসি করলেও তিনি সেই পাওনা আদায়ের জন্য আইনী ব্যবস্থা নিতে পারছেন না। ফলে প্রতিষ্ঠানটি সমস্যার সম্মুখিন হয়।

ক. ব্যবসায় জোট কী?

খ. যৌথ উদ্যোগে ব্যবসায় বলতে কী বুঝ?

গ. জনাব কলিমকে সদস্য নেয়ার পূর্বে উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটির ধরন কি ছিল ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটি ভবিষ্যতে এরূপ সমস্যা এড়াতে করণীয় কী? যুক্তিসহ তোমার মতামত দাও।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

চতুর্থ অধ্যায়
অংশীদারি ব্যবসায়
PARTNERSHIP BUSINESS

ব্যবসায় পরিবারের দ্বিতীয় সদস্য হলো অংশীদারি সংগঠন। একমালিকানা ব্যবসায়ে একক মালিকের পুঁজি ও সামর্থের সীমাবদ্ধতার কারণে এক পর্যায়ে বড় ধরনের সংগঠনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। ফলশ্রুতিতে একাধিক ব্যক্তির মালিকানা ও তত্ত্বাবধানে সৃষ্টি হয় অংশীদারি সংগঠন। এ ব্যবসায়ে ন্যূনতম ২ জন এবং সর্বাধিক ২০ জন সদস্য থাকে। তবে ব্যাংকিং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ১০ জন সদস্য থাকে। ১৯৩২ সালের ভারতীয় অংশীদারি আইন অনুযায়ী, "সকল ব্যক্তির দ্বারা বা সকলের পক্ষে একজন দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায়ের মুনাফা নিজেদের মধ্যে বণ্টনের নিমিত্তে কতিপয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কই হলো অংশীদারি ব্যবসায়। বাংলাদেশে বর্তমানে ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনটি প্রচলিত রয়েছে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা জানতে পারব–

- অংশীদারি ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ।
- অংশীদারি ব্যবসায়ের গঠন প্রণালি।
- অংশীদারি ব্যবসায়ের সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা/অসুবিধা।
- অংশীদারি ব্যবসায়ের প্রকারভেদ।
- অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তিপত্রের নমুনা ও বিষয়বস্তু।
- অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন পদ্ধতি এবং নিবন্ধন না করার পরিণাম।
- অংশীদারদের ধরন।
- অংশীদারদের যোগ্যতা।
- অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধন প্রক্রিয়া।
- বাংলাদেশে অংশীদারি ব্যবসায়ের বর্তমান অবস্থা।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৪.০১ অংশীদারি ব্যবসায়ের ধারণা
Concept of Partnership Business

অংশীদারি ব্যবসায় একটি প্রাচীন ধরনের সংগঠন। শুরুতে একক মালিকানার ভিত্তিতে এ সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও এক পর্যায়ে এসে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক প্রয়োজনেই একাধিক ব্যক্তি সামর্থ্যের সমন্বয় অপরিহার্য হয়ে পড়ে। জন্ম নেয় অংশীদারি ব্যবসায় সংগঠনের। সহজ অর্থে একের অধিক ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে অংশীদারিত্ব বা শরিকানার ভিত্তিতে যে ব্যবসায় গঠন করে তাকে অংশদিারি ব্যবসায় বলে। ব্যাপক অর্থে কমপক্ষে দুজন এবং সর্বোচ্চ বিশজন (ব্যাংকিং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দশজন) ব্যক্তি মুনাফা অজন ও তা নিজেদের মধ্যে বণ্টনের নিমিত্তে চুক্তিবদ্ধ হয়ে স্বেচ্ছায় যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে তাকে অংশীদারি ব্যবসায় বলা হয়ে থাকে।
১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনের ৪নং ধারায় বলা হয়েছে–"সকলের দ্বারা অথবা সকলের পক্ষে যেকোনো একজনের দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায়ের মুনাফা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করার উদ্দেশ্যে চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে যে সম্পর্কের সৃষ্টি হয়, তাকে অংশীদারি ব্যবসায় বলে।"

৪.০২ অংশীদারি ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ
Features of Partnership Business

অংশীদারি ব্যবসায় দুই বা ততোধিক ব্যক্তির সম্মিলিত চুক্তির মাধ্যমে গঠিত একটি ব্যবসায় সংগঠন। মালিকানা গঠন ও পরিচালনাগত বিভিন্ন দিক থেকে অংশীদারি ব্যবসায় কতকগুলো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। যা এ ব্যবসায়কে অন্যান্য ব্যবসায় থেকে আলাদা করেছে। নিম্নে অংশীদারি ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হলো:

১. **অংশীদারের সংখ্যা (Number of partners):** বাংলাদেশে প্রচলিত আইন অনুসারে কমপক্ষে দুজন এবং সাধারণ ব্যবসায়ে ২০ জনের অনধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে এ ব্যবসায় গঠিত হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ব্যাংকিং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ১০ জনের অধিক হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে প্রত্যেক সদস্যের জন্য এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে হতে পারে।

২. **চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক (Contractual relation):** চুক্তিই অংশীদারি ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি। চুক্তির মাধ্যমেই অংশীদারি ব্যবসায়ের সৃষ্টি হয়। জন্মগত বা সামাজিক অধিকার বলে নয়। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চুক্তিতে আবদ্ধ হলেই অংশীদারদের চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩. **সহজ গঠন প্রণালি (Easy formation):** অংশীদারি ব্যবসায় সংগঠন যৌথ মূলধনী কোম্পানি গঠনের মতো তত জটিল নয়। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি (কিন্তু সাধারণ ব্যবসায়ে ২০ জনের অধিক নয়, এবং ব্যাংকিং ব্যবসায়ে ১০ জনের অধিক নয়) একত্রে মিলিত হয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়ে এ ব্যবসায় গঠন করতে পারবে। ব্যবসায়ের উক্ত চুক্তি মৌখিক বা লিখিত উভয়ই হতে পারে। উক্ত চুক্তি নিবন্ধন বা অনিবন্ধনকৃত হতে পারে। তবে চুক্তির উদ্দেশ্য অবশ্যই আইনসম্মত হতে হবে।

৪. **মূলধন (Capital):** ব্যবসায়ের মূলধন অংশীদারগণ যোগান দেয়। কে কতটুকু মূলধন যোগান দিবে তা তাদের নিজেদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির উপর নির্ভর করে। এ বিষয়ে কোনো চুক্তি না থাকলে তারা সমানভাবে মূলধন যোগায়। প্রসঙ্গক্রমে উলেখ করা প্রয়োজন যে, কোনো মূলধন না দিয়ে অংশীদার হতে পারে এবং মুনাফা বণ্টনে অংশগ্রহণ করতে পারে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৫. **দায়-দায়িত্ব (Liabilities):** অংশীদারি ব্যবসায়ের দেনার জন্য প্রত্যেক অংশীদার ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে দায়ী থাকে। অর্থাৎ ব্যবসায়ে লোকসান হলে লোকসানের ভাগ তাদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে ভাগ করে দেয়া হয়। লোকসানের ভাগ শুধু একজনের পক্ষে বহন করা সম্ভব হলে এবং অন্য সদস্যদের পক্ষে তা বহন করা সম্ভব না হলে বিত্তশালী একজনকে সকল লোকসানের ঝুঁকি বহন করতে হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, অংশীদারের দায় সীমাহীন এবং তারা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে কারবারের দেনার জন্য দায়ী থাকে।

৬. **লভ্যাংশ বণ্টন (Profit sharing):** কোনো অংশীদার কত লভ্যাংশ পাবে তা তাদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির উপর নির্ভর করে। চুক্তিতে মুনাফা বণ্টনের উলেখ না থাকলে বাংলাদেশের অংশীদারি আইন অনুসারে প্রত্যেক অংশীদার সমান অনুপাতে মুনাফা ভোগ করার অধিকারী।

৭. **পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আস্থা ও বিশ্বাস (Mutual trust and confidence):** অংশীদারদের মধ্যে পারস্পরিক সদ্বিশ্বাস ও আস্থা অংশীদারি কারবারের একটি বৈশিষ্ট্য। একে অপরের প্রতি বিশ্বাসের উপর অংশীদারি ব্যবসায়ের অস্তিত্ব নির্ভর করে। অনেক সময় এক বা একাধিক অংশীদারের পক্ষে হয়ে ব্যবসায় পরিচালনা করে। সে ক্ষেত্রে অংশীদারগণ উক্ত ব্যক্তির প্রতি আস্থাবান না হলে ব্যবসায় চলতে পারে না। একজন অংশীদার তাহার কার্য দ্বারা প্রত্যেক অংশীদারকে সমভাবে আবদ্ধ করে এবং ব্যবসায় কোনো লোকসান দেখা দিলে তা সমভাবে বা চুক্তি মোতাবেক সকল অংশীদারকে বহন করতে হয়।

৮. **নিবন্ধন (Registration):** অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়। এটি নিবন্ধিত হতে পারে নাও হতে পারে। তবে ভবিষ্যৎ বিবাদ এড়ানোর জন্য নিবন্ধন করা ভালো। এটি ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

৯. **সত্তা (Entity):** ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিকানা হতে এর পৃথক কোনো সত্তা নাই। অংশীদারগণের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের সত্তা নেই যৌথ-মূলধনী কোম্পানির ন্যায় ফার্ম (Firm) বা প্রতিষ্ঠান নিজ নামে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে না। এ কারণে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান অন্য কোনো অংশীদারি ব্যবসায়ের সদস্য হতে পারে না বা অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে অংশীদারি চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে না।

১০. **অংশীদারদের যোগ্যতা (Capacity of partners):** দেশের প্রাপ্ত বয়স্ক যেকোনো নাগরিক অংশীদারি ব্যবসায়ের সদস্য হতে পারে। তবে পাগল, নাবালক, দেউলিয়া প্রভৃতি ব্যক্তি চুক্তি সম্পাদনের অনুপযুক্ত বিধায় অংশীদারি ব্যবসায়ের সদস্য হতে পারে না।

পরিশেষে বলা যায় যে, উলেখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ অংশীদারি সংগঠনকে স্বকীয়তা দানের মাধ্যমে উপযোগী ক্ষেত্রে সফলতার সাথে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে সহায়তা করছে।

কর্মপত্র-১

অংশীদারি ব্যবসায়ের ধারণা ও বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ করে উক্ত ব্যবসায়ের আরও কিছু সুবিধা ও অসুবিধা বের কর।

অংশীদারি ব্যবসায়ের সুবিধা	অংশীদারি ব্যবসায়ের অসুবিধা
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৪.০৩ অংশীদারি ব্যবসায়ের গঠন পদ্ধতি

Formation of Partnership Organization

অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করা সহজ। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ হয়ে মূলধন সরবরাহ করে এ ব্যবসায় গঠন করতে পারে। আমাদের দেশে ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইন অনুযায়ী এ ব্যবসায় গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করতে হলে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়।

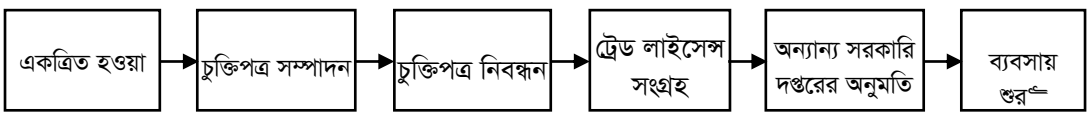

চিত্র : অংশীদারি ব্যবসায়ের গঠন পদ্ধতি

১। **একত্রিত হওয়া (Being united):** প্রথমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উদ্যোক্তা বা সদস্য ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে একত্রিত হবেন। ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনের বিধান অনুসারে সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা ২ জন এবং সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা সাধারণ ক্ষেত্রে ২০ জন এবং ব্যাংকিং অংশীদারি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ১০ জন।

২। **চুক্তিপত্র সম্পাদন (Sign contract):** অংশীদারি ব্যবসায় সম্পর্কিত বিষয় যেমন–মূলধনের পরিমাণ, লাভ লোকসান বণ্টন, পারস্পরিক অধিকার ইত্যাদি উল্লেখ করে সদস্যদের মধ্যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হয়। তবে চুক্তিপত্র ছাড়া মৌখিক চুক্তির ভিত্তিতেও অংশীদারি ব্যবসায় গঠিত হতে পারে।

৩। **চুক্তিপত্র নিবন্ধন (Register contract):** এ পর্যায়ে অংশীদারদের দ্বারা সম্পাদিত চুক্তিপত্র সরকার নির্ধারিত নিবন্ধকের অফিসে নিবন্ধন করাতে হয়। অবশ্য আইনে চুক্তিপত্রের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়নি। অর্থাৎ এর নিবন্ধন না করলেও চলে।

৪। **ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ (Collecting trade licence):** ব্যবসায় শুরু করার জন্য এ পর্যায়ে স্থানীয় পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের নির্ধারিত অফিস থেকে নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হয়। অবশ্য পৌর এলাকার বাইরে এ ধরনের ট্রেড লাইসেন্স খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়।

৫। **অন্যান্য সরকারি দপ্তরের অনুমতি (Permission from other Govt. authority):** এক্ষেত্রে ব্যবসায়ের প্রকৃতি অনুসারে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর থেকে অনুমতি নিতে হয়।

যেমন–রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির জন্য রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এবং ট্রাভেল এজেন্সির ক্ষেত্রে বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অনুমতি প্রয়োজন।

৬। **ব্যবসায় শুরু (Start Business):** উপরিউক্ত আনুষ্ঠানিকতাসমূহ সফলভাবে সমাপ্ত হলে অংশীদারগণ মুনাফা অর্জনের জন্য ব্যবসায়িক কর্মকান্ড শুরু করেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, উপরে বর্ণিত আনুষ্ঠানিকতাসমূহ ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করে একটি অংশীদারি ব্যবসায় সংগঠন গঠিত হতে পারে। তবে সব ধরনের অংশীদারি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে উল্লিখিত সকল আনুষ্ঠানিকতা পালন করার প্রয়োজন নাও হতে পারে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৪.০৪ অংশীদারি ব্যবসায়ের প্রকারভেদ
Types of Partnership Business

একাধিক ব্যক্তি চুক্তির মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের জন্য যে ব্যবসায় গড়ে তোলে তাকে অংশীদারি ব্যবসায় বলে। বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা কয়েক ধরনের অংশীদারি ব্যবসায় দেখি। নিম্নে ব্যবসায়ের প্রকৃতি ও অংশীদারদের দায়-দায়িত্বের ভিত্তিতে এ ব্যবসায়কে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যথা–

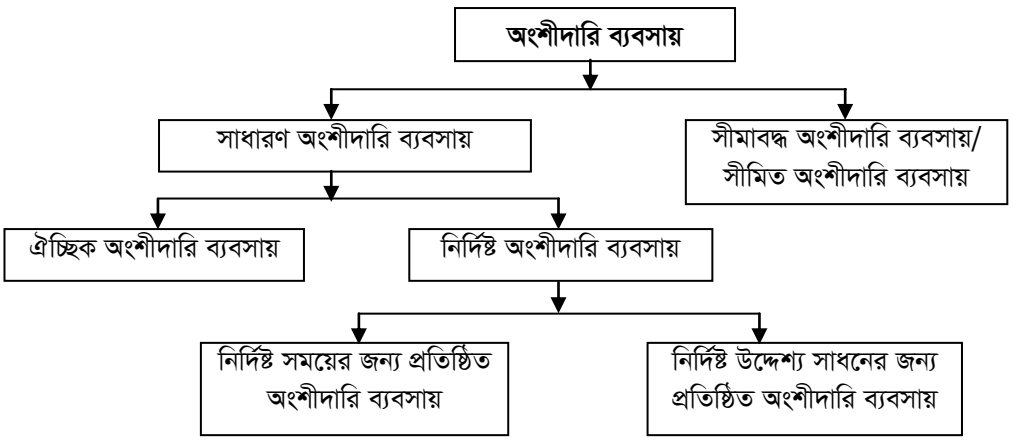

চিত্র: অংশীদারি ব্যবসায়ের প্রকারভেদ

১। **সাধারণ অংশীদারি ব্যবসায় (General partnership business):** যে অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের অংশীদারদের দায় অসীম এবং অংশীদারগণ একক ও যৌথভাবে দেনা পরিশোধের জন্য দায়ী থাকে তাকে সাধারণ অংশীদারি ব্যবসায় বলে। এ ধরনের অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় সকল অংশীদারের সমান অধিকার থাকে। সাধারণ অংশীদারি ব্যবসায় সকলের দ্বারা অথবা সকলের পক্ষে এক বা একাধিক অংশীদারের দ্বারা পরিচালিত। বাংলাদেশে অংশীদারি ব্যবসায় বলতে সাধারণ অংশীদারি ব্যবসায়কে বুঝায়। বাংলাদেশে প্রচলিত ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইন অনুযায়ী সাধারণ অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়। এরূপ ব্যবসায় দু'ধরনের হতে পারে।

ক. **ঐচ্ছিক অংশীদারি ব্যবসায় (Partnership at will):**

১৯৩২ সালের অংশীদারি আইন অনুসারে কোনো অংশীদারি চুক্তিপত্রে অংশীদারগণ ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব বা সীমানা নির্ধারণ না করলে তাকে ঐচ্ছিক অংশীদারি ব্যবসায় বলে।

আইন অনুসারে এ ব্যবসায় নিম্নোক্তভাবে গঠিত হতে পারে–

i. অনির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ব্যবসায় গঠিত হলে;
ii. নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের পরও ব্যবসায় চালু থাকলে;
iii. নির্দিষ্ট সময়ের পরও ব্যবসায় চালু থাকলে;

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

খ. **নির্দিষ্ট অংশীদারি ব্যবসায় (Particular partnership):** অংশীদারি আইনের ৮ ধারায় বলা হয়েছে যে, একজন ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে একত্রে কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদ বা প্রচেষ্টার জন্য অংশীদারি হিসেবে গণ্য হতে পারে। একেই নির্দিষ্ট বা বিশেষ অংশীদারি ব্যবসায় বলে।

এরূপ ব্যবসায় দুধরনের হতে পারে–

i. **নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত অংশীদারি ব্যবসায় (Specific term partnership):** একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গঠিত অংশীদারি ব্যবসায়কে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত অংশীদারি ব্যবসায় বলে। এ নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম হওয়ার সাথে সাথে এরূপ অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলুপ্তি ঘটে। তবে অংশীদারগণের সম্মতিতে এ ধরনের ব্যবসায়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও চালু থাকতে পারে।

ii. **নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠিত অংশীদারি ব্যবসায় (Specific Job partnership):** বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোনো অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করা হলে তাকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্থাপিত অংশীদারি ব্যবসায় বলা হয়। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জিত হলে এর বিলুপ্তি ঘটে। অবশ্য সকল অংশীদার একমত হলে এরপরও চালাতে পারে।

২। **সীমাবদ্ধ অংশীদারি ব্যবসায় (Limited partnership):** এক বা একাধিক অংশীদারের সীমিত পরিমাণ দায়-দায়িত্ব নিয়ে যে অংশীদারি ব্যবসায় গঠিত হয় তাকে সীমাবদ্ধ অংশীদারি ব্যবসায় বলে। অর্থাৎ যদি কোনো অংশীদারের দায় অসীম না থাকে বা কোনো এক বা একাধিক সদস্যের দায় চুক্তি অনুযায়ী বা আইনগত কারণে সীমাবদ্ধ থাকে তাকে সীমাবদ্ধ অংশীদারি ব্যবসায় বলে।

এ ব্যবসায় দু'ধরনের অংশীদার থাকে। যথা–

i. সাধারণ অংশীদার, যাদের দায় অসীম থাকে।

ii. সীমিত অংশীদার, যাদের দায় সীমাবদ্ধ থাকে।

পরিশেষে বলা যায় যে, দেশে যেসব অংশীদারি ব্যবসায় চালু আছে তার মধ্যে সাধারণ অংশীদারি ব্যবসায় বেশি। তবে এর পাশাপাশি সীমাবদ্ধ অংশীদারি ব্যবসায়েরও অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

৪.০৫ অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তিপত্র
Deed of Partnership Business

অংশীদারি ব্যবসায় পরস্পর চুক্তির ভিত্তিতে গঠিত হয়। চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার প্রাক্কালে অংশীদারি সংগঠন গঠনেচ্ছু ব্যক্তিগণ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ব্যবসায় সংগঠন ও পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি নির্ধারণ করে এবং তাদের সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত বিষয়াদি লিখিতভাবে একটি দলিলে সন্নিবেশিত করে। উক্ত দলিলকেই অংশীদারি চুক্তিপত্র বলে।

বাংলাদেশে বহাল ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনের ৫ ধারা মতে, "অংশীদারির সম্পর্ক চুক্তি হতে জন্ম লাভ করে; সামাজিক মর্যাদা বলে নয়।" (The relation of partnership arises from contract and not from status")

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

যমুনা এন্টারপ্রাইজ

চুক্তিপত্র তাং .....

১ম পক্ষ ২য় পক্ষ

নাম : ..... নাম : .....

ঠিকানা : ..... ঠিকানা : .....

চুক্তির শর্তাবলি :

১। .....

২। .....

৩। .....

সাক্ষীগণের নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর: অংশীদারগণের নাম ও স্বাক্ষর:

১। ..... ১। .....

২। ..... ২। .....

৩। .....

চিত্র: অংশীদারি চুক্তিপত্র

পরিশেষে বলা যায় যে, কারবার পরিচালনার সুবিধাজনক এবং বিলোপসাধন সংক্রান্ত শর্তাবলি সংবলিত লিখিত অংশীদারি চুক্তিকে অংশীদারি চুক্তিপত্র বা দলিল বলে।

"চুক্তিই অংশীদারি ব্যবসায়ের ভিত্তি"–ব্যাখা কর।

Contract is the Essence of Partnership"–Explain.

অংশীদারি ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি হলো চুক্তি। অর্থাৎ চুক্তির মাধ্যমে একটি অংশীদারি ব্যবসায় জন্মলাভ করে এবং চুক্তি হতে উদ্ভূত সম্পর্ক দ্বারা অংশীদারি ব্যবসায় পরিচালিত হয়। অংশীদারগণের পারস্পরিক সম্পর্কও নির্ধারিত হয় চুক্তির মাধ্যমে।

অংশীদারি আইনের ৫ ধারায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, "অংশীদারির সম্পর্ক চুক্তি হতে জন্ম লাভ করে, আত্মীয়তা বা সামাজিক অধিকার বলে নয়।" (Partnership relation arises from the contract and not from status.")

সাধারণভাবে কোনো ব্যবসায়ে একাধিক সদস্য এবং মুনাফা বণ্টনের বৈশিষ্ট্য থাকলে তাকে অংশীদারি ব্যবসায় মনে করা হয়। কিন্তু আইনগত বিচারে অংশীদারির অস্তিত্ব নির্ণয়ে চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কই মুখ্য বলে বিবেচিত।

উল্লেখিত সংজ্ঞা এবং আলোচনার প্রেক্ষিতে পরিলক্ষিত হয় যে, অংশীদারি সম্পর্ক সৃষ্টিতে চুক্তির আবশ্যকতা রয়েছে। যেসব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অংশীদারি চুক্তি সম্পন্ন করা হয় তাহলো–

i. কোনো বিষয়ের ভুল বুঝাবুঝি নিরসন;
ii. অংশীদারিত্বের ভিত্তি ও রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে;
iii. চুক্তিপত্র প্রামাণ্য দলিল হিসেবে কাজ করে;
iv. তৃতীয় পক্ষ হতে ঋণ বা কোনো প্রকার সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য;
v. চুক্তির ভিত্তিতে ব্যবসায় পরিচালনা করে;
vi. অংশীদারদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ;
vii. মূলধন আনয়ন ও তার ব্যবহার সুনিশ্চিত করার জন্য।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

নিচের কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো—

১। **হিন্দু যৌথ পারিবারিক ব্যবসায় (Hindu joint family business):** কোনো হিন্দু পরিবারের সদস্যরা যদিও তাদের পরিবারের মোট আয় নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে থাকে কিন্তু শুধুমাত্র চুক্তি না থাকায় বর্তমানে একে অংশীদারি ব্যবসায় বলা যায় না।

২। **উত্তরাধিকার সম্পর্ক (Heriditary relationship):** চলমান ব্যবসায়ের কোনো সদস্যের মৃত্যুর পর তার স্ত্রী বা সন্তানরা কারবারের মুনাফা ভোগ করলেও তারা ব্যবসায় অংশীদার নয়। অংশীদার হতে চাইলে তাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদাভাবে অন্যান্য অংশীদারদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে হবে।

৩। **পদমর্যাদা (Designation) :** সামাজিক পদমর্যাদার জন্য কোনো কর্মচারী বা কর্মকর্তাকে মুনাফার কিছু অংশ প্রদান করা হলেও তাকে ব্যবসায়ের অংশীদার বলা যাবে না। কারণ শুধুমাত্র সামাজিক পদ-মর্যাদার জন্য মুনাফার অংশ ভোগ করছে কিন্তু চুক্তিতে আবদ্ধ না হওয়ার জন্য অংশীদার নয়।

৪। **সামাজিক অবস্থান (Social position) :** কয়েকজন গায়িকার গানের অনুষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত আয় নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিলেও তাদের সংগঠনকে অংশীদারি ব্যবসায় বলা যায় না। কারণ তাদের মধ্যে ব্যবসায় বা মুনাফা অর্জন সংক্রান্ত কোনো চুক্তি সম্পাদিত হয়নি।

৫। **ঋণের মুনাফা প্রাপ্তি (Profit receive for status) :** অংশীদারি ব্যবসায়ে ঋণ দিয়ে কোনো ব্যক্তি ঋণ চুক্তি অনুযায়ী ব্যবসায় হতে মুনাফা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু তার সাথে অংশীদারি চুক্তি না থাকায় তাকে অংশীদার হিসেবে গণ্য করা যাবে না।

৬। **পেশাদারি দলের মুনাফা বণ্টন (Profit distribution in professional group):** পেশাদারি সাংস্কৃতিক দল মুনাফা অর্জনের পর তা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিলেও তাদের অংশীদার বলা যাবে না। কারণ তারা অংশীদারি চুক্তি সম্পন্ন করেনি।

পরিশেষে বলা যায় যে, অংশীদারি ব্যবসায়ের অস্তিত্ব যাচাইয়ের প্রধান মাপকাঠি হচ্ছে অংশীদারদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি। মুলত চুক্তি লিখিত বা মৌখিক যেভাবেই হোক না কেন তা ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনার দিক-নির্দেশক (Guide line) হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই বলা হয়, "চুক্তিই অংশীদারি কারবারের মূল ভিত্তি।"

অংশীদারি চুক্তিপত্রের বিষয়বস্তু

Contents of Partnership Deed

অংশীদারি চুক্তিপত্র অংশীদারি ব্যবসায় পরিচালনার মূলমন্ত্র হিসেবে পরিচিত। অংশীদারগণ নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিজেরাই চুক্তিপত্রের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে থাকে। অংশীদারদের মধ্যে ভবিষ্যতে ঝগড়া-বিবাদ ও মামলা-মোকদ্দমা এড়াতে চুক্তিপত্রের শর্তাবলিই কার্যকর ভূমিকা রাখে। নিম্নে অংশীদারি চুক্তিপত্রের বিষয়বস্তু উল্লেখ করা হলো—

১. অংশীদারি ব্যবসায়ের নাম;
২. ব্যবসায়ের ঠিকানা;
৩. ব্যবসায়ের আওতাভুক্ত এলাকা;
৪. ব্যবসায়ের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও আওতা;
৫. ব্যবসায়ের কার্যক্রম বিস্তৃতির বর্তমান ও সম্ভাব্য এলাকা;
৬. ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব;
৭. অংশীদারদের নাম, ঠিকানা ও পেশা;
৮. ব্যবসায়ের মোট মূলধনের পরিমাণ;
৯. মূলধন আনয়ন ও সংগ্রহ পদ্ধতি;

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

১০. অংশীদারদের প্রকৃতি নির্ধারণ;
১১. অংশীদারদের প্রত্যেকের প্রদত্ত পুঁজির পরিমাণ ও তা পরিশোধ পদ্ধতি;
১২. মূলধনের ওপর সুদ দেয়া হবে কিনা, হলে কি হারে;
১৩. অংশীদারগণ ব্যবসায় হতে কোনো অর্থ উত্তোলন করতে পারবে কিনা, পারলে কে কত বা কি হারে;
১৪. উত্তোলিত অর্থের ওপর সুদ ধরা হবে কিনা;
১৫. ব্যবসায়ের লাভ-লোকসান বণ্টন পদ্ধতি ও হার;
১৬. ব্যবসায়ের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি;
১৭. ব্যবসায়ের হিসাব বহি রক্ষণ ও হিসাব নিরীক্ষা পদ্ধতি;
১৮. ব্যবসায়ের হিসাব বহি সংরক্ষণ ও পরিদর্শন সংক্রান্ত নিয়ম;
১৯. যে ব্যাংকে হিসাব খোলা হবে তার নাম, ঠিকানা ও হিসাবের ধরন;
২০. ব্যাংকের হিসাব পরিচালনাকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নাম পদবি;
২১. ব্যবসায়ের দলিল পত্রে দস্তখত প্রদানকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নাম পদবী;
২২. ব্যবসায়ের প্রয়োজনে কোনো অংশীদার ঋণ সরবরাহ করলে তার ওপর দেয় সুদের হার;
২৩. ব্যবসায়ের প্রয়োজনে অন্যত্র হতে ঋণ সংগ্রহ পদ্ধতি;
২৪. অংশীদারগণের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা;
২৫. কোনো অংশীদারকে কোনো বেতন বা পারিতোষিক দেয়া হবে কিনা, হলে কী হারে;
২৬. ব্যবসায়ের সুনাম মূল্যায়ন সম্পর্কিত বিধি-বিধান;
২৭. অংশীদারদের মধ্যে কোনো বিবাদ দেখা দিলে তা মীমাংসা পদ্ধতি;
২৮. অংশীদার অপ্রকৃতিস্থ বা দেউলিয়া হলে তার অংশ নিরূপণ, সংরক্ষণ ও পরিশোধ পদ্ধতি;
২৯. ব্যবসায় সম্প্রসারণের নিয়ম;
৩০. নাবালক অংশীদার গ্রহণের নিয়ম;
৩১. নতুন অংশীদার গ্রহণ ও প্রয়োজনে বিদ্যমান কোনো অংশীদারকে বহিষ্কারের নিয়ম;
৩২. কোনো অংশীদারের মৃত্যু বা অবসরগ্রহণকালে ব্যবসায়ের দায়-সম্পত্তি নিরূপণ ও পাওনা পরিশোধ পদ্ধতি;
৩৩. ব্যবসায়ের আর্থিক বছরের শুরু ও শেষ সময়;
৩৪. ঋণ গ্রহণ ও প্রদানের নিয়মাবলি;
৩৫. অংশীদার কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের নিয়ম ও সুদের হার;
৩৬. ঋণ পরিশোধ ও আদায় পদ্ধতি;
৩৭. ব্যবসায়ের বিলোপসাধন পদ্ধতি;
৩৮. ব্যবসায়ের বিলোপকালে ব্যবসায়ের দায়-সম্পত্তি মূল্যায়ন ও বণ্টন প্রণালি;
৩৯. চুক্তিপত্রের কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজনে নিয়ম পদ্ধতি;
৪০. চুক্তিপত্রের বাইরে কোনো বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে আমাদের দেশে তা ১৯৩২ সালে অংশীদারি আইন অনুযায়ী অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে মীমাংসা করা হয়। অবশ্য চুক্তিপত্রের কোনো ধারা বা ধারাসমূহ সকল সদস্যের মতানুযায়ী আইনের আওতায় থেকে সর্বদাই পরিবর্তন,পরিবর্ধন, সংযোজন বা রহিত করা যায়।

পরিশেষে বলা যায় যে, চুক্তি মৌখিক হতে পারে, তবে সমস্যা দেখা দিলে মৌখিক চুক্তির কোনো আইনগত ভিত্তি নেই। এজন্য চুক্তি লিখিত হওয়া সুবিধাজনক।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৪.০৬ অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন পদ্ধতি

Process of Registration of a Partnership

অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন বলতে সরকার নির্ধারিত নিবন্ধকের অফিসে ব্যবসায়ের নাম তালিকাভুক্ত করাকে বুঝায়। অর্থাৎ নির্দিষ্ট এলাকার নিবন্ধকের কার্যালয়ে রক্ষিত বইতে অংশীদারি ব্যবসায়ের নাম ও প্রয়োজনীয় তথ্য লিপিবদ্ধকরণকে অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন বলা হয়।

১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনের ৫৮ ধারা অনুযায়ী কোনো অংশীদারি প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন করতে হলে প্রথমত নিবন্ধকের অফিস হতে নির্ধারিত ফি জমাপূর্বক একটি ফর্ম/ আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে হবে। আবেদনপত্রটি যথাযথভাবে পূরণ করে চুক্তিপত্র ও গঠনতন্ত্রসহ নিবন্ধকের অফিসে জমা করতে হবে।

সাধারণত আবেদনপত্রে নিম্ন লিখিত বিষয়সমূহ উল্লেখ করতে হয়–

১. অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের নাম;
২. প্রধান অফিসের ঠিকানা;
৩. অন্য কোথাও ব্যবসায়ের শাখা অফিস থাকলে তার ঠিকানা;
৪. ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য ও আওতা;
৫. ব্যবসায়ের মেয়াদ (যদি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য হয়);
৬. প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তারিখ;
৭. প্রত্যেক অংশীদারের নাম, ঠিকানা, পেশা;
৮. অংশীদার হিসেবে যোগদানের তারিখ ইত্যাদি।

আবেদনপত্রটি প্রত্যেক অংশীদার কর্তৃক বা তার উপযুক্ত / আইনগত প্রতিনিধি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে। নিবন্ধক আবেদনপত্র ও চুক্তিপত্রটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলে ব্যবসায়টি তালিকাভুক্ত করবেন। চুক্তিপত্র কিংবা আবেদনপত্রের কোনো পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোগ ও বিয়োজন করতে হলে নিবন্ধকের অনুমতি নিতে হবে এবং তা সম্বন্ধে তাকে অবহিত করতে হবে।

অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন কি বাধ্যতামূলক

Is Registration of a Partnership Business Compulsory

নিবন্ধন অংশীদারি ব্যবসায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক না হলেও বাঞ্ছনীয় বটে। কারণ অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধিত হলে এর আইনগত ভিত্তি সুদৃঢ় হয় এবং ব্যবসায়িক কর্মকান্ড পরিচালনায় বেশ কিছু সুবিধা ভোগ করে। নিবন্ধন অংশীদারের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

অংশীদার ব্যবসায়ের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক না হলেও বাঞ্ছনীয় বটে। কারণ অংশীদারি ব্যবসায়ে নিবন্ধিত হলে পরবর্তীকালে অংশীদারগণের মধ্যস্থিত সম্ভাব্য কলহ অথবা তৃতীয় পক্ষের সাথে দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির পরিপ্রেক্ষিতে সহায়ক হয়। নিবন্ধন করলে ব্যবসায়ের চুক্তিপত্রটি আইনসম্মত দলিলরূপে স্বীকৃতি লাভ করে। বস্তুত: নিবন্ধন অংশীদারি ব্যবসায়ের অস্তিত্ব প্রকাশ করে। তাছাড়া নিবন্ধিত অংশীদারি ব্যবসায় কতকগুলো সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

অংশীদারি আইনের ৬৯ (১) ধারা মতে, অংশীদারি প্রতিষ্ঠান নিবন্ধিত না হলে, বা নিবন্ধন বহিতে সংশ্লিষ্ট অংশীদারের নাম লিখিত না থাকলে কোনো অংশীদার অপর অংশীদার বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে চুক্তি হতে উদ্ভূত অধিকার আদায়ের জন্য মামলা করতে পারবে না।

পরিশেষে বলা যায় যে, অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধন আইনত বাধ্যতামূলক নয়। তবে অংশীদারগণ ভবিষ্যৎ সুযোগ-সুবিধার জন্যে নিবন্ধন করে নিতে পারে। কারণ সংগঠন নিবন্ধন করা বা না করা অংশীদারদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তবে একথা সত্য যে, নিবন্ধন করা হলে কতিপয় আইনগত সুবিধা পাওয়া যায়। তাই এরূপ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন করাই উত্তম।

অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন না করার পরিণাম

Consequences of Non-Registration of Partnership Business

১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনে ব্যবসায়ের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়নি। তবে নিবন্ধিত অংশীদারি ফার্ম ও অংশীদারকে বেশ কিছু সুবিধা দেয়া হয়েছে। তাই অনিবন্ধিত অংশীদারি ব্যবসায় ও এর সদস্যগণ নিবন্ধিত ব্যবসায়ের তুলনায় কিছুটা অসুবিধাজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়।

১। **পাওনা আদায়ের সমস্যা (Problem in collecting credit):** অ-নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান ১০০ টাকার বেশি পাওনা আদায়ের জন্য মামলা করতে পারে না। [৬৯(৪) ধারা]

২। **তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে মামলায় সমস্যা (Problem in submit case against third party):** অ-নিবন্ধিত অংশীদারি কারবার তার কোনো অধিকার আদায়ের জন্য তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে না। কিন্তু তৃতীয় পক্ষ তার কোনো অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে অনিবন্ধিত অংশীদারি কারবারের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবে।

৩। **চুক্তিজনিত অধিকার আদায়ের সমস্যা (Problem in Established right in contract):** অনিবন্ধিত অংশীদারি প্রতিষ্ঠানে চুক্তিজনিত কোনো অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে কোন অংশীদার অন্য কোনো অংশীদারের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে না। [৬৯(১) ধারা]

৪। **স্বার্থরক্ষা (Protect interest)** : স্বার্থ আদায়ের জন্য কোনো অংশীদার অপর কোনো অংশীদার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে না।

৫। **পারস্পরিক মামলা দায়ের-এ সমস্যা (Problem in case file against each other):** অনিবন্ধিত অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের অংশীদারগণ পরস্পরের বিরুদ্ধে চুক্তির শর্ত মেনে চলার জন্য আদালতে মামলা করতে পারে না।

তবে উপরিউক্ত অসুবিধাগুলো থাকা সত্ত্বেও অনিবন্ধিত অংশীদারগণের নিম্নোক্ত অধিকারগুলো বলবৎ থাকে–

i. **নিজ পাওনা বুঝে পাওয়ার অধিকার:** বিলোপ সাধনকৃত ব্যবসায় হতে অংশীদারগণের পাওনা বুঝে নেয়ার অধিকার আছে।

ii. **বিলোপসাধন ও হিসাব সংক্রান্ত অধিকার:** অনিবন্ধিত অংশীদারি সংগঠনের অংশীদরগণ ব্যবসায় বিলোপ সাধন ও হিসাব সংক্রান্ত বিষয়ে মামলা করতে পারে।

iii. **প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি উদ্ধারের অধিকার:** অনিবন্ধিত অংশীদারি ব্যবসায় সংগঠনের অংশীদারগণ হিসাব-নিকাশ ও সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য আদালতে মামলা করতে পারে।

iv. **চুক্তিজনিত অধিকার:** কোনো অংশীদার চুক্তি ভঙ্গ করলে তার বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

১৯৩২ সালের অংশীদারি আইন অনুসারে নিবন্ধিত অংশিদারি ব্যবসায় যেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

ক. অংশীদারগণ পাওনা আদায়ের জন্য তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবে;
খ. অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এক অংশীদার অন্য অংশীদারের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবে না;
গ. এরূপ ব্যবসায়ে তৃতীয় পক্ষকে চুক্তি পালনে বাধ্য করার জন্য মামলা করতে পারবেন;
ঘ. তৃতীয় পক্ষ দাবি আদায়ের জন্য কোনো অংশীদারের বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা করার অধিকার আছে;
ঙ. প্রত্যেক অংশীদারি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে লাভ-লোকসান হিসাবের পর অংশীদারগণের নিজেদের আয়কর প্রদান করতে হয়, ফলে ঝামেলা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়;
চ. প্রতিষ্ঠান নিবন্ধিত হলে আইনগত মর্যাদা পায়। ফলে এরূপ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট মর্যাদা পেয়ে থাকে।

পরিশেষে বলা যায় যে, অংশীদারি ব্যবসায় সংগঠন নিবন্ধিত হওয়া বাধ্যতামূলক না হলেও ভবিষ্যতে ভুল বুঝাবুঝি নিরসনের জন্যে এবং অংশীদারদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য এরূপ ব্যবসায় সংগঠনের নিবন্ধন করা বাঞ্ছনীয় হবে।

৪.০৭ অংশীদারের প্রকারভেদ
Classsification of Partners

ব্যবসায় ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন অংশীদারি ব্যবসায় সংগঠন দেখি। তেমনি অবস্থা, ভূমিকা, কর্তব্য, দায়-দায়িত্ব, ক্ষমতা প্রভৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন অংশীদার দেখি।

অংশীদারের প্রকারভেদ

১. সক্রিয় অংশীদার
২. নিষ্ক্রিয় অংশীদার
৩. নামমাত্র অংশীদার
৪. আপাতদৃষ্টিতে অংশীদার
৫. নাবালক অংশীদার
৬. আচরণে অনুমিত অংশীদার
৭. কর্মী অংশীদার
৮. সীমিত বা সীমাবদ্ধ অংশীদার
৯. প্রতিবন্ধ অংশীদার

চিত্র : অংশীদারের প্রকারভেদ

১. **সাধারণ বা সক্রিয় অংশীদার (Active partner):** যে ব্যক্তি চুক্তির বলে অংশীদার হয়ে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত থাকে তাকে সক্রিয় অংশীদার বলে। ঐ ব্যক্তিকে অন্যান্য অংশীদারগণের প্রতিনিধি বলা হয়ে থাকে। এরূপ অংশীদারের দায়িত্ব হলো–

ক. ব্যবসায়ে প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ করা;
খ. দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনায় অংশগ্রহণ করা;
গ. ব্যবসায় পরিচালনায় সৃষ্ট দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণ বহন করা ইত্যাদি।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

২. **নিষ্ক্রিয় বা ঘুমন্ত অংশীদার (Sleeping or Inactive partner):** যে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান হতে লাভ ও ক্ষতির অংশ গ্রহণ করে, অথচ নিজে ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে না, তাকে নিষ্ক্রিয় অংশীদার বলে। নিষ্ক্রিয় অংশীদারকে কারবার হতে অবসর গ্রহণের জন্য বিজ্ঞপ্তি (Public notice) দেবার কোনো বাধ্যবাধ্যকতা নেই। বিজ্ঞপ্তি না দিলেও অবসর গ্রহণের পরবর্তী সময়ে সম্পাদিত কার্যের জন্য সে দায়বদ্ধ হবে না।

এরূপ অংশীদারের বৈশিষ্ট্য হলো–

ক. ব্যবসায়ে মূলধন সরবরাহ করে;
খ. ব্যবসায় হতে মুনাফা গ্রহণ করে;
গ. লোকসান ও দায় বহন করে;
ঘ. ব্যবসায় পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে;
ঙ. তারা অন্য অংশীদারের উপর নির্ভর করে;
চ. অন্য অংশীদারের উপর আস্থা রেখে ব্যবসায় পরিচালনায় নিষ্ক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে ইত্যাদি।

৩. **নামমাত্র অংশীদার (Nominal partner):** এরূপ অংশীদারের অংশীদারি ব্যবসায়ে কোনো স্বার্থ থাকে না। কেবলমাত্র নিজের সুনাম অংশীদার হিসেবে ব্যবহার করতে দেয়া হয়। কিন্তু বাহিরের পাওনাদারগণের নিকট ঋণের জন্য তিনি দায়ী থাকে। এরা ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করে না, পরিচালনায়ও অংশ নেয় না, তবে চুক্তি অনুযায়ী লাভের অংশ অথবা নির্দিষ্ট বেতন বা অর্থ নেয়। নামমাত্র অংশীদারের বৈশিষ্ট্য হলো–

ক. এরূপ অংশীদার ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করে না;
খ. এ অংশীদারের সুনাম ও যশ ব্যবসায়ে ব্যবহৃত হয়;
গ. কেউ সরল বিশ্বাসে ঐ অংশীদারের উপস্থিতির কারণে ব্যবসায়ে ঋণদান করলে তার জন্য নামমাত্র অংশীদার দায়বদ্ধ হন ইত্যাদি।

৪. **আপাতঃদৃষ্টিতে অংশীদার (Quasi-partner):** কোনো অংশীদার কারবার হতে অবসর গ্রহণের পর তাঁর প্রদত্ত মূলধন তুলে না নিয়ে ঋণ হিসেবে ব্যবসায় রেখে দিলে তাঁকে আপাতঃদৃষ্টিতে অংশীদার বলে। মূলধনের উপর তিনি সুদ পেয়ে থাকেন। কার্যত এরূপ ব্যক্তি ব্যবসায়ের পাওনাদার; অংশীদার নয়। তবে কোনো সক্রিয় অংশীদারগণ বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে ব্যবসায়ে থেকে চলে গেলে তার দ্বারা তৃতীয় পক্ষের সৃষ্ট দায় তাকেই বহন করতে হবে।

৫. **নাবালক অংশীদার (Minor admitted as a partner):** অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি (অর্থাৎ ১৮ বছরের নিচে) অংশীদারি কারবারে অংশগ্রহণ করলে তাকে নাবালক অংশীদার বলে। ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনের ৩০(১) ধারায় বলা হয়েছে যে, সকল অংশীদারগণের অনুমোদনক্রমে কোনো বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানে নাবালককে অংশীদারি সুযোগ-সুবিধাগুলো ভোগ করতে দেয়া হয়। কিন্তু সে প্রতিষ্ঠানের কোনো দায়-দায়িত্ব বহন করে না বলে অংশীদাররূপে স্বীকৃতি পায় না।

১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনের ৩০ ধারা অনুযায়ী নাবালক কোন ব্যবসায়ের অংশীদার না হতে পারলেও সে অন্যান্য অংশীদারের সম্মতিক্রমে ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ কওে মুনাফা ভোগ করতে পারে। কিন্তু কোন প্রকারেই তাকে ফার্মের দায়-দায়িত্বের জন্য দায়ী করা যাবে না। কেবল ফার্মে দেয় তার মূলধনের অংশ পরিমাণ দায়ের জন্যই তাকে দায়ী করা যায়, অতিরিক্ত কিছুর জন্য দায়ী করা যায় না। এমনকি তার ব্যক্তিগত সম্পত্তিও এ দায় হতে মুক্ত। কিন্তু সে যখন সাবালক হবে তখনই সে ফার্মেও সবকিছুর জন্য দায়ী হবে। অবশ্য সাবালক হওয়ার ৬ মাসের মধ্যেই তাকে চুক্তিপত্রে দস্তখত দিতে হবে। এমনকি তখন নাবালক অবস্থায় যে দিন হতে সে ফার্মের অংশীদাররূপে গণ্য হয়েছিল, সে সময়কার দায় এবং কার্যকলাপের জন্য তাকে দায়ী করা যাবে। নাবালক অংশীদারকে সীমাবদ্ধ অংশীদার বলে ডাকা হয়।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৬. **আচরণে অনুমিত অংশীদার (Partner by holding out)**: যে ব্যক্তি প্রকৃত অংশীদার না হয়েও তার কথাবার্তা, আচরণ দ্বারা নিজেকে ব্যবসায়ের অংশীদার বলে পরিচয় দেন তাকে আচরণে অনুমিত অংশীদার বলে। যদি কেউ এতে প্রভাবিত হয়ে ব্যবসায়কে ঋণ দেয় বা চুক্তি করে তবে ঐ দায় আচরণে অনুমিত অংশীদারকে নিতে হবে ।

সংজ্ঞার আলোকে বলতে পারি আচরণে অনুমিত অংশীদার হলো –

ক. আচরণের মাধ্যমে পরিচয়দানকারি অংশীদার;

খ. এ অংশীদার ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে না;

গ. ব্যবসায়ে মূলধন সরবরাহ করে না;

ঘ. ব্যবসায় হতে মুনাফাও গ্রহণ করে না;

ঙ. কিন্তু আচরণ দ্বারা প্রভাবিত তৃতীয় পক্ষের দায়ের জন্য আচরণে অনুমিত অংশীদার দায়বদ্ধ হন;

চ. এরূপ অংশীদারের ভোটাধিকার থাকে না ইত্যাদি।

৭. **কর্মী অংশীদার (Working partner)**: যে অংশীদার ব্যবসায়ে কোনো মূলধন বিনিয়োগ করে না শুধুমাত্র নিজস্ব শ্রম ও দক্ষতা সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত রাখে তাকে কর্মী অংশীদার বলে। চুক্তি অনুযায়ী এরা অন্যান্য অংশীদারের ন্যায় ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতি অংশগ্রহণ করে এবং অসীম দায় বহনে বাধ্য থাকে। অবশ্য ব্যবসায় পরিচালনার জন্য এদেরকে নির্দিষ্ট হারে বেতন বা লাভের অংশ দেয়া হতে পারে।

৮. **সীমিত বা সীমাবদ্ধ অংশীদার (Limited partner)**: চুক্তি অনুযায়ী ব্যবসায়ের কোনো অংশীদারের দায় সীমাবদ্ধ হলে বা আইনগতভাবে সকল অংশীদারের সম্মতিক্রমে কোনো নাবালককে সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করা হলে সেক্ষেত্রে অনুরূপ অংশীদারকে সীমিত অংশীদার বলে। এদের দায় সাধারণত ব্যবসায়ে নিয়োজিত উক্ত অংশীদারের মূলধন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়। আইন অনুযায়ী এরূপ অংশীদার ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। কোনো সাবালক যোগ্য ব্যক্তিও চুক্তির শর্ত অনুযায়ী এরূপ অংশীদার হতে পারে। কোনো অংশীদারি ব্যবসায়ে এক বা একধিক সীমিত অংশীদার থাকলেও তাকে সীমাবদ্ধ অংশীদারি ব্যবসায় (limited partnership) বলে।

৯. **প্রতিবন্ধ অংশীদার (Patner by estoppel)**: যদি ব্যবসায়ের অংশীদারগণ কোনো ব্যক্তিকে ব্যবসায়ের অংশীদার হিসাবে পরিচয় দেয় এবং উক্ত ব্যক্তি তা জেনেও মৌনতা অবলম্বন করে তবে তাকে প্রতিবন্ধ অংশীদার বলে। এরূপ প্রচারণার ফলে সৃষ্ট দায়ের জন্য উক্ত ব্যক্তি তৃতীয় পক্ষের নিকট দায়বদ্ধ হয় । প্রতিষ্ঠান নিজের স্বার্থে কোন ব্যক্তি বা তৃতীয়পক্ষকে এধরনের প্রতিবন্ধ অংশীদার হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকে। এধরনের কাজের জন্য প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধ অংশীদারকে মাসিক হারে সম্মানী বা অন্যকোন সুবিধা দিতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে, অংশীদারি ব্যবসায়ের অংশীদার হতে হলে কোনো ব্যক্তির অবশ্যই চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা থাকতে হবে। অবশ্য নাবালক অন্য অংশীদারদের সম্মতিক্রমে সীমিত অংশীদার হতে পারে। তবে পাগল, দেউলিয়া সরকারি কর্মচারী, বিদেশি রাষ্ট্রদূত ও বিদেশি শত্রু আইন অনুযায়ী অংশীদার হতে পারে না। কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংঘ অংশীদার হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

কর্মপত্র-২

ঘুমন্ত বা নিষ্ক্রিয় অংশীদার এবং নামমাত্র অংশীদারদের মধ্যে ৩টি পার্থক্য বের কর।

ঘুমন্ত অংশীদার	নামমাত্র অংশীদার
•	•
•	•
•	•

৪.০৮ অংশীদারদের যোগ্যতা
Qualification of Partner

দেশের প্রাপ্ত বয়স্ক যেকোনো নাগরিক অংশীদারি ব্যবসায়ের সদস্য হতে পারে। তবে পাগল, নাবালক, দেউলিয়া প্রভৃতি ব্যক্তি চুক্তি সম্পাদনের অনুপযুক্ত বিধায় অংশীদারি ব্যবসায়ের সদস্য হতে পারে না।
চুক্তি অংশীদারি ব্যবসায়ের ভিত্তি। আমাদের চুক্তি আইনের ১১ ধারা অনুসারে নাবালক (১৮ বৎসরের কম বয়স্ক) চুক্তি সম্পাদনে অক্ষম।

৪.০৯ অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধন
Dissolution of Partnership Business

অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপ সাধন বা পরিসমাপ্তি বলতে সকল অংশীদারগণের মধ্যে অংশীদারি সম্পর্কের অবসানকে বুঝায় এবং তার পরিণতিস্বরূপ ব্যবসায়ের বিলোপ ঘটে থাকে। অংশীদারি সম্পর্ক বিলুপ্তি হলেই ব্যবসায় বন্ধ হয়ে যাবে এমন নাও হতে পারে। কারণ অপর অংশীদারগণ ব্যবসায় বজায় রেখে ব্যবসায় চালাতে পারে। সেক্ষেত্রে একে ব্যবসায়ের পুনঃগঠন বলে।

অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধনের সাথে যে বিষয়গুলো জড়িত–

ক. অংশীদারদের চুক্তিজনিত সম্পর্কের অবসান ঘটে;
খ. প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকান্ডের বিলুপ্তি;
গ. প্রতিষ্ঠানের সমুদয় সম্পদ ও দায়-দেনার মূল্যায়ন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে পরিশোধ করা।

পরিশেষে বলা যায় যে, ব্যবসায়ের বিলোপসাধনে প্রতিষ্ঠান ও অংশীদারিত্বের- উভয়েরই বিলোপসাধন হয়। কিন্তু অংশীদারির বিলোপ ঘটলে ব্যবসায়ের পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে।

অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধন পদ্ধতি
Methods of Dissolution of Partnership Business

অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপ সাধন বলতে অংশীদারদের মধ্যে ব্যবসায়ের সকল সম্পর্কের সম্পূর্ণ অবসানকে বুঝায়। নিচে বর্ণিত যেকোনো পদ্ধতিতে অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপ ঘটে–

অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপসাধন পদ্ধতি

১. সকলে একমত হয়ে বিলোপসাধন
২. ঐচ্ছিক বিলোপসাধন
৩. কোনো বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে বিলোপসাধন
৪. বাধ্যতামূলক বিলোপসাধন
৫. আদালতের মাধ্যমে বিলোপসাধন

চিত্র: অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপ সাধন পদ্ধতি।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

১। **সকলে একমত হয়ে বিলোপ সাধন (Dissolution by mutual agreement):** অংশীদারগণ একমত হয়ে কারবার বিলোপসাধনের সিদ্ধান্ত নিলে যেকোনো সময় বা সকলের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির শর্তানুসারে নির্দিষ্ট সময় শেষে কারবারের বিলুপ্তি ঘটানো যায় (ধারা ৪০)।

২। **বিজ্ঞপ্তি দ্বারা বিলোপসাধন (Dissolution by notice):** ঐচ্ছিক অংশীদারি কারবারের ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অংশীদারি কারবারের বিলোপসাধন ঘটে থাকে। অর্থাৎ যেকোনো একজন অংশীদারি স্বেচ্ছায় বিজ্ঞপ্তি প্রদানের দ্বারা এ জাতীয় কারবার বিলোপ করতে পারে। কারবার বিলোপ সাধনের যে তারিখ উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে লেখা থাকে সেই তারিখ থেকে কারবারের বিলোপ সাধন কার্যকর হয়ে থাকে। যদি তারিখের উল্লেখ না থাকে তবে যে তারিখে অংশীদারগণ বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে অবহিত হন সে তারিখ থেকেই কারবারের বিলুপ্তি ঘটেছে ধরে নেয়া হয়। [ধারা ৪৩ (১) ও (২)]

৩। **বিশেষ কোনো ঘটনার জন্য বিলোপ সাধন (Dissolution on the happening of some contingencies):** ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনের ৪২ ধারা অনুসারে নিম্নলিখিত বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অংশীদারি কারবারের বিলুপ্তি ঘটে থাকে–

i. অংশীদারগণ একমত হয়ে (By consensus of partners): সকল অংশীদার স্বেচ্ছায় একমত হয়ে অংশীদারি কারবার গুটিয়ে ফেলতে পারে।

ii. নির্দিষ্ট সময় সমাপনান্তে (After the end of fixed time) : কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অংশীদারি কারবারের চুক্তি হয়ে থাকলে উক্ত সময় উত্তীর্ণ হবার সাথে সাথে কারবার প্রতিষ্ঠানটির বিলোপ সাধন ঘটে।

iii. অংশীদার উন্মাদ বা পাগল হলে (If a partner becomes lunatic) : কোনো অংশীদারের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে কারবারটি ভেঙ্গে যেতে পারে।

iv. অংশীদারের মৃত্যুর কারণে (On the death of partner): যেকোনো অংশীদারের মৃত্যুর কারণে এ জাতীয় কারবার ভেঙ্গে যেতে পারে।

v. উদ্দেশ্য অর্জনের পর (After the achievement of the objective): কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কারবার স্থাপিত হলে ঐ উদ্দেশ্য হাসিলের পর কারবারটি বিলুপ্তির প্রশ্ন উঠে।

vi. কোনো অংশীদার অবসর গ্রহণ করলে (On the retirement of a partner): কারবারের যেকোনো অংশীদার যদি অবসর গ্রহণের নিমিত্তে আবেদন পেশ করে তবে আংশীদারি কারবারের বিলোপ সাধিত হয়।

vii. আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হলে (If a partner is declared insolvent by the court): যদি কোনো অংশীদার বিশেষ কোনো কারণে আদালত মারফত দেউলিয়া ঘোষিত হয় তাহলে উক্ত কারবারের বিলুপ্তি ঘটে।

৪। **বাধ্যতামূলক বিলোপ সাধন (Compulsory dissolution):** নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে অংশীদারি কারবারের বাধ্যতামূলক অবসায়ন হয়ে থাকে–

i. দেউলিয়াত্ব (Insolvency): সকল অংশীদার বা একজন ব্যতীত সকল অংশীদার আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হলে অংশীদারি কারবারের অবসান হবে।

ii. আইনের পরিপন্থী হলে (Illegality): অংশীদারি কারবার পরিচালনায় যদি কোনো অবৈধ ঘটনা ঘটে যায় এবং তাতে প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ আইন বিরোধী বলে আখ্যায়িত হয় তাহলে কারবারের বিলোপ সাধন ঘটবে। (৪১ ধারা)।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৫। আদালতের নির্দেশ অনুসারে বিলোপ সাধন (Dissolution by the court)

১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনের ৪৪ ধারা মোতাবেক কোনো অংশীদার এক বা তদুর্ধ অংশীদারের বিরুদ্ধে কোনো মোকাদ্দমা দায়ের করলে আদালত নিম্নের যেকোনো অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কারবার বিলোপ সাধনের নির্দেশ দিতে পারে–

i. কোনো অংশীদার উন্মাদ বা পাগল হলে;
ii. কোনো অংশীদার ইচ্ছাকৃতভাবে অংশীদারি কারবারের চুক্তি ক্রমাগত ভঙ্গ করলে;
iii. কোনো অংশীদার দেউলিয়া বলে প্রমাণিত হলে;
iv. কোনো অংশীদার তার অপরাধের জন্য দন্ড বা সাজাপ্রাপ্ত হয়ে থাকলে;
v. কোনো অংশীদার তৃতীয় পক্ষের নিকট বে-আইনীভাবে তার আংশিক বা সম্পূর্ণ স্বত্ব হস্তান্তর করে থাকলে;
vi. আদালত যদি এ মর্মে নিশ্চিত হয়ে থাকে যে, ক্রমাগতভাবে কারবারের শুধুই লোকসান হচ্ছে;
vii. এছাড়া যেকোনো কারণে আদালত যদি মনে করে যে, কারবার প্রতিষ্ঠানটির বিলোপ সাধনই হচ্ছে যথার্থ হবে; তবে অংশীদারি কারবারের বিলোপ সাধন ঘটবে। (ধারা-৪২)

কর্মপত্র-৩

তোমাদের এলাকায় আগে অংশীদারি ভিত্তিতে ব্যবসা পরিচালিত হতো কিন্তু বর্তমানে সেগুলোর বিলোপ সাধন হয়েছে এমন প্রতিষ্ঠানের নাম লেখ।

-
-
-
-
-
-

৪.১০ বাংলাদেশে অংশীদারি ব্যবসায়ের অবস্থান
Partnership Business in Bangladesh

বাংলাদেশ ব্যবসা-বাণিজ্যে পশ্চাৎপদ একটি দেশ। বড় ধরনের শিল্প-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য এখানে এখনও তেমন গড়ে ওঠেনি। বড় বড় শহরে বা তার আশপাশে কিছু বড় ধরনের ব্যবসায়-কোম্পানি সংগঠন হিসেবে গড়ে উঠলেও গ্রাম-গঞ্জে, হাট-বাজারে এমন কি শহরের কেন্দ্রস্থলে একমালিকানা ব্যবসায়ের সংখ্যাই সর্বাধিক। অংশীদারি ব্যবসায়ের সংখ্যা সে বিচারে নেহায়েত নগণ্য: যা ৫% এর বেশি নয়। অথচ অংশীদারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ দেশের সর্বত্রই মাঝারি ধরনের ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তোলার যথেষ্ট সুযোগ ছিল।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

বাংলাদেশে অংশীদারি ব্যবসায় ব্যাপকতা লাভ করতে না পারার পিছনে যে সকল কারণ বিদ্যমান তা নিম্নে তুলে ধরা হলো—

১. **ব্যবসায়িক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাব (Lack of business knowledge and experience):** আমাদের দেশে যারা নতুন ব্যবসায়ে নামে তারা এ সম্পর্কে কার্যত তেমন কোনো জ্ঞান নিয়ে আসে না। যারা ব্যবসায়ে লিপ্ত তাদেরও অধিকাংশেরই এ বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার যথেষ্ট অভাব লক্ষ্য করা যায়। এ ধরনের ব্যক্তিবর্গ ক্ষুদ্র একমালিকানা ব্যবসায় গঠন করে পরিচালনায় যেভাবে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে অংশীদারি ব্যবসায় গঠনে অনুরূপ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না।

২. **পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের অভাব (Lack of reciprocal trust and faith):** আমাদের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের অভাবও প্রকট। অথচ অংশীদারি ব্যবসায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো অংশীদারদের মধ্যকার পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস। অন্যদের ওপর আস্থা না থাকার কারণে অনেকেই এরূপ ব্যবসায় পছন্দ করে না।

৩. **সততার অভাব (Lack of honesty):** আমাদের দেশের অনেকের মধ্যে ব্যবসায়িক লেনদেনে সততার মারাত্মক অভাবও লক্ষণীয়। কথাবার্তায় আমরা যতটা সৎ কার্যক্ষেত্রে ততটা নয়। অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায়, অংশীদারি ব্যবসায় যে চালায় পরবর্তী সময়ে ব্যবসায়ের সকল সম্পত্তিকে সে নিজের ভাবে এবং অন্যদের ঠকানোর হীন চক্রান্তে লিপ্ত হয়।

৪. **মূলধনের সমস্যা (Problem of capital):** আমাদের দেশে যারা অংশীদার হিসেবে এরূপ ব্যবসায়ে যোগদান করে তাদের প্রত্যেকেরই আর্থিক সামর্থ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ফলে ব্যবসায়ে প্রয়োজনীয় মূলধন যোগাড় করা যায় না। অংশীদারদের নানান মত এবং সৎ ও সামর্থবান বিনিয়োগকারীর অভাবেও নতুন অংশীদার গ্রহণ করে মূলধনের সংস্থান করাও অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়।

৫. **আইনগত সহায়তার অভাব (Lack of legal assistance):** আমাদের দেশে অংশীদারি ব্যবসায় পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আইনগত সহায়তা ও নিয়ন্ত্রণও কাম্যমানের নয়। আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৌখিক চুক্তির মাধ্যমে এরূপ ব্যবসায় গঠন করা হয়। যার ফলে পরবর্তী সময়ে নানান সমস্যা দেখা দেয়।

৬. **প্রাইভেট কোম্পানির ক্ষেত্রে শিথিল নিয়ম-কানুন (Loose rules and regulation in case of private company):** আমাদের দেশে কোম্পানি আইনে এর গঠন কিছুটা কড়াকড়ি আরোপ করা হলেও তা এখনও তেমন যথেষ্ট নয়। কোম্পানি গঠনের মাধ্যমে ক্ষেত্রবিশেষে সুবিধা লাভের সুযোগ থাকায় অনেকেই অংশীদারি ব্যবসায় গড়তে উৎসাহিত হয় না।

উপরিউক্ত সমস্যাদি ছাড়াও অংশীদারি ব্যবসায়ের যেসব সাধারণ অসুবিধা; যেমন-অংশীদারদের অসীম দায়, স্বাধীন সত্তার অভাব, মালিকানা হস্তান্তরে অসুবিধা, জনআস্থার অভাব, পরিচালনাগত জটিলতা ইত্যাদি সমস্যাও এখানে রয়েছে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১। অংশীদারি সংগঠনের মূল ভিত্তি কী ?

ক. আইন খ. চুক্তি
গ. চুক্তিপত্র ঘ. নিবন্ধন

২। অংশীদারি ব্যবসায়ে একজন অংশীদারের দায় কেমন ?

ক. মূলধন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ
খ. প্রতিশ্রুতি মূল্য পর্যন্ত সীমাবদ্ধ
গ. ব্যবসায়ে তার পাওনা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ
ঘ. ব্যক্তিগত সহায়-সম্পদ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ

৩. বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিলুপ্তি করা যায় কোন অংশীদারি ব্যবসায় ?

ক. ঐচ্ছিক অংশীদারি ব্যবসায়
খ. ঘুমন্ত অংশীদারি ব্যবসায়
গ. সাধারণ অংশীদারি ব্যবসায়
ঘ. কর্মী অংশীদারি ব্যবসায়

৪. অংশীদারি ব্যবসায় একমালিকানা ব্যবসায় হতে উত্তম কারণ–

i. অধিক পুঁজি সংগ্রহ করা যায়
ii. সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়
iii. মালিকের স্বাধীনতা বেশি থাকে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

৫। মি. রহমান পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে একটি ব্যবসায় পরিচালনা করছে। ব্যবসায়ের মূলধন সরবরাহ করলেও পরিচালনায় অংশগ্রহণ করছে না। তিনি কী ধরনের অংশীদার ?

ক. সীমিত খ. নিষ্ক্রিয়
গ. সাধারণ ঘ. নামমাত্র

৬। অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধিত হলে সুবিধা পাওয়া যায়–

i. স্বার্থ রক্ষা করা যায়
ii. রাজস্ব হতে মুক্তি পাওয়া যায়
iii. অংশীদারের বিরুদ্ধে মামলা করা যায়

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i,ii ও iii

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

১। সাইদ, খোকন ও মামুন সমঝোতার ভিত্তিতে `X' Builders নামে একটি নির্মাণ প্রতিষ্ঠান গঠন করলো যার লক্ষ্য রসুলপুর গ্রামে একটি কার্লভাট নির্মাণ করা। পরবর্তিতে মহেশখালীতে একটি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের কাজ পেল। এজন্য তাদের অধিক মূলধনের প্রয়োজন। তাই তারা সুমনকে এই শর্তে ব্যবসায় অন্তর্ভুক্ত করতে চায়, সে শুধু ব্যবসায় ৫,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করবে কিন্তু পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

ক. লিখিত চুক্তিকে কী বলা হয়?

খ. অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন কী বাধ্যতামূলক? ব্যাখ্যা কর।

গ. `X' Builders কোন ধরনের অংশীদারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে সুমন কোন ধরনের অংশীদার? তাকে ব্যবসায় অন্তর্ভুক্ত করার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর।

২। ক, খ ও গ একটি অনিবন্ধিত অংশীদারি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছে। তিন জনের মূলধনের পরিমাণ সমান এবং মুনাফা ভোগের হারও সমানুপাতিক। তবে ক তার মূলধনের অতিরিক্ত দায় বহন করে না। প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে অনেক চেষ্টা করেও একজন দোকানদারের নিকট হতে ১০,০০০ টাকা আদায় করতে পারছে না। তারা ভাবছে পাওনা আদায়ের জন্য আদালতের আশ্রয় নিবে।

ক. বাংলাদেশে কত সালের অংশীদারি ব্যবসায়ের আইন প্রচলিত?

খ. নামমাত্র অংশীদার বলতে কী বুঝ?

গ. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের অংশীদারি ব্যবসায় সংগঠন ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কী মনে কর আদালতের মাধ্যমে পাওনা আদায় করতে পারবে? মতামত দাও।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

পঞ্চম অধ্যায়

যৌথমূলধনী ব্যবসায়

JOINT STOCK BUSINESS

সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের ধারায় সূচনা লগ্নে ব্যবসায়ের পরিসর ছিল অল্প ও সংকীর্ণ, তাই এর সাংগঠনিক রূপ ছিল সহজ, ছোট। যেমন–একমালিকানা, অংশীদারি। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হতে শুরু হয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হলে শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। পূর্বেকার কায়িকশ্রমের স্থান দখল করে নেয় যন্ত্রপাতি এবং শুরু হয় বৃহদায়তন উৎপাদনের পালা। এমতাবস্থায় ব্যবসায় সংগঠনের প্রাথমিক রূপ তথা একমালিকানা ব্যবসায় এবং অংশীদারি ব্যবসায়ের পক্ষে এদের কতিপয় সীমাবদ্ধতার কারণে বৃহদায়তন পণ্যদ্রব্যাদির উৎপাদন ও বণ্টন কার্য পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে এই পরিবর্তনের সাথে তাল মিলাতে যেয়ে অধিক মূলধন, সীমাবদ্ধ দায়, দক্ষ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা এবং চিরন্তন অস্তিত্বের সুবিধা নিয়ে যুগোপযোগী ব্যবসায় সংগঠন হিসেবে যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ের উদ্ভব ঘটে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা জানতে পারব–

- কোম্পানী সংগঠনের ধারণা।
- কোম্পানী সংগঠনের বৈশিষ্ট্যসমূহ।
- কোম্পানী সংগঠনের প্রকারভেদ।
- পাবলিক ও প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর মধ্যে পার্থক্য।
- কোম্পানী সংগঠনের গুরুত্ব।
- কোম্পানী সংগঠনের সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা।
- কোম্পানী সংগঠনের গঠন প্রক্রিয়া।
  - পরিমেলবন্ধের ধারণা, বিষয়বস্তু ও নমুনা
  - পরিমেলবন্ধের গুরুত্ব
  - পরিমেল নিয়মাবলির ধারণা ও বিষয়বস্তু
  - পরিমেলবন্ধ ও পরিমেল নিয়মাবলির পার্থক্য
  - বিবরণপত্রের বিষয়বস্তুসমূহ

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

- কোম্পানী নিবন্ধনপত্রের ধারণা ও নমুনা।
- কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র।
- কোম্পানীর মূলধন সংগ্রহের উৎসসমূহ।
- শেয়ার এর ধারণা এবং প্রকারভেদ।
- ঋণপত্র এর ধারণা এবং প্রকারভেদ।
- শেয়ার ও ঋণপত্রের পার্থক্য।
- কোম্পানী সংগঠনের বিলোপ সাধন পদ্ধতি।
- বাংলাদেশে কোম্পানী সংগঠনের বর্তমান অবস্থা ।
- বাংলাদেশে কোম্পানী সংগঠনের ভবিষ্যত সম্ভাবনার দিকগুলো।
- সাম্প্রতিককালের বিকাশমান ব্যবসায়গুলোর ধারণা।

৫.০১ কোম্পানি সংগঠনের ধারণা
Concept of Company Organization

প্রকৃতিগতভাবেই কোম্পানি সংগঠন একটি লাভজনক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। এর কৃত্রিম সত্তা, চিরন্তন অস্তিত্ব, নিজস্ব সীলমোহর, প্রভৃতি বিশেষ বৈশিষ্ট্য একে অন্য ব্যবসায় সংগঠন থেকে পৃথক করেছে। নিম্নে কোম্পানি সংগঠনের প্রকৃতি সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়া হলো—

কোম্পানি হলো আইনসৃষ্ট একটি কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা বিশেষ প্রতিষ্ঠান। কোম্পানি আইন যৌথ মূলধনী কোম্পানিকে একজন ব্যক্তির মত স্বতন্ত্র সত্তা দান করেছে। কোম্পানির এই সত্তা আইনগতভাবে স্বীকৃত। এই সত্তা বলে এটি নিজ নামে সর্বত্র পরিচিত এবং এই সত্তা নিয়ে কোম্পানি ব্যবসায় পরিচালনা করতে পারে। যদিও কোম্পানির হাত-পা নেই, সে খেতে পারে না, ঘুমোতে পারে না তবু একে ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়, যাকে কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ আইনের চোখেই এটি একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি, যা অদৃশ্য ও অস্পর্শনীয়। তবে রক্তমাংসের গড়া মানুষ বা ব্যক্তি না হলেও কোম্পানি একজন ব্যক্তির মতোই নিজ নামে তৃতীয় পক্ষের সাথে যেকোন ধরনের চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে এবং অপরকেও চুক্তিতে আবদ্ধ করতে পারে। এটি নিজ নামে অন্যের বিরুদ্ধে আদালতে মোকদ্দমা দায়ের এবং অপরেও কোম্পানির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করতে পারে।

আইনের দৃষ্টিতে কোম্পানি পৃথক ও চিরন্তন অস্তিত্বসম্পন্ন। কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তাই একে চিরন্তন অস্তিত্ব (Perpetual succession) দান করেছে। কোম্পানির সদস্যের অর্থাৎ মালিকের অস্তিত্বের সাথে এর অস্তিত্বের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। কোন কারণে কোম্পানির সদস্য পদ পরিবর্তন কিংবা সকল সদস্যের মৃত্যু ঘটলেও কোম্পানির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না। এ প্রসঙ্গে সলোমান বনাম সলোমান এন্ড কোং লিঃ-এর মামলার রায়ে বলা হয় যে, কোম্পানি এর সদস্যদের থেকে পৃথক এবং এর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিদ্যমান।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

বর্তমানে ব্যাপক প্রচলিত, জনপ্রিয় ও বৃহৎ পরিসরে কার্যকরী ব্যবসায় সংগঠন হলো কোম্পানি সংগঠন। সাধারণ অর্থে, কয়েকজন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে যৌথভাবে মূলধন বিনিয়োগ করে দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় কোনো ব্যবসায় সংগঠন গঠন করলে তাকে কোম্পানি সংগঠন বলে। বাংলাদেশে এ ধরনের কোম্পানি "কোম্পানি আইন ১৯৯৪" অনুসারে গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। কোম্পানি নিজ নামের সীলমোহরের চিরন্তন অস্তিত্বের ও কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তার অধিকারী হয়ে থাকে। তাই ব্যাপকভাবে বলা যায় যে, কোম্পানি হলো আইন সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তাবিশিষ্ট, চিরন্তন অস্তিত্বসম্পন্ন সীমিত দায়বিশিষ্ট এমন একটি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যেখানে কিছু লোক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে যৌথভাবে মূলধন বিনিয়োগ করে।

১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ২ (১) (ঘ) ধারা অনুযায়ী "কোম্পানি বলতে এ আইনের অধিনে গঠিত ও নিবন্ধিত কোম্পানি বা কোনো বিদ্যমান কোম্পানিকে বুঝায়।" ("Company means a company formed and registered under this Act of any existing.")

কোম্পানি সংগঠন বা কোম্পানি হলো আইন-সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তি সত্তার অধিকারী এমন এক ধরনের আধুনিক ও প্রচলিত ব্যবসায় সংগঠন যা অদৃশ্য, অস্পর্শনীয় অথচ চিরন্তন অস্তিত্বের অধিকারী যার নিজস্ব নাম সীল মোহর দ্বারা পরিচিত ও পরিচালিত হয়। এই সংগঠন স্বেচ্ছায় যৌথভাবে শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন বিনিয়োগ করে এবং বিনিয়োগকৃত মূলধনের উপর মুনাফা ঘোষণা ও বণ্টন করে।

৫.০২ কোম্পানি সংগঠনের বৈশিষ্ট্য

Features of Company Organization

বর্তমান বৃহদায়তন ব্যবসায়ের জগতে কোম্পানি সংগঠন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় ব্যবসায় সংগঠন। এটি একটি আইন-সৃষ্ট যৌথ মালিকানার স্বেচ্ছামূলক ব্যবসায় সংগঠন, এর এমন বিশেষ কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে যা একে অন্যান্য ব্যবসায় সংগঠন থেকে পৃথক সত্তার অধিকারী করেছে। কোম্পানি সংগঠনের এ বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো–

ক. সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ

Common Features of a Company

১. **জটিল গঠন পদ্ধতি (Complicated formation):** যৌথ মূলধনী কোম্পানির গঠন পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল। কোম্পানি গঠনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট আইনানুগ আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়।

২. **স্বেচ্ছামূলক সংস্থা (Voluntary association):** যৌথ মূলধনী কোম্পানি একটি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ব্যবসায় সংস্থা। মুনাফার উদ্দেশ্যে কতিপয় ব্যক্তির স্বেচ্ছাকৃত প্রচেষ্টায় কোম্পানি গঠিত হয়ে থাকে। যে কেউ ইচ্ছা করলেই শেয়ার ক্রয় করার মাধ্যমে কোম্পানির মালিক হতে পারে, আবার কেউ ইচ্ছা করলেই শেয়ার হস্তান্তর করে সহজেই ব্যবসায় হতে বিদায় নিতে পারে।

৩. **বিপুল পুঁজি (Huge capital):** বহু সংখ্যক ব্যক্তির সংগঠন বিধায় কোম্পানি তুলনামূলকভাবে অধিক মূলধন সংগ্রহ করতে পারে। এটি জনগণের নিকট শেয়ার বিক্রি করে প্রয়োজনীয় মূলধনের সংস্থান করে থাকে।

৪. **বৃহদায়তন ব্যবসায় সংগঠন (Large-scale enterprise):** আধুনিক বৃহদায়তন ব্যবসায় সংগঠন হিসেবে যৌথ মূলধনী কোম্পানি সমধিক পরিচিত। প্রচুর সদস্য সংখ্যা, ব্যাপক মূলধন সর্বক্ষেত্রেই কোম্পানি বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৫. **লভ্যাংশ বণ্টন (Distribution of dividend):** যৌথ মূলধনী কোম্পানির অর্জিত মুনাফার একটা নির্দিষ্ট অংশ লভ্যাংশ হিসেবে শেয়ার মালিকদের মধ্যে শেয়ারের আনুপাতিক হারে বণ্টিত হয়ে থাকে। কোম্পানির সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে পরিচালকগণ এই লভ্যাংশের পরিমাণ ঘোষণা করেন।

৬. **করারোপ (Taxation):** কোম্পানির ওপর ধার্য করের হার সাধারণত অধিক হয়ে থাকে। এর অর্জিত মুনাফার ওপর করারোপ করা হয়। আবার শেয়ার মালিকদের প্রাপ্ত লভ্যাংশের উপর কর প্রদান করতে হয়।

৭. **বিলোপসাধন (Dissolution):** যৌথ মূলধনী কোম্পানির গঠন যেমন আনুষ্ঠানিকতাপূর্ণ তেমনি এর বিলোপসাধনের ক্ষেত্রেও আনুষ্ঠানিকতা পালনের প্রয়োজন হয়। কোম্পানি আইনের বিধান অনুযায়ী এর বিলোপসাধন ঘটে। এ কারণে কোম্পানির সদস্য বা শেয়ারহোল্ডারগণ ইচ্ছা করলেই এর বিলোপসাধন করতে পারে না।

৮. **গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা (Democratic management):** যৌথ মূলধনী কোম্পানির ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে সকল স্তরে গণতান্ত্রিক নীতিমালা অনুসৃত হয়। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় শেয়ারহোল্ডারগণের ভোটের মাধ্যমে কোম্পানির পরিচালকগণ নির্বাচিত হয়ে থাকে এবং তাদের দ্বারা কোম্পানি পরিচালিত হয়। এছাড়া ব্যবসায়ের উল্লেখযোগ্য নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও শেয়ারহোল্ডারগণের ভোটের ফলাফলের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়ে থাকে।

খ. আইনগত বৈশিষ্ট্যসমূহ

Legal Features of a Company

১. **আইন-সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান (Law-created concern):** কোম্পানি আইন দ্বারা এ প্রতিষ্ঠান সৃষ্ট হয়। বাংলাদেশে যৌথ মূলধনী কোম্পানিসমূহ ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। উক্ত আইনের ২.১ (ঘ) ধারায় বলা হয়েছে যে, "কোম্পানি বলতে এ আইনের অধীনে গঠিত এবং নিবন্ধনকৃত কোনো কোম্পানি বা কোনো বিদ্যমান কোম্পানিকে বোঝাবে।"

২. **সদস্য সংখ্যা (Number of members) :** কোম্পানি আইনের বিধান অনুযায়ী কোম্পানির সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে এর সদস্য সংখ্যা ন্যূনতম ২ এবং সর্বাধিক ৫০ জনে সীমাবদ্ধ থাকে এবং পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির বেলায় সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা ৭ এবং সর্বোচ্চ সংখ্যা কোম্পানির সংঘ-স্মারকে উল্লিখিত শেয়ার সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে।

৩. **পৃথক ও কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা (Seperate and aritificial entity):** কোম্পানি একটি স্বতন্ত্র কৃত্রিম ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হয়। এ কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা এর সদস্যদের সত্তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আইন অনুযায়ী এটি কৃত্রিম ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার মর্যাদা ভোগ করে থাকে। এই আইনগত সত্তাবলে কোম্পানি নিজ নামে অন্যের সাথে যেমনি লেনদেন করতে পারে তেমনি মোকদ্দমাও দায়ের করতে পারে।

৪. **চিরন্তন অস্তিত্ব (Perpetual succession):** আইনের দৃষ্টিতে কোম্পানি চিরন্তন অস্তিত্বের অধিকারী এক কৃত্রিম ব্যক্তি। কোম্পানির সদস্য বা শেয়ার মালিকদের অস্তিত্বের উপর এ অস্তিত্ব নির্ভর করে না। কোম্পানির মালিকানা বা সদস্য পদের পরিবর্তনে এর অস্তিত্ব বিপন্ন হয় না। কেবল কোম্পানি আইনের বিধান অনুযায়ী কোম্পানির বিলোপসাধন করা হলেই এর অস্তিত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে থাকে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৫. **সীমিত দায় (Limited liability):** কোম্পানির সদস্য বা শেয়ারহোল্ডারদের দায় সীমিত। একজন সদস্য যে পরিমাণ অর্থের শেয়ার কিনবে ঠিক সে পরিমাণ অর্থের জন্যই তাকে দায়ী করা যেতে পারে–এর বেশি নয়। অর্থাৎ এর সদস্যদের দায় তাদের ক্রয়কৃত শেয়ারের মোট মূল্য পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে।

৬. **বাধ্যতামূলক নিবন্ধন (Compulsory registration):** যৌথ মূলধনী কোম্পানির নিবন্ধন আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক। কোম্পানি আইন অনুসারে যৌথ মূলধনী কোম্পানিকে অবশ্যই নিবন্ধিত হতে হবে। নিবন্ধন ব্যতীত কোনো কোম্পানি গঠিত এবং পরিচালিত হতে পারে না।

৭. **সাধারণ সীলমোহর (Common seal):** প্রতিটি কোম্পানির নিজস্ব নামাঙ্কিত একটি সাধারণ সীলমোহর থাকে। কোম্পানির যাবতীয় দলিল-দস্তাবেজ ও কাগজপত্রে এ সীলমোহর ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক। এ সীলমোহরের মাধ্যমেই যৌথ মূলধনী কোম্পানি স্বতন্ত্র ও কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা নিয়ে জনসাধারণের নিকট পরিচিতি লাভ করে।

৮. **শেয়ারের হস্তান্তরযোগ্যতা (Transferability of shares):** যৌথ মূলধনী কোম্পানির শেয়ারগুলো অবাধে হস্তান্তরযোগ্য। শেয়ারের হস্তান্তরের সাথে সাথে কোম্পানির মালিকানায়ও পরিবর্তন সূচিত হয়। অর্থাৎ শেয়ার হস্তান্তরের মাধ্যমে শেয়ার ক্রয়কারী কোম্পানির মালিক হন।

পরিশেষে বলা যায় যে, কোম্পানি সংগঠন আইন-সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তার অধিকারী বৃহদায়তন প্রকৃতির ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। যা কোম্পানি আইন এবং নিজস্ব স্মারকলিপি ও পরিমেল নিয়মাবলির আওতায় একটি স্বতন্ত্র ব্যবসায় সংগঠন হিসেবে গঠিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে।

কর্মপত্র-১

কোম্পানি সংগঠনের ধারণা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণ করে এর সুবিধা ও অসুবিধা সমূহ চিহ্নিত কর।

কোম্পানি সংগঠনের সুবিধা	কোম্পানি সংগঠনের অসুবিধা
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৫.০৩ কোম্পানি সংগঠনের প্রকারভেদ
Types of Company Organization

একদিকে ব্যবসায় জগতে ব্যাপক উন্নয়ন অন্যদিকে একমালিকানা ও অংশীদারি ব্যবসায়ের সাংগঠনিক সীমাবদ্ধতার কারণে নতুন সংগঠন কাঠামো কোম্পানি সংগঠনের উৎপত্তি ঘটে, পরবর্তী সময়ে ব্যবসায় জগতে আরো ব্যাপক উন্নয়নের ফলে এর ব্যবসায়ের গতি প্রকৃতিতেও পরিবর্তন সূচিত হয়। যার ফলে কোম্পানির ধরনেও পার্থক্য ঘটে। নিম্নে কোম্পানির প্রকারভেদ বিস্তারিত আলোচিত হলো–

(ক) দায়ভিত্তিক কোম্পানি (Companies on the basis of the liability of the members): সদস্যদের দায়ের প্রকৃতি অনুসারে এরূপ শ্রেণীবিন্যাস করা হয়। দায়-এর প্রকৃতি অনুযায়ী কোম্পানি তিন প্রকার হতে পারে। যথা–

১. **শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ দায়বিশিষ্ট কোম্পানি (Companies limited by share):** যে কোম্পানিতে সদস্যগণের দায় শেয়ারের আংকিক মূল্য পর্যন্ত সীমিত থাকে, তাকে শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ দায়বিশিষ্ট কোম্পানি বলে। যেমন–প্রাইভেট লিমিটেড ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি।

২. **প্রতিশ্রুতি দ্বারা সীমাবদ্ধ দায়সম্পন্ন কোম্পানি (Companies limited by guarantee):** যেসব কোম্পানিতে সদস্যগণ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পর্যন্ত দায় পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দেয়, তাদের প্রতিশ্রুতি দ্বারা সীমাবদ্ধ দায়সম্পন্ন কোম্পানি বলে। এরূপ কোম্পানিতে যে সব সদস্য শেয়ার দ্বারা প্রতিশ্রুতি দায় বহন করে, শেয়ারের অপরিশোধিত মূল্য পর্যন্ত তাদের দায় থাকে। শেয়ারমূল্য পরিশোধিত হয়ে গেলে তারা দায়মুক্ত। আর্থিক মূল্য দ্বারা প্রতিশ্রুতি দায়সম্পন্ন সদস্যগণ ঐ পরিমাণ অর্থ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত দায়বদ্ধ থাকেন। সাধারণত অব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে এ ধরনের প্রতিশ্রুত কোম্পানি গঠিত হয়।

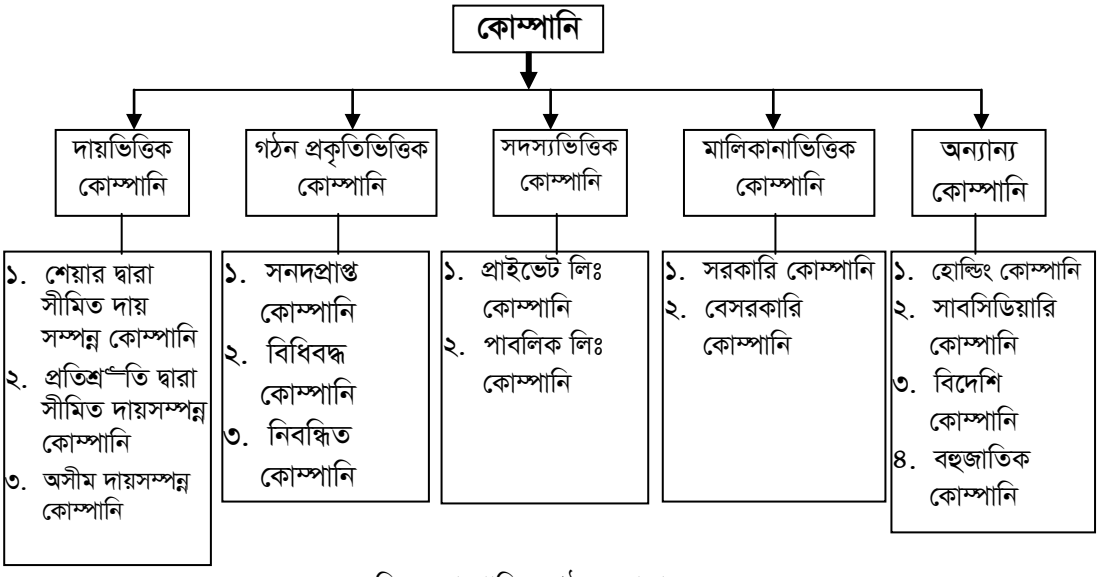

চিত্র: কোম্পানি সংগঠনের প্রকারভেদ

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

খ. অসীম দায়সম্পন্ন কোম্পানি (Unlimited company):

যেসব কোম্পানিতে সদস্যগণের দায় অসীম হয়, তাদের অসীম দায়সম্পন্ন কোম্পানি বলে। এসব কোম্পানিতে সৃষ্ট দায়ের জন্য কোম্পানির সম্পত্তি ছাড়াও শেয়ারহোল্ডারগণের ব্যক্তিগত সম্পত্তি দায়বদ্ধ হয়। বর্তমানে এ ধরনের কোম্পানি নেই বললেই চলে।

গ. গঠন-প্রকৃতিভিত্তিক কোম্পানি

Companies on the basis of incorporation

গঠন প্রকৃতির উপর নির্ভর করে কোম্পানিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়–

১. **সনদপ্রাপ্ত কোম্পানি (Chartered company):** রাষ্ট্রপ্রধান বা রাজা বা রানীর বিশেষ আদেশ বলে এ ধরনের কোম্পানি গঠিত হয়। বিশেষ করে কোম্পানি আইন চালু হওয়ার পূর্বে এ ধরনের কোম্পানি গঠিত হতো। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, দি ব্যাংক অব ইংল্যান্ড, দি চার্টার্ড ব্যাংক অব অস্ট্রেলিয়া– এ ধরনের কোম্পানির উদাহরণ। বর্তমানে এখন আর এরূপ কোম্পানি সংগঠন দৃষ্টিগোচর হয় না।

২. **বিধিবদ্ধ কোম্পানি (Statutory company) :**

চিত্র: বিধিবদ্ধ কোম্পানি।

যখন দেশের আইন পরিষদ বা পার্লামেন্টে বিশেষ আইনের মাধ্যমে কোনো কোম্পানি গঠিত হয়, তখন তাকে বিধিবদ্ধ কোম্পানি বলে। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া প্রভৃতি এরূপ কোম্পানি।

৩. **নিবন্ধিত কোম্পানি (Registered company) :** যেসব কোম্পানি নিবন্ধকের অফিসে তালিকভুক্তির মাধ্যমে সৃষ্টি হয়, সেগুলোকে নিবন্ধিত কোম্পানি বলে। বর্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ কোম্পানিই নিবন্ধিত কোম্পানি।

ঘ. সদস্য সংখ্যাভিত্তিক কোম্পানি

Companies on the Basis of Number of Member

সদস্য সংখ্যার উপর ভিত্তি করে কোম্পানিকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা হয়–

১. **প্রাইভেট লিঃ কোম্পানি (Private ltd. company):** আধুনিক বৃহদায়তন ব্যবসায় জগতে স্বাধীন সত্তা ও সীমিত দায় বিশিষ্ট ছোট ধরনের কোম্পানি সংগঠন হল প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। এটি নিজ নামেই সর্বসাধারণ্যে পরিচিত।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

সাধারণত আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব মিলে সীমিত দায়ের ভিত্তিতে যে কোম্পানি গঠিত ও পরিচালিত হয় তাকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বলে।

বস্তুত যে কোম্পানির সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন দু'জন এবং সর্বোচ্চ পঞ্চাশ জনে সীমাবদ্ধ এবং যার শেয়ার অবাধে হস্তান্তরযোগ্য নয়, তাকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বলে।

১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ২(১) (ট) ধারায় বলা হয়েছে যে,"প্রাইভেট লিমিটেড" বলতে এমন কোম্পানিকে বুঝাবে যা এর পরিমেল নিয়মাবলি দ্বারা–

ক. কোম্পানির শেয়ার যদি থাকে, হস্তান্তরের অধিকারে বাধানিষেধ আরোপ করে।

খ. কোম্পানির শেয়ারে বা ডিবেঞ্চারে (যদি থাকে) চাঁদা দানের নিমিত্ত (Subscription) জনসাধারণের প্রতি আমন্ত্রণ জানানো নিষিদ্ধ করে।

গ. এর সদস্য সংখ্যা কোম্পানির চাকরিতে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ ব্যতীত পঞ্চাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে।

সদস্য সংখ্যা সীমিত বলে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্রায়তনের হয়ে থাকে। কোম্পানি আইন অনুযায়ী এই কোম্পানির গঠন থেকে শুরু করে পরিচালনার বিভিন্ন স্তরে আইনগত ঝামেলা অনেকটা কম। আইন অনুযায়ী এটা স্বাধীন কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তার মর্যাদা ভোগ করে এবং শেয়ারহোল্ডারদেও দায় সীমাবদ্ধ থাকে।

সুতরাং, প্রচলিত কোম্পানি আইনের অধীনে নিবন্ধিত হয়ে যে কোম্পানি কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তার মর্যাদা লাভ করলেও পরিমেল নিয়মাবলি অনুযায়ী ৫০ জনের অধিক সদস্য গ্রহণ করতে পারে না, জনসাধারণের উদ্দেশ্যে শেয়ার বিক্রয়ের আহবান জানাতে পারে না এবং শেয়ার মালিকগণ অবাধে শেয়ার হস্তান্তরের সুবিধা ভোগ করে না তাকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বলে।

২. পাবলিক লিঃ কোম্পানি (Public ltd. company): মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে কমপক্ষে ৭ (সাত) জন এবং সর্বোচ্চ যেকোন সংখ্যক (শেয়ার সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ) সদস্য স্বেচ্ছায় সীমিত দায়ের ভিত্তিতে শেয়ার হস্তান্তরের অধিকার নিয়ে কৃত্রিম সত্তাবিশিষ্ট যে প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়, তাকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বলে। এই সংগঠনের মূলধন কতকগুলো খন্ড খন্ড শেয়ারে বিভক্ত এবং শেয়ারগুলো অবাধে হস্তান্তরযোগ্য। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ আলাদা। কোম্পানির নির্বাচিত পরিচালক পর্ষদ দ্বারা এই কোম্পানির ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা কার্য পরিচালিত হয়। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি নিবন্ধিত হবার পর কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করে তার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে শুরু করে। বাংলাদেশের পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির আইনগত সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো:

১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ২(১-ঞ) ধারায় বলা হয়েছে যে, "পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বলতে প্রাইভেট কোম্পানি নয় এমন কোম্পানি বোঝায়, যা কোম্পানি আইন ১৯৯৪ সাল বা কোম্পানি আইন ১৯১৩ বা ১৮৮২ অথবা কোম্পানি আইন ১৮৮৬ অথবা এতদ্বারা বাতিলকৃত অন্য কোন আইন অনুযায়ী নিবন্ধিত হয়েছে।"

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি সর্বাপেক্ষা বেশি জনপ্রিয়। মুনাফা অর্জনের নিমিত্তে বহু সংখ্যক ব্যক্তির ক্রীত শেয়ারের ভিত্তিতে কোম্পানি আইন অনুযায়ী এই কোম্পানি গঠিত ও পরিচালিত হয়।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

চ. মালিকানাভিত্তিক কোম্পানি
Companies on the Basis of Ownership

মালিকানার ভিত্তিতে কোম্পানি দু'রকম হতে পারে। যেমন–

১. **সরকারি কোম্পানি (Government company):** যেসব কোম্পানি সাধারণত সরকারি মালিকানায় গঠিত হয়, অথবা কোম্পানিতে কমপক্ষে ৫১% শেয়ারের মালিকানা সরকারের থাকে তাকে সরকারি কোম্পানি বলে।

২. **বেসরকারি কোম্পানি (Non-government company):** যেসব কোম্পানি বেসরকারি মালিকানায় পরিচালিত হয় সেগুলোকে বেসরকারি কোম্পানি বলে।

ঙ. **অন্যান্য কোম্পানি (Other companies):** এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের কোম্পানি ব্যবসায় জগতে জড়িত রয়েছে। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো–

১. **হোল্ডিং কোম্পানি (Holding Company):** কোন কোম্পানি গঠন বা ক্রয়সূত্রে অন্য কোম্পানি নিয়ন্ত্রণের অধিকাংশ ক্ষমতা পেলে তাকে হোল্ডিং কোম্পানি বা নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানি বলে। এরূপ কোম্পানি নিয়ন্ত্রণকৃত কোম্পানির ৫০%-এর অধিক শেয়ারের মালিক এবং অধিকাংশ পরিচালক নিয়োগ ও অপসারণ ক্ষমতা ভোগ করে।

হোল্ডিং কোম্পানির বৈশিষ্ট্য হলো–

ক. কোন কোম্পানির শেয়ার মূলধনের ৫০% এর বেশি সরবরাহকারী;
খ. সাবসিডিয়ারি কোম্পানির অধিকাংশ পরিচালক নিয়োগের ক্ষমতা এ কোম্পানির উপর ন্যস্ত থাকে;
গ. অধীনস্থ কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিষদ নির্বাচনের দায়িত্বও এ কোম্পানি বেশিরভাগই ভোগ করে;
ঘ. পরিচালকদের পদচ্যুতি বা অবসরদানের ক্ষমতাও এর উপর ন্যস্ত থাকে;
ঙ. এ কোম্পানির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থেকে অধীনস্থ কোম্পানিটি পরিচালিত হয়; ইত্যাদি।

২. **সাবসিডিয়ারি কোম্পানি (Subsidiary company):** যেসব কোম্পানির ৫০% -এর অধিক শেয়ারের মালিক অন্য কোম্পানি তাকে সাবসিডিয়ারি কোম্পানি বলে। অর্ধেকের বেশি মূলধন সরবরাহকারী কোম্পানি এরূপ কোম্পানির পুরো নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে থাকে। নিয়ন্ত্রিত কোম্পানিকে সাবসিডিয়ারি কোম্পানি বলা হয়।

৩. **বিদেশি কোম্পানি (Foreign company):** যে কোম্পানি দেশের বাইরে গঠিত হয়ে, কোনো নির্দিষ্ট দেশে কার্যক্রম পরিচালনা করে, তাকে বিদেশি কোম্পানি বলে।

৪. **বহুজাতিক কোম্পানি (Multinational company):**

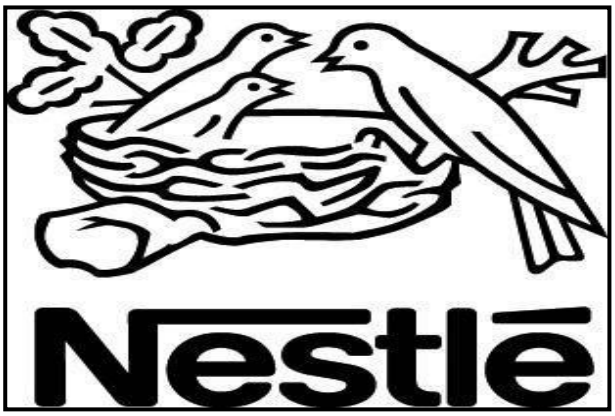

চিত্র: বহুজাতিক কোম্পানি।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

যে কোম্পানির মালিকানা, ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণে একাধিক দেশের অধিবাসী অন্তর্ভুক্ত থাকে তাকে বহুজাতিক কোম্পানি বলে। যেমন–ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড, নেসলে বাংলাদেশ লিমিটেড ইত্যাদি। পরিশেষে বলা যায় যে, কোম্পানি সংগঠন বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। ব্যবহারের বৈচিত্র্য, উদ্দেশ্যের ভিন্নতা কিংবা সময়ের ভিত্তিতে কোম্পানির বিচিত্রতা প্রসারিত হয়েছে।

কর্মপত্র-২

প্রাইভেট ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ৬টি পার্থক্য লিখ	
প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি	**পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি**
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•

৫.০৪ কোম্পানি সংগঠনের গুরুত্ব

Importance of Company Organization

কোম্পানি কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা বিশিষ্ট ব্যবসায় সংগঠন। এই বৃহত্তম ব্যবসায় সংগঠনটি অন্যান্য সংগঠন থেকে বেশি সুযোগ সুবিধা ভোগ করে। বর্তমান ব্যবসায় ও শিক্ষাকর্মের ব্যাপক প্রসারের মূলে রয়েছে যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ের অনন্য অবদান। নিম্নে এসমস্ত সুবিধাসমূহ বর্ণনা করা হলো–

১. **পর্যাপ্ত মূলধন সংগ্রহ (Enormous capital):** কোম্পানির প্রতিটি শেয়ারের মূল্য হয় কম। কম মূল্যে অধিক সংখ্যক শেয়ার বিক্রি করে মূলধন সংগ্রহ করা সহজ হয়। এতে অল্প সঞ্চয়কারীদের নিকট থেকে মূলধন সংগ্রহ করা সুবিধাজনক এবং কোম্পানির মূলধনের পরিমাণও অধিক হয়।

২. **বৃহদায়তন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান (Establishment of large-scale business):** বৃহদায়তন ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনায় কোম্পানি সবচেয়ে উপযোগী সংগঠন। বিপুল পরিমাণ শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয় এবং দক্ষ ব্যবস্থাপক নিয়োগ করে সহজেই কোম্পানি এ ধরনের ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করতে পারে ।

৩. **উত্তম বিনিয়োগ ক্ষেত্র (Proper Investment Field):** কোম্পানি সংগঠন সারা বিশ্বেই উত্তম বিনিয়োগ ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত। শেয়ারের মূল্যমান কম হওয়ায় সকল ধরনের মানুষ ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর শেয়ার কিনে বিনিয়োগ করতে পারে। লভ্যাংশ ছাড়াও শেয়ারের মূল্যমান বৃদ্ধি, রাইট শেয়ার প্রাপ্তি ইত্যাদি সুবিধা থাকায় তা সবার নিকট আরও অধিক আকর্ষনীয়।

৪. **ঝুঁকি বণ্টনের সুযোগ সৃষ্টি (Creating Facilities of Risk Distribution):** একক মালিকানা বা অংশীদারিরভিত্তিতে কখনোই বড় ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ খাতে অর্থ বিনিয়োগ সম্ভব হয় না। অথচ কোম্পানি সংগঠনে ঝুঁকি বণ্টনের সুযোগ থাকায় এতে অর্থ বিনিয়োগের সহজ সুযোগ সৃষ্টি হয়। কোম্পানি যত বড় হয় বিক্রিত শেয়ারের সংখ্যাও ততই বৃদ্ধি পায়। ঝুঁকিও ততো বেশি বণ্টনের সুযোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৫. **দক্ষ পরিচালনা (Efficient management):** এ ধরনের কোম্পানি পরিচালনার ভার পরিচালকমণ্ডলীর উপর ন্যস্ত থাকে। পরিচালকমণ্ডলী গঠিত হয় দক্ষ পরিচালকগণ দ্বারা। অবশ্য পরিচালকমণ্ডলী পরিবর্তনযোগ্য। অর্থাৎ প্রয়োজনে পুরাতন পরিচালকমণ্ডলীকে পরিবর্তন করে দক্ষ পরিচালক নিযুক্ত করা যায়।

৬. **গণতান্ত্রিক পরিচালনা (Democratic management):** এ ধরনের কোম্পানি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কোম্পানির সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা পরিচালিত হয় বলে এর ব্যবস্থাপনা গণতান্ত্রিক।

৭. **জনগণের আস্থা (Public confidence):** কোম্পানির গঠন, পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ আইন দ্বারা নির্ধারণ হয় বলে এতে আইনের বাধ্যবাধকতাও বেশি থাকে। ফলে ব্যবসায়ের উপর জনসাধারণের আস্থা বৃদ্ধি পায় এবং বিনিয়োগকারীগণ নির্ভয়ে তাদের অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে।

৮. **আন্তর্জাতিক সুনাম (International goodwill) :** বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি শুধু যে দেশের মধ্যে জনসাধারণের আস্থা অর্জন করে তা নয়, বরং দেশের বাহিরেও এদের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাদের ব্যবসায়িক কার্যকলাপ ছড়িয়ে পড়ে। এক কথায় বলা যায় বৈদেশিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যৌথমূলধনী কোম্পানিই হলো একমাত্র উপযুক্ত ব্যবসায় সংগঠন।

৯. **গবেষণা (Research):** নতুন উৎপাদনের কৌশল আবিস্কার, উৎপাদন–ব্যয় হ্রাস ইত্যাদির উদ্দেশ্যে কোম্পানি গবেষণা কার্যে অর্থ ব্যয় করতে পারে যা একমালিকানা বা অংশীদারি ব্যবসায় সম্ভব নয়।

১০. **করের সুবিধা (Tax relief):** অন্যান্য ব্যবসায় সংগঠনের করের হার অপেক্ষা কোম্পানির করের হার কম। অপরদিকে নতুন কোম্পানিগুলো কিছুদিন পর্যন্ত কর প্রদান থেকে রেহাই পায়।

পরিশেষে বলা যায়, উপরিউক্ত সুবিধাদি ছাড়াও এ ব্যবসায় হতে সমাজ, সরকার তথা দেশের সকল জনগণই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। এ কারণে বর্তমানে এরূপ ব্যবসায় গঠনে ব্যবসায়ীদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়।

৫.০৫ যৌথ মূলধনী কোম্পানির সুবিধাসমূহ
Advantages of Company Organization

১. **সীমিত দায়:** যৌথ মূলধনী কোম্পানির শেয়ারের আঙ্কিক মূল্য (Face value) অথবা প্রতিশ্রুতি দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে। ফলে জনগণ বিনাদ্বিধায় ও সংগঠনে বিনিয়োগ করে।

২. **অধিক পুঁজি:** এ সংস্থা জনগণের নিকট শেয়ার বিক্রি করে পর্যাপ্ত পুঁজি সংগ্রহ করতে পারে। এমনকি প্রয়োজনে ঋণপত্র বিক্রির মাধ্যমেও মূলধন সংগ্রহ করা যায়, যা অন্যান্য সংগঠনগুলো পারে না।

৩. **চিরন্তন অস্তিত্ব:** আইনের সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা একে চিরন্তন অস্তিত্ব প্রদান করেছে। ফলে এর স্থায়িত্ব অধিক। এমনকি ঘটনাক্রমে কোম্পানির সকল সদস্যের মৃত্যু হলেও সংস্থা বিলুপ্ত হয় না। অর্থাৎ এটা নির্দিষ্ট আইনের দ্বারা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলে এর বিশেষ আইনগত সার্বজনীন সত্তা আছে। যা ব্যবসায়ের উন্নতির সহায়ক।

৪. **গণতান্ত্রিকতা:** এটা আইনের আওতায় সার্বিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।

৫. **জনসাধারণের আস্থা:** নির্দিষ্ট আইনের দ্বারা এ সংস্থা গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় বলে এটা জনগণের অধিক আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়। ফলে বিনিয়োগকারীগণ নিশ্চিন্তে এ সংগঠনে বিনিয়োগ করে এবং কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তার কারণে কোম্পানি অধিক ঋণের সুবিধা ভোগ করে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৬. **অধিক উৎপাদন:** বৃহদায়তনের কারণে এ সংগঠন ব্যাপক উৎপাদন করতে পারে এবং জনগণ কমমূল্যে পণ্যক্রয়ের সুযোগ পায়।

৭. **কর্মসংস্থানের সুযোগ:** অন্য যে কোনো ব্যবসায়ের তুলনায় বৃহদায়তনের কোম্পানিতে জনগণের কর্মের সুযোগ-সুবিধা বেশি। ফলে জনগণের অধিক কর্মসংস্থান করে যৌথ মূলধনী কোম্পানি দেশের বেকারত্ব দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৫.০৬ কোম্পানি ব্যবসায়ের অসুবিধা
Disadvantages of Company

নিবন্ধিত, বিধিবদ্ধ দায়সম্পন্ন বৃহৎ আকারের ব্যবসায় সংগঠন কোম্পানি সংগঠন। এটি অনেকগুলো সুবিধা ভোগ করলেও বিভিন্ন দিক বিচারে এর বেশ কিছু অসুবিধাও দৃষ্ট হয়। নিম্নে এসব অসুবিধাসমূহ আলোচিত হলো:

১। **গঠনে জটিলতা (Complexity in formation):** বিশেষত সার্বজনীন কোম্পানি গঠন করা বেশ জটিল। এজন্য বেশ কিছু আনুষ্ঠানিক ও আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করার পর এ কোম্পানি গঠন করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ এটি গঠন করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং সময়সাপেক্ষ।

২। **অতি বৃহৎ আকার (Gigantic size):** যৌথমূলধনী ব্যবসায়ের আয়তন এত বৃহৎ আকার ধারণ করে যে, এটি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত কষ্টকর হয়।

৩। **স্বজনপ্রীতি (Nepotism):** পরিচালকগণের মধ্যে উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার পরিবর্তে স্বজনপ্রীতির প্রবণতা বেশি থাকে।

৪। **মালিকানা ও ব্যবস্থাপনায় বিচ্ছেদ (Divorce between ownership and management):** এ ধরনের কোম্পানিতে শেয়ারহোল্ডারগণ সরাসরি ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করে না। ফলে মালিকানা ও ব্যবস্থাপনায় বিচ্ছেদ দেখা দেয়।

৫। **শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণ (Forfeiture of shares):** শেয়ারের তলবী অর্থ অনাদায়ী থাকলে পরিচালকমণ্ডলী পরিমেল নিয়মাবলি অনুসারে পরিচালকমণ্ডলীর সভায় প্রস্তাব পাস করে এটি বাজেয়াপ্ত করতে পারে। যেসব শেয়ার বাজেয়াপ্ত করা হয় এর প্রদত্ত অর্থ ফেরত দেয়া হয় না, ফলে শেয়ারহোল্ডরগণ বঞ্চিত হয়।

৬। **একচেটিয়া উদ্ভব (Growth of monopoly):** বৃহদায়তন কোম্পানিগুলো ব্যবসায় সম্প্রসারণ করতে করতে এমন অবস্থায় এসে দাঁড়ায় যে, তারা তখন একচেটিয়া ব্যবসায় প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

৭। **শ্রমিক শোষণ (Exploitation of workers):** বৃহদায়তন কোম্পানিগুলোর দরকষাকষির ক্ষমতা অধিক থাকায় তারা কর্ম পরিবেশকে দূষিত করে শ্রমিক শোষণ করতে থাকে।

৮। **শ্রমিক-মালিক বিরোধ (Dispute between labour and owner):** কোম্পানি পরিচালনার ভার পেশাদারি পরিচালকদের হাতে থাকায় শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে বিরোধ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

৯। **সমন্বয়ের অভাব (Lack of co-ordination):** বৃহদায়তন কোম্পানির ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়ের অভাব থাকে। ফলে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন হ্রাস পায়।

১০। **সরকারি নিয়ন্ত্রণ (Government Control):** বৃহদায়তন কোম্পানিগুলোর কাজকর্মের উপর সরকারি নিয়ম-কানুন আরোপ করা হয়। বস্তুতঃপক্ষে শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখতে, বিভিন্ন দুর্নীতির অবসান ঘটাতে এ ধরনের নিয়ন্ত্রণ খুবই উপযোগী। কিন্তু সরকারি প্রশাসনে গলদ থাকার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই অত্যধিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপ করা হয়। ফলে কোম্পানির স্বাভাবিক কাজকর্মে নানা জটিলতা সৃষ্টি হয়।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

পরিশেষে বলা যায়, যদিও এ ব্যবসায়ের অনেকগুলো অসুবিধা বা সীমাবদ্ধতা রয়েছে তবুও তুলনামূলক বিচারে এর সুবিধাই অনেক বেশি। সতর্কতার সাথে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে এর অনেকগুলো সীমাবদ্ধতাই দূর করা সম্ভব। তাই সকল দেশেই এটি একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায় সংগঠন হিসেবে ইতোমধ্যেই তার স্থান করে নিয়েছে।

৫.০৭. কোম্পানি সংগঠনের গঠন প্রণালী

Formation Procedure of Company

কোম্পানি সংগঠন হলো আইন-সৃষ্ট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যা কোম্পানি আইনের নির্ধারিত পন্থায় গঠিত ও পরিচালিত হয়। পাবলিক ও প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি উভয় "কোম্পানি আইন ১৯৯৪" অনুসারে গঠিত ও পরিচালিত হয়। কোম্পানি গঠনে বিভিন্ন পর্যায়ে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ বা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

নিম্নে এ আইন অনুযায়ী কোম্পানি আইনের পদক্ষেপ/পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো–

১. **উদ্যোগ গ্রহণ পর্যায় (Promotional stage):** একাধিক ব্যক্তি কোম্পানি গঠনের লক্ষ্যে সর্বপ্রথম উদ্যোগী হন। কোম্পানি গঠনের জন্য পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৭ জন এবং প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ জন উদ্যোক্তার প্রয়োজন হয়। ব্যবসায়ের সম্ভাবনা, সাফল্য ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে তারা কোম্পানি গঠনের প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

এ ব্যক্তিবর্গ বা প্রবর্তকগণ এ পর্যায়ে নিম্নোক্ত কাজ সম্পাদন করেন:

ক. প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ

খ. নামের ছাড়পত্র সংগ্রহ

২. **দলিলপত্র প্রণয়ন পর্যায়**

Documents Preparation Stage

পরিকল্পনা তৈরির পর উদ্যোক্তাগণ কোম্পানির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিম্নোক্ত দুটি দলিল প্রণয়ন করেন–

ক. **স্মারকলিপি/সংঘস্মারক বা পরিমেলবদ্ধ (Memorandum of Association):** এটি কোম্পানির মূল দলিল বা সনদ। এ দলিলে কোম্পানির নাম, কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা, কোম্পানির মূল লক্ষ্যসমূহ, শেয়ার, মূলধনের পরিমাণ, শেয়ারের আংকিক মূল্যসহ মূলধনের বিভক্তি এবং এটি প্রাইভেট লিমিটেড না-কি পাবলিক লিমিটেড তা উল্লেখ করা অবশ্যক।

খ. **সংঘবিধি বা পরিমেল নিয়মাবলি (Articles of association):** এ দলিলে কোম্পানির অভ্যন্তরীণ পরিচালনা সংক্রান্ত নিয়ম-পদ্ধতি লেখা হয়। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি আইনে বর্ণিত তফসিল-১ কে সংঘবিধি হিসেবে গ্রহণ করলে সেক্ষেত্রে তাকে আর এ দলিল তৈরি করতে হয় না।

৩. **নিবন্ধনপত্র সংগ্রহ পর্যায় (Certificate of incorporation collection stage):**

এ পর্যায়ে প্রবর্তকগণ কোম্পানি নিবন্ধকের অফিস হতে প্রয়োজনীয় ফরম সংগ্রহ করন এবং তা পূরণপূর্বক দলিলপত্র সন্নিবেশিত করে নিবন্ধকের নিকট জমা দেন। অবশ্য জমাদানের সময় মূলধন অনুপাতে প্রয়োজনীয় স্ট্যাম্প ও ফি এর সাথে দাখিল করতে হয়।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

আবেদনপত্রের সাথে নিম্নোক্ত দলিল ও কাগজপত্র জমা দেয়ার প্রয়োজন পড়ে—

ক. কোম্পানির স্মারকলিপির তিন কপি;
খ. সংঘবিধির তিন কপি; অবশ্য পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি তফসিল-১ কে সংঘবিধি হিসেবে গ্রহণ করলে এ মর্মে ঘোষণাপত্রের কপি;
গ. উদ্যোক্তা পরিচালকদের নাম, ঠিকানা ও পেশা;
ঘ. উদ্যোক্তা পরিচালকেরা নিজ স্বাক্ষরযুক্ত দায়িত্বপালনের সম্মতিপত্র;
ঙ. উদ্যোক্তা পরিচালকগণ যোগ্যতাসূচক শেয়ার ক্রয়ে সম্মত আছেন এ মর্মে একটি চুক্তিপত্র ও
চ. হাইকোর্টের উকিল অথবা সংঘবিধিতে উল্লেখ কোনো পরিচালক বা সচিব পদের অধিকারী ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত যথার্থতার ঘোষণাপত্র।

উপরোক্ত সবকিছু ঠিকভাবে পেয়ে নিবন্ধক নিবন্ধন বইতে কোম্পানির নাম তালিকাভুক্ত করেন এবং প্রবর্তকদের নিবন্ধনপত্র (Certificate of Incorporation) এবং চাইলে প্রত্যায়িত স্বারকলিপি ও সংঘবিধির কপি প্রদান করেন। এর পরই প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি কাজ শুরু করতে পারে কিন্তু পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে কাজ শুরু করার জন্য নিবন্ধকের নিকট হতে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে হয়।

৪. **কার্যারম্ভ পর্যায় (Commencement stage):** পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র পাওয়ার জন্য ন্যূনতম চাঁদা (Minimum Subscription) সংগ্রহের ঘোষণাপত্র এবং জনসাধারণের নিকট শেয়ার বিক্রয়ের ঘোষণাপত্রসহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্রসহ আবেদন করতে হয়। সব কাগজপত্র ঠিক থাকলে এবং সন্তুষ্ট হলে নিবন্ধক পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র প্রদান করেন। এ পত্র পাওয়ার পরেই পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি ব্যবসায় শুরু করতে পারে।

৫.০৮ স্মারকলিপি / পরিমেলবন্ধ / সংঘ স্মারকের ধারণা

Concept of Memorandum of Association

স্মারকলিপি হলো কোম্পানির মূল দলিল, সনদ বা সংবিধান। এতে কোম্পানির মূল বিষয়াবলি; যেমন-নাম, ঠিকানা, উদ্দেশ্য, মূলধন, দায় ও সম্মতির বিষয় লিপিবদ্ধ থাকে। এটা কোম্পানির কার্যক্ষেত্র ও ক্ষমতার সীমা নির্দেশ করে। এতে অন্তর্ভূক্ত নেই এমন কোনো কাজ কোম্পানী সম্পাদন করতে পারে না।

স্মারকলিপির বিষয়বস্তু বা ধারাসমূহ

Contents of Memorandum of Association

কোম্পানি আইনের ৬ ধারায় শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানির ৭ ধারায় প্রতিশ্রুতি দ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানির এবং ৮ ধারায় অসীম দায় কোম্পানির স্মারকলিপির বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলা হয়েছে।

নিম্নে স্মারকলিপির ধারাসমূহ উল্লেখ করা হলো—

১. **নাম ধারা (Name Clause):** কোম্পানির নাম এবং নামের শেষে পাবলিক কোম্পানির ক্ষেত্রে 'লিমিটেড' এবং প্রাইভেট কোম্পানির ক্ষেত্রে 'প্রাইভেট লিমিটেড' -এ শব্দগুলো যোগ করতে হবে। কোম্পানির যেকোনো নাম রাখা যেতে পারে।

তবে নাম গ্রহণের ক্ষেত্রে অত্র আইনের ১১ ধারায় বর্ণিত নিম্নোক্ত বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়—

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

i) একটি বিদ্যমান কোম্পানি ইতোপূর্বে যে নামে নিবন্ধিত হয়ে উক্ত নামেই বহাল আছে অথবা যে নামের সাথে প্রস্তাবিত নামের এমন সাদৃশ্য থাকে যে, উক্ত সাদৃশ্যের ফলে প্রতারণা করা সম্ভব।

ii) সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের দ্বারা অনভিপ্রেত বলে ঘোষণা করেছে; এমন কোনো নাম সরকারের লিখিত পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে গ্রহণ করা যাবে না।

iii) জাতিসংঘ বা জাতিসংঘ কর্তৃক গঠিত এর কোনো সহায়ক সংস্থা অথবা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নাম বা ঐসব নামের শব্দ সংক্ষেপ সংবলিত কোনো নাম, জাতিসংঘ বা এর সহায়ক সংস্থার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ক্ষেত্রে এর ডাইরেক্টর জেনারেলের লিখিত পূর্ব অনুমতি ব্যতীত ব্যবহার করা যাবে না।

২. **অবস্থান ও ঠিকানা ধারা (Situation and Address Clause):** কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় যে অঞ্চলে অবস্থিত থাকবে সে স্থানের নাম। এর সাথে কোম্পানি কোন কোন এলাকায় এর কার্যাবলি বিস্তৃত করবে তাও বর্ণিত থাকবে।

৩. **উদ্দেশ্য ধারা (Objective Clause):** কোম্পানি কি ধরনের ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকবে তা এ ধারায় বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ থাকবে। এ উদ্দেশ্যের বাইরে কোনো ব্যবসায় করা যায় না। এ ধারা একদিকে কোম্পানির ক্ষমতাকে সংজ্ঞায়িত করে এবং অন্যদিকে কোম্পানি প্রদত্ত ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে। উক্ত ধারায় কোম্পানির সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহের বর্ণনা থাকে এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে কী কী ব্যবসায় করতে পারবে তাও বিশদভাবে বর্ণিত থাকে।

৪. **দায় ধারা (Liability Clause):** কোম্পানির সদস্যদের দায় তাদের ক্রয়কৃত শেয়ারের আংকিক মূল্য (Face value) দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে। শেয়ারের অপরিশোধিত মূল্যের জন্য কেবল শেয়ারহোল্ডারদেরকে দায়ী করা যাবে এবং শেয়ারের মূল্য সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করলে তারা সম্পূর্ণ দায়মুক্ত হবেন।

৫. **মূলধন ধারা (Capital Clause):** প্রস্তাবিত মোট মূলধনের পরিমাণ এবং মূলধন কতকগুলো এবং কী প্রকারের শেয়ারে বিভক্ত থাকবে তা এ ধারায় উল্লেখ থাকে। কোম্পানির এ মূলধনকে নিবন্ধিত বা অনুমোদিত মূলধন বলা হয়। এর অতিরিক্ত মূলধন কোম্পানি সংগ্রহ করতে পারে না।

৬. **সম্মতি ধারা (Consent Clause):** স্মারকলিপির শেষ অংশে প্রত্যেক সদস্য তাঁর নামের বিপরীতে কতগুলো শেয়ার ক্রয় করবেন তার সম্মতি ধারা সম্পর্কে নিম্নরূপ বিধান বর্ণিত হয়েছে–

i. সংঘ-স্মারকে স্বাক্ষর প্রদানকারী প্রত্যেক সদস্যকে কমপক্ষে একটি শেয়ার ক্রয় করতে হবে। [ধারা ৬ (খ)]

ii. প্রত্যেক স্বাক্ষরকারী সদস্যকে তার নামের বিপরীতে ক্রয়কৃত শেয়ারের পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে। [ধারা ৬ (গ)]

iii. প্রত্যেক স্বাক্ষরকারী সদস্য অন্ততঃপক্ষে দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর প্রদান করবেন এবং উক্ত স্বাক্ষর সাক্ষী কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে। [ধারা ৯(গ)]

পরিশেষে বলা যায়, উপযুক্ত ধারাসমূহ বর্ণিত সকল ধরনের কোম্পানিকে সর্বদা অনুসরণ করতে হয়। এর কোনো একটি শর্ত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অনুমোদন ও বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ক্ষেত্র বিশেষে আদালত ও সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করতে হয়।

নিম্নে স্মারকলিপির একটি নমুনা দেয়া হল:

মারুতি স্টীল মিল্‌স লিমিটেড

স্মারকলিপি

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

১. **কোম্পানির নাম:** মারুতি স্টীল মিল্‌স লিমিটেড।

২. **কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস:** রাজ ভবন, ৩১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

৩. **কোম্পানি গঠনের উদ্দেশ্যসমূহ:**

ক. বিভিন্ন লৌহ ও ইস্পাতসামগ্রী উৎপাদন ও আমদানি করা;

খ. শো-রুম ও বিক্রয়কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশে-বিদেশে দ্রব্য বিক্রয় করা:

গ. এজেন্ট নিয়োগের মাধ্যমে দেশের সর্বত্র উৎপাদিত বা আমদানিকৃত দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা ও

ঘ. উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য মূল উদ্দেশ্যের আনুষঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় সকল কার্য সম্পাদন করা।

৪. **কোম্পানির আওতাভুক্ত এলাকা:** কোম্পানির কার্যক্রম সারা বাংলাদেশব্যাপী ব্যাপৃত হতে পারবে।

৫. **মূলধন:** কোম্পানির মূলধনের পরিমাণ হবে ৫০ কোটি টাকা, যা প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যের ৫০ লক্ষ সাধারণ শেয়ারে বিভক্ত হবে।

৬. **সদস্যদের দায়:** কোম্পানির সদস্যদের দায় শেয়ার মূল্য দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকবে।

আমরা নিম্নেবর্ণিত ব্যক্তিবর্গ এ মর্মে সম্মতি প্রদান করছি যে, স্মারকলিপিতে উল্লিখিত শর্ত অনুসারে আমরা একটি কোম্পানি গঠনে ইচ্ছুক এবং আমাদের নামের ডানপার্শ্বে বর্ণিত নির্দিষ্ট অঙ্কের শেয়ার ক্রয়েও আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সম্মতি দানকারী ব্যক্তিদের নাম ও ঠিকানা	ক্রয়েচ্ছু শেয়ারের পরিমাণ	ক্রয়েচ্ছু শেয়ার মূলধনের পরিমাণ (প্রতিটা ১০০ টাকা হারে)	স্বাক্ষর
১. সাইফুল আজম ১১৪ / এ-এ মনেশ্বর রোড জিগাতলা, ঢাকা	৫০০০	৫ লক্ষ টাকা	নিলুফা ইয়াছমিন
২. মো: আবিদ আলম নিকুঞ্জ ভবন ৪৫, পাতলা খান লেন, ঢাকা।	৫০০০	৫ লক্ষ টাকা	মো: আবিদ আলম
৩. ফেরদৌস আরা বেগম এন, এস, রোড, পাবনা।	৫০০০	৫ লক্ষ টাকা	ফেরদৌস আরা বেগম
৪. আশরাফুল আলম এন, এস, রোড, পাবনা	৩০০০	৩ লক্ষ টাকা	আশরাফুল আলম
৫. জাকিয়া সুলতানা এন, এস, রোড, পাবনা	৩০০০	৩ লক্ষ টাকা	জাকিয়া সুলতানা
৬. আসিফ-উজ্জামান গোপালপুর, একদন্ত পাবনা	৩০০০	৩ লক্ষ টাকা	আসিফ-উজ্জামান
৭. রায়হান আলী গোপালপুর, একদন্ত, পাবনা		৩ লক্ষ টাকা	রায়হান আলী
৮. মো: হেলাল আকন	৩০০০	৩ লক্ষ টাকা	

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

বরিশাল, ঝালকাঠী			মো: হেলাল আকন
মোট গৃহীত শেয়ারের সংখ্যা	৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার)	৩০,০০,০০০.০০ (ত্রিশ লক্ষ)	

তারিখ: ২৫ শে জুন, ২০০৫ ইং

উপরোল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর সত্যায়িত করা হলো।

---------- (এডভোকেট আতাউর রহমান) বাংলাদেশ হাইকোর্ট, ঢাকা। বাসস্থানের ঠিকানা বায়তুল আমান ৮১, লেকসার্কাস, কলাবাগান, ঢাকা।	---------- (মো: কবির হোসাইন) ১৩১, ডিআইটি এক্সঃ রোড, ঢাকা। বাসস্থানের ঠিকানা ১০৩ / ১-এ, উত্তর মুগদাপাড়া ঢাকা

চিত্র: সংঘ স্মারকের নমুনা

৫.০৯ স্মারকলিপির গুরুত্ব বা তাৎপর্য
Importance of Memorandum of Association

একটা দেশের জন্য তার সংবিধানের আইনগত মর্যাদা যেমন একটা কোম্পানির জন্য তার সংঘস্মারকের মর্যাদাও ঠিক অনুরূপ বললেও অত্যুক্তি হয় না। সংঘস্মারকের গুরুত্ব বা আইনগত তাৎপর্যকে নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে:

১. **ক্ষমতার নির্দেশ (Indication of power):** স্মারকলিপি কোম্পানির কার্যক্ষমতার সীমা নির্দেশ করে। এরূপ দলিলের উদ্দেশ্য ধারায় বর্ণিত কাজ বা এর সাথে সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক কাজ কোম্পানি করতে পারে। এর বাইরে কোনো কাজ করা হলে তা ক্ষমতা বহির্ভুত কাজ বিবেচিত হয়।

২. **সম্পর্ক নির্দেশ (Indication of relationship):** সংঘস্মারকের শর্তগুলি দ্বারা কোম্পানি ও শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে একটি চুক্তি বা আইনগত বন্ধনের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ কোম্পানি ও শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যকার সম্পর্ক এর দ্বারা নির্ণীত হয়ে থাকে। কোম্পানিতে তাদের অধিকার এবং দায়ও এর মাধ্যমে নিরূপিত হয়।

৩. **যথানিয়মে পরিবর্তন আবশ্যক (Necessary to change at law):** আইনে উল্লেখিত কারণ ব্যতিরেকে এবং আইন মাফিক আনুষ্ঠানিকতা পালন না করে শেয়ারহোল্ডারদের সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্তের দ্বারা সংঘস্মারক পরিবর্তন করা যায় না। অর্থাৎ এরূপ দলিল যথানিয়মে পরির্বতন আবশ্যক।

৪. **ক্ষমতা বহির্ভূত কাজের দায় (Liability for ultra vires activites):** কোম্পানির পরিচালকরা যদি স্মারকলিপির ক্ষমতা বহির্ভুত কোনো কার্য করে তবে তার জন্য ক্ষেত্রবিশেষে তারা কোম্পানির বা তৃতীয় পক্ষের নিকট দায়ী থাকে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৫. **সংঘস্মারকের অগ্রগণ্যতা (Primacy of memorandum of asociation):** সংঘস্মারক ও সংঘবিধির মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দিলে শেয়ারহোল্ডাররা সংঘবিধি সংশোধন করে উক্ত কার্য অনুমোদন করতে পারে। কিন্তু সংঘস্মারক বহাল থাকে। অর্থাৎ এরূপ দলিল সবসময়ই মুখ্য বিবেচিত হয়।

৬. **প্রকাশ্য দলিল (Exressed document):** সংঘস্মারক একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ্য দলিল। সুতরাং কোম্পানির সাথে লেনদেনে সকল পক্ষ তা অবগত আছে বলে ধরা হয়। এরূপ দলিল সম্পর্কে জানা ছিল না এই অজুহাত কখনই আদালতে গ্রাহ্য হয় না।

উপসংহারে বলা যায় যে, স্মারকলিপি কোম্পানির মুখ্য দলিল, সনদ বা সংবিধান। প্রত্যেক কোম্পানির জন্য এ ধরণের দলিল তৈরি অপরিহার্য। প্রথম পরিচালক ও উদ্যোক্তাদের নাম এবং স্বাক্ষর এতে থাকায় তা কোম্পানির ঐতিহ্যের প্রকাশ করে।

স্মারকলিপির পরিবর্তন (Alternation of Memorandum of Association):

কোম্পানির স্মারকলিপি পরিবর্তন বেশ আনুষ্ঠানিকতাপূর্ণ ও জটিল কাজ। স্মারকলিপির প্রত্যেকটি বিষয়বস্তু পরিবর্তনের ভিন্ন নিয়ম কোম্পানি আইনে বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নে পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করা হলো—

১. **নাম ধারার পরিবর্তন (Change of name clause):** এই ধারার পরিবর্তনের জন্য শেয়ারহোল্ডারদের সাধারণ সভায় বিশেষ প্রস্তাব পাস করতে হয় এবং এ বিষয়ে সরকারের অনুমতি সংগ্রহ করতে হয়। অতঃপর বিশেষ প্রস্তাব পাসের ও সরকারের অনুমতির অনুলিপি কোম্পানি নিবন্ধকের নিকট দাখিল করতে হয়। আইনগত সমস্যা দেখা না দিলে নিবন্ধক, বইতে পুরাতন নাম বাদ দিয়ে নতুন নাম অন্তর্ভুক্ত করেন এবং এ মর্মে সার্টিফিকেট প্রদান করেন। অতঃপর নাম পরিবর্তন কাজ সমাপ্ত হয়।

২. **উদ্দেশ্য ধারার পরিবর্তন (Change of objects clause):** এই ধারার পরিবর্তনে শেয়ারহোল্ডারদের সাধারণ সভায় এই মর্মে বিশেষ প্রস্তাব পাস করে আদালতের অনুমোদন লাভ করতে হয়। আদালতের অনুমোদন লাভের পর নব্বই দিনের মধ্যে সংশোধিত স্মারকলিপির মুদ্রিত কপি ও অনুমোদন লাভের প্রতিলিপি নিবন্ধকের নিকট দাখিল করতে হয়। নিবন্ধক সংশোধিত স্মারকলিপি অনুমোদন করলে উদ্দেশ্য ধারার পরিবর্তন সম্পূর্ণ হয়।

অবশ্য নিম্নলিখিত যে কোনো একটি কারণেই শুধুমাত্র এই ধারায় পরিবর্তন করা যায়—

ক. অধিকতর ব্যয় সংকোচ ও ব্যবসায় পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য;

খ. নতুন অথবা উন্নততর উপায়ে কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য;

গ. স্থানীয় কার্যক্ষেত্র পরিবর্তন করার জন্য:

ঘ. এমন কোনো নতুন ব্যবসায় আরম্ভ করার জন্য যা কোম্পানির বর্তমান ব্যবসায়ের সাথে লাভজনকভাবে যুক্ত করা যায়;

ঙ. স্মারকলিপিতে উল্লেখিত কোনো উদ্দেশ্য সংকোচন বা পরিত্যাগ করার জন্য;

চ. কোম্পানির যাবতীয় ব্যবসায় অথবা ব্যবসায়ের অংশবিশেষ অথবা একাধিক ব্যবসায়ের কোনো একটি বিক্রয় কিংবা হস্তান্তর করার জন্য;

ছ. অন্য কোনো কোম্পানি বা ব্যক্তিবর্গের সাথে একত্রীভূত হওয়ার জন্য।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৩. **অবস্থান ও ঠিকানা ধারার পরিবর্তন (Change of situation and address clause):** এ ক্ষেত্রেও উদ্দেশ্য ধারা পরিবর্তনের অনুরূপ সাধারণ সভায় বিশেষ প্রস্তাব পাস এবং আদালতের অনুমোদন লাভ করতে হয় এবং তা নিবন্ধককে জানাতে হয়। উদ্দেশ্য ধারার পরিবর্তনের ন্যায় যেকোনো একটি কারণ এরূপ পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়ে থাকে। তবে একই শহরের মধ্যে বা স্থানীয় এলাকার মধ্যে ঠিকানা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ঠিকানা স্থানান্তরের ২৮ দিনের মধ্যে এই সম্পর্কে কোম্পানি নিবন্ধককে বিজ্ঞপ্তি দিলেই চলে।

৪. **মূলধন ধারার পরিবর্তন (Change of capital clause):** কোম্পানির পরিমেল নিয়মাবলীতে মূলধন পরিবর্তন সম্পর্কে বিধান থাকলে কোম্পানির মূলধন হ্রাস বা বৃদ্ধি করা যায়। মূলধন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সাধারণ সভায় সাধারণ প্রস্তাব পাস করলেই চলে। কিন্তু মূলধনের পরিমাণ হ্রাস করতে হলে শেয়ারহোল্ডারদের সাধারণ সভায় বিশেষ প্রস্তাব পাস করে আদালতের অনুমতি নিতে হয়। অতঃপর কোম্পানির স্মারকলিপিতে নতুন মূলধনের পরিমাণ উল্লেখ করে প্রস্তাব গ্রহণের পর ১৫ দিনের মধ্যে মূলধন পরিবর্তনের ঘোষণা নিবন্ধকের নিকট দাখিল করতে হয়।

পরিমেল নিয়মাবলি দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলে শেয়ার মূল্য দ্বারা দায় সীমাবদ্ধ কোনো কোম্পানি নিম্নলিখিত যেকোনো উপায়ে মূলধন পরিবর্তন বা হ্রাস বৃদ্ধি করতে পারে–

ক. নতুন শেয়ার বিলি;
খ. বর্তমান শেয়ারের মূল্যমান বৃদ্ধি;
গ. শেয়ারগুলোকে পুনরায় বিভক্ত করে অল্প মূল্যের শেয়ারে পরিবর্তনকরণ;
ঘ. বণ্টন করা হয়নি বা বাতিল করা হয়েছে এমন শেয়ার হিসাব হতে বাদ দিয়ে শেয়ার মূলধন হ্রাস।

৫.১০ সংঘবিধি বা পরিমেল নিয়মাবলির ধারণা
Concept of Articles of Association

এটি কোম্পানির দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এতে কোম্পানির অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিধি-বিধান অর্থাৎ কোম্পানি কীভাবে পরিচালিত হবে তা উল্লেখ থাকে। অবশ্য পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে কোম্পানি আইনে বর্ণিত তফসিল-১ কে কোম্পানির পরিমেল নিয়মাবলি হিসেবে গ্রহণ করা যায়। সেক্ষেত্রে দলিল তৈরির প্রয়োজন হয় না। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে এটি প্রস্তুত বাধ্যতামূলক।

পরিমেল নিয়মাবলির বিষয়বস্তু
Contents of Articles of Association

পরিমেল নিয়মাবলি হলো কোম্পানির দ্বিতীয় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দলিল, যার মধ্যে কোম্পানির অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি লিপিবদ্ধ থাকে। স্মারকলিপির অধীনে এ দলিল কোম্পানির অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-কলাপের দিক-দর্শন হিসেবে ভূমিকা রাখে, কোম্পানির পরিমেল নিয়মাবলিতে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত সেগুলো নিম্নরূপ–

১. **প্রতিষ্ঠানের নাম:** কোম্পানির নাম এবং নামের শেষে লিমিটেড বা সীমিত সংক্ষেপে লিঃ শব্দটি বসাতে হবে।

২. **কোম্পানির পরিচালক সংক্রান্ত নিয়মাবলি–**

i. পরিচালক সংখ্যা;

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

ii. পরিচালক, ব্যবস্থাপকের নাম, ঠিকানা, পেশা ও অন্যান্য বিবরণী;
iii. প্রথম পরিচালকদের নাম, ঠিকানা ও পেশা;
iv. ব্যবস্থাপক ও পরিচালকদের দায়-দায়িত্ব, অধিকার ও কর্তব্য;
v. পরিচালকদের যোগ্যতাসূচক শেয়ার ও মূল্য;
v i. পরিচালকদের পারিশ্রমিক;
vii. পরিচালকদের অবসর গ্রহণ, দায়িত্ব অব্যাহতি ইত্যাদি সংক্রান্ত নিয়মাবলি।

৩. অন্যান্য কর্মকর্তা নিয়োগ পদ্ধতি—

i. ম্যানেজিং এজেন্ট;
ii. সলিসিটার;
iii. দালাল;
iv. অবলেখকের নাম;
v. পেশা।

৪. মূলধন সংক্রান্ত নিয়মাবলি—

i. অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ;
ii. মূলধনের শ্রেণীবিভাগ ও পরিমাণ;
iii. ন্যূনতম মূলধনের পরিমাণ;
iv. মূলধনের পরিবর্তন বা হ্রাস–বৃদ্ধির নিয়ম;

৫. শেয়ার সংক্রান্ত নিয়মাবলি:

i. মোট শেয়ারের সংখ্যা ও শ্রেণীবিভাগ;
ii. প্রতি শেয়ারের মূল্য;
iii. শেয়ার ক্রয়ের জন্য জনসাধারণকে আহবানের নিয়ম;
iv. শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত নিয়মাবলি;
v. শেয়ার বিক্রয়ের কমিশন ও দালালি;
vi. শেয়ার মূল্য পরিশোধের নিয়মাবলি;
vii. শেয়ার বিক্রয় পদ্ধতি;
viii. শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণ পদ্ধতি ও শর্তাবলি;
ix. শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত নিয়মাবলি;
x. শেয়ারহোল্ডারদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও অধিকার;
xi. বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ারমালিকদের দায়-দায়িত্ব, ক্ষমতা ও অধিকার।

৬. কোম্পানির ঋণ সংক্রান্ত নিয়মাবলি:

i. কোম্পানির ঋণ গ্রহণ সংক্রান্ত নিয়মাবলি;
ii. কোম্পানির ঋণ গ্রহণ ক্ষমতার বিবরণ;
iii. ঋণ গ্রহণ পদ্ধতি।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৭. **কোম্পানির সভা সংক্রান্ত নিয়মাবলি:**

i. কোম্পানির সভা আহ্বান ও সভা পরিচালনা পদ্ধতি;

ii. সভার ভোট গ্রহণ পদ্ধতি;

iii. বিভিন্ন সভার কোরাম সংক্রান্ত নিয়ম;

iv. সাধারণ সভা ও বিশেষ সভা অনুষ্ঠানের নিয়মাবলি।

৮. **কোম্পানির লভ্যাংশ সংক্রান্ত নিয়মাবলি:**

i. লভ্যাংশ ঘোষণার পদ্ধতি;

ii. লভ্যাংশকে মূলধনে রূপান্তরিত করার নিয়মাবলি।

৯. কোম্পানির ব্যাংকের হিসাব সংক্রান্ত নিয়মাবলি।

১০. কোম্পানির ঋণ গ্রহণের পদ্ধতি ও নিয়মাবলি।

১১. কোম্পানির সিলমোহর সংক্রান্ত নিয়মাবলি।

i. এর সংরক্ষণ ও

ii. ব্যবহার-বিধি।

কর্মপত্র-৩

স্মারক লিপি ও পরিমেল নিয়মাবলির ধারণা ও বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে এদের মধ্যে ৫টি পার্থক্য বের কর।

স্মারকলিপি	পরিমেল নিয়মাবলি
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•

৫.১১ বিবরণপত্রের ধারণা
Concept of Prospctus

"Prospectus is an advertisement of a company" সাধারণত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি জনগণের কাছে শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয়ের জন্য কোম্পানির পরিপূর্ণ তথ্য সম্বলিত যে বিজ্ঞাপন প্রচার করে, সেটি বিবরণ পত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। এখানে সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদেরকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা চালানো হয়। একে কোম্পানির দর্পণের (Mirror) সাথে তুলনা করা হয়।

সাধারণত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি নিবন্ধনের ছাড়পত্র সংগ্রহের পর মূলধন সংগ্রহের নিমিত্তে ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থা জানিয়ে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে যে পত্র রচনা করা হয় তাকে বিবরণপত্র বলে।

মূলত কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র পাবার নিমিত্তে নিবন্ধনের ছাড়পত্র অর্জনের সাথে সাথে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির প্রবর্তক বা উদ্যোক্তাগণ যে পত্রের মাধ্যমে জনগণকে শেয়ার বা ডিবেঞ্চার ক্রয়ের আহবান জানায় তাকে বিবরণপত্র বা প্রসপেকটাস বলে।

বিবরণপত্রের বিষয়বস্তু

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Contents of the Prospectus

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি যখন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হয় বা নতুন কোম্পানি বাজারে শেয়ার ছেড়ে মূলধন সংগ্রহের সময় জনসাধারণকে অবহিত করা বা উৎসাহিত করার জন্যই বিবরণী প্রচার করে থাকে। বিবরণ পত্রে এমন সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যা জনগণকে এ কোম্পানি সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ দিতে সক্ষম ।

একটি বিবরণ পত্রে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত তা নিম্নরূপ—

১. কোম্পানির নাম, ঠিকানা, উদ্দেশ্যাবলি।
২. অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ও বিবরণ।
৩. শেয়ার ক্রয়ের আবেদন, আবণ্টন ও তলবে প্রদেয় অর্থের পরিমাণ এবং আবেদনপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ।
৪. ন্যূনতম মূলধন সংগ্রহের পরিমাণ।
৫. প্রাথমিক খরচের পরিমাণ।
৬. পরিচালকদের নাম, ঠিকানা ও পেশা।
৭. পরিচালকদের যোগ্যতাসূচক শেয়ার ক্রয়ের সংখ্যা ও মূল্য।
৮. পরিচালকদের পারিশ্রমিকের পরিমাণ।
৯. পরিচালক পর্ষদের সদস্যদের স্বাক্ষর।
১০. সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ।
১১. পরিচালকদের দেয় অর্থ ও অন্যান্য সুবিধা।
১২. লভ্যাংশ বণ্টন পদ্ধতি।
১৩. কোম্পানির নিরীক্ষকের নাম ও ঠিকানা।
১৪. কোম্পানি আইন উপদেষ্টার নাম ও ঠিকানা।
১৫. কোম্পানির ব্যাংকারের নাম ও ঠিকানা।
১৬. কোম্পানির হিসাব নিরীক্ষণের নিয়মাবলি।
১৭. তৃতীয় পক্ষের সাথে সম্পাদিত চুক্তির বিস্তারিত বিবরণ।
১৮. স্মারকলিপির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।
১৯. পরিমেল নিয়মাবলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।
২০. পরিচালকগণের স্বার্থ।
২১. শেয়ারের শ্রেণীবিভাগ ও প্রত্যেক শেয়ারের সংখ্যা।
২২. প্রতি শেয়ারের বিক্রয়মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি।
২৩. কোম্পানিতে শেয়ার মালিকদের স্বার্থ।
২৪. শেয়ার বণ্টনের দায় কেউ গ্রহণ করলে তার নাম ও ঠিকানা।
২৫. কোম্পানির পূর্ব ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।
২৬. ম্যানেজিং এজেন্ট বা ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের নাম, ঠিকানা, পারিশ্রমিক এবং নিয়োগ পদ্ধতি।
২৭. চলতি মূলধনের পরিমাণ।
২৮. শেয়ার আবেদনের সময় এবং বরাদ্ধের জন্য যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হবে তার পরিমাণ।
২৯. কোম্পানির নিকট সম্পত্তি বিক্রেতাদের নাম ঠিকানা ও পরিচয়।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৩০. কোন উদ্যোক্তাদের নাম, ঠিকানা এবং কোনো অর্থ বা সুবিধা প্রদান করা হলে তার বিবরণ।
৩১. কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিসমূহের তারিখ, পক্ষসমূহ।
৩২. কোম্পানির ব্যবসায় চালু থাকলে বিগত কয়েক বছরের উদ্বৃত্ত পত্র ও লাভ –ক্ষতির হিসাব বিবরণী।
৩৩. বিবরণপত্র প্রচারের তারিখ ও পরিচালকদের প্রত্যেকের স্বাক্ষর ইত্যাদি।

পরিশেষে বলতে পারি যে, সব ধরনের কোম্পানির বিবরণপত্রেই উল্লেখিত সবগুলো বিষয় অন্তর্ভুক্ত নাও থাকতে পারে। প্রবর্তক বা পরিচালকরা বিচার-বিবেচনা করে কোম্পানির বিবরণপত্রের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে থাকে। তবে কোনো অবস্থাতেই বিবরণ পত্রে মিথ্যা তথ্য-পরিবেশন করা যাবে না।

বিবরণপত্রের বিকল্প বিবৃতি
Statement in Lieu of Prospectus

শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির বিবরণপত্র নিবন্ধকের নিকট পেশ করা এবং সেগুলো জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রচার করা বাধ্যতামূলক। তবে কোম্পানিকে সর্বক্ষেত্রেই তা প্রচার করতে হবে এ ধরনের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। অনেক সময় দেখা যায় কোম্পানির প্রবর্তকগণ আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করতে পারে। সেক্ষেত্রে আর বিবরণপত্র প্রচার করার প্রয়োজন হয় না। তখন ১৯৯৪ সালের আইনে বর্ণিত তফসিল–৪ অনুযায়ী একটি বিকল্প বিবরণপত্র প্রস্তুত করতে হয় এবং তার এক কপি নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ করতে হয়। তা না হলে কোম্পানি শেয়ার বা ঋণপত্র বিলি করতে পারে না। অর্থাৎ, একটি কোম্পানি গঠনের প্রয়োজনীয় মূলধন যখন প্রবর্তকগণ তাদের নিজস্ব আত্মীয়স্বজন অথবা অন্য কোনো উৎস থেকে সংগ্রহ করতে সমর্থ হন তখন বিবরণপত্র প্রচারের পরিবর্তে নিবন্ধকের নিকট যে বিবৃতি প্রদান করা হয় তাকে বিবরণপত্রের বিকল্প বিবৃতি বলে অভিহিত করা হয়।

৫.১২ কোম্পানি নিবন্ধনপত্র
Company Registration Certificate

কোম্পানি আইনের বিভিন্ন বিধান বা আনুষ্ঠানিকতা পালন শেষে কোনো কোম্পানির প্রবর্তক বা উদ্যোক্তাগন কোম্পানি নিবন্ধকের নিকট হতে নিবন্ধনের প্রমান হিসাবে যে দলিল সংগ্রহ করে তাকেই নিবন্ধনপত্র বলে। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি এরূপ দলিল পাওয়ার পরই কাজ শুরু করতে পারে; কিন্তু পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে এরূপ দলিল প্রাপ্তির পর অস্তিত্বের সৃষ্টি হলেও কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহের পূর্বে তারা কাজ শুরু করতে পারে না।

নিম্নে কোম্পানির নিবন্ধনপত্রের একটি নমুনা দেয়া হলো–

ইং ৫৭/নি/২০০৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কোম্পানি নিবন্ধকের কার্যালয়
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ তারিখ: .....

নিবন্ধন পত্র

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

..... 'X' ..... কোম্পানি লি.-কে কোম্পানি আইন অনুযায়ী অদ্য .....তারিখ হতে শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানি হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হলো।

স্বাক্ষর সিল নিবন্ধক

চিত্র: নিবন্ধন পত্র

পরিশেষে বলা যায় যে, নিবন্ধন পত্র হলো কোম্পানি গঠনের প্রমাণ বা দলিল। কোম্পানি নিবন্ধনের পর নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কোম্পানিকে উক্ত দলিল বা সার্টিফিকেট প্রদান করে থাকে।

৫.১৩ কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র
Certificate of Commencenment

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে নিবন্ধনপত্র পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় দলিল পত্রসহ কোম্পানি নিবন্ধকের নিকট কার্যারম্ভের অনুমতি চেয়ে আবেদন করতে হয়। আবেদনে ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ৫০ ধারার নিয়ম সঠিকভাবে পালিত হলে নিবন্ধক কোম্পানিকে কার্যারম্ভের অনুমতি দিয়ে একখানা পত্র প্রদান করেন, যা কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র নামে পরিচিত।

কার্যারম্ভের অনুমতিপত্রে যেসব বিষয় উল্লেখ থাকে, তাহলো–

i. নিবন্ধন অফিসের নাম ও ঠিকানা ;

ii. কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র ইস্যুর তারিখ ;

iii. কার্যারম্ভের তারিখ ;

iv. পত্র নম্বর ;

v. অফিস সীল ;

vi. নিবন্ধকের নাম ও পদবিসহ সিল ও স্বাক্ষর ;

vii. কোনো শর্তযুক্ত থাকলে তার বিবরণ ইত্যাদি।

নিম্নে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্রের একটি চিত্র দেয়া হলো–

পত্র নং-অ/০৭/২০০৪ **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**

কোম্পানি নিবন্ধকের কার্যালয়

মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ তারিখ : .....

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র

১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ১০৩ ধারা অনুযায়ী 'Y' কোম্পানি লিমিটেডকে কার্যারম্ভের অনুমতি দেয়া গেল।

যা.....তারিখ হতে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষর সিল নিবন্ধক

চিত্র: কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র

৫.১৪ কোম্পানির মূলধন
Company Capital

আধুনিক ব্যবসায়ের জগতে মূলধনকে জীবনীশক্তি হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। অর্থ ছাড়া যেকোনো ব্যবসায়ই অচল যেমন রক্ত ছাড়া মানুষের শরীর। আমাদের চারপাশে যেসব ব্যবসায় সংগঠন আমরা দেখি সেগুলোর মধ্যে ব্যবসায়ের উপাদান সবগুলো একসাথে নাও থাকতে পারে। কিন্তু সব প্রতিষ্ঠানে একটি মূল উপাদান অবশ্যই আছে আর তা হলো অর্থ। ব্যবসায়ের প্রাথমিক ব্যয় নির্বাহ, উৎপাদন কার্য অব্যাহত রাখা, পণ্য বিতরণ ও শ্রমিকের পাওনা পরিশোধ প্রভৃতি সকল কাজে অর্থের প্রয়োজন। এজন্যই ব্যবসায়ের সফলতা অনেকাংশেই অর্থসংস্থানের উপর নির্ভর করে। অর্থ সংস্থান মূলত প্রতিষ্ঠানের অর্থের প্রয়োজন নির্ধারণ, উৎস অনুসন্ধান, ব্যবহার নিরূপণ, ভবিষ্যতের জন্য অর্থ সংরক্ষণ, সামগ্রিক অর্থ সংরক্ষণ ও সামগ্রিক অর্থ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত।

কোম্পানি ব্যবসায়ে অর্থসংস্থানের স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থানের উৎস সমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো–

স্বল্পমেয়াদি অর্থসংস্থানের উৎস
Sources of Short Term Business Finance

অর্থবাজার হতে শিল্প তথা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বল্পমেয়াদি মূলধন বা পুঁজি সংগ্রহ করা হয়। সাধারণত এক বছরের জন্য স্বল্প মেয়াদি অর্থের সংস্থান করা হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংক, দেশীয় ঋণদাতা গোষ্ঠী, ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিবৃন্দ, বিল বাজার, সমবায় ব্যাংক, ভূমিবন্ধকি ব্যাংক প্রভৃতি নিয়ে স্বল্প মেয়াদি ঋণের উৎস অর্থবাজার গঠিত হয়।

১. মালিকের তহবিল (Owner's Fund):

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

ব্যবসায়ে স্বল্পমেয়াদি অর্থসংস্থানের ক্ষেত্রে মালিকের তহবিলকে প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মালিক প্রথমত তার নিজের সঞ্চিত অর্থ ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করেন। মালিকের তহবিল হতে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে ব্যবসায়ের চলতি মূলধনের প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করা হয়। এক্ষেত্রে এ উৎস হতে সংগৃহীত অর্থ অপর্যাপ্ত হলে অন্যান্য উৎস হতে অর্থায়নের চেষ্টা করা হয়।

২. **ব্যবসায় ঋণ (Trade Credit):** ব্যবসায় ঋণ এমন এক ধরনের ঋণ যা ধারে ক্রয়-বিক্রয়ের ফলে সৃষ্টি হয়। এ ধরনের ঋণের আওতায় পণ্য সামগ্রীর বিক্রেতা পণ্য বিক্রয়ের একটি নির্দিষ্ট সময় পর ক্রেতার কাছ হতে মূল্য গ্রহণ করে থাকে। ফলে ক্রেতার নিকট এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল্য পরিশোধ না করার সুবিধা ঋণ হিসেবে বিবেচিত, যাকে ব্যবসায় ঋণ বলা হয়। অর্থাৎ, ব্যবসায় ঋণ এমন এক ধরনের ঋণকে বুঝায় যা একজন ব্যবসায়ের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডের ফলে পণ্য সরবরাহকারীর কাছ থেকে পেয়ে থাকে। বর্তমানে উন্নয়নশীল ব্যবসায় জগতে এরূপ ঋণের ব্যবহার ব্যবসায়ের অর্থসংস্থানকে খুবই সহজ করেছে।

৩. **বাণিজ্যিক ব্যাংক (Commercial Bank):** বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে স্বল্পমেয়াদি ঋণের ব্যবসায়ী বলা হয়। ব্যাংকগুলোর প্রধান কাজ হলো বিভিন্ন ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্প কারখানায় স্বল্প মেয়াদি ঋণ দেয়া। সুতরাং যে কোনো ব্যবসায়ীর অর্থের প্রয়োজন হলেই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কাছ হতে স্বল্পমেয়াদে অর্থ সংগ্রহ করা যায়। এক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো সহজ শর্তে ধার, নগদ ঋণ ও জমাতিরিক্ত ঋণ হিসেবে অর্থ দিয়ে থাকে।

৪. **আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু বান্ধব (Relatives & Friends):** প্রত্যেক মানুষেরই এমন কিছু আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধব থাকে, যারা বিভিন্ন বিপদ-আপদ ও প্রয়োজনের সময় এগিয়ে আসে। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, ব্যবসায়ে অর্থায়নে নিজস্ব তহবিল হতে সংগৃহীত অর্থ অপর্যাপ্ত হলে নিকটতম আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের শরণাপন্ন হয় এবং তাদের কাছ থেকে ঋণ হিসেবে অর্থ নিয়ে ব্যবসায় পরিচালনা করা হয়। আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণের ইতিবাচক দিক হচ্ছে কোনো ধরনের জামানত এবং সুদ বা মুনাফা না দিয়েই খুবই সহজ শর্তে ও সহজ প্রক্রিয়ায় ঋণ গ্রহণ করা যায়।

৫. **দেশীয় ব্যাংকার (Indigenous Banks):** প্রাচীনকাল হতেই ব্যবসায়ের অর্থসংস্থানে দেশীয় ব্যাংকার মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। দেশীয় ব্যাংকার বলতে অর্থ ব্যবসায়ে লিপ্ত বিভিন্ন ব্যক্তি বা মহাজন শ্রেণীকে বুঝায়। দেশীয় ব্যাংকার চড়া সুদে বিভিন্ন ব্যবসায়ীকে ঋণ প্রদান করে। গ্রামাঞ্চলে দেশীয় ব্যাংকারদের উপস্থিতি অধিক লক্ষণীয়।

৬. **ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি (Management Agent):** ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি বলতে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যারা চুক্তির আওতায় কোনো কোম্পানির ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে। এরূপ ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি ব্যবসায়ের স্বল্পমেয়াদি অর্থসংস্থানের অন্যতম উৎস। ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

আর্থিক দিক থেকে অত্যন্ত স্বচ্ছল থাকায় খুব সহজেই তারা অর্থের সংস্থান করতে সক্ষম হয়। তাছাড়া বাজারে যথেষ্ট সুনাম থাকায় সহজেই কোম্পানির শেয়ার ঋণপত্র বিক্রি করতে পারে এবং নিজেদের জিম্মায় ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করতে পারে।

৭. **সমবায় ব্যাংক ও সমবায় ঋণদান সমিতি (Co-operative Banks & Co-operative Credit Society):** সমবায় ব্যাংকগুলো বিভিন্ন শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্যে ঋণ প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিশেষ করে ছোটখাটো বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদানের মাধ্যমে এসব প্রতিষ্ঠানের চলতি মূলধনের প্রয়োজন মেটাচ্ছে। অন্যদিকে সমবায় ঋণদান সমিতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হলো সহজ শর্তে বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ঋণ দান করা। অবশ্য এরূপ প্রতিষ্ঠান প্রধানত সদস্যদের ঋণদানের ক্ষেত্রেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।

৮. **অগ্রিম অর্থ (Advance Money):** যেসব প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য সম্পর্কে বাজারে যথেষ্ট সুনাম রয়েছে তাদের স্বল্পমেয়াদি অর্থসংস্থানে খুব একটা বেগ পেতে হয় না। কেননা, তাদের পণ্য পাওয়ার জন্যে ক্রেতা, খুচরা বিক্রেতা, পাইকার, দালাল বা ফড়িয়াগণ অনেক সময় পণ্য উৎপাদন বা সংগ্রহের আগেই অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করে থাকে। আবার, কাঁচামাল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলোও বিভিন্ন শিল্প মালিকদের কাছ থেকে কাঁচামালের অগ্রিম মূল্য পেয়ে থাকে।

৯. **সরকারি ও আধা সরকারি প্রতিষ্ঠান (Government and Semi-Govt. Organizations):** সরকারি ও আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানের অনেক কর্মসূচি রয়েছে দেশের ব্যবসায় ও শিল্প খাতের উন্নয়নে। কারিগরি সহায়তার পাশাপাশি এসব প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহদাকার ব্যবসায়ের চলতি মূলধনের চাহিদা নিরসনে স্বল্প মেয়াদি অর্থ সরবরাহ করে থাকে।

১০. **ভূমি বন্ধকি ব্যাংক (Land Mortgage Banks):** ভূমি বন্ধকি ব্যাংকের কাজ হলো ভূমি বা জমি বন্ধক রেখে ঋণ প্রদান করা। বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ তাদের ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক সম্পত্তি বন্ধক রেখে ভূমি বন্ধকি ব্যাংক হতে স্বল্পমেয়াদি ঋণ গ্রহণ করে থাকে।

১১. **শিল্প ব্যাংক (Industrial Bank):** শিল্প ব্যাংক একটি বিশেষায়িত ব্যাংক। এরূপ ব্যাংকের প্রধান কাজ হলো দেশের শিল্পখাতের উন্নয়নে ঋণ ও পরামর্শ প্রদান করা। শিল্প ব্যাংক মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণের পাশাপাশি শিল্পের চলতি মূলধনের চাহিদা পূরণের জন্যে স্বল্পমেয়াদি ঋণ মঞ্জুর করে থাকে।

১২. **ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি (Micro Credit Program):** আমাদের দেশের ব্যবসায় ও কুটির শিল্পের উন্নয়নে বিশেষ করে স্বল্পমেয়াদি অর্থসংস্থানে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। এক্ষেত্রে বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা (NGO) যেমন–ব্রাক, আশা, প্রশিকা প্রভৃতি গ্রামীণ জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির আওতায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে স্বল্পমেয়াদি অর্থের যোগান দিচ্ছে। বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংকের জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিও ব্যবসায়ের স্বল্পমেয়াদি অর্থসংস্থানে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

১৩. **বিল বাট্টাকরণ (Discounting Bills):** ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো প্রাপ্য বিল বাট্টাকরণের মাধ্যমেও স্বল্পমেয়াদি অর্থের সংস্থান করে থাকে। এক্ষেত্রে প্রাপ্য বিল কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নিয়ে

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

গিয়ে বিলের লিখিত মূল্যের (Face Value) চেয়ে কম অর্থের সংস্থান করতে পারে। জরুরি প্রয়োজনে এরূপ বিল বাট্টাকরণের মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদি অর্থসংস্থান করা হয়।

১৪. **সম্পত্তি বিক্রয় (Sale of Assets):** অনেক সময় ব্যবসায় কিছু কিছু সম্পত্তি থাকে যা ব্যবসায়ে কাজে লাগে না বা অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয়। এরূপ সম্পত্তি বিক্রয় করেও ব্যবসায়ের স্বল্পমেয়াদি অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানই স্বল্প মেয়াদি বিভিন্ন ধরনের অর্থসংস্থানের উপর নির্ভরশীল। স্বল্পমেয়াদি অর্থসংস্থানের উৎস হচ্ছে প্রধানত উৎপাদন সংশ্লিষ্ট ব্যয়। কর্মীদের পারিশ্রমিক অফিস রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়, প্রভৃতি খাতে ব্যয় করা হয়।

ব্যবসায় অর্থসংস্থানের দীর্ঘমেয়াদি উৎস (Sources of Long Term Business Finance):

দীর্ঘ কালীন সময়ের জন্য অর্থাৎ ৫ বা ১০ বছরের অধিক সময়ের জন্য ব্যবসায়ে যে অর্থসংস্থান করা হয় তাকে দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থান বলে। বৃহদায়তন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থানের প্রয়োজন হয়।

দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থানের উৎসসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো–

১. **শেয়ার বিক্রয় (Sale of share):** কোম্পানি জনগণের নিকট শেয়ার বিক্রয় করে দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থান করতে পারে। সাধারণত: কোম্পানি বিলোপসাধনের আগে শেয়ারের অর্থ ফেরত দিতে হয় না। বিভিন্ন প্রকার শেয়ারের মাধ্যমে এ ধরনের অর্থসংস্থানের কাজ হয়।

২. **ঋণপত্র বিক্রয় (Sale of debenture):** কোম্পানি জনগণের নিকট শেয়ার বিক্রয় করার পাশাপাশি ঋণপত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থান করতে পারে।

৩. **সঞ্চিতি তহবিল (Reserve fund):** কোম্পানির মুনাফার যে অংশ বণ্টন না করে রেখে দেয়া হয় তাকে সঞ্চিতি তহবিল বলে। এই অবণ্টিত মুনাফা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের সঞ্চিতি তহবিল গঠন করা হয় যা ব্যবসায়ের দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থানের উৎস বলে বিবেচিত হয়। যেমন- সাধারণ সঞ্চিতি তহবিল, লভ্যাংশ সমতাকরণ তহবিল।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৪. **অবলেখক (Underwriter):** যে সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নতুন কোম্পানির শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয়ের ঝুঁকি গ্রহণ করে তাদেরকে অবলেখক বলে। কোম্পানির শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয় করা সম্ভব না হলে অবলেখকরাই চুক্তি অনুযায়ী অবশিষ্ট শেয়ার ও ঋণপত্র ক্রয় করে দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করে থাকে।

৫. **শেয়ার বাজার (Share market):** যে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়মিত ও অনুমোদিত ভাবে বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার ও ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তাকে শেয়ার বাজার বলা হয়। শেয়ার বাজারে শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থান করা যায়।

৬. **শিল্পব্যাংক (Industrial bank):** শিল্পব্যাংক ও শিল্প ঋণ সংস্থা বৃহদায়তন শিল্প স্থাপন ও উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থানের কাজ করে থাকে।

৭. **বন্ধকি ব্যাংক (Mortage bank):** সাধারণত: বাণিজ্যিক ব্যাংক উপযুক্ত জামানত পেলে দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থানের জন্য ঋণ সরবরাহ করে থাকে। অনেক সময় বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য দীর্ঘমেয়াদি সিন্ডিকেটের মাধ্যমে অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করে থাকে।

৮. **বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান (Investment organisation):** বিভিন্ন বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান যেমন ব্যাংক, বীমা, লিজিং ইত্যাদি দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করে।

৯. **বীমা প্রতিষ্ঠান (Insurance company):** ব্যবসায়ের অনিশ্চয়তা দূর করে ঝুঁকি গ্রহণ করে থাকে বীমা প্রতিষ্ঠান। এরা এদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ব্যবসায়ের দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থান করে থাকে।

পরিশেষে বলা যায় যে, যেকোনো ব্যবসায় পরিচালনার জন্য প্রচুর পরিমাণ মূলধন বা তহবিলের প্রয়োজন হয়। এ প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদিও হয়। উপরিউক্ত উৎসগুলোর মাধ্যমে ব্যবসায় পরিচালনার জন্য দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থান করা যায়।

৫.১৫ শেয়ার (Share)

নতুন কিংবা পুরাতন কোম্পানি সংগঠনের মূলধন সংগ্রহের প্রধান হাতিয়ার হলো শেয়ার। ইংরেজি 'Share'' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'অংশ'। কোম্পানি সংগঠনের ক্ষেত্রে শেয়ার–এর অর্থ হচ্ছে–কোম্পানির মোট মূলধনের অংশ। কোম্পানির মোট মূলধনকে মোট সমপরিমাণ কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভক্ত করা হয়। এদের প্রত্যেকটি একককে এক একটি শেয়ার বলে। প্রত্যেকটি শেয়ারের নির্দিষ্ট আংকিক মূল্য (Face value) থাকে এবং প্রত্যেকটির মূল্য সমান থাকে। যেমন–কোনো কোম্পানির ১০ লক্ষ টাকার মূলধনকে ১০,০০০ ভাগে ভাগ করা হলে এক একটি ভাগের মূল্য হবে ১০০ টাকা। মূলধনের এ শেয়ারের মালিক হয়ে কোম্পানির মালিকানা দাবি করা যায়। কোম্পানির নির্বাচনে ভোটদানের অধিকার পাওয়া যায়। বৃহদায়তন কোম্পানি চলমান অবস্থায় আর্থিক সংকটে পড়লে শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থা করে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

সুতরাং কোম্পানির সমগ্র মূলধনকে সমপরিমাণ এককে বিভক্ত করলে প্রত্যেকটি একককে শেয়ার বলে। প্রত্যেকটি এককই সমান মূল্য বহন করে এবং মূলধনের একটি ক্ষুদ্র অংশ নির্দেশ করে, যাকে শেয়ার বলে।

পরিশেষে বলা যায় যে, শেয়ার হচ্ছে কোম্পানির মোট মূলধনের অংশ। যে ব্যক্তি শেয়ার ক্রয় করে তাকে শেয়ারহোল্ডার বলে। প্রত্যেকটি শেয়ার মূলধনের অংশ বলে সেটি ক্রয়ের দ্বারা শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানির আংশিক মালিকানা লাভ করে এবং এর বলে তারা কোম্পানির লভ্যাংশ পাবার অধিকার লাভ করে। কোম্পানির বিলোপ সাধন ঘটলে শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানির সম্পত্তিতে প্রদত্ত মূলধনের আনুপাতিক অংশ ফেরত পাবার অধিকারী হয়।

শেয়ারের শ্রেণিবিভাগ

Classification of Shares of Company

শেয়ার হলো যৌথ মূলধনী কোম্পানির মোট মূলধনের ক্ষুদ্রতম অংশ। কোম্পানি মূলধন সংগ্রহ করার জন্য জনগণের কাছে শেয়ার বিক্রি করে দেয়। কোম্পানি নিজের এবং বিনিয়োগকারীদের কথা বিবেচনা করে,বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ইস্যু করে।

নিম্নে ছকের মাধ্যমে শেয়ারের শ্রেণিবিভাগ দেখানো হলো—

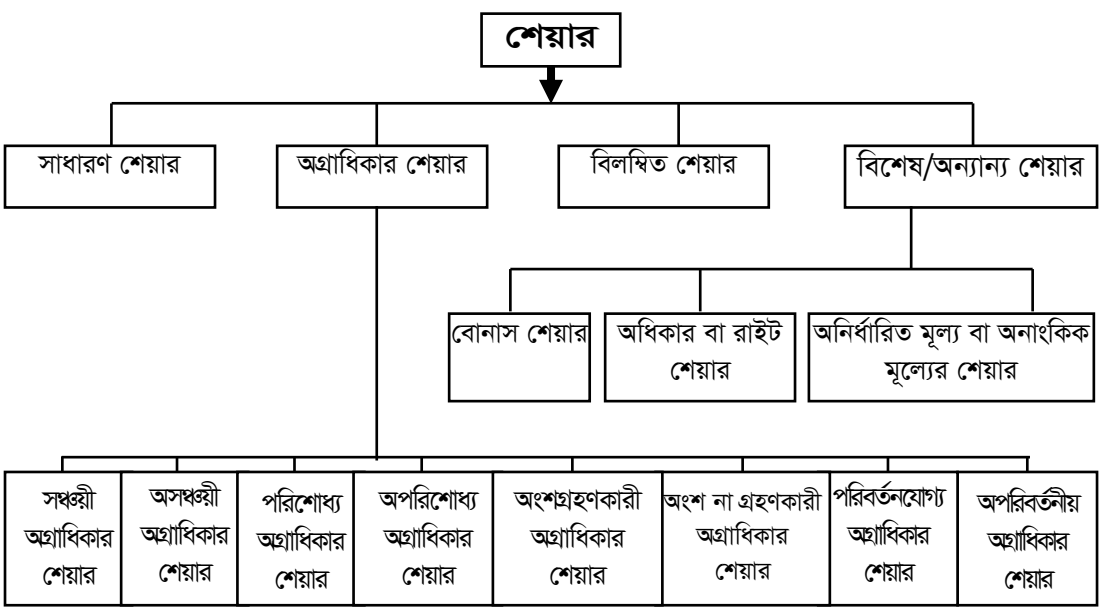

চিত্র: শেয়ারের শ্রেণিবিভাগ।

১. **সাধারণ শেয়ার (Ordinary Share):** যে শেয়ারের মালিকগণ অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারের মালিকদের মধ্যে লভ্যাংশ বণ্টনের পর লভ্যাংশ পায় এবং ব্যবসায় বিলোপ সাধনকালেও অগ্রাধিকার যুক্ত শেয়ার মালিকদের মূলধন দেয়ার পর তাদের মূলধন ফেরত পাবার অধিকারী হয় তাকে সাধারণ বা ইক্যুইটি শেয়ার বলে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

সাধারণ শেয়ারের লভ্যাংশের হারের কোনো স্থিরতা নেই। লাভ বেশি হলে লভ্যাংশ বেশি হবে আর লাভ কম হলে তাদের প্রাপ্য লভ্যাংশও কম হবে। সাধারণ শেয়ারকে ইক্যুইটি শেয়ার বলা হয়। এ ধরনের শেয়ার মালিকগণ পূর্ণ ভোটাধিকার প্রাপ্ত হন এবং ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে।

২. **অগ্রাধিকার শেয়ার (Preference Share):** যে শেয়ারের মালিকগণ ব্যবসায়ের লভ্যাংশ বণ্টনের ক্ষেত্রে বা ব্যবসায়ের বিলোপ সাধনের সময়ে তাদের মূলধনের অর্থ ফেরত পাবার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার লাভ করে থাকেন তাকেই বলে অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার।

কোম্পানি আইনের ৮৫ নং ধারায় বলা আছে যে, অগ্রাধিকার শেয়ার হলো কোম্পানির শেয়ার মূলধনের সেই অংশ যা নিম্নরূপ সুবিধাসমূহ ভোগ করে থাকে:

(ক) লভ্যাংশ বণ্টনের সময় এ শেয়ারের নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পাবার অগ্রাধিকার থাকে।

(খ) কোম্পানি বিলোপ হলে মূলধন ফেরত দেবার অগ্রাধিকার থাকতে পারে।

লভ্যাংশ বণ্টন পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে অগ্রাধিকার শেয়ারকে আবার কতিপয় শ্রেণীতে ভাগ করা যায়–

i. **সঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার (Cumulative Preference Share):** যদি কোনো বছর কোম্পানির মুনাফা অর্জিত না হয় তাহলে কোম্পানি তাদের লভ্যাংশ প্রদানে ব্যর্থ হয় । তবে তাদের অপরিশোধিত লভ্যাংশ বকেয়া রেখে পরে যখন কোম্পানি মুনাফা অর্জিত হয় তখন বর্তমান লভ্যাংশের সাথে পূর্বের অপরিশোধিত বকেয়া লভ্যাংশ পরিশোধ করে দেয়া হয়। অপরিশোধিত লভ্যাংশ কোম্পানির কাছ পাওনা হতে থাকে এবং মুনাফা অর্জিত হলে কোম্পানি তা প্রদান করে। এ ধরনের শেয়ারকে সঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার বলা হয়ে থাকে।

ii. **অসঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার (Non-Cumulative Preference Share):** এ শ্রেণীর শেয়ার মালিকগণ কেবলমাত্র যে বছর কোম্পানির মুনাফা অর্জিত হয় সে বছরই লভ্যাংশ পাবার অধিকারী হয়। যদি কোনো বছর কোম্পানির মুনাফা অর্জিত না হয় তাহলে তারা কোম্পানির কাছে ঐ বছরের মুনাফা দাবি করতে পারে না এবং এরূপ মুনাফা কোম্পানির কাছে তাদের পাওনা হয় না। এ কারণে এরূপ শেয়ারকে অসঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার বলে।

iii. **পরিশোধ্য অগ্রাধিকার শেয়ার (Redeemable Preference Share):** যে অগ্রাধিকার শেয়ারের মূল্য একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে শেয়ার মালিকদের ফেরত দেয়া হয় তাকে পরিশোধ্য অগ্রাধিকার শেয়ার বলে। এরূপ শেয়ার কেবল পরিমেল নিয়মাবলির অনুমোদনক্রমে কোম্পানি আইনের শর্ত অনুযায়ী বিক্রয় করা চলে। এটি মূলত শেয়ার ও ঋণপত্রের মিশ্রিত এক বিশেষ ধরনের শেয়ার।

iv. **অপরিশোধ্য অগ্রাধিকার শেয়ার (Irredeemable Preference Share):** যে অগ্রাধিকার শেয়ারের মূল্য কোম্পানির বিলোপ সাধনের পূর্বে ফেরৎ পাওয়া যায় না তাকে অপরিশোধ্য শেয়ার বলে।

v. **অংশগ্রহণকারী অগ্রাধিকার শেয়ার (Participating Preference Share):** যে অগ্রাধিকার শেয়ারের মালিকগণ মুনাফা হতে প্রথমত নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ প্রাপ্ত হলেও পরবর্তীতে সাধারণ শেয়ার মালিকদের মধ্যে লভ্যাংশ বণ্টনের সময় পুনরায় তার অংশ পায় তাকে অংশগ্রহনকারী অগ্রাধিকার শেয়ার বা পার্টিসিপেটিং শেয়ার বলে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

vi. অংশ না গ্রহণকারী অগ্রাধিকার শেয়ার (Non-Participating Preference Share): যে জাতীয় শেয়ারের মলিকগণ মুনাফা হতে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পায় কিন্তু সাধারণ শেয়ার মালিকদের মাধ্যে লভ্যাংশ বণ্টনের সময় পুনরায় অংশ পায় না তাকে অংশ না গ্রহণকারী অগ্রাধিকার শেয়ার বা নন পার্টিসিপেটিং শেয়ার বলে।

vii. পরিবর্তনযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ার (Convertible Preference Share): শেয়ার বিক্রয়ের শর্ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ান্তে যে অগ্রাধিকার শেয়ারকে সাধারণ শেয়ারে রূপান্তরের সুযোগ দেয়া হয় তাকে পরিবর্তনযোগ্য শেয়ার বলে।

viii. অপরিবর্তনযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ার (Non-Convertible Preference Share): যে অগ্রাধিকার শেয়ারকে কখনই সাধারণ শেয়ারে রূপান্তরিত করা যায় না তাকে অপরিবর্তনযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ার বলে।

৩. **বিলম্বিত শেয়ার (Deferred Share):** অগ্রাধিকার শেয়ার ও সাধারণ শেয়ার মালিকদের মধ্যে লভ্যাংশ বণ্টনের পর এ শ্রেণীর শেয়ার মালিকদের মধ্যে লভ্যাংশ বণ্টন করা হয়। আবার কোম্পানির বিলোপ সাধনের ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত দুই শ্রেণীর শেয়ার মালিকদের মূলধনের অর্থ প্রত্যার্পণ করার পর যদি মূলধনের বা সম্পত্তির কোনো উদ্বৃত্ত থাকে তাহলে তাদের দাবি মেটানো হয়। কাজেই কোম্পানির লভ্যাংশ বণ্টন বা মূলধন প্রত্যর্পণের বিষয়ে এরা সর্বশেষ দাবিদার বা অধিকারভোগী। কোম্পানির প্রবর্তক বা উদ্যোক্তারাই এ শ্রেণীর শেয়ারের মালিক হয়। এ ধরনের শেয়ারকে প্রবর্তকের শেয়ার বা Founder's Share বলে।

৪. **বিশেষ/অন্যান্য শেয়ার (Special/Other Share):** সাধারণভাবে উপরে বর্ণিত তিন ধরনের শেয়ার দেখা যায়। তবে অনেক সময় কোম্পানিকে উপরের শেয়ারগুলো ছাড়াও বিভিন্ন নামে শেয়ার বণ্টন করতে দেখা যায়। বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টিতে এ শেয়ারগুলো সাধারণ শেয়ার।

নিম্নে তিন ধরনের বিশেষ শেয়ারের বর্ণনা দেয়া হলো—

ক. **অধিবৃত্তি/বোনাস শেয়ার (Bonus Share):** কখনও কখনও কোম্পানি অর্জিত মুনাফার কিছু কিছু অংশ সদস্যদের মধ্যে বণ্টন না করে কোম্পানির উন্নয়নের জন্য সংরক্ষিত তহবিলে তা জমা রাখে। তহবিলে রক্ষিত এই অবণ্টিত মুনাফা থেকে সৃষ্ট লভ্যাংশ পরবর্তীতে শেয়ার মালিকগণকে নগদে প্রদান না করে ঐ লভ্যাংশের বদলে কোম্পানি শেয়ার ইস্যু করে। নগদ লভ্যাংশের বদলে যে শেয়ার ইস্যু বা প্রদান করা হয় সেই শেয়ারকে অধিবৃত্তি বা বোনাস শেয়ার বলে। এ শেয়ারকে বিশেষ ধরনের শেয়ার বলা হলেও এ শেয়ার সাধারণ শেয়ারের অন্তর্গত। বোনাস শেয়ারের আংকিক মূল্য নগদে শেয়ার মালিকগণকে না দিয়ে তা সংরক্ষিত তহবিল থেকে মূলধন তহবিলে রূপান্তর করা হয়।

খ. **অধিকার বা রাইট শেয়ার (Right Share):** প্রয়োজনের তাগিদে অধিকতর মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কোম্পানি আবার নতুন করে শেয়ার বাজারে ছাড়ার সময় বর্তমান শেয়ার মালিকদেরকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। বর্তমান (existing) শেয়ার মালিকগণ তাদের অধিকারভুক্ত পূর্বে ক্রীত শেয়ারের অনুপাতে নতুন শেয়ার ক্রয়ের অধিকারী হয়। অধিকার প্রাপ্ত এ নতুন শেয়ারকে রাইট শেয়ার বলে। মনে করা

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

যাক, কোম্পানি সিদ্ধান্ত নিল যে, তারা ২:১ অনুপাতে রাইট শেয়ার ইস্যু করবে। অর্থাৎ যার পুরাতন ২টি শেয়ার আছে সে ১টি নতুন শেয়ার ক্রয়ের রাইট শেয়ার হিসেবে পাবে। রাইট শেয়ারও কোনো পৃথক ধরনের শেয়ার নয়। এটি সাধারণ বা অগ্রাধিকার শেয়ার হতে পারে।

গ. **অনির্ধারিত মূল্য বা অনাঙ্কিক মূল্যের শেয়ার (No-par value Shares):** যে শেয়ারের কোনো আঙ্কিক মূল্য পূর্ব হতে নির্দিষ্ট থাকে না, বছর শেষে হিসাব–নিকাশের পর মোট সম্পদ হতে মোট অন্যান্য দায়ের পরিমাণ বাদ দিয়ে শেয়ারের মূল্যমান নিরূপণ করা হয়, তাকে অনাঙ্কিক মূল্যের শেয়ার বলে। আমাদের দেশে এ ধরনের শেয়ারের প্রচলন নেই। আমেরিকায় এ ধরনের শেয়ার বেশি দেখা যায়। প্রবর্তক বা উদ্যোক্তাগণ এ শেয়ারের মালিক হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, কোম্পানি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ধরনের শেয়ারের ব্যবহার ঘটায় শেয়ারহোল্ডারগণ তাদের প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী এসব শেয়ার ধারণ করেন। উপরের আলোচনায় বিভিন্ন ধরনের শেয়ার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

কর্মপত্র-৪

শেয়ারের শ্রেণিবিভাগ পর্যালোচনা করে তোমার কাছে কোন ধরনের শেয়ার সর্বোত্তম মনে হয় এবং কেন?
•   •   •   •   •

৫.১৬ ঋণপত্রের ধারণা
Concept of Debenture

ঋণপত্র হলো ঋণের দলিল। অর্থনৈতিকভাবে সংকটগ্রস্ত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির অর্থ সংগ্রহের অন্যতম হাতিয়ার এ ঋণপত্র। ঋণপত্রের মাধ্যমে কোম্পানি একদিকে অর্থ সংগ্রহ করে অন্যদিকে অর্থ প্রদানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট সময়ে সুদ প্রাপ্তির মাধ্যমে আয়ের বিষয় নিশ্চিত হয়। যারা ঋণপত্র ক্রয় করে তাদেরকে কোম্পানির পাওনাদার বলে।

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি স্বীয় সীলমোহরযুক্ত যে দলিলের সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট হারে প্রতিবছর সুদ প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে জনগণের নিকট থেকে ঋণ হিসেবে মূলধন সংগ্রহ করে তাকে ঋণপত্র বলে।

ঋণপত্রে কোম্পানির নামযুক্ত সীলমোহর থাকে। এর উপর প্রদেয় সুদ, জামিন, পরিশোধের সময় প্রভৃতি শর্তাবলির উল্লেখ থাকে। শেয়ারের মতো এরও একটি আঙ্কিক মূল্য থাকে। উল্লেখ্য যে,

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

কোম্পানি আইন অনুযায়ী পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি ঋণপত্র বিলি করে ঋণ সংগ্রহ করতে পারে। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি ঋণপত্র বিক্রি করতে পারে না।

ঋণপত্রের শ্রেণিবিভাগ

Classification of Debenture

ঋণপত্রকে ঋণের দলিল বলা হয়। কোম্পানির মূলধন গঠনের জন্য এ দলিলটি বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে। সুতরাং, ঋণপত্র বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। ঋণের জামানত, ঋণ পরিশোধের শর্ত, হস্তান্তর ও পরিবর্তনের সুযোগ, সুবিধা ইত্যাদির ভিত্তিতে ঋণপত্রকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। কোম্পানির ঋণ দাতারা সুযোগ এবং চাহিদা অনুযায়ী ঋণ প্রদান করে থাকে।

ঋণপত্রকে নিম্নোক্ত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—

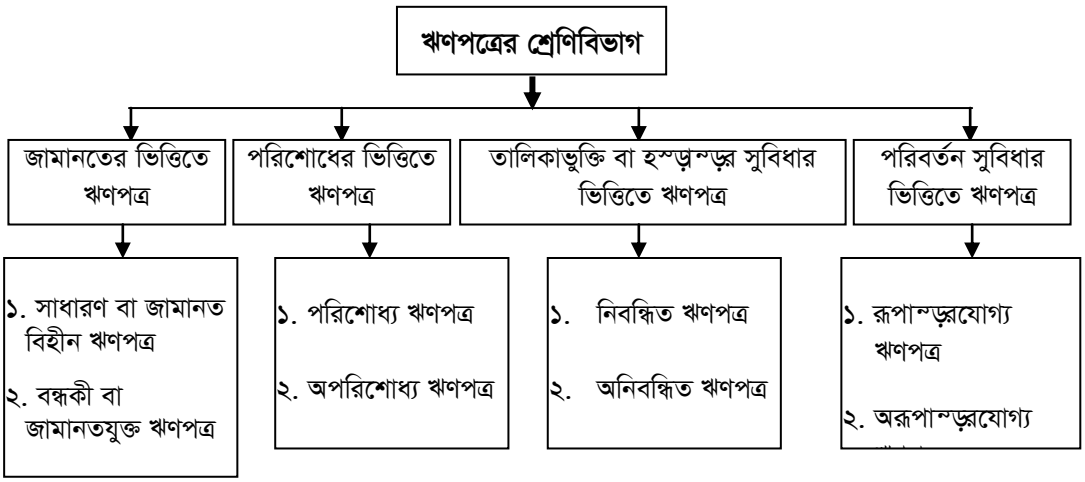

চিত্র: ঋণপত্রের শ্রেণিবিভাগ।

ক. জামানতের ভিত্তিতে ঋণপত্র

Classification on the Basis of Security

১. **সাধারণ বা জামানত বিহীন ঋণপত্র (Ordinary or Unsecured Debenture):** যে ঋণপত্র বিলি করতে কোম্পানিকে কোনো প্রকারের জামিন দিতে হয় না তাকে সাধারণ বা জামানত বিহীন ঋণপত্র বলে। এ জাতীয় ঋণপত্রে শুধু ঋণের টাকা ও সুদ প্রদানের প্রতিশ্রুতি থাকে। বাজারে কোম্পানির যথেষ্ট সুনাম থাকলে তার উপর ভিত্তি করে জনসাধারণ জামিন ছাড়াই এরূপ ঋণপত্র ক্রয় করে থাকে। সুনামই ক্রেতার কাছে জামানত হিসেবে কাজ করে। এরূপ ঋণপত্রের মালিকগণ কোম্পানির সাধারণ পাওনাদার বলে বিবেচিত হন।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

২. **বন্ধকী বা জামানতযুক্ত ঋণপত্র (Mortgage or Secured Debenture):** ব্যবসায়ের কোনো সম্পত্তি বন্ধক রেখে বা জামিন রেখে কোম্পানি যেসব ঋণপত্র ইস্যু করে, সেগুলোকে বন্ধকী ঋণপত্র বলা হয়। এতে কোম্পানির ঋণগ্রহীতাগণ ঋণের আসল ও সুদ পাওয়ার নিশ্চয়তা লাভ করে। এ জাতীয় ঋণপত্র বিলির ক্ষেত্রে কোম্পানিকে ঋণপত্রের জামানতকৃত সম্পদের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে নিবন্ধকের কাছে জানাতে হয়।

বন্ধকী/জামানতযুক্ত ঋণপত্রকে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যায়:

৩. **নির্দিষ্ট জামানত যুক্ত ঋণপত্র (Fixed Charge Debenture):** কোম্পানির বিশেষ সম্পদের উপর জামিন রেখে যে ঋণপত্র বিলি করা হয় তাকে বলে নির্দিষ্ট জামানতযুক্ত ঋণপত্র। এসব ক্ষেত্রে ঋণপত্রধারীদের অনুমতি ছাড়াই লেনদেন করে থাকে।

খ. পরিশোধের ভিত্তিতে ঋণপত্র

Classification on the Basis of Payment

১. **পরিশোধ্য ঋণপত্র (Redeemable Debenture):** নির্দিষ্ট সময় শেষে ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে সব ঋণপত্র কোম্পানি ইস্যু করে থাকে সেগুলোকে বলে পরিশোধ্য ঋণপত্র। সাধারণভাবে ঋণপত্রে উল্লেখিত শর্তানুসারে এরূপ ঋণের টাকা পরিশোধ করতে হয়।

২. **অপরিশোধ্য ঋণপত্র (Irredeemable Debenture):** যে ঋণপত্রের টাকা পরিশোধের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ থাকে না এবং ঋণপত্রধারিগণ তাদের প্রদত্ত অর্থ দাবি করতে পারে না তাকে অপরিশোধ্য ঋণপত্র বলে। এরূপ ঋণপত্রকে চিরস্থায়ী ঋণপত্র বলে।

গ. তালিকাভুক্তি বা হস্তান্তর সুবিধার ভিত্তিতে ঋণপত্র

Classification on the basis of Registration

১. **নিবন্ধিত ঋণপত্র (Registered Debenture):** যে ঋণপত্রে ক্রেতার নাম কোম্পানির বইতে লিপিবদ্ধ থাকে তাকে নিবন্ধিত ঋণপত্র বলে। এ ধরনের নিবন্ধন পত্রে ক্রেতার নাম, ক্রমিক নম্বরসহ উল্লেখ থাকে। হস্তান্তর দলিল সম্প্রদান করে এ ধরনের ঋণপত্রের ধারক সংশ্লিষ্ট ঋণপত্র কোম্পানিকে জানিয়ে বিক্রি করতে পারে।

২. **অনিবন্ধিত ঋণপত্র (Un-Registered Debenture):** যে ঋণপত্রে ক্রেতার নাম এবং এর বিলিকারী কোম্পানির বইতে লিপিবদ্ধ থাকে না তাকে অনিবন্ধিত ঋণপত্র বলে। এ ঋণপত্রে ক্রেতার নাম ও ক্রমিক নম্বর উল্লেখ থাকে না। এ ধরনের ঋণপত্র হস্তান্তরের জন্য কোনো আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয় না।

ঘ. পরিবর্তন সুবিধার ভিত্তিতে ঋণপত্র

Classification on the basis of conversion

১. **রূপান্তরযোগ্য ঋণপত্র (Convertible Debenture):** শর্তানুসারে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে ঋণপত্রের মালিকগণ ইচ্ছা করলে তাদের ঋণপত্রকে শেয়ারে রূপান্তর করতে পারে। এ ধরনের ঋণপত্রকে পরিবর্তনীয় বা রূপান্তরযোগ্য ঋণপত্র বলে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

২. **অরূপান্তরযোগ্য ঋণপত্র (Unconvertible Debenture):** যে ঋণপত্রকে কখনই শেয়ারে রূপান্তর করা যায় না তাকে অরূপান্তরযোগ্য ঋণপত্র বলে। কেবল অর্থের মাধ্যমে এ ঋণপত্রের টাকা পরিশোধ করা হয়ে থাকে।

পরিশেষে বলা যায় যে, কোম্পানি জগতে বিভিন্ন ধরনের ঋণপত্রের ব্যবহার ব্যাপক। বিভিন্ন ধরনের ঋণপত্র কোম্পানির অর্থায়নে বিভিন্নভাবে অবদান রাখছে।

কর্মপত্র-৫

শেয়ার ও ঋণপত্র পর্যালোচনা করে শেয়ার ও ঋণপত্রের মধ্যে ৫টি পার্থক্য লিখ:

শেয়ার	ঋণপত্র
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•

৫.১৭ কোম্পানি সংগঠনের বিলোপসাধান
Dissolution/Winding up of the Company

বিলোপসাধন বলতে গুটিয়ে ফেলা বা বিলুপ্ত করা বা বন্ধ করে দেয়াকে বোঝায়। আর কোম্পানির বিলোপসাধন বলতে এর কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়াকে বোঝায়। যে পদ্ধতিতে কোম্পানির কার্যক্ষমতার অবসান ঘটে তাকে কোম্পানির বিলোপসাধন বলে।

কোম্পানি আইন-সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তার অধিকারী একটি স্বেচ্ছা সংগঠন। আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট বলে এর পরিসমাপ্তিও আইনের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের নিয়ম মোতাবেক কোম্পানির কার্যক্রম গুটিয়ে ফেলাকেই কোম্পানির বিলোপসাধন বলে।

আইনের বিধান পালনের মাধ্যমে কোম্পানির কার্যক্রম গুটিয়ে নেয়া যায়। আর এর মাধ্যমেই কোম্পানি হারায় তার অস্তিত্ব।

কোম্পানি বিলোপসাধন পদ্ধতি
Methods of Dissolution of the Company

কোম্পানি আইনের বিধান অনুযায়ী কোনো কোম্পানির কাজকর্ম গুটিয়ে নেয়ার পদ্ধতিকে কোম্পানির বিলোপসাধন বলে। ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ২৩৪(১) ধারায় কোম্পানির বিলোপসাধনের তিনটি পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে।

ক. আদালত কর্তৃক বাধ্যতামূলক বিলোপসাধন [২৩৪-১(ক) ধারা]: কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার, পাওনাদার বা কোম্পানির নিবন্ধকের আবেদনের প্রেক্ষিতে যে সব কারণে আদালত কর্তৃক বাধ্যতামূলক বিলোপসাধন হতে পারে, সেগুলো হলো–

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

১. বিশেষ সভায় শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক বিলোপ সাধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

২. নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিধিবদ্ধ সভা অনুষ্ঠান ও নিবন্ধকের নিকট বিধিবদ্ধ বিবরণী পেশে ব্যর্থতা;

৩. নিবন্ধনের এক বছর সময়ের মধ্যে কার্যারম্ভে ব্যর্থতা;

৪. যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত এক বছর সময়ের বেশি কার্যক্রম বন্ধ থাকা;

৫. আইন মোতাবেক কোম্পানিতে ন্যূনতম সংখ্যক সদস্য না থাকা;

৬. কোম্পানির পাঁচ হাজার টাকা বা তার চেয়ে বেশি পরিমাণ ঋণ পরিশোধে ব্যর্থতা;

উল্লেখিত যেকোনো কারণে আদালত অবসায়নের সিদ্ধান্ত নিয়ে একজন লিকুইডিটর নিয়োগ করতে পারেন, যিনি কোম্পানির সব সম্পত্তি হতে প্রথমে তৃতীয় পক্ষের দেনা পরিশোধ করে কিছু থাকলে শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বণ্টন করেন।

খ. স্বেচ্ছায় বিলোপসাধন [২৩৪-১(খ) ধারা]:

কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার বা পাওনাদারগণ ইচ্ছে করলে নিজেরাই কোম্পানির অবসায়ন ঘটাতে পারেন। সে ক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডার ও পাওনাদারগণ পারস্পরিক যোগাযোগের ভিত্তিতে আদালতের সাহায্য ছাড়াই স্বেচ্ছায় বিলোপসাধন ঘটাতে পারেন।

যেসব কারণে কোম্পানির স্বেচ্ছায় বিলোপসাধন ঘটাতে পারে তা হলো [২৯০(১) ধারা] :

i. বিশেষ সভায় শেয়ারহোল্ডারগণ ও পাওনাদারবৃন্দের বিলোপসাধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

ii. কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে ও সময়ের জন্য কোম্পানি গঠিত হয়ে তা সম্পন্ন হলে;

iii. কোম্পানি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লে এবং পরিশোধে অক্ষম হলে;

iv. কোম্পানি পরিচালনা অলাভজনক হলে ইত্যাদি।

গ. আদালতের তত্ত্বাবধানে বিলোপসাধন ২৩৪-১(গ) ধারা:

কোম্পানির স্বেচ্ছামূলক বিলোপসাধনের ক্ষেত্রে যেকোনো পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালতের তত্ত্বাবধানে বিলোপসাধন ঘটতে পারে। যেসব কারণে এরূপ বিলোপসাধন ঘটে। সেসব হলো :

i. শেয়ার মালিক বা পাওনাদারদের প্রতারণার উদ্দেশ্যে বিলোপ সাধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে;

ii. কোম্পানির সম্পদ সংগ্রহ ও বিক্রয়ে অনিয়ম হলে; ইত্যাদি।

পরিশেষে বলা যায় যে, উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন পন্থায় কোম্পানির অবসান ঘটানো যায়। এগুলো ছাড়া যেকোনো যৌক্তিক কারণে আদালত যেকোনো কোম্পানির বিলোপ সাধন ঘটাতে পারে।

৫.১৮ বাংলাদেশে কোম্পানি সংগঠনের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা

The Present Condition and Future Prospects of Company in Bangladesh

প্রায় ১৫ কোটি মানুষের দেশ হওয়ায় এদেশের অভ্যন্তরীণ বাজার মোটামুটি বড়। তদুপরি সস্তা জনশক্তির কারণে এ দেশের অনেক বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠা প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এ দেশে বৃহদায়তন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি সংগঠন বিস্তার লাভ করতে পারে নি। এর পিছনে অন্তরায়সমূহ নিম্নরূপ–

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

১. **দক্ষ উদ্যোক্তার অভাব (Insufficiency of efficient entrepreneurs):** এ ধরনের ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তোলার জন্য একদল দক্ষ, অভিজ্ঞ ও আন্তরিক উদ্যোক্তা শ্রেণী আবশ্যক। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এ দেশে তার অভাব রয়েছে।

২. **দক্ষ ও পেশাদার ব্যবস্থাপকের অভাব (Insufficiency of shilled and professional managers):** কোম্পানি প্রতিষ্ঠানের বিশেষত বৃহদায়তন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির পরিচালনা পদ্ধতি জটিল হওয়ায় এর পরিচালনায় একদল দক্ষ ও পেশাদার ব্যবস্থাপকের প্রয়োজন পড়ে। বাংলাদেশে এ ধরনের ব্যবস্থাপকের যথেষ্ট অভাব লক্ষণীয়।

৩. **পরিচালকদের ইতিবাচক মনোভাবের অভাব (Lack of the positive mentality of directors):** আমাদের দেশের অনেক কোম্পানি পরিচালকের ব্যবসায় পরিচালনায় ইতিবাচক মনোভাবের যথেস্ট অভাব লক্ষণীয়। ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ না করা, শেয়ারের দাম বাড়িয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি মানসিকতা সবাইকে হতাশ করে।

৪. **পরিচালনা ব্যয়ের আধিক্য (Excess management expenses):** পরিচালকসহ এর উচ্চ পর্যায়ের অনেক ব্যবস্থাপকের মধ্যে অধিক ব্যয় করার হীন মানসিকতাও লক্ষণীয়। শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি দায়িত্ববোধের অভাব থেকে এ ধরনের মানসিকতার সৃষ্টি হয়, যা সবাইকে হতাশ করে।

৫. **শক্তি সম্পদের অভাব (Lack of energy):** বৃহদায়তন শিল্প কারখানা গড়ে তোলার জন্য বর্তমানকালে শক্তি সম্পদের প্রাচুর্যতা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাংলাদেশে গ্যাস ও বিদ্যুৎ খাতের দুরবস্থা এ ধরনের প্রতিষ্ঠান গঠনে উদ্যোক্তাদের নিরুৎসাহিত করে।

৬. **কার্যকর দৃষ্টান্তের অভাব (Absence of effective instance):** পৃথিবীর দেশে দেশে লক্ষণীয় যে, একটা উদ্যোক্তা গ্রুপ দেশে বৃহদায়তন শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দিয়েছে। যাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণে অন্যরা এগিয়ে এসেছে। কিন্তু আমাদের দেশে এই দৃষ্টান্তের বড়ই অভাব রয়েছে।

৭. **কার্যকর ব্যবসায় পরিবেশের অনুপস্থিতি (Absence of effective business environment):** আমাদের দুর্ভাগ্য হলো এই যে, দেশে ব্যবসায়ের কার্যকর কোনো পরিবেশ গড়ে ওঠেনি। পাট, চামড়া ইত্যাদি শিল্প এক সময় এগুলেও পরবর্তীতে তা স্থায়ী হয়নি। সরকারের জাতীয়করণ নীতিও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সফল হয়নি। চোরাকারবারীও এক সময় ব্যবসায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

৮. **শক্তিশালী শেয়ার বাজারের অনুপস্থিতি (Absence of sound share market):** যে কোনো দেশেই বৃহদায়তন কোম্পানি সংগঠন প্রতিষ্ঠায় শেয়ার বাজার নেতৃত্ব দেয়। এই বাজারের কারণে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগে আকৃষ্ট হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে শেয়ার বাজার ফটকাবাজদের অভায়ারণ্যে পরিণত হওয়ায় এর সুফল কোম্পানিগুলো পাচ্ছে না।

মোটকথা বাংলাদেশে কোম্পানি সংগঠন এগিয়ে নেওয়ার মত পরিবেশ কার্যত সৃষ্টি হয়নি। নানান প্রতিকূল পরিবেশ দূরীকরণে যাদের উদ্যোগী হওয়ার কথা তাদের ভূমিকাতে বিনিয়োগকারীর অসন্তুষ্ট। তাই নানান প্রতিশ্রুতি আর কথার ফুলঝুরি দিয়ে এ সমস্যার সমাধান হবে না।

৫.১৯ সাম্প্রতিক ব্যবসায়

Recent Business

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

বায়িং হাউজ ব্যবসায় (Buying House Business):

বর্তমানে দেশে পোশাক তৈরী শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। বিদেশ থেকে ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারনত সরাসরি কোনো তৈরী পোশাক শিল্পে প্রতিষ্ঠানের সংঙ্গে যোগাযোগ করে না। তারা পণ্য কিনতে তৃতীয় কোনো প্রতিষ্ঠানকে বেছে নেয়। দু'পক্ষের আলোচনার ভিত্তিতে তাদের মধ্যে চুক্তি হয়। চুক্তি মোতাবেক দেশীয় প্রতিষ্ঠানটি ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট ধরনের পণ্য সরবরাহ করার যাবতীয় দায়িত্বপালন করে। এই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোকেই বায়িং হাউজ ব্যবসায় বলে।

বায়িং হাউজ ব্যবসায় দিতে হলে লাগবে এ ব্যবসার বৈধ সনদ। এ জন্য প্রথমেই–

১. ট্রেড লাইসেন্স করে নিতে হবে।

২. BGMEA এর সদস্যপদ পেতে আবেদন করতে হবে।

আবেদনপত্রের সঙ্গে ট্রেড লাইসেন্সের কপি, মেমোরেন্ডাম অব আর্টিকেল বা অংশীদারি দলিলের কপি, পাসপোর্ট সাইজের দুই কপি ছবি, ভাড়ার চুক্তিপত্র বা ক্রয় দলিল, ট্যাক্স সার্টিফিকেটের কপি, বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রত্যয়নপত্র (যদি থাকে) বিনিয়োগ বোর্ডের ওয়ার্ক পার্মিট প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্যাডে স্বাক্ষর সহ জমা দিতে হবে। বায়িং হাউজের জন্য নিবন্ধন ফি ১৫ হাজার টাকা। এক বছরের সদস্য ফি ৮ হাজার টাকা। সব মিলিয়ে জমা দিতে হবে ২৩ হাজার টাকা। BGMEA এর নির্ধারিত ব্যাংক হিসাব নম্বরে এ টাকা জমা দিতে হবে। সদস্যপদ নবায়নের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে সহযোগী সদস্য হিসেবে একবছরের জন্য সনদ দেয়া হয়। ফলে এক বছর পর সনদ নবায়ন করে নিতে হবে।

বর্তমানে দেশে BGMEA এর সদস্যভুক্ত বায়িং হাউজের সংখ্যা ৯১১টি এবং BGBA এর ১৭৯টি। এ দুই সংগঠনের অন্তর্ভূক্ত নয় এমন বায়িং হাউজ রয়েছে প্রায় ৮ শত। অর্থাৎ সবমিলিয়ে দেশে বায়িং হাউজের সংখ্যা প্রায় ২ হাজার।

শেয়ারবাজার বা স্টক এক্সচেঞ্জ

Stock Exchange

স্টক এক্সচেঞ্জ একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শেয়ার বাজার সম্পর্কে ধারণা করতে হলে প্রথমেই জানতে হবে শেয়ার ও বাজার সম্পর্কে। অর্থাৎ–

DHAKA STOCK EXCHANGE LTD. ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ

CHITTAGONG STOCK EXCHANGE LTD.

- শেয়ার: শেয়ার হচ্ছে মুলধনের ক্ষুদ্রতম অংশ অথচ সমান একক।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

- বাজার: বাজার বলতে বুঝি কোনো নির্দিষ্ট স্থান বা জায়গা বা এলাকা। কিন্তু অর্থনীতির ভাষায় কোনো স্থানকে বাজার বলা হয় না। বাজার বলতে কোনো নির্দিষ্ট পণ্যকে বুঝায় যার ক্রয়-বিক্রয় নিয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতা হয় এবং দর কষাকষির মাধ্যমে নির্ধারিত দামে পণ্যটি ক্রয়-বিক্রয় হয় তাকে বুঝায়। যেমন- পাটের বাজার, শেয়ার বাজার ইত্যাদি।
- শেয়ার বাজার: উপরিউক্ত শেয়ার ও বাজারের সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে শেয়ারবাজার সম্পর্কে আমরা বলতে পারি যে, কোনো নির্দিষ্ট স্থানে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য শেয়ার ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয় এবং দর কষাকষির মাধ্যমে শেয়ারের দাম নির্ধারিত হয় তাকে শেয়ার বাজার বলে।

শেয়ার বাজার হচ্ছে এমন একটি সংগঠিত মাধ্যমিক বাজার যেখানে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি গুলো শেয়ার, স্টক বা সিকিউরিটি নির্ধারিত নিয়মে ক্রয়-বিক্রয় করার প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত থাকে।

ক্ষুদ্র ঋণ

Micro Credit

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে দক্ষ ব্যাংকিং ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু প্রায়ই বাণিজ্যিক ব্যাংক গুলো সমাজের গরিব শ্রেণীর মানুষকে ঋণ দিতে অপারগতা প্রকাশ করে। আর এই গরীব শ্রেণীর মানুষকে ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্যেই ক্ষুদ্র ঋণের উদ্ভব।

সাধারন অর্থে ক্ষুদ্র ঋণ বলতে বুঝায়, বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে সমাজের নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণীর মানুষকে অল্প পরিমাণ ঋণ প্রদান করাকে বুঝায়। ব্যাপক অর্থে ক্ষুদ্র ঋণ বলতে বুঝায়, সঞ্চয়, ঋণ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক পরিসেবা বা উৎপাদন, যার সামান্য পরিমাণে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষ, শহর বা শহরতলির মানুষদের অর্থনৈতিক এবং জীবন ধারনের মান উন্নয়নে সাহায্য করতে পারবে আর ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থা হল সেই সংস্থা যারা এই ধরনের অনুদান দিয়ে থাকে।

ক্ষুদ্র ঋণ ধারণাটি সর্বপ্রথম আনেন বাংলাদেশের নোবেল বিজয়ী ডঃ মোহাম্মদ ইউনুস। তিনি ১৯৭৬ সালে সর্ব প্রথম তার নিজ গ্রাম জুবরায় পরীক্ষামূলক ভাবে এই ঋণ চালু করেন। পরবর্তীতে এটির সাফল্যের কারণে ১৯৮৩ সালে তিনি গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ভাবে ক্ষুদ্র ঋণের প্রচলন শুরু হয়। তাই ক্ষুদ্র ঋণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে ৮০০ এর উপর ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে গ্রামীণ ব্যাংক ও ব্র্যাক বিশ্বব্যাপী পরিচিত। বিশ্বের অনেক দেশ ক্ষুদ্র ঋণকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করেছে। এজন্য জাতিসংঘ ২০০৫ সালকে আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্র ঋণের বছর হিসেবে ঘোষণা করেছিল।

বিকাশ

Bkash

bKash

a BRAC BANK company

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

বাংলাদেশের প্রথম স্বয়ংসম্পূর্ণ মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বিকাশ লিমিটেড ব্র্যাক ব্যাংকের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সম্প্রতি কার্যক্রম শুরু করেছে। মোবাইলের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবার বাইরে থাকা জনসাধারণের কাছে আর্থিক সেবা দেয়ার লক্ষ্য নিয়ে বিকাশ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিকাশের প্রধান সুবিধা হচ্ছে, এটি টাকা পাঠানোর জন্য নিরাপদ, সুবিধাজনক একটি মাধ্যম। ব্র্যাক ব্যাংক ও যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান মানি ইন মোশন এর যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিকাশের মাধ্যমে ব্র্যাক ব্যাংক কোডবদ্ধ ভিসা টেকনোলজি প্লাটফর্ম ব্যবহার করে, তাই এটি অনেক নিরাপদ।

বিকাশের মাধ্যমে একজন গ্রাহক অতি দ্রুত টাকা পাঠাতে পারে। এই জন্য বিকাশ পয়েন্টে গিয়ে যেখানে টাকা পাঠাতে চায় সেই মোবাইল নম্বর জানাতে হবে। তারপর বিকাশ পয়েন্ট থেকে ঐ ফোন নম্বরে মেসেজের মাধ্যমে টাকা পৌছে যাবে। মেসেজ পাওয়ার সাথে সাথে গ্রাহককে টাকা পরিশোধ করা হয়। এইজন্য অবশ্য নির্দিষ্ট হারে চার্জ দিতে হয়।

আউটসোর্সিং ব্যবসা

Outsourcing Business

আউটসোর্সিং তথা ফ্রিল্যান্সিং শব্দের মূল অর্থ হল মুক্ত পেশা। অর্থাৎ মুক্তভাবে কাজ করে আয় করার পেশা। ইন্টারনেট ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের কাজ করিয়ে নেয়। নিজ প্রতিষ্ঠানের বাইরে অন্য

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

কাউকে দিয়ে এসব কাজ করানোকে আউটসোর্সিং বলে। যারা আউটসোর্সিংয়ের কাজ করে দেন তাদেরকে ফ্রি-ল্যান্সার বলে।

আউটসোর্সিং ব্যবসায়ের কাজগুলো বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা থাকে। যেমন: ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, নেটওয়ার্কিং ও তথ্যব্যবস্থা, লেখা ও অনুবাদ, প্রশাসনিক সহায়তা, ডিজাইন ও মাল্টিমিডিয়া, গ্রাহকসেবা, বিক্রয় ও বিপণন, ব্যবসাসেবা ইত্যাদি। এইসকল কাজগুলি ইন্টারনেট ব্যবসায়ের মাধ্যমে করে দিতে পারলেই অনলাইনে আয় করা সম্ভব।

আউটসোর্সিং এর কাজ পাওয়া যায় এমন অনেক ওয়েবসাইট আছে। আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য কয়েকটি সাইট হলো- www.odesk.com, www.elance.com, www.vworker.com ইত্যাদি।

ডাটা এন্ট্রি ব্যবসা

Data Entry Business

ডাটা এন্ট্রি ব্যবসায় হল কম্পিউটারের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট ধরনের ডাটা এক স্থান/প্রোগ্রাম থেকে অন্য আরেকটি স্থান/প্রোগ্রাম এ প্রতিলিপি তৈরি করা।

ডাটা এন্ট্রি ব্যবসায়ে মূলত অনলাইন এবং অফলাইন ভিত্তিক দুটি উপায়ে কাজের সুযোগ রয়েছে। অনলাইন ভিত্তিক কাজে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরাসরি ডাটাসমূহ প্রদান করতে হবে এবং অফলাইনে প্রদানকৃত ডাটাসমূহ নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী সম্পাদন করতে হবে।

ডাটা এন্ট্রি ব্যবসায়ে প্রয়োজনীয় দক্ষতা—

ডাটা এন্ট্রি ব্যবসায়ে বিভিন্ন ধরনের দক্ষতার প্রয়োজন হয়:

i. দ্রুত টাইপ করার ক্ষমতা
ii. মাইক্রোসফট অফিসের উপর পরিপূর্ণ দখল
iii. ইংরেজিতে ভাল জ্ঞান
iv. ইন্টারনেটে সার্চ করার দক্ষতা
v. বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইট, ফোরাম, ওয়েব ডিরেক্টরি সম্পর্কে ভালো ধারনা

ডাটা এন্ট্রি ব্যবসায়ে বাংলাদেশের অবস্থান পূর্বের তুলনায় দিনদিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। উন্নত বিশ্বেও দেশগুলো তাদেও ডাটা-এন্ট্রির কাজগুলো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো থেকে করিয়ে নিচ্ছে। আমাদের দেশ যদি ডাটা-এন্ট্রির বিশ্ব বাজারে প্রবেশ করে তবে স্বল্প প্রশিক্ষণে প্রচুর কর্মসংস্থান এবং আয় করা যাবে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা।

কল সেন্টার (Call Center)

কল সেন্টার হচ্ছে টেলিকমিউনিকেশনের মাধ্যমে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। কল সেন্টারগুলো বিভিন্ন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে এসব কোম্পানির সুযোগ-সুবিধা, কার্যক্রম গ্রাহকদের টেলিকমিউনিকেশনের মাধ্যমে জানায়। অর্থাৎ, কোন কোম্পানি তার গ্রাহকসেবা সম্পর্কিত তথ্য জনসাধারনকে জানানোর জন্য অন্য একটি প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেয়। আর এই দায়িত্বপালনকারী প্রতিষ্ঠানই হচ্ছে কল সেন্টার।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

কল সেন্টারে কাজ হয় দুইভাবে। একটি ইন বাউন্ড কল এবং অন্যটি আউট বাউন্ড কল। ইন বাউন্ড কলের মাধ্যমে ভোক্তার নির্দিষ্ট কোম্পানি বিষয়ক যেকোন প্রশ্নের সমাধান বলে দেয়া হয়। আর আউট বাউন্ড কলের মাধ্যমে কোম্পানির পণ্য বা সেবা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট, পরামর্শ, ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট, হিসাব সংরক্ষণ, ডকুমেন্ট স্ক্যানিং, ই-পাবলিশিং ইত্যাদি কাজও কল সেন্টারের মাধ্যমে করা হয়। কল সেন্টারগুলো দেশি অথবা বিদেশি দু'ধরনের কোম্পানির হয়েই কাজ করে।

যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মানুষ পেশা নির্বাচনে চ্যালেঞ্জ নিচ্ছে। এমনি একটি নতুন পেশার ক্ষেত্র কল সেন্টার। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এজন্য প্রয়োজনীয় ট্রেনিং দেবার উদ্যোগও নিয়েছে। সম্ভাবনাময় এ পেশায় রয়েছে কাজের বিশাল সুযোগ।

কুরিয়ার সার্ভিস

Couriar Service

সরকারি ডাক বিভাগের পাশাপাশি বেসরকারি যে মাধ্যমের সাহায্যে দ্রুত ও বিশ্বস্ততার সাথে চিঠি পত্র ও মালামাল একস্থান হতে অন্যস্থানে প্রেরণ করা হয় তাকেই কুরিয়ার সার্ভিস বলে। মূলত ডাক বিভাগের ব্যর্থতা ও অপ্রতুলতার কারনেই এই ব্যবস্থার উদ্ভব।

ইংরেজি কুরিয়ার (Courier) শব্দের অর্থ দ্রুত বা সংবাদবাহক আর সার্ভিস শব্দের অর্থ হল সেবা। সুতরাং শাব্দিক অর্থে কুরিয়ার সার্ভিস বলতে সংবাদ আদান-প্রদানের বাহক হিসেবে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

বুঝায়। ব্যপকভাবে কুরিয়ার সার্ভিস বলতে ডাক বিভাগের পাশাপাশি বেসরকারি এমন প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যারা বাহক আইনের অধিনে চিঠি পত্র, দলিল দস্তাবেজ, জরুরি ডকুমেন্টস, বিভিন্ন মালামাল ও উপহার সামগ্রী ইত্যাদি বিশ্বস্ততার সাথে দ্রুতগতিতে প্রাপকের নিকট পৌঁছে দিয়ে থাকে।

১৯৬৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে DHL নামক একটি কুরিয়ার সার্ভিস যাত্রা শুরু করে। ক্যালিফোর্নিয়ার ৩ বন্ধু Adrin Dalsey Larry, Hilbolm ও Robert Lay মিলে দ্রুত সংবাদ ও তথ্য আদান-প্রদানের জন্য নামক কুরিয়ার সার্ভিস চালু করেন। তিন বন্ধুর নামের অদ্যাক্ষর নিয়ে গঠিত DHL নামক কুরিয়ারটি ছিল পৃথিবীর প্রথম কুরিয়ার। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে DHL নামক এ কুরিয়ারটি বর্তমানে নিজস্ব এয়ারপোর্ট ও বিমানের সহযোগিতায় প্রায় ১১৮টি দেশে সেবা প্রদান করে চলেছে। DHL এর সাথেই তাল মিলিয়ে চলছে আরেকটি আন্তর্জাতিক মানের কুরিয়ার সার্ভিস FedEx। উন্নত বিশ্বের ন্যায় এরপর বাংলাদেশেও DHL এবং FedEx কুরিয়ারের পাশাপাশি অন্যান্য বিভিন্ন কুরিয়ার যেমন কন্টিনেন্টাল, সুন্দরবন কুরিয়ার, বৈশাখী, পাইওনিয়ার, সেন্ট্রাল, ড্রিমল্যান্ড, ডলফিন, করতোয়া ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত দক্ষতা ও বিশ্বস্ততার সাথে তথ্য আদান-প্রদান করে চলেছে। বাংলাদেশের কুরিয়ারগুলো শুধু জেলা শহর, কিছু উন্নত যোগাযোগ সমৃদ্ধ থানায় তাদের কার্যক্রম সর্বোচ্চ ২৪ ঘন্টায় তথ্য পরিবেশন করে থাকে।

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য দুটি কুরিয়ার সার্ভিস—

সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস
Sundarban Courier Service

বাংলাদেশের প্রথম এবং দ্রুত কুরিয়ার সার্ভিস হচ্ছে সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস। বাংলাদেশ বিমান যখন তার এয়ার এক্সপ্রেস সার্ভিস বন্ধ করে দেয় তখন ১৯৮৩ সালে বেসরকারিভাবে সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠিত হয়। সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস হচ্ছে বাংলাদেশ কুরিয়ার সার্ভিস এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য। এর কেন্দ্রীয় অফিস ঢাকার মতিঝিলে অবস্থিত। এটি দেশ-বিদেশে বিভিন্ন স্থানে দ্রুত ও পার্সেল সার্ভিস প্রদান করে থাকে।

কন্টিনেন্টাল কুরিয়ার সার্ভিস
Continantal Courier Serive

কন্টিনেন্টাল সার্ভিস দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এবং দেশের বাইরে বিভিন্ন স্থানে মানুষের বিভিন্ন পার্সেল সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যে পৌঁছে দিয়ে থাকে। এটি কন্টিনেন্টাল গ্রুপের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৩ সালে এটি তার বাণিজ্যিক কার্যক্রম আরম্ভ করে। এর এজেন্সীর সংখ্যা ১৫,০০০ এবং সার্ভিস পয়েন্ট ৫০,০০০। কন্টিনেন্টাল কুরিয়ার সার্ভিসের মার্কেট শেয়ার এবং সেবার গুনাগুন অন্যান্য কোম্পানি থেকে ভিন্ন। তাই এটিকে কুরিয়ার সার্ভিসের অগ্রদূত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটির প্রধান অফিস ঢাকার আরামবাগে অবস্থিত।

সফটওয়্যার উন্নয়ন
Software Development

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

কম্পিউটার সফটওয়্যার বলতে একগুচ্ছ কম্পিউটার প্রোগ্রাম, কর্মপদ্ধতি ও ব্যবহার বিধিকে বোঝায়, যার সাহায্যে কম্পিউটারে কোন নির্দিষ্ট প্রকারের কাজ সম্পাদন করা যায়। সফটওয়্যার প্রধানত তিন প্রকার–

i. **সিস্টেম সফটওয়্যার:**

একটি কম্পিউটার সফটওয়্যার যা কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারকে পরিচালনা করার জন্য এবং এপ্লিকেশন সফটওয়্যারগুলোকে কাজ করার উপযোগী পরিবেশ প্রদানের জন্য তৈরী করা হয়েছে।

ii. **প্রোগ্রামিং সফটওয়্যার:**

এক ধরনের কম্পিউটার প্রোগ্রাম অথবা এ্যাপ্লিকেশন যা সফটওয়্যার উন্নয়নকারীরা ব্যবহার করে থাকেন কোন সফটওয়্যার তৈরী, ডিবাগ, নিয়ন্ত্রণ, রক্ষনাবেক্ষণ অথবা অন্য প্রোগ্রাম বা এপ্লিকেশনগুলোকে সহযোগিতা করতে।

iii. **এপ্লিকেশন সফটওয়্যার:**

এটি একটি কম্পিউটার সফটওয়্যার যেটা ব্যবহারকারীরা প্রয়োজন অনুযায়ী এবং নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনা (এক বা একাধিক) করতে ব্যবহারকারীকে সহায়তা করে থাকে। একে শুধু এপ্লিকেশন বা এপ (App) ডাকা হয়।

মোবাইল সার্ভিসিং
Mobile Servicing

বাংলাদেশে মোবাইল ফোনের ব্যবহার প্রথম দিকে শুধু ধনীদের ব্যবহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও বর্তমানে বিভিন্ন মোবাইল সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো কম মূল্যে সেবাদানের কারণে অতি দ্রুত হারে সবার হাতেই পৌছে যাচ্ছে মুঠোফোন বা মোবাইল। ধনী-গরিব নিজেদের সাধ্যানুযায়ী মোবাইল সেট ব্যবহার করছে। মোবাইল ফোন সেটটি ব্যবহারজনিত বিভিন্ন কারণে কিংবা অসাবধানতাবশত নষ্ট হতে পারে। এজন্য ঢাকা সহ সারা দেশে কয়েক হাজার মোবাইল সার্ভিসিং সেন্টার গড়ে উঠেছে। যার ফলে মোবাইল ফোনের সমস্যা নিয়ে দুঃশ্চিন্তা অনেকটাই কমে গেছে। ধীরে ধীরে মোবাইল সার্ভিসিং একটি পৃথক শিল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

নিজেকে স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলার একটি সফল উপায় হিসেবে স্বীকৃত হওয়ায় বর্তমানে বিভিন্ন স্থানে মোবাইল সার্ভিসিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট গড়ে উঠেছে। এসব প্রশিক্ষণ সেন্টারে মূলত যে কোন মোবাইলের হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার সংক্রান্ত সব ধরনের সমস্যা এবং সমাধানের উপায় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ কোর্স গুলোকে শর্ট কোর্স, ডিপ্লোমা এবং হায়ার ডিপ্লোমারূপে বিভক্ত করে একজন প্রশিক্ষণার্থীদের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করে। প্রতিষ্ঠানগুলো মোবাইলে ব্লু-টুথের মাধ্যমে রিং-টোন আদান-প্রদান, এমপিথ্রি, ভিডিও, ইমেজ ডাউনলোড, সফটওয়্যার ইনস্টলেশন, মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার ইনস্টলেশন, মোবাইলের আনলক, ডাটা কেবল সমস্যা এবং হার্ডওয়্যারের ক্ষেত্রে রেজিস্টার, ক্যাপাসিটার, ডায়েড ট্রান্সফর্ম, বিভিন্ন ধরনের সার্কিট ও সেগুলোর কানেকশন ডায়াগ্রাম, সিকিউরিটি কোড সহ বিভিন্ন ধরনের হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সংক্রান্ত জটিলতা নিয়ন্ত্রণে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান টেলিকম বাজারের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় পেশা হিসেবে মোবাইল টেকনিশিয়ানের পদটিকে মোটেও ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। মোবাইল সার্ভিসিং সেন্টারে ৩ থেকে ১০ জন মোবাইল টেকনিশিয়ানের চাকুরির সুযোগ রয়েছে। সে হিসেবে বাংলাদেশে দক্ষ মোবাইল টেকনিশিয়ানের চাকুরির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এছাড়া মোবাইল সার্ভিসিং ট্রেনিং নিয়ে যে কেউ স্বাধীন ব্যবসায় হিসেবে স্বল্প পুঁজিতে সার্ভিসিং সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে জীবনে সফলতা আনতে পারে। স্বাবলম্বী হতে হলে মোবাইল সার্ভিসিং সেন্টার স্থাপন করা সম্ভব হয় মাত্র ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা খরচ করার মাধ্যমে। দেশের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা সমাধানে মোবাইল সার্ভিসিং শিল্পের প্রসার বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে। সরকারি ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিভিন্ন উদ্যোগ যেমন মোবাইল ফোন সার্ভিসিং শিল্পকে আরও গতিশীল করে তুলতে পারে, ঠিক তেমনি এর মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে অসংখ্য বেকার তরুণ।

ফটোকপি

Photocopy

বর্তমান যুগকে বলা হয় যান্ত্রিক যুগ। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার থিউরি অনুযায়ী অফিস আদালতের কাজ এখন আর কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে করতে হবে না বরং নির্দেশ অনুযায়ী যন্ত্রই সমস্ত কাজ করে দিবে। আজকাল তাই অফিসের দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পাদনে বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় যে সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় ফটোকপি বা ফটোস্ট্যাট যন্ত্রটি তাদের অন্যতম।

ইংরেজি Photocopier বা Photostat শব্দে Photo শব্দের অর্থ আলোকচিত্র আর stat শব্দের অর্থ অবস্থা। অর্থাৎ ফটোস্ট্যাট শব্দ দ্বারা কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের আলোকচিত্রগত অবস্থাকে বুঝায়। অফিসে প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের চিঠিপত্র, রেকর্ডপত্র, প্রতিবেদন, বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি, দলিলপত্র, প্রমানপত্র, ক্যাশমেমো ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। একটা নির্দিষ্ট সময়ে ব্যবহৃত ঐ সকল কাগজপত্রের হুবহু নকল কপির প্রয়োজন হয়। সুতরাং যে মেশিন বা যন্ত্র দ্বারা ব্যক্তিগত বা অফিস আদালতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের কাগজ প্রত্রের হুবহু অনুলিপি আলোকচিত্রের সাহায্যে প্রস্তুত করা হয় তাকে ফটোকপিয়ার বা ফটোস্ট্যাট মেশিন বলে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

এ মেশিনের সুবাদে আজকাল অনেক ধরনের জালিয়াতি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি অফিস আদালতের কাজ কর্মেও এসেছে গতিশীলতা। ফটোকপিয়ার যন্ত্রের সাহায্যে অল্প সময়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের হুবহু প্রতিলিপি প্রস্তুত করা যায়। বিভিন্ন ধরনের ফটোকপি মেশিন বাজারে পাওয়া যায়। কিছু যন্ত্র আছে যার দ্বারা কপির সাইজ ইচ্ছামত ছোট বড় করা যায় আবার কিছু যন্ত্র আছে যার দ্বারা রঙিন ফটোকপি করা যায়। অতি সম্প্রতি জাপান স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র আবিষ্কার করেছে যা ব্যবহারকারী ছাড়া নিজে-নিজেই কপির পৃষ্ঠা উল্টাতে সক্ষম।

কম্পিউটার
Computer

আধুনিক বিজ্ঞানের সব আশ্চর্যতম আবিষ্কারের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হচ্ছে কম্পিউটার যা মানুষের জীবনধারাকে প্রতিনিয়ত পাল্টে দিচ্ছে।

আধুনিক বিশ্বে কম্পিউটারের গুরুত্ব অপরিসীম। কম্পিউটারের দ্রুত বিকাশ ও ব্যবহার সভ্যতা ও সামাজিক জীবনে নিয়ে আসছে ব্যাপক পরিবর্তন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার অনেক সুফল বয়ে আনছে। উৎপাদনমুখী উন্নয়ন হচ্ছে ত্বরান্বিত, তথ্য প্রক্রিয়াকরণে ঘটছে নতুন ধারার প্রবর্তন, গতিশীলতা বাড়ছে সর্বক্ষেত্রে। কম্পিউটার এখন অফিস-আদালত, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও গবেষণার দেয়ালে আবদ্ধ নেই। এখন ব্যাপকভাবে গৃহকোণেও ঠাঁই নিয়েছে। কম্পিউটার ছাড়া সভ্যতার অগ্রগতি ভাবাই যায় না। উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ, ব্যবসায়-বাণিজ্য, ব্যবস্থাপনা, প্রকাশনা, শিক্ষা, গবেষণা, চিকিৎসা, যোগাযোগ, শিল্প, বিনোদন, সংস্কৃতি থেকে শুরু করে সমাজের সর্ব ক্ষেত্রেই ব্যাপকভাবে কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে।

মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কম্পিউটারের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যক্তিগত কাজে আর সামাজিক কাজে কম্পিউটারের ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে পরেছে। যেমন ব্যক্তিগত আনন্দ-বেদনা ইত্যাদি শেয়ার করার জন্য কম্পিউটার নির্ভর বিনোদন ব্যবস্থা, লেখালেখি করা ও যোগাযোগের জন্য সহজলভ্য ও সুলভ মাধ্যম তৈরি করে দিয়েছে কম্পিউটার। মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার, ইন্টারনেট নির্ভর চ্যাটিং ব্যবস্থা সামাজিক সম্পর্ক বিকাশের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কম্পিউটারের ব্যবহার দিন দিন এত বিস্তৃত হচ্ছে যে, ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবনের যে কোন কর্মকান্ডে এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

মানিগ্রাম
Money gram

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

মানিগ্রাম বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ অর্থ স্থানান্তরের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। এটি বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত। এটি বিশ্বব্যাপি প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে এবং বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং গ্রাহকদেরকে সেবা প্রদান করে থাকে। এটি প্রায় ২,৭৫,০০০ প্রতিনিধির মাধ্যমে বিশ্বের প্রায় ১৯৭ টি দেশে তার সেবা প্রদান করে থাকে। মানিগ্রামের সেবা, ব্যবসায়ীদের দক্ষ এবং অল্প ব্যয়ে ব্যবসায় পরিচালনা করতে সহায়তা করে। কোম্পানিটির ৮২% মালিকানা হচ্ছে THL এবং Goldman Sachs এর; যার মধ্যে THL এর ৫৩% এবং Goldman Sachs এর ২৯%। মানিগ্রামে বর্তমানে প্রায় ২৬০০ কর্মী নিয়োজিত রয়েছে। ২০০৯ সালে কোম্পানিটি প্রায় ১.১৭ বিলিয়ন ডলার আয় করে। ২০১২ সালের ৯ই নভেম্বর এটি মানিলন্ডারিং আইনে স্বাক্ষর করে।

মানিগ্রামের উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ:

i. **মানিগ্রাম অর্থ স্থানান্তর:** মানিগ্রাম বিশ্বব্যাপি থার্ড পার্টি এজেন্ট এর মাধ্যমে ভোক্তাদের অর্থ গ্রহণ ও স্থানান্তরে সহায়তা করে থাকে। ক্যাশ টু ক্যাশ ছাড়াও এটি সরাসরি ব্যাংক হিসাবে, এটিএম এর মাধ্যমে, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে, কিয়োশকস (Kiosks) এর মাধ্যমে, ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে অর্থ আদান-প্রদানে সহায়তা করে থাকে।

ii. **মানিগ্রাম বিল পরিশোধ সেবা:** মানিগ্রাম তার বিল পরিশোধ সেবার মাধ্যমে ভোক্তাদের বিভিন্ন জরুরী বিল ও নিয়মিত বিল পরিশোধ করে থাকে। এটি বিভিন্ন ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক রাখে।

মার্চেন্টডাইজিং
Merchandising

যারা গার্মেন্টস ব্যবসায়ের সাথে জড়িত তাদের কাছে মার্চেন্টডাইজিং শব্দটি অতি পরিচিত। মার্চেন্টডাইজিং শব্দটি আসছে মার্চেন্টডাইজ শব্দ হতে। মার্চেন্টডাইজ শব্দের অর্থ পণ্যদ্রব্যকে বুঝায় যেগুলো কেনা বা বেচা হয়। মার্চেন্টডাইজ সেই সকল কার্যাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত যা পণ্যদ্রব্য খুচরা ভোক্তাদের নিকট বিক্রয়ে অবদান রাখে। মার্চেন্টডাইজিং বলতে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পণ্য দ্রব্য প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে এবং ঐ পণ্যগুলো এমন ভাবে উপস্থাপন করে যা ক্রেতাদেরকে ঐ পণ্যগুলো কিনতে উৎসাহিত করে।

বাংলাদেশে মার্চেন্টডাইজিং ব্যবসায়ের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। বর্তমানে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি মার্চেন্টডাইজিংকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছে।

মার্চেন্টডাইজিং এর ভূমিকা—

* বিভিন্ন উৎপাদনকারী ইউনিট এর সাথে যোগাযোগ করে।
* ক্রেতাদেরকে নমুনা সরবরাহ করে।
* ক্রেতাদের নিকট হতে অনুমোদন নেয়।
* ফেব্রিক্স ক্রয় করে।
* আর্থিক তদন্ত সম্পাদন করে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

* জাহাজে পণ্য পৌঁছানো নিশ্চিত করে।
* ক্রেতা ও উৎপাদনকারীর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে।
* পণ্যের মান নিশ্চিত করে।
* বিদেশী ক্রয় ও বিক্রয়ে সহায়তা করে।
* নতুন ক্রেতা অনুসন্ধান করে।
* পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা কতজন ?

ক. ২ জন খ. ৭ জন

গ. ১০ জন ঘ. ২০ জন

২। বিনিয়োগকারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো ধরনের শেয়ার সর্বোত্তম?

ক. প্রবর্তকদের শেয়ার খ. অগ্রাধিকার শেয়ার

গ. সাধারণ শেয়ার ঘ. সঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

রিয়া কসমেটিকস লি. একটি সাবান উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক অবস্থা ভালো নয়, কিন্তু ২০% বাজার শেয়ার তাদের দখলে আছে। এমতাবস্থায় কেয়া কসমেটিকস লিমিটেড প্রতিষ্ঠানের ৫৫% শেয়ার কিনে নেয়।

৩। শেয়ার বিক্রি হয়ে যাওয়ার পর রিয়া কসমেটিকস কোন ধরনের কোম্পানিতে পরিণত হবে?

ক. হোল্ডিং কোম্পানি

খ. সাবসিডিয়ারী কোম্পানি

গ. বিশেষ কোম্পানি

ঘ. অসীম দায়বদ্ধ কোম্পানি

৪। কেয়া কসমেটিকস লিমিটেড-এর শেয়ার ক্রয় করার পিছনে প্রধান কারণ কি ছিল?

ক. আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন

খ. বাজার দখল করা

গ. একচেটিয়া বাজার প্রতিষ্ঠা করা

ঘ. জনগণের আস্থা বৃদ্ধি করা

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মি. আজিম ও তার পাঁচ বন্ধু একটি কোম্পানির মালিক ও পরিচালক। সম্প্রতি বাজারে শেয়ার বিক্রয়ের জন্যে তারা প্রতিষ্ঠানটির গঠনগত কাঠামো পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

৫। উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের কোম্পানি?

ক. পাবলিক লি: খ. প্রাইভেট লি:

গ. হোল্ডিং কোং ঘ. সাবসিডিয়ারী কোং

৬। বাজারে শেয়ার বিক্রয়ের জন্যে প্রতিষ্ঠানটিকে—

i. পরিমেল নিয়মাবলী পরিবর্তন করতে হবে

ii. স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হতে হবে

iii. সিকিউরিটি এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের অনুমোদন নিতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i,ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১। রানা 'XYZ'কোম্পানির ২,০০,০০০ শেয়ার ক্রয় করেছেন। 'XYZ'কোম্পানি পরবর্তীতে ব্যবসায় সম্প্রসারনে অধিকতর মূলধনের জন্য নতুন শেয়ার ইস্যু করতে চাচ্ছে। কিন্তু আইনগত বাধ্যবাধকতার কারণে পারছে না। অন্যদিকে রানা আরও ১,০০,০০০ শেয়ার ক্রয় করে কোম্পানি পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক। কিন্তু তার ক্রয়কৃত শেয়ারের প্রকৃতি অনুযায়ী সেটা সম্ভব নয়।

ক. স্মারকলিপি কী?

খ. কোম্পানির চিরন্তন অস্তিত্ব বলতে কী বুঝায়?

গ. রানা 'XYZ' কোম্পানির যে শেয়ার কিনেছিলেন তা কোন ধরনের শেয়ার? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'XYZ' কোম্পানি অধিকতর মূলধন সংগ্রহের জন্য কোন ধরনের শেয়ার ইস্যু করতে পারে? এর যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর।

২। সাহিন ৫০ জন সমমনা লোক নিয়ে ২০১১ সালের জুন মাসে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যথানিয়মে নিবন্ধন করেন। আইনের বাধ্যবাধকতা থাকায় তারা যথাযথ কর্তৃপক্ষ থেকে কাজ শুরু করার অনুমতিও গ্রহণ করে। কিন্তু ২০১২ সালের জুন মাসের মধ্যে তারা ব্যবসায়িক কাজ আরম্ভ করতে পারেনি।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

ক. পরিমেল নিয়মাবলি কী?
খ. বিবরন পত্র বলতে কী বুঝায়?
গ. উদ্দীপকের উল্লেখিত ব্যবসায়টি কোন ধরনের সংগঠন? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. ২০১২ সালের জুন মাসের পর প্রতিষ্ঠানটির পরিণতি কী হবে? যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়
সমবায় সমিতি
CO-OPERATIVE SOCIETY

"দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ"-এ চিন্তাধারা হতেই সমবায়ের জন্ম, সমবায় সংগঠন বা সমিতি হলো কতিপয় ব্যক্তির একটি স্বেচ্ছামূলক সংগঠন। এধরনের সংগঠনে সদস্যরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়ে থাকে। এটি এমন এক ধরনের ব্যবসায় সংগঠন যা মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে সৃষ্টি না হয়ে সদস্যদের পারস্পরিক কল্যাণার্থে সৃষ্টি হয়। সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে সমাজে পুঁজিপতিদের শোষণ হতে অপেক্ষাকৃত দূর্বল শ্রেণির মানুষদের কল্যাণ সাধন করা হয়।

এ অধ্যায় পাঠশেষে আমরা জানতে পারব–

- সমবায় সমিতির ধারণা ও ইতিহাস।
- সমবায় সমিতির বৈশিষ্ট্য।
- সমবায় সমিতির নীতিমালা।
- সমবায় সমিতির গঠন প্রণালি।
- সমবায় সমিতির প্রকারভেদ।
- বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতির অবদান মূল্যায়ন।
- সমবায় সমিতির মাধ্যমে ব্যবসায় করার পদ্ধতি।
- সমবায়ের উন্নয়নে বার্ড ও সমবায় একাডেমির কার্যক্রম ও অবদান।
- বাংলাদেশে সমবায় বিকাশে বিরাজমান সমস্যাগুলো চিহ্নিতকরণ।
- বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনের সমস্যা দূরীকরণের উপায়।
- সমবায়ের মাধ্যমে সফল হবার কাহিনী।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৬.০১ সমবায় সমিতির ধারণা

Concept of Co-operative Society

সপ্তদশ শতকের শেষভাগ থেকে সমবায় সংগঠনের ভাবনা দানা বাঁধলেও শিল্প বিপ্লবের শুরুর পর এ চিন্তা বাস্তবরূপ লাভ করে। ১৭৫২ সনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে সমবায় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। বৃটেনে আনুষ্ঠানিকভাবে সমবায় গঠিত হয় ১৮৪৪ সালে। এ সময়ে বৃটেনের রচডেল নামক স্থানের ২৮ জন তাঁতী মাত্র ২৮ পাউন্ড পুঁজি সহযোগে এ ধরনের ব্যবসায় গড়ে তোলে। এর পর সমবায় এক আন্দোলনে রূপ নেয় যার ঢেউ বাংলাদেশেও এসে লেগেছে। বাংলাদেশে সমবায় সমিতি বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে দুর্বল ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণের জন্য সমবায়ের যে উদ্দেশ্য তা বাস্তবায়নে সমষ্টিগতভাবে বহুসংখ্যক মানুষের সহযোগিতায় তা সহজেই করা সম্ভব হয়, এটাই সমবায়ের মূল কথা। অর্থাৎ মুনাফা অর্জন নয়–পারস্পারিক কল্যাণসাধনই এ সমবায়ের মূল লক্ষ্য।

৬.০২ সমবায় সমিতির বৈশিষ্ট্য

Features of Co-operative Society

সমবায় একটি আইন সৃষ্ট, অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ব্যবসায় সংগঠন। এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট পেশাজীবীরা উদ্দেশ্য অর্জনে উৎসাহ বা শক্তি পায়। এটি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য একটি সংগঠন। বাংলাদেশে সমবায় আইন-২০০১ অনুসারে সমবায় সংগঠন গঠিত ও পরিচালিত হয়। নিম্নে সমবায় সমিতির বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করা হলো–

- দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির কতিপয় লোক স্বেচ্ছায় মিলিত হয়ে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এরূপ সংগঠন গঠন করতে পারে। সমবায় আইন অনুসারে নিবন্ধকের নিকট এ ধরনের সমবায় প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন করতে হয়।
- শুধুমাত্র স্বেচ্ছাকৃতভাবে কতিপয় ব্যক্তি সমবায়ের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এধরনের প্রতিষ্ঠান গঠন করে, কোনো রকম বাধ্যবাধকতার স্থান এখানে নেই।
- ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ধনীদের দ্বারা দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি অর্থনৈতিক নিষ্পেষণের শিকার হয়। সমবায় শোষক শ্রেণির হাত থেকে শোষিতদের আত্মরক্ষার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

- সমবায় সমিতির প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ১০ টাকা বা তদুর্ধ মূল্যের হতে পারে।
- ব্যবসায়ের কোনো বিশেষ অংশে অর্থাৎ উৎপাদন, বণ্টন ইত্যাদিতে জড়িত হয়ে সম্মিলিতভাবে কার্য পরিচালনার মাধ্যমে সদস্যদের আর্থিক কল্যাণ সাধনই এরূপ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। মুনাফা অর্জন এর মূল উদ্দেশ্য নয়।
- সমবায় আইনানুসারে সমবায় সমিতি অবশ্যই নিবন্ধিত হতে হয়।
- সমবায়ের অর্জিত মুনাফার সবটুকু সদস্যদের মধ্যে বণ্টন হয় না। বাধ্যতামূলকভাবে এর ন্যূনতম ১৫% সংরক্ষিত তহবিলে এবং ৫% সমবায় উন্নয়ন তহবিলে চাঁদা হিসেবে সংরক্ষণ করে বাকি অংশ সাধারণ সভার সিদ্ধান্তক্রমে শেয়ার গ্রহীতাদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। [৩৪ (১) ধারা]
- বাংলাদেশে প্রচলিত ২০০১ সালের সমবায় সমিতি আইনের ৮(১ক) ধারা মোতাবেক প্রাথমিক সমবায় সমিতি গঠনের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২০ জন ব্যক্তি সদস্য এবং কেন্দ্রীয় ও জাতীয় সমিতির ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১০ টি সমবায় সমিতি সদস্য থাকতে হয়। সদস্য সংখ্যার সর্বোচ্চ সীমা আইনে বলা হয়নি ।
- সমবায় সমিতি আইন-সৃষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান। এর পৃথক আইনগত সত্তা ও পরিচিতি আছে। এটি নিজ নামে পরিচালিত।
- সমবায় সমিতির সদস্যদের নিকট থেকে মাসিক সঞ্চয়ের মাধ্যমে অথবা সদস্যদের মধ্যে শেয়ার বিক্রয় করে সমবায়ের প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করা হয়।
- সমবায় সমিতিতে প্রত্যেক সদস্যদের দায় তার ক্রয়কৃত শেয়ার মূল্য দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে।
- ২০০১ সনের সমবায় আইনের ১৫(২ক) ধারা অনুযায়ী একজন সদস্য সমিতির মোট মূলধনের এক-পঞ্চমাংশের (১/৫) বেশি শেয়ার ক্রয় করতে পারে না। কেননা বেশি শেয়ার ক্রয় করলে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, সমবায় সমিতি আইনের অধীন গঠিত, পরিচালিত, পৃথক সত্তা ও সীমিত দায় বিশিষ্ট একটি স্বেচ্ছা প্রণোদিত ব্যবসায় সংগঠন। এর সদস্যরা গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি অনুসরণে পরিচালিত হয় যার মূল লক্ষ্য হলো এর সদস্যদের আর্থিক কল্যাণ নিশ্চিত করা।

৬.০৩ সমবায় সমিতির নীতিমালা/আদর্শসমূহ
Principles of Co-operative Society

নীতিমালা শব্দটির ইংরেজি শব্দ হলো Principles একে guidence for action বলা যায়। সমবায় সংগঠনও কিছু নীতি বা আদর্শ মেনে চলে। একটি ভিন্নধর্মী ব্যবসায় সংগঠন হিসেবে সমবায় সংগঠন সমাজের মধ্য ও নিম্নবিত্ত, সম্পন্ন মানুষের নানান সীমাবদ্ধতা নিয়ে পারস্পারিক অর্থনৈতিক কল্যাণের লক্ষ্যে গঠিত ও পরিচালিত হয়। যেসব আদর্শ বা নীতিমালা মেনে সমবায় সমিতি পরিচালিত হয় সেগুলো নিম্নে বর্ণিত হলো–

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

১। **একতা (Unity):** একতাই বল। সমাজের দরিদ্র ব্যক্তি একতাবদ্ধ হলে ধনীর শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে অনায়াসে দাঁড়াতে পারে। একতাই মূলত সমবায়ের সাফল্যের মূল স্তম্ভ।

২। **সততা (Honesty):** সমবায় সমিতিতে সততা একান্ত প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানে সততা বিরাজমান হলে সদস্যদের মনে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করতে হলে সততা একান্ত অপরিহার্য।

৩। **স্বেচ্ছাকৃত মিলন (Voluntary Association):** সমবায় সমিতির সদস্যদের মধ্যে সর্বাধিক ব্যক্তি স্বাধীনতা দেয়া হয়। কোনো প্রকার হুমকি বা প্ররোচনা ছাড়া তারা সমবায়ের মাধ্যমে স্বেচ্ছায় মিলিত হতে পারে।

৪। **সহযোগিতা (Co-operation):** সহযোগিতা সমবায়ের একটি অন্যতম নীতি। পারস্পরিক কল্যাণের লক্ষ্যে সমবায়ের সদস্যদের মধ্যে 'দশে মিলে করি কাজ' অথবা 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে' এরূপ মনোভাব থাকা প্রয়োজন। কেননা একমাত্র সহযোগিতাই সাফল্য লাভের অন্যতম চাবিকাঠি।

৫। **গণতন্ত্র (Democracy):** সমবায় সমিতিতে সর্বদাই গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুসৃত হয়। এ সমিতির 'পরিচালক কমিটি' সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়। সিদ্ধান্তও ভোটের মাধ্যমে গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সদস্য স্বাধীনভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে।

৬। **সমঝোতা (Understanding):** সমবায়ের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সমঝোতা অপরিহার্য। কারণ ত্যাগের মনোভাব ছাড়া সমবায় সমিতি টিকে থাকতে পারে না। আর এজন্য প্রয়োজন পারস্পরিক সমঝোতা।

৭। **সাম্য (Equality):** সমবায় সমিতি সাম্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত। এর সদস্যরা সামাজিক, অর্থনৈতিক বা পারিবারিকভাবে যাই হোক না কেন সমবায়ের সদস্য হিসেবে তারা সবাই সমান সামাজিক মর্যাদার অধিকারী। নিজেদের মধ্যে এধরনের সাম্য প্রতিষ্ঠা করা না গেলে সমবায় সাফল্য লাভ করতে পারে না।

৮। **সেবা (Service):** সমবায়ের মূলকথা হলো 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'। একে অপরের সহযোগিতার ভিত্তিতে এ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই বলা যায়, প্রত্যেকের মধ্যে একটি সহযোগিতামূলক মনোভাব থাকা আবশ্যক।

৯। **নৈকট্য (Proximity):** সমবায় সমমনা ব্যক্তিবর্গের সংগঠন। তাই এর প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নৈকট্যের বিষয়টি বিবেচনা করতে হয়। সদস্যরা সমমনা না হলে প্রতিষ্ঠান চালাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত হতে হয়।

১০। **সম-ভোটাধিকার (Equal right of votes):** সম-ভোটাধিকার সমবায় সমিতির অন্যতম মূলনীতি। প্রতিষ্ঠানে যে যত বিনিয়োগ করুক না কেন সবার ভোটাধিকার সমান। এক্ষেত্রে সকলে একটি করে ভোট প্রদান করে কার্যকরী কমিটি নির্বাচন করে থাকেন।

১১। **নিরপেক্ষতা (Secularism):** সমবায়ের ক্ষেত্রে ধর্ম ও রাজনৈতিক মতাদর্শের নিরপেক্ষতা বজায় থাকে। ফলে ধর্ম ও রাজনৈতিক মত নির্বিশেষে সকলেই এর সদস্য হতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে, সমবায়ে সফলতা অর্জন করতে হলে উক্ত মূলনীতি বা আদর্শসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করা উচিত। এর অধিকাংশই একে অন্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত কার্যক্ষেত্রে এর সবগুলো সমানভাবে অনুসরণ করতে হয়। যে সমবায় উক্ত আদর্শসমূহ যত বেশি অনুসরণ করতে পারে বাস্তবে তার পক্ষেই তত সফলতা অর্জন সম্ভব হয়।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৬.০৪ সমবায় সমিতির গঠন প্রণালি

Formation Procedures of Co-operative Society

সমবায় সমিতি একটা আইন-সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তাবিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান। একাধিক ব্যক্তি নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এ সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে থাকে। বাংলাদেশের সমবায় সমিতিসমূহ "সমবায় সমিতি ২০০১" এবং "সমবায় বিধি ২০০৪" বলে গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। সমমনা ও সমস্বার্থবিশিষ্ট কমপক্ষে ১০ জন সদস্যকে সমিতি গঠনের জন্য সম্মত হতে হয় বয়স যাদের ১৮ বছর বা তার উর্ধ্বে।

নিম্নে এরূপ প্রতিষ্ঠান গঠনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পর্যায়ক্রমিক পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করা হলো :

সমবায় সমিতির গঠন ▶ উদ্যোগ গ্রহণ → নিবন্ধন → কার্যারম্ভ পর্যায়

চিত্র: সমবায় সমিতির গঠন প্রণালি।

১। **উদ্যোগ গ্রহণ পর্যায় (Stage of Taking Initiative):** সমবায় সমিতি গঠনের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে উদ্যোগ গ্রহণকারীদের উদ্যোক্তা হিসেবে অভিহিত করা হয়। একই এলাকার সমমনা, সমপেশা ও সমশ্রেণির কমপক্ষে ২০ (বিশ) জন উদ্যোক্তা সমিতি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। উদ্যোক্তাদেরকে অবশ্যই প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন অর্থাৎ চুক্তি সম্পাদনে যোগ্য হতে হবে। উদ্যোক্তারা প্রথমেই নিজেদের মধ্য হতে কমপক্ষে ছয় সদস্যবিশিষ্ট একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করে। ব্যবস্থাপনা কমিটির পদগুলো নিম্নরূপ–

i. চেয়ারম্যান – ১ জন
ii. ভাইস চেয়ারম্যান – ১ জন
iii. সেক্রেটারি – ১ জন
iv. সাধারণ সদস্য – ৩ জন

(তন্মধ্যে ১ জন কোষাধ্যক্ষ হতে পারে, সেক্ষেত্রে সাধারণ সদস্য হবে ২ জন)

এরূপ কমিটি সমবায় সমিতির নিবন্ধনসহ গঠন সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে থাকে। কমিটির প্রথম দায়িত্ব হলো একটি খসড়া উপবিধি (By-laws) তৈরি করা। উপবিধিতে প্রধানত নিম্নোক্ত বিষয়ের উল্লেখ থাকে–

ক. সমবায় সমিতির নাম (সসীম দায়সম্পন্ন সমিতির নামের শেষে সীমিত বা Ltd. শব্দের উল্লেখ থাকবে);
খ. ঠিকানা ও কার্য এলাকা;
গ. উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম;
ঘ. উদ্যোক্তাদের নাম, ঠিকানা ও পদবি;
ঙ. সদস্য অন্তর্ভুক্তি ও অব্যাহতির নিয়ম;
চ. মূলধনের পরিমাণ ও শ্রেণিবিভাগ;
ছ. শেয়ার মূল্য, শ্রেণিবিভাগ ও মোট শেয়ার সংখ্যা;
জ. শেয়ার বিক্রয় পদ্ধতি;
ঝ. সমিতি পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়ম-কানুন প্রভৃতি।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

উদ্যোক্তারা ইচ্ছা করলে এধরনের উপবিধি প্রস্তুত না করেও সমবায় বিভাগ হতে ছাপানো উপবিধি সংগ্রহ করে উক্ত উপবিধি মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। এ পর্যায়ে প্রস্তাবিত সমিতির জন্য সীলমোহর প্রস্তুত করা হয়।

২. **নিবন্ধন পর্যায় (Stage of Registration):** এ পর্যায়ে সমবায় সমিতি নিবন্ধনের উদ্যোগ নেয়া হয়। যে এলাকায় সমিতি স্থাপন করতে ইচ্ছুক সে এলাকায় সরকার নিযুক্ত সমবায় সমিতি নিবন্ধকের অফিস হতে নিবন্ধন ফরম সংগ্রহ করা হয়। নিবন্ধন ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে প্রয়োজনীয় দলিলপত্রাদি ও ফি সহ নিবন্ধকের নিকট জমা দেয়া হয়।

আবেদন ফরমের সাথে নিম্নোক্ত দলিলপত্র জমা দিতে হয়–

ক. সমিতির সদস্যদের স্বাক্ষরযুক্ত নাম ও ঠিকানা। এক্ষেত্রে ন্যূনতম ২০ (বিশ) জন প্রাপ্ত বয়স্ক সদস্যের নাম ও তারিখসহ স্বাক্ষর থাকতে হয়।

খ. উদ্যোক্তাদের স্বাক্ষরসহ উপবিধি–২ কপি

গ. সমিতির সিলমোহরের নমুনা–১ টি

ঘ. আবেদন ফরমটি আইনসম্মতভাবে পূরণ করা হয়েছে এবং এতে উল্লিখিত তথ্যসমূহ সঠিক-এমর্মে সেক্রেটারি ও উদ্যোক্তাদের ঘোষণাপত্র ১ কপি।

উল্লেখিত কাগজপত্র ও নির্ধারিত ফি পাওয়ার পর নিবন্ধক কাগজপত্রগুলো যাচাই-বাছাই করেন এবং এ বিষয়ে সন্তুষ্ট হলে আবেদনপত্র প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে তা মঞ্জুর করে নিবন্ধন পত্র ইস্যু করেন। ৬০ দিনের মধ্যে নিবন্ধনপত্র ইস্যু না করলে এবং আবেদন পত্র গৃহীত হলে নিবন্ধক নিবন্ধন সনদ হিসেবে নিবন্ধনপত্র ইস্যু করেন। এ পর্যায়ে নিবন্ধক সমিতির উপবিধির ৩ কপির প্রত্যেক পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর ও সীলযুক্ত করে ১ কপি নিবন্ধন অফিসে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে রাখেন এবং ২ কপি উদ্যোক্তাদের ফেরত দেন। উল্লেখ্য, আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর নিবন্ধক যদি দেখেন কোনো তথ্য বা কাগজপত্রের ঘাটতি রয়েছে তবে সেগুলো অনধিক ৩০ দিনের মধ্যে চেয়ে বা তদন্ত করে নিবন্ধনের উপযুক্ততা দেখা হয়। এভাবেই সমিতির নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে।

৩. **কার্যারম্ভ পর্যায় (Stage of Commencement):** নিবন্ধনের মাধ্যমে সমবায় সমিতি আইনানুগ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং সমিতির নাম ও সীলমোহর ব্যবহার করে উদ্যোক্তাগণ ও কমিটি সমিতির স্বাভাবিক কাজকর্ম পরিচালনা করতে পারে। এরপর সমিতির কর্মকাণ্ডে আর কোনো বাধা থাকে না।

পরিশেষে বলতে পারি যে, সমবায় সংগঠন সুনির্ধারিত সমবায়ের গঠনের নিয়ম মেনে গঠিত ও পরিচালিত হয়। একটি নিবন্ধিত ব্যবসায় সংগঠন হিসেবে সমবায় সংগঠনকে অবশ্যই এসব নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হয়।

৬.০৫ সমবায় সমিতির প্রকারভেদ
Types of Co-operative Society

সমবায় 'একতাই বল' বা 'দশে মিলে করি কাজ'-এ জাতীয় নীতিতে বিশ্বাস করে সংগঠিত হয়, অর্থাৎ সমাজের স্বল্প আয় বিশিষ্ট সাধারণ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক কল্যাণ ধর্মী যৌথ প্রচেষ্টার সংগঠন হচ্ছে সমবায় সংগঠন। বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ তাদের প্রয়োজন মেটাবার লক্ষ্যে নানাধর্মী সমবায় সংগঠন গড়ে তুলতে পারে। এ কারণে সমাজে বিচিত্রধর্মী সমবায় সংগঠন দেখতে পাওয়া যায়।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

নিম্নে একটি চিত্রসহ বিভিন্ন প্রকার সমবায় সংগঠনের বর্ণনা দেয়া হলো–

ক. সদস্যদের চাহিদা অনুসারে
According to the Demand of Members

১. উৎপাদক সমবায় সমিতি (Producers co-operative society)

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের মালিক ও উৎপাদকগণ বৃহদায়তন শিল্পগুলোর সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য তাদের স্বল্প অর্থকে একত্রিত করে যে সমবায় গঠন করে তাকে উৎপাদক সমবায় সমিতি বলে। কোনো এলাকায় কতিপয় শ্রমিক একত্রে মিলে কোনো উৎপাদন শুরু করলে বা কতিপয় ব্যক্তি সমবায়ের ভিত্তিতে কোনোরূপ উৎপাদন কাজের সাথে জড়িত হলে তা উৎপাদক সমবায় সমিতি নামে পরিচিত হবে। তাঁতিদের সমবায়, দুগ্ধ উৎপাদক সমবায়, কৃষক সমবায়, জেলে সমবায় ইত্যাদি এ জাতীয় সমবায় সমিতির উদাহরণ।

২. ভোক্তা সমবায় সমিতি
Consumers Co-operative Society

যখন কোনো বিশেষ পণ্যের বা কতিপয় পণ্যের ভোক্তাগণ মধ্যস্থব্যবসায়ীর মুনাফার শিকার না হয়ে ন্যায্য মূল্যে জিনিস কিনতে চান তখন তাদের চাহিদা পূরণে যে সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয় তাকে ভোক্তা সমবায় সমিতি বলে। এ সমবায় সমিতি উৎপাদনকারী, আমদানিকারক বা পাইকারের নিকট থেকে পাইকারি মূল্যে পণ্যসামগ্রী খরিদ করে সেসব পণ্য সদস্যবৃন্দ ও অন্যান্যের নিকট ন্যায্যমূল্যে বিক্রির ব্যবস্থা করে থাকে। ভোক্তা সমবায় সমিতিকে বণ্টনকারী সমবায় সমিতি নামেও অভিহিত করা হয়। শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠানের গেটে, বড় প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠানে, বড় হাউজিং কমপ্লেক্সের গেটে এর মালিকদের উদ্যোগে এধরনের সমবায় সমিতি গড়ে তোলা হতে পারে।

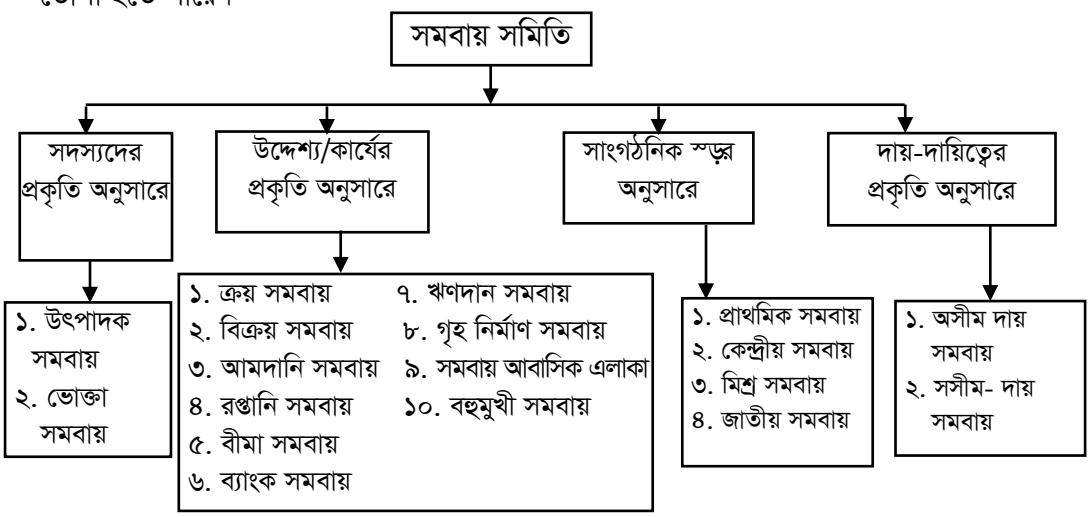

চিত্র: সমবায় সমিতির প্রকারভেদ।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

খ. উদ্দেশ্য/কার্যের প্রকৃতি অনুসারে

According to the objectives/nature of functions

১. **ক্রয় সমবায় সমিতি (Purchasing co-operative society):** বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ যদি সমবায় সমিতির মাধ্যমে সংঘবদ্ধ-হয়ে তাদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সংগ্রহের জন্য ক্রয় সুবিধা গ্রহণ করে তবে তাকে ক্রয় সমবায় সমিতি বলে।

২. **বিক্রয়/বিপণন সমবায় সমিতি (Marketing co-operative society):** ক্ষুদ্র উৎপাদক, কৃষক ইত্যাদি শ্রেণীর লোকজন তাদের পণ্যদ্রব্য বিক্রি, গুদামজাতকরণ, পরিবহণ ইত্যাদি ব্যাপারে পাইকারি সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে যদি কোনো সমবায় সংগঠন করে তবে বিক্রয় সমবায় সমিতি বলে।

৩. **আমদানি সমবায় সমিতি (Import co-operative society):** ক্ষুদ্র আমদানিকারকগণ তাদের নানাবিধ সুবিধা ও সরকারের কাছ থেকে দাবি আদায়ের নিমিত্তে যে সমবায় সমিতি গঠন করে তা আমদানি সমবায় সমিতি নামে পরিচিত।

৪. **রপ্তানি সমবায় সমিতি (Export co-operative society):** ক্ষুদ্র আমদানিকারকগণ রপ্তানি বিষয়ে পাইকারি সুবিধা, সম্মিলিত অভিজ্ঞতা ও সরকারের নিকট হতে দাবি আদায়ের নিমিত্তে যদি কোনো সমবায় সমিতি গঠন করে তাকে রপ্তানি সমবায় সমিতি বলা হবে।

৫. **বীমা সমবায় সমিতি (Insurance co-operative society):** নিজেদের বীমা নিজেরা সংঘবদ্ধভাবে করার জন্য কোনো জনগোষ্ঠী সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করলে তাকে বীমা সমবায় সমিতি বলা হয়।

৬. **ব্যাংক সমবায় সমিতি (Bank co-operative society):** ক্ষুদ্র আয়তনের ভিত্তিতে সদস্যদের নিকট হতে আমানত গ্রহণ ও তাদেরকে ঋণদানের জন্য যে সমবায় গড়ে ওঠে তাকে ব্যাংক সমবায় সমিতি বলা হয়।

৭. **ঋণদান সমবায় সমিতি (Credit co-operative society):** মহাজন বা ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের বদলে কম সুদে নিজেদের সঞ্চয় হতে ঋণ গ্রহণের জন্য যদি পেশাজীবীরা মিলিত হয়ে কোনো সমবায় গঠন করে তাকে ঋণদান সমবায় সমিতি হিসেবে অভিহিত করা হয়।

৮. **গৃহনির্মাণ সমবায় সমিতি (Housing co-operative society):** যদি মধ্যবিত্ত ও স্বল্পবিত্ত লোকেরা নিজেদের গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে কোনো সমবায় গড়ে তোলে তবে তাকেই গৃহ নির্মাণ সমবায় সমিতি বলা হয়।

৯. **সমবায় আবাসিক এলাকা (Co-operative housing society):** কোনো স্থানে আবাসিক প্লট খরিদের উদ্দেশ্যে যদি কোনো জনগোষ্ঠী একত্রিত হয় তবে তাকে সমবায় আবাসিক এলাকা বা আবাসিক এলাকাভিত্তিক সমবায় বলে।

১০. **বহুমুখী সমবায় সমিতি (Multi purpose co-operative society):** যখন কোনো সমবায় সমিতি বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায়িক কাজে লিপ্ত হয় তখন তাকে বহুমুখী সমিতি বলে। এরূপ সমবায় সমিতি ক্রয়, বিক্রয়, গৃহ নির্মাণ ঋণদান, ব্যাংকিং, বিমা-এ ধরনের বহুমুখী কার্য সম্পাদন করে থাকে।

গ. সাংগঠনিক স্তর অনুসারে

According to the Organisational Stage

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

১. **প্রাথমিক সমবায় সমিতি (Primary co-operative society):** প্রাথমিক সমবায় সমিতি হচ্ছে সে ধরনের সমবায় সংগঠন যা সর্বনিম্ন স্তর বা প্রাথমিক পর্যায়ে গঠিত হয়। সমবায় বলতে মূলত এ স্তরের সমবায়কেই বুঝানো হয়। গ্রামীণ সমবায় সমিতিসমূহ এর উদাহরণ।

২. **কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি (Central co-operative society):** ন্যূনতম ১০টি প্রাথমিক সমবায় সমিতির সম্মিলিত রূপ হচ্ছে কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি। গ্রামীণ কৃষক সমবায় সমিতিসমূহ মিলে ইউনিয়ন বা থানা পর্যায়ে সমিতিগুলো একত্রিত হয়ে এ জাতীয় সমিতি গঠিত হয়। এটি সমবায়ের দ্বিতীয় স্তর। এ সমিতিতে কোনো ব্যক্তি সদস্য হতে পারে না।

৩. **মিশ্র সমবায় সমিতি (Mixed co-operative society):** এটি সমবায়ের তৃতীয় স্তর। ব্যক্তি সদস্যের পাশাপাশি প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলো এর সদস্য হয়ে থাকে। বিভাগীয় (বা প্রদেশ) পর্যায়ে সমবায় সমিতিগুলো একত্রিত হয়ে এ ধরণের সমবায় সমিতি গঠন করে। এ সমবায় সমিতির জন্য ন্যূনতম ২০ জন সদস্যদের মধ্যে কমপক্ষে ১২টি প্রাথমিক সমবায় সমিতির সদস্য থাকতে হয়।

৪. **জাতীয় সমবায় সমিতি (National co-opeative society):** এটি সর্বোচ্চ স্তরের (চতুর্থ স্তর) সমবায় সংগঠন। জাতীয় পর্যায়ে যে সমিতি গঠন করা হয় তাকেই জাতীয় সমবায় সমিতি বলে। ১০টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি মিলে জাতীয় সমবায় সমিতি গঠিত হয়।

ঘ. দায়-দায়িত্বের প্রকৃতি অনুসারে
According to the Liabilities

১. **অসীম-দায় সমবায় সমিতি (Unlimited co-operative society):** অসীম দায় সমবায় সমিতি হচ্ছে সে ধরনের সমবায় সংগঠন যেখানে সদস্যদের দায় তাদের ক্রয়কৃত শেয়ার দ্বারা বা অন্য উপায়ে সীমাবদ্ধ থাকে না। সমিতির দেনার জন্য এ জাতীয় সমিতির সদস্যরা এককভাবে এবং যৌথভাবে দায়ী থাকে। বাংলাদেশে এ ধরনের সমিতির প্রচলন দেখা যায় না।

২. **সসীম দায় সমবায় সমিতি (Limited Co-operative society):** সমবায় সমিতির সদস্যদের দায় যখন তাদের ক্রয়কৃত শেয়ারের আংশিক মূল্য দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে তখন সসীম-দায় সমবায় সমিতি বলে। সদস্যদের সীমিত দায়কে বুঝাবার জন্য এরূপ সমিতির নামের শেষে 'লিমিটেড' বা 'Ltd' শব্দ যোগ করা হয়। দেশের অধিকাংশ সমবায়ই এ শ্রেণিভুক্ত।

পরিশেষে বলা যায়, বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন পূরণের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতি কাজ করছে, স্বল্প সময়ের মানুষের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন ও টিকে থাকার জন্য ভবিষ্যতে আরও নতুন নতুন সমবায় সমিতি গড়ে উঠবে একথা নিশ্চিত করে বলা যায়।

৬.০৬ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতির অবদান
The Role of Co-operative Society in the Socio-Economic Development of Bangladesh

স্বল্পবিত্ত সম্পদ বা বিত্তহীন ব্যক্তিদের পক্ষে সীমিত সামর্থ্য ব্যবহার করে এককভাবে বড় কোনো কাজ করা সম্ভব হয় না। সমিতি গঠনের মাধ্যমে এরূপ সীমিত সামর্থ্যের মানুষ নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করতে পারে। তাই অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল মানুষ পারস্পারিক কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে সমবায় সমিতি গঠন করে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

নিম্নে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতির অবদান বর্ণনা করা হলো–

১. **অর্থনৈতিক সুবিধা (Economic Advantages):** সমবায় সংগঠন মূলত সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে নানাভাবে কাজ করে। যেমন- কৃষক বা কম আয়ের সদস্যদের আর্থিক সুবিধা প্রদান, পণ্য বা সেবা উৎপাদনের উদ্দেশ্যে বা বিভিন্ন প্রয়োজনে স্বল্প সুদে সহজ শর্তে ঋণ সহায়তা দান প্রভৃতি। ফলে সমিতির সদস্যরা মহাজনের দৌরাত্ম্য হতে নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম হয়।

২. **সামাজিক সুবিধা (Social Advantages):** সমবায় গঠনের মাধ্যমে বঞ্চিত জনগণ আর্থিক সুবিধার পাশাপাশি সামাজিক সুবিধা ভোগ করে থাকে। সামাজিক সুবিধার মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, গণতন্ত্রের চর্চা, অর্থনৈতিক শক্তির বিকেন্দ্রীকরণের ফলে সদস্যদের মর্যাদা বৃদ্ধি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৩. **জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন (Improving Standard of Living):** সমবায় সমিতি সমাজের নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীনদের সংগঠন। সমিতিতে যোগদানের মাধ্যমে সদস্যদের আয় বৃদ্ধি, ন্যায্য মূল্যে পণ্য প্রাপ্তি, ঋণ সহায়তা প্রাপ্তি কর্মসংস্থানের সুযোগ, সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, যা তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে।

৪. **কম ব্যবস্থাপনা ব্যয় (Low Management Cost):** সদস্যদের স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের ফলে ব্যবস্থাপনা খরচ বহুলাংশে হ্রাস পায়। ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণকারীদের কোনো প্রকার বেতন–ভাতা প্রদান করতে হয় না। তারা সমিতি পরিচালনায় খুব আগ্রহের সাথেই বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করে।

৫. **বৃহদায়তন ব্যবসায়ের সুবিধা (Advantage of Large-scale Business):** সদস্য সংখ্যা বেশি হওয়ায় সমবায় সমিতি অধিক সঞ্চয় সংগ্রহ ও পুঁজি গঠন করতে পারে। যা দিয়ে বৃহদায়তন ব্যবসায়ের বিভিন্ন সুবিধা যেমন- বৃহদায়তন ক্রয়, উৎপাদন ও বিপণন সুবিধা পাওয়া যায়। এতে সমিতির আয় বৃদ্ধি পায়।

৬. **সেবার উদ্দেশ্য (Service Motive):** এরূপ সংগঠন মূলত সদস্যদের সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি হয়, মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে নয়। সদস্যদেরকে বিভিন্নভাবে আর্থিক সহায়তা ও ন্যায্যমূল্যে পণ্য বা সেবা প্রদানের সুযোগ দেয়া হয়। সমিতির সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক মনোভাব কাজ করে।

৭. **করের অব্যাহতি (Tax Relief):** সমবায় সমিতি গঠনে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এরূপ সংগঠনের আয়ের ওপর কর ধার্য করা হয় না। ফলে সদস্যদের অধিক আর্থিক কল্যাণ নিশ্চিত করা যায়।

৮. **সরকারি সহায়তা (Government Help):** দেশের আর্থ–সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সমবায় সংগঠনগুলো ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। আর এ ভূমিকাকে আরো বেশি উৎসাহিত করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে সমবায়ীদের বা সমিতিকে আর্থিক ও অনার্থিক বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করা হয়।

৯. **মনোবল উন্নয়ন (Moral Development):** সমবায় সমিতি কতিপয় আদর্শের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। যেমন-পারস্পরিক সহযোগিতা, আত্মসহযোগিতা, কঠোর পরিশ্রম, শিক্ষা, আত্মনির্ভরশীলতা, সঞ্চয় সংগ্রহ প্রভৃতি। এসব আদর্শ অনুশীলনের ফলে সদস্যদের মধ্যে যেকোনো কঠিন কাজ খুব সহজে সম্পন্ন করার মনোবল ও মানসিকতা তৈরি হয়।

পরিশেষে বলা যায়, উপরিউক্ত সুবিধার কারণে সমবায় সংগঠন সাধারণত বিভিন্ন পেশার মানুষের কাছে অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক ও আকর্ষণীয় সংগঠন হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। মোটকথা, ব্যক্তিক, সামাজিক ও জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমবায় সমিতির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

কর্মপত্র-১

সমবায় সমিতির গঠন প্রণালী আলোচনা করে সমবায় সমিতির মাধ্যমে ব্যবসায় করার পদ্ধতি চিহ্নিত কর	
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•

৬.০৭ বার্ড
BARD

সমবায় সমিতির উন্নয়নে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বার্ড) এর অবদান:

æBangladesh Academy for Rural Development" বা BARD পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। ১৯৫৯ সালে কুমিল্লার কোটবাড়িতে প্রখ্যাত সমাজকর্মী অধ্যক্ষ আখতার হামিদ খান এ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

এ একাডেমির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে পল্লী তথা গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন। এ উদ্দেশ্যে একাডেমির গৃহীত পদক্ষেপ ও কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পরীক্ষামূলক প্রকল্প পরিচালনা, পল্লী উন্নয়নের উপর সেমিনার, আলোচনা ইত্যাদি। প্রশিক্ষণের সুবিধার্থে এখানে প্রশিক্ষণ প্রার্থীদের আবাসিক ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ওয়ার্কশপ, ক্যান্টিন প্রভৃতি সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। বার্ড-এর এ বহুমূখী অবদান ও কার্যকলাপের জন্য একে কুমিল্লা মডেল নামেও অভিহিত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর সুদূরপ্রসারী অবদান অনস্বীকার্য।

৬.০৮ বাংলাদেশে সমবায় বিকাশে সমস্যা
Poblems of Co-operative Development in Bangladesh

তৃতীয় বিশ্বের একটি দরিদ্র দেশ হিসেবেই বাংলাদেশ সবার কাছে পরিচিত। এদেশে নিঃবিত্ত সম্পন্ন মানুষের সংখ্যা বেশি। এদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য বিশেষ করে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন গতি পেয়েছে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এ আন্দোলন সফলতার মুখ দেখা যায়না।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

বাস্তবক্ষেত্রে এদেশে সমবায় আন্দোলনে যে সমস্যা লক্ষনীয় তা নিম্নে তুলে ধরা হলো—

১. **সঠিক পরিকল্পনার অভাব (Lack of proper planning):** বাংলাদেশে সমবায় সমিতির উন্নয়নে কোনো সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেই। ফলে এদের অস্তিত্ব হয় স্বল্পমেয়াদি এবং বিকাশ হয় বাধাপ্রাপ্ত।

২. **প্রশিক্ষণের অভাব (Lack of training):** সমবায়ের নির্বাহীগণের কোনোরূপ প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ নেই বলে তারা অনেক সময় ভুল পথে পরিচালিত হয়।

৩. **আমলাতান্ত্রিক মনোভাব (Bureaucratic attitude):** এদেশে কেউ কোনো দ্বায়িত্ব ও ক্ষমতা পেলেই নিজেকে একজন অসাধারণ ব্যক্তি ভাবতে শুরু করেন। আর সমবায় সমিতি পরিচালনার জন্যে নিযুক্ত ব্যক্তিরাও আমলাতন্ত্রিক মনোভাব ধারণ করায় তারা সদস্যদের সেবার বদলে অনেক সময় অসুবিধা সৃষ্টি করেন। ফলে সমবায় সমিতি ভেঙ্গে যায়।

৪. **স্বজন-প্রীতি (Nepotism):** সমিতির পরিচালকদের স্বজন-প্রীতি বাংলাদেশের সমবায়গুলোর বিকাশের পথে অন্তরায়। বিশেষ করে ঋণদান সমবায় সমিতিগুলোর ঋণদানের ক্ষেত্রে এ সমস্যা দেখা দেয় বেশি।

৫. **শিক্ষার অভাব (Lack of education):** বাংলাদেশে অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যাই অধিক। এ বিপুল জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষা সচেতনতা না থাকায় তারা সমবায় প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছে। এতে সমবায় প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ বাধাগ্রস্ত হতে বাধ্য।

৬. **অসম প্রতিযোগিতা (Un-equal competition):** ক্ষুদ্রায়তন প্রকৃতির সংগঠন হওয়ায় সমিতিকে মধ্যম ও বৃহদায়তন সংগঠনের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কষ্টকর হয়ে পড়ে।

৭. **সততা ও নিষ্ঠার অভাব (Lack of honesty and sincerity):** সমবায়ের মতো যৌথ প্রচেষ্টার সফলতা অনেকটাই সততা ও নিষ্ঠার উপর নির্ভরশীল। আমাদের দেশের অধিকাংশ ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে এ দুটোরই বিসর্জন দিতে বসেছে। ফলে সমবায় সমিতির উদ্দেশ্যও আজ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে।

৮. **মূলধনের স্বল্পতা (Defeciency of Capital):** সমবায় দরিদ্রদের সংগঠন। তাদের প্রদত্ত স্বল্প পরিমাণ চাঁদা সমিতির জন্য পর্যাপ্ত ও প্রয়োজনীয় মূলধন সৃষ্টি করে না।

৯. **সরকারের সহযোগিতা (Co-operation of govt):** সমবায়ের মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর উন্নয়ন করা সম্ভব। কিন্তু বাস্তবতা হলো সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা এক্ষেত্রে কম।

পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশে সমবায় সমিতিকে এগিয়ে নেয়ার সম্ভাবনা থাকলেও উপরিউক্ত সমস্যার কারণে তা যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করতে পারছে না। তাই এসব সমস্যা দূর করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবারই মহানুভবতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

৬.০৯ বাংলাদেশে সমবায় সমিতির সমস্যা দূরীকরণের উপায়সমূহ

Ways of Removing the Problems of Co-operative Society in Bangladesh

বাংলাদেশে দারিদ্র্য, অনগ্রসরতা ও অভাব-অনটন থেকে নিম্নবিত্তসম্পন্ন ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে উদ্ধার করে উন্নয়নের নতুন পথ দেখাতে হলে সমবায় আন্দোলন যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ লক্ষ্যে অনেক পূর্ব হতেই এদেশে সমবায় আন্দোলন শুরু হলেও কিছু সমস্যার কারণে তা সফলতার মুখ দেখতে পারছে না।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

নিম্নে এ সকল সমস্যা দূরীকরণের প্রয়োজনীয় উপায় উল্লেখ করা হলো:

১. **লাল ফিতার দৌরাত্ম্য হ্রাস (Reduction of red-tapism):** লাল ফিতার দৌরাত্ম্য তথা আমলাতান্ত্রিক জটিলতা সমবায় সমিতির অগ্রসরতার জন্য কম-বেশি দায়ী। এক্ষেত্রে গতিশীলতা আনতে হলে সমবায় মন্ত্রণালয়, সমবায় বিভাগ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অফিসে দক্ষ ও সমবায়ের মন্ত্রে আস্থাশীল কর্মঠ জনবল নিয়োগ করা যেতে পারে।

২. **সমবায়মূলক শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ (Arrangement of co-operative oriented education):** সমবায় আন্দোলনকে বেগবান করতে হলে দেশের সমবায়মূলক শিক্ষার প্রচলন করতে হবে। উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং পাঠ্যক্রমে এ বিষয়ক আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করে সমবায় শিক্ষা জোরদার করা যেতে পারে।

৩. **সমবায় উন্নয়নে বৃহৎ পরিকল্পনা (Master plan for development of co-operatives):** সমবায় সমিতির মূল লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশের আর্থ–সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ বিবেচনায় রেখে একটি বৃহৎ বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা জরুরি। সরকারি উদ্যোগে কেন্দ্রীয়ভাবে গৃহীত এ পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত সাধারণ জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৪. **প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ (Adopting training programme):** সমবায় সমিতির সাথে পরিচালনায় যুক্ত ব্যক্তিবর্গ এবং সাধারণ সদস্যদের স্বল্পকালীন এবং কখনো বা দীর্ঘকালীন প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে সংশ্লিষ্ট সকলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, কৃষিকাজসহ বিভিন্ন বিষয়ে বাস্তব ধারণা অর্জনে সক্ষম হবে।

৫. **দুর্নীতি ও স্বজন-প্রীতি রোধ (Measures to prevent corruption and nepotism) :** দুর্নীতি ও স্বজন-প্রীতি অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় সমবায়েও শক্তিশালী ভিত গড়েছে। এ ভিতকে উপড়ে ফেলতে হলে নিরপেক্ষভাবে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬. **সমবায়ের সুফল সম্পর্কিত প্রচারণা (Publicity regarding the merits of co-operatives):** সমবায়ের কল্যাণমুখী ভূমিকা সম্পর্কে বেতার, টিভি, সংবাদপত্র ইত্যাদি বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে। এতে সাধারণ জনগণ সমবায় সম্পর্কে সচেতন হবে এবং এ বিষয়ে উৎসাহী হয়ে উঠবে।

৭. **সাধারণ শিক্ষার সম্প্রসারণ (Expansion of general education):** একটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক খাত হিসেবে সমবায় আন্দোলন জাতীয়ভিত্তিক আন্দোলনের গুরুত্ব পাবার অবকাশ রাখে। এ কারণে দেশের জনগণকে এ বিষয়ে সচেতন করে তোলা দরকার। দেশের দরিদ্র, অসচেতন সাধারণ লোকের মধ্যে শিক্ষার আলো জ্বালাতে পারলে এ বিষয়ে ইতিবাচক ফল আশা করা যায়।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৮. **প্রণোদনার ব্যবস্থা (Taking incentive measures):** এ সংগঠনের সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে সমবায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী, ব্যবস্থাপক এবং সদস্যদের বিশেষ পারদর্শিতার ভিত্তিতে প্রণোদনামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রাথমিক স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য নিরপেক্ষভাবে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৯. **কার্যকর সমন্বয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ (Taking effective measures for co-ordination):** প্রাথমিক, কেন্দ্রীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সমবায় সংগঠনসমূহের মধ্যে এবং সমবায়ের বিভিন্ন দপ্তর, সমবায় বিভাগ ও সমবায় সমিতির সদস্যদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব সমবায়ের উন্নয়নে একটি বড় অন্তরায়। এজন্য এসব ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ও কার্যকর সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সমবায়ের বিকাশ ঘটাতে হবে।

১০. **সহজ শর্তে ঋণদান (Providing credit with simple terms & condition):** মূলধনের স্বল্পতা সমবায় সমিতিগুলো সচল রাখার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা। সমবায়ের সম্প্রসারণে সরকার সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে এ সমস্যা দূর করতে পারে।

১১. **সরকারি সহযোগিতা বৃদ্ধি (Increasing government co-operation):** এ সেক্টরের উন্নয়নের জন্য আর্থিক ও অন্যান্য বিষয়ে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা আরো বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিষয়ক মন্ত্রণালয় কার্যকর ও বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

১২. **গতিশীল তথ্য ব্যবস্থা (Dynamic information system):** সমবায় সম্পর্কে সাধারণ জনগণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে হলে এ সম্পর্কিত তথ্য প্রদানের ব্যবস্থাও থাকা দরকার। এ কারণে বিভিন্ন প্রকার প্রকাশনা, মুদ্রণ ও তার যথাযথ বিতরণসহ সকল তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও গতিশীল হতে হবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে উপরিউক্ত ব্যবস্থা দ্রুত গ্রহণ করতে হবে। এজন্য সরকারি ও বেসরকারি বিভাগসমূহকে এগিয়ে আসতে হবে। সমবায়ের উৎপত্তি হওয়া বিভিন্ন সমস্যা নিরসনে সরকার ও জনগণকে তাই একযোগে কাজ করে যেতে হবে।

কর্মপত্র-২

বাংলাদেশে সমবায় বিকাশের ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো বিশ্লেষণপূর্বক এর সমাধানের উপায় চিহ্নিত কর।
• • • • • • •

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৬.১০ সমবায়ের মাধ্যমে সফল হবার কাহিনী
Success History Through Co-operative Society

খাদিজা বেগম তার দিনমজুর এবং সম্পদহীন পিতামাতার একমাত্র কন্যা। সে তার বাবা-মার তৈরি মাটির ঘরে বড় হয়েছে। মাত্র ১১ বছর বয়সে একজন বেকার ছেলের সাথে তার বিয়ে হয়। আর বিবাহিত জীবন বোঝার আগেই তিনি দুসন্তানের জননী হন। জীবনের এ সময় এসে তিনি বুঝতে পারলেন তিনি তার স্বামী এবং দুসন্তান তার বাবা-মার সংসারে বোঝা স্বরূপ ঠিক এই সময় তিনি "নিজধারা মহিলা সমবায় সমিতি" নামে একটি সমবায় সমিতির নাম শুনলেন যেটি ছিল ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটের 'বাংলাদেশ রেলওয়ে' (B.R) এর অধীন। পরে তিনি এ সমবায় সমিতির সদস্য হলেন। প্রথমে তিনি সমবায় সমিতি হতে ১০০০ টাকা ঋণ নিলেন এবং ঋণের ব্যবসা শুরু করলেন। ঋণ ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে যে মুনাফা হলো তা দিয়ে তিনি তার দৈনন্দিন খরচ মিটানোর পাশাপাশি ঋণের ১ম কিস্তির টাকা পরিশোধ করেন। তারপর হতে উদ্দীপনার মাধ্যমে তার সংসার পরিচালনা করছেন। এভাবে তিনি ১৯৯২ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত মোট ৬৮০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং দুগ্ধ উৎপাদনকারী গাভী লালন-পালন করেন। তিনি দুগ্ধ উৎপাদনকারী গাভী ক্রয় করে একটি ডেইরি ফার্ম এবং একটি পোলট্রি ফার্ম স্থাপন করেন। বর্তমানে তার খামারে আটটি গরু রয়েছে। এর মধ্যে ২টি বিদেশি গাভী এবং ৬টি মাঝারি সাইজের গাভী রয়েছে। বর্তমানে সে গাভী হতে প্রতিদিন ৩০ লিটার দুধ পায় যার বর্তমান বাজারমূল্য ৭৫০ টাকা। এ দিয়ে তিনি খামারের সব খরচ এবং তাদের দৈনন্দিন খরচ মিটানোর পর ৩০০ টাকা সঞ্চয় করেন। তিনি একটি পোলট্রি ফার্ম গড়ে তুলেছেন যেখানে ২০টি হাঁস এবং ৩২৫ টি মুরগি লালন পালন করেন। পোলট্রি ফার্ম হতে তিনি দৈনন্দিন চাহিদা মিটানোর পর অবশিষ্ট ডিম বাজারে বিক্রি করেন। তার মোট দৈনন্দিন জমা টাকা দিয়ে স্থানীয় 'ধরা' বাজারের নিকটে ২৬ শতাংশ জমি ক্রয় করেন যার বর্তমান বাজারমূল্য ৩,০০,০০০ (তিন লাখ) টাকা। 'ধরা' বাজারে তিনি একটি কীটনাশক ঔষুধের দোকার দিয়েছেন। বর্তমানে তিনি তার বাড়িতে একটি আধা পাকা ঘর দিয়েছেন। তার স্বামী বর্তমানে ট্রাক চালান। তার নিজের এবং তার স্বামীর আয়ে বর্তমানে তার সংসার খুব ভালোভাবে চলছে। এখন তিনি অনেক স্বচ্ছল। ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠাচ্ছে। তার বৃদ্ধ বাবা-মার ও দেখাশুনা করছেন। বর্তমানে তিনি তার সমাজে এবং গ্রামে একজন সম্মানিত ব্যক্তি। তিনি অন্য মহিলাদের জন্য অনুকরণীয়। বর্তমানে তিনি খুবই সুখী এবং এজন্য তিনি সমবায় সমিতির প্রতি কৃতজ্ঞ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১। ক্ষুদ্র উৎপাদকরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে যে সমবায় সমিতি গঠন করে তাকে কী ধরনের সমবায় সমিতি বলে।

ক. ভোক্তা সমবায় খ. উৎপাদক সমবায়
গ. প্রাথমিক সমবায় ঘ. জাতীয় সমবায়

২। উৎপাদক সমবায় সমিতির উদাহরণ—

i. দুগ্ধ সমবায় সমিতি লিমিটেড
ii. ক্ষুদ্র সমবায় সমিতি লিমিটেড
iii. তাঁতি সমবায় সমিতি লিমিটেড

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৩। সমবায় সমিতি কখন কার্যারম্ভ করতে পারে?

ক. উদ্যোগ গ্রহণ করার পর
খ. উপবিধি সমবায় বিভাগে দাখিল করার পর
গ. কমিশনারের অনুমতি পর
ঘ. নিবন্ধনপত্র পাবার পর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

রংপুরের মাহীগঞ্জ নিবাসী কতিপয় আখচাষী মিলে একটি সংগঠন গঠনের উদ্যোগ নেয়। তারা স্থানীয় সমবায় অধিদপ্তরে সমিতি নিবন্ধনের জন্য আবেদন করে এবং প্রয়োজনীয় দলিলপত্র জমা দেয়। তবে দীর্ঘ তিনমাস অতিবাহিত হলেও উক্ত সংঘঠন নিবন্ধন হয়নি। এমতাবস্থায় বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলে নিবন্ধকের অফিস থেকে উপবিধির কিছু সমস্যার কথা বলা হয়।

৪। উদ্দীপকে কোন ধরনের সমিতি গঠনের জন্য আবেদন করা হয়?

ক. কৃষক
খ. উৎপাদক
গ. পেশাজীবী
ঘ. শ্রমজীবী

৫। নিবন্ধন কর্তৃক সংগঠনটি নিবন্ধন না করার জন্য যে কারণ দেখানো হয়েছে, এ সম্পর্কে এখন উদ্যোক্তাদের করণীয় কী?

ক. পুনরায় উপবিধি প্রস্তুত
খ. নিবন্ধন ছাড়াই কার্যারম্ভ
গ. উপবিধির সংশোধন
ঘ. সংগঠন গঠনের পরিকল্পনা বাতিল

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১। টাঙ্গাইলের ভুয়াপুর থানার ৭০ জন তাঁতী মিলে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। ২০১২ সাল পর্যন্ত তাদের অর্জিত মুনাফার পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ:

বছর	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২
মুনাফা(টাকা)	২৫,০০০ /=	৩২,০০০ /=	২৮,০০০ /=	২৫,০০০ /=	৩০,০০০ /=

তারা ন্যূনতম হারে তহবিল সংরক্ষণ করে। ২০১৩ সালে তারা একটি নতুন তাঁত বসাতে চাইছে যার জন্য ২৫,০০০ /= টাকার প্রয়োজন। তাঁত বসানোর জন্য তারা তাদের সঞ্চিতি তহবিল ব্যবহার করতে চাইছে।

ক. সমবায় উপবিধি কী?
খ. ক্রয় সমবায় সমিতি বলতে কী বুঝ?
গ. সাংগঠনিক বিচারে উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের সমবায় সংগঠন ব্যাখ্যা কর।
ঘ. তুমি কি মনে কর তাঁত কেনার সমুদয় অর্থ সঞ্চিতি তহবিল ব্যবহার করে কেনা সম্ভব? যুক্তিসহ উত্তর দাও।

২। কুমিল্লার নিমসারের সবজী উৎপাদকরা পাশের বাজারে সবজী বিক্রয় করে। এতে তারা তেমন দাম পায় না। বেশি সবজী বাজারে এলে বিক্রয় করায় দুস্কর হয়ে পড়ে। তাই তারা একটা সমবায় সমিতি গড়ার সিদ্ধান্ত নিল। এই সমিতিতে টাকা জমিয়ে তারা একটা মিনি ট্রাক কিনলো। ট্রাকে সমবায়ীদের মাল একত্রে নিয়ে বড়ো বাজারে বিক্রয় করে। এর মধ্যে সমবায় কর্মকর্তা পরামর্শ দিলেন, তারা ঢাকায় নিজেরা একটা দোকান খুলে সেখানে সবজী বিক্রয় করতে পারে। এক সময়ে তারা তাই করলো।

ক. সমবায়ের মূলমন্ত্র কী?
খ. ভোক্তা সমবায় সমিতি বলতে কী বুঝায়?
গ. উদ্দীপকের সবজী উৎপাদকরা উদ্দেশ্য বিচারে কোন ধরনের সমবায় গড়ে তুলেছে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. ঢাকায় সবজীর দোকান খোলায় সমবায়ীদের আয় বাড়বে-এর বক্তব্যের যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

সপ্তম অধ্যায়

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়

STATE ENTERPRISE

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বা খুশিমতো চলতে দেয়ার নীতির কারণে ধনবাদী সমাজে ধনবৈষম্যের সৃষ্টি হয় ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে পড়ে। তাই এ অবস্থা পরিবর্তন করে সমাজতান্ত্রিক বা মিশ্র অর্থনীতি গড়ে তুলে কল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অনেক দেশেই রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করা হয়।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা জানতে পারবো–

- রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ধারণা।
- রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ।
- রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যসমূহ।
- রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের সুবিধা ও অসুবিধা।
- বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়সমূহ।
- বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের যৌক্তিকতা।
- বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের অবদান।
- সরকারি বেসরকারি অংশীদারীত্বভিত্তিক ব্যবসায় পরিচালনার ধারণা।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৭.০১ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ধারণা
Concept of the State Enterprise

রাষ্ট্র বা সরকারের মালিকানাধীনে গঠিত ও পরিচালিত ব্যবসায়কে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলে। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বা সরকারি প্রচেষ্টায় নতুন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়ে থাকে। আবার, উপস্থিত কোনো বেসরকারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রায়ত্ত বা জাতীয়করণ করে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। সাধারণত দেশের শিল্পায়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, সম্পদসমূহের সুষম বণ্টন প্রভৃতির উদ্দেশ্যে এবং কতকগুলো জনকল্যাণমূলক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় স্থাপন করা হয়। তাছাড়া, দেশরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য অস্ত্রপাতির নির্মাণ শিল্পের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখার উদ্দেশ্যে সরকার এরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করে থাকে।

৭.০২ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য
Features Of State Enterpirse

যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ রাষ্ট্রের মালিকানায় থাকে এবং দেশের সরকারের অধীনে পরিচালিত হয় সে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহকে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলে। রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মালিকানা থাকে রাষ্ট্রের হাতে। সেই হিসেবে সাধারণ ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যবসায়ের চেয়ে এ ধরনের সংগঠনের কিছু বাড়তি বৈশিষ্ট্য থাকে।

নিম্নে সেগুলো বিশ্লেষণ করা হলো–

- **গঠন প্রণালী (Mode of fromation):** রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় মূলত সরকারি নিয়ম-কানুন পালন করে সরকারি উদ্যোগে গঠিত হয়। রাষ্ট্রপতির বিশেষ আদেশে বা দেশের আইনসভার বিশেষ আইনবলে অথবা বেসরকারি ব্যবসায় জাতীয়করণ করার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সংগঠিত হতে পারে।
- **মালিকানা (Ownership):** রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মালিক হলো সরকার বা জনগণ। এর সকল সম্পদ রাষ্ট্রের এবং এর কর্মচারীরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের কর্মচারী হিসেবে গণ্য হয়। অবশ্য এরূপ ব্যবসায় সরকারি ও বেসরকারি যৌথ মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।
- **মূলধন (Capital):** সরকার এরূপ ব্যবসায়ের মালিক হওয়ার কারণে তাকেই এর প্রয়োজনীয় মূলধনের সংস্থান করতে হয়। এজন্য সরকার নিজস্ব কোষাগার থেকে অথবা প্রয়োজনে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণ সংগ্রহ করে এর মূলধন সংগ্রহ করে।
- **উদ্দেশ্য (Objectives):** রাষ্ট্রীয় সংগঠনের প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন নয়। তারপরও বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে এ ব্যবসায় মুনাফা অর্জন করে থাকে। এ মুনাফা সরকারি কোষাগারে জমা হয় অথবা জনস্বার্থে ব্যয় করা হয়।
- **আইনগত মর্যাদা (Legal status):** রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যবসায় কৃত্রিম ও স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী। বিশেষ আইন দ্বারা গঠিত বলে এর একটি পৃথক আইনগত মর্যাদা রয়েছে।
- **জনকল্যান সাধন (Public Welfare):** মুনাফা বৃদ্ধি কোনো রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। জনসেবা ও জনকল্যাণই এর মূখ্য উদ্দেশ্য। বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গঠিত হয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে একচেটিয়া কর্তৃত্ব ভোগ করে থাকে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

- **স্বায়ত্তশাসন (Autonomy):** রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সংগঠন কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তার অধিকারী। ফলে এ ব্যবসায় চিরন্তন অস্তিত্বের অধিকারী। বিশেষ আইন বা অধ্যাদেশ বলে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের অবসান ঘটানো যায়।
- **গণ-কৈফিয়ত (Public accountability):** এ ব্যবসায়ের সাফল্য ও ব্যর্থতার জন্য জাতীয় সংসদে সরকারকে জবাবদিহিতা করতে হয়।

কর্মপত্র-১

ধারণা ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশে এ ব্যবসায়ের যৌক্তিকতা চিহ্নিত কর।
• • • • • • • • • •

৭.০৩ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য

Objectives of State Enterprise

সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় কারবারের প্রচলন বেশি। ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রায় ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়। রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় উদ্দেশ্যগত দিক থেকে অন্যান্য ব্যবসায়ের চেয়ে ভিন্ন। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন নয়। বিশেষ কিছু উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ ব্যবসায় গঠিত ও পরিচালিত হয়।

- **জনকল্যাণ (Public Welfare):** জনকল্যাণকে প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে দাঁড় করিয়ে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গঠিত ও পরিচালিত হয়। ব্যবসায়িক কার্যকলাপের মাধ্যমে মুনাফা অর্জিত হলেও সে মুনাফা আবার জনগণের কল্যাণেই খরচ করা হয়।
- **নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা রক্ষা (Maintenance of Secrecy & Security):** বিশেষ কিছু খাতের গোপনীয়তা রক্ষা করা খুবই জরুরি। যেমন-প্রতিরক্ষা খাত, নোট ইস্যু ইত্যাদি। আর নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা রক্ষার নিরিখে ঐ ধরনের খাতগুলো সরকারি মালিকানায় পরিচালিত হয়।
- **একচেটিয়া ব্যবসায় রোধ (Prevention of monopoly business):** একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যক্তি মালিকগণ যাতে সমাজে অশুভ প্রভাব বিস্তার করতে না পারেন বা স্বেচ্ছাচারী হওয়ার সুযোগ না পান তা রোধের উদ্দেশ্যেও অনেক সময় ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গড়ে তোলা হয়।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

- **দ্রুত শিল্পায়ন (Rapid industrialisation):** দ্রুত শিল্পায়নের জন্য উদ্যোগ, পুঁজি ও ঝুঁকি গ্রহণের মানসিকতা উদ্যোক্তাদের মাঝে থাকতে হয়। অথচ উন্নয়নশীল দেশসমূহের ব্যবসায়ীদের মাঝে এর অভাব থাকায় শিল্পায়ন ব্যাহত হয়। তাই সরকার সরাসরি উদ্যোগ গ্রহণ করে দেশে দ্রুত শিল্পায়নের জন্য এরূপ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করে।
- **আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ (Control of import and export):** দেশের আমদানি ও রপ্তানির উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার উদ্দেশ্যেও কিছু কিছু বাণিজ্যিক সরকারি মালিকানায় গঠন ও পরিচালনা করা হয়। আমাদের দেশে টি.সি.বি. এরূপ প্রতিষ্ঠানের একটি উদাহরণ।
- **জাতীয় আয় বৃদ্ধি (Increasing national income):** সরকারি মালিকানায় শিল্প-বাণিজ্য পরিচালনা করা হলে পুঁজিগত সুবিধার কারণে এর দ্রুত উন্নয়ন ঘটে। তদুপরি এরূপ প্রতিষ্ঠানের কর বা রাজস্ব ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা না থাকায় সহজেই জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়।
- **ভারী ও মৌলিক শিল্প প্রতিষ্ঠা (Establishing basic and heavy industries):** মূলধন সংস্থানের সীমাবদ্ধতা, অধিক ঝুঁকি এবং মূলধন প্রত্যাবর্তনে বা মুনাফা প্রাপ্তিতে বিলম্বের কারণে ব্যক্তিমালিকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৌলিক ও ভারী শিল্পে বিনিয়োগ করতে চান না। অথচ শিল্পের বুনিয়াদ সৃষ্টির লক্ষ্যে এরূপ খাতে বিনিয়োগ একান্ত অপরিহার্য। তাই এধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেও রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গঠন করা হয়।
- **গুরুত্বপূর্ণ ভেষজ ও ক্ষতিকারক পণ্য নিয়ন্ত্রণ (Control of essential drug, herbal and harmful products):** গুরুত্বপূর্ণ ভেষজ ও ক্ষতিকারক পণ্যের উৎপাদন ও বন্টন বেসরকারি খাতে অর্পণ করলে তার অপব্যবহারের সম্ভাবনা বেশি থাকে। যেমন-জীবন রক্ষাকারী ওষুধ, আফিম, মদ ইত্যাদি। তাই যাতে এসব পণ্যের অন্যায় উৎপাদন ও বণ্টন হতে না পারে তজ্জন্য রাষ্ট্রীয় মালিকানায় এরূপ পণ্যের ব্যবসায় করা যেতে পারে।

উপসংহারে বলা যায়, রাষ্ট্রীয়করণকৃত অথবা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত যে সকল শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মালিকানা, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকারি আওতাধীনে থাকে তাকে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলে। মুনাফা অর্জন এ ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য নয়; মূল উদ্দেশ্য হলো জনকল্যাণ।

৭.০৪ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের সুবিধা
Advantages of State Enterprise

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় মূলত সরকারি নিয়ম-কানুন পালন করে সরকারি উদ্যোগে গঠিত হয় রাষ্ট্রপতির বিশেষ আদেশে বা দেশের আইনসভার বিশেষ আইনবলে অথবা বেসরকারি ব্যবসায় জাতীয়করণ করার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সংগঠিত হতে পারে।

নিম্নে এ ব্যবসায়ের সুবিধা আলোচনা করা হলো:

১. **সামাজিক ন্যায়বিচার (Social justice):** রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সমাজের কিছুসংখ্যক ব্যক্তির হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রবণতা বন্ধ করে এবং জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে।

২. **জনকল্যাণ সাধন (Public welfare):** এরূপ ব্যবসায় জনকল্যাণের উদ্দেশ্যেই মূলত গঠিত ও পরিচালিত হয়। জনকল্যাণমুখী বিভিন্ন খাত; যেমন-ওয়াসা, রেলওয়ে, ডাক ও তার ইত্যাদির মতো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে আমাদের দেশে এ ব্যবসায় জনগণের অশেষ উপকার সাধন করে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৩. **অধিক কর্মসংস্থান (More employment):** এ ব্যবসায় শ্রমিক-কর্মীদের শোষণ না করে বরং তাদের প্রতি দায়িত্ব পালনের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন ও এতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক নিয়োগ করে অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে।

৪. **সুষম শিল্পায়ন (Balanced industrialization):** রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে দেশের সকল অঞ্চলের উন্নয়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। এ ছাড়া দেশে যাতে ভারসাম্যপূর্ণ অর্থাৎ সকল ধরনের শিল্পের উন্নয়ন ঘটে তার প্রতিও নজর দেয়া হয়। ফলে দেশের সুষম শিল্পায়ন ঘটে।

৫. **চাহিদা ও যোগান সমতা বিধান (Balancing between demand and supply):** এক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার মাধ্যমে শিল্প সংক্রান্ত কার্যাবলি বিশেষত উৎপাদন ও বণ্টনের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় ও ভারসাম্য বজায় রাখা যায়। ফলে স্বল্প বা অধিক উৎপাদনের সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

৬. **একচেটিয়া প্রভাব রোধ (Resisting monopoly influence):** ব্যক্তিমালিকদের মধ্যে একচেটিয়া প্রভাব সৃষ্টির অসৎ প্রবণতা লক্ষণীয়। এজন্য তারা বিভিন্ন সময় নানান ধরনের অপকৌশল গ্রহণ করে জনগণকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তা বন্ধ করা যায়।

৭. **দুর্নীতি ও অপচয় রোধ (Resisting corruption and wastage):** ব্যক্তিমালিকগণ অধিক মুনাফার আশায় অনেক সময় নানা ধরনের দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। কর ফাঁকি দেয়ার প্রবণতায় ভোগে। যা রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ঘটে না। এছাড়া এ ব্যবসায় ভারসাম্যহীন প্রতিযোগিতা রোধ করে অপচয় হ্রাস করতে সাহায্য করে।

৮. **ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ (Control of business):** দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উপর সরকারের প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত। দেশের আমদানি-রপ্তানির উপরও সরকারের প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ থাকা আবশ্যক। রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রয়োজনীয় ব্যাংক, বীমা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে সরকার দেশের অর্থ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

৯. **প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার (Best utilization of natural resources):** বেসরকারি খাতে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ছেড়ে দেয়া হলে ব্যক্তিস্বার্থ বিবেচনায় তার অপব্যবহারের সম্ভাবনা বেশি থাকে। রাষ্ট্রীয় মালিকানায় প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার করা হলে দেশের সকল মানুষ এর সুফল পায়।

১০. **মন্দাজনিত সংকট রোধ (Resisting problem relating to recession):** অর্থনৈতিক মন্দার সময় দেশের দেশের বেসরকারি খাতে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। বিশেষত কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার বেকার সমস্যা প্রকট হয়। উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বাজারে পণ্যের তীব্র সংকট দেখা যায়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যবসায় এ ধরনের সংকট সৃষ্টি করে না।

১১. **গবেষণা ও উন্নয়ন (Research and development):** রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বৃহদায়তন প্রকৃতিতে গড়ে উঠায় এবং আর আর্থিক সামর্থ্য ভালো থাকায় এক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়নের সুযোগ বেশি থাকে। উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করে এ ব্যবসায় সহজেই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৭.০৫ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের অসুবিধা

Disadvantages of State Enterprise

মুনাফা বৃদ্ধি কোনো রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। জনসেবা ও জনকল্যাণই এর মূখ্য উদ্দেশ্য। বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গঠিত হয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে একচেটিয়া কর্তৃত্ব ভোগ করে থাকে।এর ফলে কিছু অসুবিধা দেখা দেয় নিম্নে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের অসুবিধা সমূহ আরোচনা করা হলো:

১. **স্বাভাবিক অর্থনৈতিক বিকাশে বাধা (Hindrance towards normal economic development):** সরাসরি মালিকানায় ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করা হলে বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ নিরুৎসাহিত হয়। এতে দেশের কার্যকরী কারবারি পরিবেশ বিপন্ন হয় ও স্বাভাবিক অর্থনৈতিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়।

২. **দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অসুবিধা (Problem of taking quick decision):** যথাসময়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তার বাস্তবায়নের উপর ব্যবসায় সাফল্য নির্ভর করে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার কারণে সকল বিষয়ে দীর্ঘসূত্রতার সৃষ্টি হয়। যা সিদ্ধান্ত গ্রহণকে বিলম্বিত ও অকার্যকর করে।

৩. **লালফিতার দৌরাত্ম্য (Suffering of red tapisim):** রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপক ও কর্মচারীদের মধ্যে আমলাতান্ত্রিক মানসিকতা বিদ্যমান থাকায় ধরাবাঁধা নিয়ম-কানুনের নিগড়ে সব কাজ গণ্ডিবদ্ধ হয়ে পড়ে। এতে লালফিতার দৌরাত্ম্যের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ সকল কাজের গতি অত্যন্ত ধীর ও মন্থর হয়ে থাকে।

৪. **অলাভজনক সংস্থা (Unprofitable organisation):** এরূপ ব্যবসায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং সরকারি সাহায্যে টিকে থাকে। অনবরত লোকসানের ফলে এরুপ ব্যবসায় সম্পর্কে জনমনে খারাপ ধারণা জন্মে এবং জাতির জন্য তা বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

৫. **নমনীয়তার অভাব (Lack of flexibility):** এরূপ ব্যবসায় সরকারি নিয়ম-নীতির বেড়াজালে আবদ্ধ থাকে বিধায় প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল কারবারি অবস্থার সাথে সঙ্গতি বিধানে ব্যর্থ হয়। ফলে তা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে না।

৬. **দুর্নীতি ও স্বনজনপ্রীতি (Corruption and nepotism):** সাধারণভাবে এ ব্যবসায়ে কর্তাব্যক্তিদের আলাদা কোন স্বার্থ না থাকায় তাদের মধ্যে অন্যায় পথে স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ফলে এর অভ্যন্তরে দুর্নীতি বাসা বাঁধে। এ ছাড়া এরূপ ব্যবসায় সরকারি আমলা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আত্মীয় পোষণের ক্ষেত্রে পরিণত হয়।

৭. **নীতির ঘন ঘন পরিবর্তন (Frequent change of policies):** সরকারি প্রশাসনের ন্যায় এর পরিচালনায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকেও ঘন ঘন বদলি করা হয়। ফলে নির্বাহী বদলের সাথে নীতিরও পরিবর্তন ঘটে। এ ছাড়া সরকার পরিবর্তনের সাথেও এর নীতিতে অনেক পরিবর্তন হয়। আর এরূপ নীতির পরিবর্তন ব্যবসায়ের অগ্রগতি ব্যাহত করে।

৮. **গোপনীয়তা প্রকাশ (Expressing secrecy):** আইনসভার বিশেষ আইনবলে এরূপ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হয় বিধায় সংসদে এর কার্যক্রম নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করা হয়। এ ছাড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন সরকারি বিভাগীয় সংগঠনের কাজ নিয়েও সরাসরি আলোচনার সুযোগ থাকে। ফলে ব্যবসায় গোপনীয়তা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৯. **বিলোপের অসুবিধা (Problem in dissolution):** সরকারি প্রতিষ্ঠান বিধায় এর বিলোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সংসদে ও জনসাধারণ্যে নানান কথা উঠে। শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। এতে সরকার জনসমর্থনের বিষয় বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। ফলে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেও এর বিলোপ করা যায় না।

কর্মপত্র-২

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করে উক্ত ব্যবসায়ের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো বের কর।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের সুবিধা / সবল দিক	রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের অসুবিধা / দূর্বল দিক।
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•

৭.০৬ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়
State Enterprises of Bangladesh

বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (BTTB):

বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রনালয়ের একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। এটি ১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড মূলত ল্যান্ডফোন সেবা প্রদান করে থাকে। এটির সেবা শহর অঞ্চল, উপশহর এবং আন্তর্জাতিকভাবে বিস্তৃত। যদিও সরকার বেসরকারি ক্ষেত্রে টেলিফোনের লাইসেন্স প্রদান করেছে তথাপি ল্যান্ডফোনের ক্ষেত্রে এটি এখনো একচেটিয়া প্রাধান্য বিস্তার করে চলেছে। এটি শুধু ল্যান্ড ফোনের সেবাই প্রদান করে থাকে তা নয়, এটি আমাদের ৬৪ জেলায় ইন্টারনেট সেবা প্রদান করে থাকে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

১৯৯৮ সালে একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে এটিকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তর করা হয়। গ্রাহকদের আরও উন্নত সেবা প্রদান করার উদ্দেশ্যে ২০০৪ সালে "টেলিটক" নামের আলাদা একটি কোম্পানি খোলে যেটি বর্তমানে মোবাইল সেবা প্রদান করছে। টেলিটক হচ্ছে দেশের একমাত্র পাবলিক মোবাইল অপারেটর। ২০১২ সালে টেলিটক 3G প্রযুক্তি যুক্ত করে মোবাইল ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে। এ প্রযুক্তির কল্যাণে বর্তমানে মোবাইল গ্রাহকরা কথা বলার সাথে সাথে যার সাথে কথা বলছে তার ছবিও দেখতে পারছে। অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের অনুষ্ঠানও দেখতে পাচ্ছে। আরো নতুন নতুন প্রযুক্তি যুক্ত করার জন্য বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড প্রতিনিয়ত কাজ করছে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা (BRTC):

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা (বিআরটিসি) একটি রাষ্ট্রায়ত্ত পরিবহন সংস্থা। এটি ১৯৬১ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬১ সালের ৭নং সরকারি অধ্যাদেশ এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার পর এটি বর্তমান নাম ধারন করে।

বিআরটিসি যোগাযোগ মন্ত্রনালয়ের একটি আধা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। এটির গভর্ণিংবডির সদস্যদের মধ্যে রয়েছে যোগাযোগ মন্ত্রী, যোগাযোগ সচিব, প্রতিষ্ঠানের পরিচালক এবং অন্যান্য অফিসার যাদের দ্বারা সরকার কর্তৃক একজন চেয়ারম্যান নির্বাচন করা হয়।

বিআরটিসি যাত্রীসেবা এবং পণ্য পরিবহন সেবা দুটোই প্রদান করে। বিআরটিসি তিনটি আন্তর্জাতিক বাসরুট রয়েছে; এগুলো হচ্ছে ঢাকা-কলকাতা, ঢাকা-আগরতলা ও ঢাকা-শিলিগুড়ি। বাংলাদেশের মধ্যে এটি চট্রগ্রাম, বগুড়া, কুমিল্লা, পাবনা, রংপুর, বরিশাল, সিলেট, ঢাকা বাস ডিপো থেকে আন্তঃজেলা বাস সেবা দিয়ে থাকে। বর্তমানে ঢাকার যানযট নিরসনে বিআরটিসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রতিনিয়ত বিআরটিসির বহরে নতুন নতুন বাস যোগ হচ্ছে। জানুয়ারি ২০১২ সাল পর্যন্ত বিআরটিসির মোট বাসের সংখ্যা ছিল ১১১৬টি। পরবর্তীতে ২০১২ সালে আরো কিছু দোতালা বাস আমদানি করা হয়। বিআরটিসির সবচেয়ে আধুনিক সংযোজন হচ্ছে আর্টিকুলেটেড বা জোড়া বাস যেটি ২০১৩ সালে উদ্বোধন করা হয়। বিভিন্ন উৎসব বা অনুষ্ঠানের সময় বিআরটিসি স্পেশাল সার্ভিস চালু করে; যেমন ঈদ স্পেশাল সার্ভিস।

বাস ছাড়াও পণ্য পরিবহনের সুবিধার জন্য বিআরটিসি ট্রাক সেবা প্রদান করে থাকে। বিআরটিসি সাধারণত বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের খাদ্য, সার, কাগজ এবং জীবন রক্ষাকারী ঔষধ পরিবহনের ব্যবস্থা করে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন দূর্যোগের সময় ত্রান পরিবহনে সহায়তা করে থাকে। বর্তমানে প্রায় ১৭১ টি ট্রাক বিআরটিসি বহরে রয়েছে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

বাস ও ট্রাক সেবা ছাড়াও বিআরটিসি চালকদেরকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। এটির প্রধান চালক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অবস্থিত গাজিপুরের জয়দেবপুর। এছাড়াও ঢাকা, চট্রগ্রাম, বগুড়া, খুলনা, ঝিনাইদাহেও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং সার্ভিসিং সেন্টার রয়েছে। বিআরটিসির প্রধান ওয়ার্কশপ ঢাকার তেজগাঁও এ অবস্থিত।

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থা

Bangladesh Sugar and food Industry Corporation

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থা (BSFIC) একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আবির্ভূত হয় পহেলা জুলাই ১৯৭৬ সালে। এটি ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ ১৯৭২ এর ২৬ নং অর্ডারের ভিত্তিতে দুটি প্রতিষ্ঠান যথা বাংলাদেশ চিনিকল মিল কর্পোরেশন (BSMC) এবং বাংলাদেশ খাদ্য এবং সহায়ক শিল্প কর্পোরেশন (BFAIC) একিভূত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থা খাদ্য মন্ত্রনালয়ের একটি প্রতিষ্ঠান। এটির সাধারণ প্রশাসনিক কার্যাবলি "বোর্ড অব ডিরেক্টরস" এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। "বোর্ড অব ডিরেক্টরস" এ থাকে একজন চেয়ারম্যান এবং ৫ জন পরিচালক যার মধ্যে থাকে একজন অর্থায়ন, একজন বিপণন, একজন উৎপাদন ও প্রকৌশলী, একজন পরিকল্পনা ও উন্নয়ন এবং একজন আখ উন্নয়ন ও গবেষণা।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Goal & Objective)

- বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে উন্নতমানের চিনি উৎপাদন করা।
- চিনিকলগুলোর সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি করে বৈদেশিক মুদ্রা রক্ষা করা।
- দক্ষ বিপণনের মাধ্যমে স্থানীয় বাজারে চিনির দাম স্থিতিশীল রাখা।
- চিনিতে আত্ম-নির্ভরশীলতা অর্জন করার লক্ষ্যে বর্তমান চিনিকলগুলোর উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং নতুন চিনিকল স্থাপন করা।

বাংলাদেশ চিনি ও শিল্প সংস্থার অধীনে চিনিকল গুলো নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান
১	পঞ্চগড় চিনিকল লি.	পঞ্চগড়
২	খেতাবগঞ্জ চিনিকল লি.	খেতাবগঞ্জ, দিনাজপুর
৩	ঠাকুরগাঁ চিনিকল লি.	ঠাকুরগাঁ
৪	শ্যামপুর চিনিকল লি.	শ্যামপুর, রংপুর
৫	জয়পুরহাট চিনিকল লি.	জয়পুরহাট
৬	নাটোর চিনিকল লি.	নাটোর
৭	উত্তরবঙ্গ চিনিকল লি.	গোপালপুর, নাটোর
৮	রাজশাহী চিনিকল লি.	রাজশাহী
৯	কুষ্টিয়া চিনিকল লি.	কুষ্টিয়া
১০	মোবারকগঞ্জ চিনিকল লি.	ঝিনাইদহ
১১	কেরু এন্ড কোম্পানি লি.	দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা
১২	ফরিদপুর চিনিকল লি.	মধুখালি, ফরিদপুর
১৩	পাবনা চিনিকল লি.	পাবনা
১৪	ঝিল-বাংলা চিনিকল লি.	দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর
১৫	রংপুর চিনিকল লি.	মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

ওয়াসা

Wasa-Water and Swearage Authority

পানি সরবরাহ এবং নর্দমা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত একটি আধা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। ১৯৬৩ সালে ওয়াসা প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রনালয়ের অধীনে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থা (BCIC)

বাংলাদেশে রাসায়নিক শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনে BCIC অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ১৯৭২ সালে BCIC প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে সে সময় এটি (১) বাংলাদেশ সার, রসায়ন ও ভেষজ শিল্প সংস্থা (২) বাংলাদেশ কাগজ বোর্ড (৩) বাংলাদেশ টেনারিজ কর্পোরেশন এ তিনটি সংস্থায় বিভক্ত ছিল। পরবর্তীতে এ তিনটি সংস্থাকে একত্রিত করে BCIC প্রতিষ্ঠা করা হয়। BCIC বাংলাদেশের চামড়া শিল্প, কাগজ শিল্প, ভেষজ পেট্রোলিয়াম, রাসায়নিক সার প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা, মানোন্নয়ন, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি কার্যাবলি পালন করে থাকে। বর্তমানে এর অধীনে ৩০টি শিল্প ইউনিট রয়েছে। বিদেশের সাথেও এ সংস্থার সংযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ শিল্প মন্ত্রনালয়ের অধীনে BCIC পরিচালিত হয়।

বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন (BPC)

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভুমি বাংলাদেশে পর্যটন শিল্প একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। পর্যটন শিল্পের উন্নত প্রসার ও বিকাশে সরকার ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন গঠন করেছে।

এ কর্পোরেশনের প্রধান লক্ষ্য ও কর্মসূচি হচ্ছে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক আকর্ষণীয় স্থান সমূহ চিহ্নিত করা এবং প্রকৃতি প্রেমিক পর্যটকদের কাছে তুলে ধরার জন্য সেগুলোর সংস্কার, উন্নয়ন, সময়োপযোগী যোগাযোগ ও নিরাপত্তা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা। পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য পুস্তিকা, পোস্টার, স্পটসমূহের পরিচিতিমূলক হ্যান্ডবিল, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ইত্যাদি প্রকাশ করার ব্যবস্থা করে থাকে। এসব কাজের জন্য ঢাকায় এর কেন্দ্রীয় দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হলেও কক্সবাজার, রাঙামাটি, কুমিল্লা, রংপুর, সিলেট বিভিন্ন স্থানে এর শাখা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্পট গুলোতে অভিজাত হোটেল, রেস্তোরা ও ক্রীড়াকেন্দ্রও স্থাপিত হয়েছে পর্যটন কর্পোরেশনের উদ্যোগে। আমাদের দেশের প্রধান প্রধান পর্যটন স্পটগুলো হলো কক্সবাজার, কুয়াকাটা, সুন্দরবন, জাফলং, রাঙামাটি, সিলেট, বাগেরহাট, কুমিল্লার ময়নামতি, দিনাজপুর।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

ডাক যোগাযোগ (Postal Communication)

মানব সভ্যতার এক বিশেষ অবদান হচ্ছে ডাক ব্যবস্থা। প্রতিটি দেশেই ডাক ব্যবস্থা আছে। বাংলাদেশে ডাক বিভাগ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রনালয়ের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এর শাখা বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। বস্তুত বাংলাদেশ ডাক বিভাগ তার প্রায় ৮০০০ পোস্ট অফিসের মাধ্যমে দেশের আপামর জনসাধারনের অবিরাম সেবা করে যাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার রাজধানীর সাথে সকল জেলা সদর এবং জেলা সদরের সাথে সকল থানা সদরে ডাক যোগাযোগ ত্বরান্বিত করার ব্যবস্থা নিয়েছেন। এ জন্য ঢাকা থেকে সকল জেলা সদর ও জেলা সদর থেকে থানা সদরে সরাসরি মেইল ব্যাগ প্রবর্তনের মাধ্যমে নূন্যতম সময়ে ডাক আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জনগণের কল্যাণে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ বেশকিছু সার্ভিস বা সেবা প্রদান করে:

১. **সাধারণ চিঠি:** বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ৩ টাকা ফি নিয়ে সাধারণ চিঠি বাংলাদেশের যেকোনো প্রান্তের প্রাপকের নিকট পৌঁছে দেয়।

২. **পার্সেল:** পার্সেলের মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট পরিমাপের পণ্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাঠানো যায়। পার্সেল রেজিস্ট্রিকৃত এবং বিমা করা যায়।

৩. **মানি অর্ডার:** মানি অর্ডারের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে যেকোনো স্থানে টাকা প্রেরণ করা যায়। দেশের বিভিন্ন স্থানে চাকরিজীবিদের জন্য এটি খুবই সাহায্যকারী।

৪. **পোস্টাল অর্ডার:** অর্থ হস্তান্তরের জন্য ডাক বিভাগে পোস্টাল অর্ডার বিক্রয় এবং ভাঙানোর ব্যবস্থা রয়েছে।

৫. **টেলিগ্রাফ:** ডাক বিভাগের পুরাতন একটি সেবা হচ্ছে টেলিগ্রাফ। বর্তমানে অবশ্য টেলিগ্রাফ ব্যবহার কম হয়ে থাকে।

৬. **ডাকঘর সঞ্চয়পত্র:** ডাক ঘর সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে গ্রাহকের টাকা নির্দিষ্ট মেয়াদের ভিত্তিতে জমা রেখে সুদ প্রদান করে।

৭. **স্ট্যাম্প:** জমি, ফ্ল্যাট, দোকান ক্রয়-বিক্রয়, চুক্তি ইত্যাদি কাজে দলিল লিখনে স্ট্যাম্প ব্যবহৃত হয়, ডাক বিভাগ এটি বিক্রয় করে থাকে।

৮. **প্রাইজবন্ড ক্রয়-বিক্রয়:** বিভিন্ন উপহার এবং নির্দিষ্ট সময়ান্তে ড্র-এর মাধ্যমে জনসাধারণকে সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলার জন্য ডাক বিভাগে প্রাইজবন্ড ক্রয় ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ে (BR)

বাংলাদেশের রেলপথের পরিমাণ অল্প হলেও তা এদেশের অর্থনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রেলপথ দেশের প্রধার শহর, বন্দর, বাণিজ্য ও শিল্প কেন্দ্রের সঙ্গে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সংযোগ রক্ষা করে। বাংলাদেশ রেলওয়ের ইতিহাস অত্যন্ত পূরাতন। এটির যাত্রা শুরু হয় ১৫ই নভেম্বর ১৮৬২ সালে। রেলওয়ে একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। এটি বাংলাদেশ রেলওয়ে মন্ত্রনালয়ের অধীন। আর ট্রেন পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন মহাপরিচালক।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

বাংলাদেশে বর্তমানে তিন ধরনের রেলপথ চালু আছে। পথগুলো হচ্ছে-মিটারগেজ রেলপথ, ব্রডগেজ রেলপথ ও ডুয়েলগেজ রেলপথ। যমুনা নদীর পূর্বাংশে মিটারগেজ ও ডুয়েলগেজ এবং পশ্চিমাংশে ব্রডগেজ রেলপথ চালু আছে। যমুনা সেতু চালুর পূর্বে রেলপথের দৈর্ঘ্য ছিল ২৭৬৮ কি.মি.। বর্তমানে রেলপথের দৈর্ঘ্য ২৮৫৫ কি.মি. এবং প্রায় ৩৪,১৬৮ জন কর্মরত আছে। এর মধ্যে ৬৬০ কি.মি. ব্রডগেজ (বেশিরভাগ পশ্চিমাঞ্চল), ১৮৩০ কি.মি. মিটারগেজ (বেশিরভাগ কেন্দ্রীয় এবং পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত) এবং ৩৬৫ কি.মি. ডুয়েল গেজ। ১৯৯৮ সালে যমুনা সেতু চালু হওয়ার পর পূর্বে বিচ্ছিন্ন পূর্ব-পশ্চিম অঞ্চলের সাথে যুক্ত হয়।

উন্নত সেবা প্রদান করার জন্য রেলপথকে দুটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে-পূর্বাঞ্চল এবং পশ্চিম অঞ্চল। দুটি অঞ্চলে দুজন ব্যবস্থাপক থাকেন যিনি মহাপরিচালকের নিকট দায়বদ্ধ থাকেন। প্রত্যেক অঞ্চলে দুটি ওয়ার্কসপ আছে; একটি পাহাড়তলী এবং অন্যটি সৈয়দপুরে অবস্থিত। রেলওয়ের নিজস্ব প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা রয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ে বিভিন্ন সেবা প্রদান করে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য সাটল ট্রেন সেবা থেকে শুরু করে যাত্রী সেবা এবং পণ্য পরিবহনের ব্যবস্থা করে থাকে। এত সেবা প্রদান করার পরেও রেল এখনো লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর হতে পারে নাই। এখনো সরকারকে এ খাতে ভর্তূকী দিতে হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের রেলপথ বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত। বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রধান সমস্যাগুলো হলো; ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা, ত্রুটিপূর্ণ সংকেত পদ্ধতি, ইঞ্জিন ও বগির অপ্রতুলতা, ইঞ্জিন ড্রাইভার সংকট, ওয়াগন স্বল্পতা, দুর্ঘটনা, রেলওয়ে স্লিপার, রেলওয়ে পাথরের অপর্যাপ্ততা, দুর্নীতি ইত্যাদি।

তবে আশার কথা বর্তমানে সরকার এ খাতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। কিছু কিছু রেলপথ যেগুলো বন্ধ ছিল তা সংস্কারের ব্যবস্থা করেছে। নতুন লাইন স্থাপনের পদক্ষেপ নিয়েছে। সম্প্রতি ভারত থেকে নতুন কোচ আমদানি করেছে এবং জাইকার সাথে মেট্রো রেলের চুক্তি হয়েছে। এগুলো সম্পাদিত হলে বাংলাদেশ রেলওয়ে তার সমস্যা অনেকাংশে সমাধান করতে পারবে।

৭.০৭ বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের যৌক্তিকতা

Appropriateness of State Business in Bangladesh

যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ রাষ্ট্রের মালিকানায় থাকে এবং দেশের সরকারের অধীনে পরিচালিত হয় সে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহকে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলে। বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের যৌক্তিকতা আলোচনা করা হলো:

- রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সমাজের কিছুসংখ্যক ব্যক্তির হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রবণতা বন্ধ করে এবং জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে।
- এ ব্যবসায় শ্রমিক-কর্মীদের শোষণ না করে বরং তাদের প্রতি দায়িত্ব পালনের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন ও এতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক নিয়োগ করে অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে।
- ব্যক্তিমালিকগণ অধিক মুনাফার আশায় অনেক সময় নানা ধরনের দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। কর ফাঁকি দেয়ার প্রবণতায় ভোগে। যা রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ঘটে না। এছাড়া এ ব্যবসায় ভারসাম্যহীন প্রতিযোগিতা রোধ করে অপচয় হ্রাস করতে সাহায্য করে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

- দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উপর সরকারের প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত। দেশের আমদানি-রপ্তানির উপরও সরকারের প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ থাকা আবশ্যক। রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রয়োজনীয় ব্যাংক, বীমা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে সরকার দেশের অর্থ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
- রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বৃহদায়তন প্রকৃতিতে গড়ে উঠায় এবং আর আর্থিক সামর্থ্য ভালো থাকায় এক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়নের সুযোগ বেশি থাকে। উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করে এ ব্যবসায় সহজেই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে।
- এরূপ ব্যবসায় জনকল্যাণের উদ্দেশ্যেই মূলত গঠিত ও পরিচালিত হয়। জনকল্যাণমুখী বিভিন্ন খাত; যেমন-ওয়াসা, রেলওয়ে, ডাক ও তার ইত্যাদির মতো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে আমাদের দেশে এ ব্যবসায় জনগণের অশেষ উপকার সাধন করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, উপরোক্ত কারণে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় এ ব্যবসায় প্রয়োজনীয়তার যথাথতা রয়েছে।

৭.০৮ বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের অবদান

Contribution of State Enterprise in Social Economic Development of Bangladesh

সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় কারবারের প্রচলন বেশি। ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রায় ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়। তার পরেও রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় দেশের শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ,সম্পদসমূহের সদ্ব্যবহার ও সুষম বন্টনের ক্ষেত্রে অপিরিসীম অবদান রেখেছে। রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় নিম্নোক্তভাবে আমাদের দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।

- **প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার (Best utilization of natural resources):** বেসরকারি খাতে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ছেড়ে দেয়া হলে ব্যক্তিস্বার্থ বিবেচনায় তার অপব্যবহারের সম্ভাবনা বেশি থাকে। রাষ্ট্রীয় মালিকানায় প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার করা হলে দেশের সকল মানুষ এর সুফল পায়।
- **জাতীয় আয় বৃদ্ধি (Increasing national income):** সরকারি মালিকানায় শিল্প-বাণিজ্য পরিচালনা করা হলে পুঁজিগত সুবিধার কারণে এর দ্রুত উন্নয়ন ঘটে। তদুপরি এরুপ প্রতিষ্ঠানের কর বা রাজস্ব ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা না থাকায় সহজেই জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়।
- **অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন (Change of economic system):** ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বা খুশিমতো চলতে দেয়ার নীতির কারণে ধনবাদী সমাজে ধনবৈষম্যের সৃষ্টি হয় ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে পড়ে। তাই এ অবস্থা পরিবর্তন করে সামাজতান্ত্রিক বা মিশ্র অর্থনীতি গড়ে তুলে কল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অনেক দেশেই রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করা হয়।
- **ব্যবসায়-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ (Control of business):** দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উপর সরকারের প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত। দেশের আমদানি-রপ্তানির উপরও সরকারের প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ থাকা আবশ্যক। রাষ্ট্রীয়ভাবে কিছু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার মাধ্যমে সরকার এক্ষেত্রে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

- **কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি (Creating of employment opportunity):** দেশে অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও বেকারত্ব হ্রাসের প্রচেষ্টাতেও অনেক সময় রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গড়ে তোলা হয়। M.C. Sukla এ সম্পর্কেই বলেছেন "রাষ্ট্রীয় মালিকানায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠিত হলে এর মাধ্যমে ব্যাপক বিনিয়োগ কর্মসূচি দীর্ঘমেয়াদে গ্রহণ করা যায়। যা দেশের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অনিশ্চিত অবস্থা এড়াতে সাহায্য করে।"
- **গবেষণা ও উদ্ভাবন (Research and development):** ভোক্তার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটানোর জন্য প্রয়োজন হয় নতুন নতুন পণ্যের। আর এজন্য প্রয়োজন গবেষণার। গবেষণামূলক কাজ সবসময় ব্যয়বহুল। সরকার নিয়ন্ত্রিত কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সহজেই বাজার গবেষণা ও নতুন পণ্য উদ্ভাবন করতে পারবে।

সরকারী বেসরকারী অংশীদারীত্ব ভিত্তিক ব্যবসা
Public Private Partnership Business

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বভিত্তিক ব্যবসায় (PPP) বাংলাদেশের জন্য নতুন নয়। নব্বই দশকের মাঝামাঝিতে প্রায় ৫০ টি প্রকল্প এই ব্যবসায়ের মাধ্যমে সম্পাদিত হয় যার মধ্যে ছিল টেলিযোগাযোগ, বন্দর নির্মাণ এবং অবকাঠামো উন্নয়ন। সরকারও তাদের বাজেট পরিকল্পনায় সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বভিত্তিক ব্যবসায়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

ছবি: যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভার।

সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বভিত্তিক (PPP) ব্যবসা বলতে কোন সরকারি সেবা বা বেসরকারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যেটি অর্থায়ন ও পরিকল্পনা করে সরকার এবং এক বা একাধিক প্রাইভেট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বভিত্তিক ব্যবসায় বলতে বুঝায় পাবলিক কর্তৃপক্ষ এবং প্রাইভেট পক্ষের মধ্যে এমন একটি চুক্তি যেখানে বেসরকারি পক্ষ কোন পাবলিক সেবা দেয় বা প্রকল্পের যাবতীয় আর্থিক এবং কারিগরী ঝুঁকি বহন করে। কিছু কিছু সরকারী বেসরকারী অংশীদারিত্ব ভিত্তিক ব্যবসায়ে সেবা ব্যবহারের ব্যয় শুধুমাত্র এর ব্যবহারকারীরা বহন করে কোন কর প্রদানকারী বহন করে না। অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সরকারের সাথে চুক্তি অনুযায়ী মূলধন বিনিয়োগ বেসরকারি পক্ষ বহন করে এবং সেবা সরবরাহের ব্যয় সম্পূর্ণ বা আংশিক সরকার বহন করে। অনেক সময় সরকার বেসরকারি বিনিয়োগকারীদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এককালীন অনুদান প্রদান করে মূলধন ভর্তূকী হিসাবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকার মুনাফা জাতীয় ভর্তুকী প্রদান করে সাহায্য করে থাকে। মুনাফা জাতীয় ভর্তুকী বলতে একটি নির্দিষ্ট সময় কর সুবিধা প্রদান করা হয়। সরকার ২০২১ সালের মধ্যে GDP এর লক্ষ মাত্রা নির্ধারণ করেছে ৮% – ১০%।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

এ লক্ষ অর্জনের জন্য সরকার শক্তি উৎপাদন, জ্বালানি, বন্দর, যোগাযোগ, খাবার পানি, বর্জ ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারী খুঁজছে। কারণ এ প্রকল্পগুলো অত্যধিক ব্যয়বহুল। এগুলো সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সরকারি-বেসরকারিভিত্তিক (PPP) ব্যবসায় প্রয়োজন।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১। জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় সংগঠনের নাম কী?

ক. কোম্পানি খ. সমবায় সমিতি

গ. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় ঘ. যৌথ উদ্যোগে ব্যবসায়

২। রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মাধ্যমে শ্রেণি বৈষম্য দুরীভূত হতে পারে–

i. সম্পদের সুষম বন্টন করে

ii. অঞ্চলের সুষম উন্নয়নের মাধ্যমে

iii. কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i,ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

বাংলাদেশ রেলওয়ে দীর্ঘদিন ধরে লোকসান দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। এ কথা শুনার পর জীবনের মনে প্রশ্ন জাগে লোকসান হলে এ ব্যবসায় পরিচালনা করার দরকার কী? এ ব্যপারে সে তার বড় ভাইকে প্রশ্ন করলে সে বলে এ ব্যবসায় লোকসান করলেও সাধারণ জনগণের অনেক কল্যাণ করে।

৩। বাংলাদেশ রেলওয়ে কোন ধরনের সংগঠন?

ক. একমালিকানা খ. রাষ্ট্রীয়

গ. অংশীদারি ঘ. যৌথ মূলধনী

৪। লোকসান হলেও এ ব্যবসায় জনকল্যাণ করে–

i. সম্পদের সুষম বন্টন করে

ii. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে

iii. জনগণের কর বৃদ্ধি করে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

১। শাহানা বাসে করে উত্তরা থেকে মতিঝিল যাচ্ছে। হঠাৎ করে সে লক্ষ্য করল বাসের মধ্যে লেখা "এটি আপনার সম্পদ, তাই এটি রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্বও আপনার"। শাহানা অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো এটি ক্রয়ের জন্য তো সে কোনো টাকা দেয়নি, তাহলে এটি তার সম্পদ হলো কিভাবে? আর এটির রক্ষণাবেক্ষনও সে কিভাবে করবে?

ক. বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
খ. সরকারি বেসরকারি অংশীদারীত্ব ভিত্তিক ব্যবসায় বলতে কী বুঝায়?
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত বাসটি কোন ধরনের ব্যবসায় সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "এটি আপনার সম্পদ এটি রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্বও আপনার"–বাস কর্তৃপক্ষের এ উক্তির সাথে তুমি কী একমত? কথাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

২। ব্যবসায়-বাণিজ্য সাধারণভাবে সরকারি ও বেসরকারি মালিকানার নিয়ন্ত্রনাধীনে পরিচালিত হয়ে থাকে। কিন্তু জনগণের কল্যাণসাধন ও স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে কতিপয় ক্ষেত্রে দেশের সরকারকে ব্যবসায়ী কার্যকলাপে জড়িত হতে দেখা যায়। এসব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা, বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ রেলওয়ে ইত্যাদি। এছাড়াও দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির লক্ষে কিছু কিছু ব্যবসায় রয়েছে যা সরকারী এবং বেসরকারী মালিকানার ভিত্তিতে গঠিত ও পরিচালিত হচ্ছে।

ক. ওয়াসা কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
খ. ডাকযোগাযোগ বলতে কী বুঝায়?
গ. উদ্দীপকে জনগণের কল্যাণের জন্য সরকার কোন ধরনের ব্যবসায় পরিচালনা করেন তা–ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকে সরকারী ও বেসরকারী মালিকানা যে ব্যবসায় গড়ে উঠেছে সে ব্যবসায়ের ধরণ কিরূপ? ইহা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কী ধরণের ভূমিকা রাখতে পারে তা বিশ্লেষণ কর।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

অষ্টম অধ্যায়

ব্যবসায়ের আইনগত দিক

LEGAL ASPECTS OF BUSINESS

ব্যবসায়িক প্রয়োজনে রচিত আইনকেই এক কথায় ব্যবসায় আইন বলে। ব্যবসায় হল পণ্য উৎপাদনও বন্টন সংশ্লিষ্ট কার্যাবলির সমষ্টি। পণ্য উৎপাদন এবং উৎপাদিত পণ্য ও সেবা সামগ্রী প্রকৃত ভোগকারীর নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত নানাবিধ প্রত্যক্ষ ও সহযোগী কার্যাবলি সম্পাদনের প্রয়োজন পড়ে। বর্তমান জটিল ব্যবসা-বাণিজ্যের জগতে এ সকল কার্যাবলির সঠিক পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সুনির্দিষ্ট আইন অত্যাবশ্যক। তাই আইনের যে অংশ এরূপ প্রয়োজন মিটানোর জন্য গৃহীত হয় তাকে ব্যবসায়িক আইন নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা জানতে পারব–

- ব্যবসায়ের বিভিন্ন আইনগতদিকসমূহ।
- পেটেন্ট ও ট্রেড মার্ক আইনের ধারণা।
- পেটেন্ট ও ট্রেড মার্ক এর সুবিধা।
- পেটেন্ট ও ট্রেড মার্ক রেজিস্ট্রি করার পদ্ধতি।
- কপিরাইট আইনের ধারণা।
- কপিরাইট নিবন্ধন করার পদ্ধতি।
- কপিরাইট ভঙ্গ করার পরিণতি।
- বিমার ধারণা ও গুরুত্বসমূহ।
- ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে বিমা করার প্রক্রিয়া।
- ব্যবসায় ও পরিবেশ আইনের সম্পর্কে ধারণা।
- ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিবেশ দূষণের কারণ ও ফলাফল।
- ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিবেশ দূষণরোধে করণীয়।
- আই এস ও (ISO) ধারণা ও গুরুত্বসমূহ।
- বি এস টি আই ধারণা ও কার্যাবলিসমূহ।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৮.০১ ব্যবসায়ের বিভিন্ন আইনগত দিক
Legeal Aspects of Business

বর্তমানে মানব সভ্যতায় যে সকল কাজ সম্পাদন করা হয়ে থাকে তার মধ্যে ব্যবসায় সংক্রান্ত কার্যাবলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে এর ব্যাপকতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সমগ্র বিশ্বই যেনো আজ একক বাজারে পরিণত হয়েছে। ব্যবসায় লেনদেন প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে ব্যাংক, বিমা, পরিবহণ শিল্প, বিজ্ঞাপনি সংস্থা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান কর্মরত রয়েছে। দেশের প্রচলিত মুদ্রার বাইরেও চেক, বিল, হুন্ডি, প্রত্যয়পত্র (L.C) ইত্যাদি নানা ধরনের হস্তান্তরযোগ্য দলিলের ব্যবহার চলছে। এ সকল কার্যক্রমের সুষ্ঠু পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও এতদসংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের জন্য ব্যবসায় আইনের আবশ্যকতা বলার অপেক্ষা রাখে না।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে পরিশেষে বলা যায়, ব্যবসায়ের সাথে সম্পৃক্ত পক্ষসমূহের মধ্যকার লেনদেন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও এতদসংক্রান্ত জটিলতা নিরসের জন্য দেশের সার্বভৌম রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ও প্রযুক্ত আইনকে ব্যবসায় আইন বলে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের একজন শিক্ষকের উদ্যোগে পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয় এবং তিনি এটি বাজারজাত করেন। এই বিষয়ের শিক্ষার্থীরা বইটি হাতে পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। ফলে ৩য় সংস্করণে ছাপানো বইটি ৮০০০ কপি অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে বিক্রি হয়ে যায়। ৪র্থ সংস্করণে লেখক ৪০০০ কপি বই ছাপিয়ে বাজারে ছাড়েন কিন্তু বইটির বিক্রয় আকস্মিকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, বাজারে নকল বই এসে গেছে যার দাম অপেক্ষাকৃত কম। বইটির লেখক উপায়ান্তর না দেখে নিকটবর্তী থানায় গেলেন। থানা কর্তপক্ষ বইটির কপিরাইট নিবন্ধিত আছে কিনা জানতে চাইলেন। যদিও নিবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে লেখক অবগত ছিলেন, কিন্তু এ বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে কপিরাইট করা থেকে বিরত ছিলেন। থানা কর্তৃপক্ষ এ কথা জেনে কোনো সাহায্য করতে অপারগ বলে দুঃখ প্রকাশ করে। পরিণামে লেখক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেন এবং পরবর্তীতে বইটি পুনঃপ্রকাশের আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন।

উপরোউক্ত গল্পটি পাঠ করে তোমরা কী বুঝলে?

লেখক যদি কপিরাইট সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বইটির কপিরাইট নিবন্ধন করে রাখতেন হাহলে তিনি কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হতেন না। ব্যবসায় উদ্যোক্তাদের কিছু বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ থাকে যেমন কপিরাইট, পেটেন্ট, ট্রেডমার্ক ইত্যাদি। এগুলো ব্যবসায় উদ্যোগের গবেষণার ফসল এবং ব্যসায়ের অতিমূল্যবান সম্পদ। এসব সম্পদ সংরক্ষণের জন্য সব দেশেই আইনগত বিধি বিধান রয়েছে। এগুলো সম্পর্কে ব্যবসায় উদ্যোক্তাদের প্রাথমিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আইন-কানুন সম্পর্কে ধারণা ব্যবসায়ের আইনগত সমস্যা থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করে।

৮.০২ পেটেন্ট ও ট্রেডমার্ক আইন
Patent and Trademark Act

পেটেন্ট আইন (Patent Act)**:** পেটেন্ট শব্দটি আসছে Patent থেকে যার অর্থ-খোলা চিঠি (Open letter) পেটেন্ট বলতে এমন কিছু বিশেষ অধিকারের সমষ্টিকে বোঝায় যেখানে সার্বভৌম কোন দেশ কোন ব্যক্তিকে কোন কিছু আবিষ্কারের বা উদ্ভাবনের জন্য প্রদান করে, যাতে জনগন উক্ত আবিষ্কার / উদ্ভাবন সম্পর্কে জানতে পারে। উদ্ভাবন বলতে কোন পন্য বা প্রক্রিয়াকে বোঝায় যা বিশেষ কোন প্রযুক্তিগত সমস্যা সমাধান করে। পেটেন্ট কে বলা হয় বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি (Intelectual Property)।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

বাংলাদেশে বর্তমানে বিদ্যমান পেটেন্ট আইন হলো ১৯১১ সালের পেটেন্ট এ্যান্ড ডিজাইন এ্যাক্ট (P & A) এবং পেটেন্ট এ্যান্ড ডিজাইন রুলস। একটি উদ্ভাবনের জন্য পেটেন্ট এ নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা উচিৎ।

i. উদ্ভাবন অবশ্যই উৎপাদনের সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে হবে।

ii. উদ্ভাবনের ধরন অবশ্যই অভিনব বা অপূর্ব বিদিত হতে হবে।

iii. এটি অবশ্যই উদ্ভাবন কৌশলতার ফল হতে হবে।

iv. এটির অবশ্যই উপযোগিতা (Utility) থাকতে হবে।

v. এটি আইন বা নৈতিকতাবিরোধী হবে না।

P&A কর্তৃক পেটেন্ট শুধুমাত্র বাংলাদেশের অধিকারভুক্ত এলাকার জন্য প্রযোজ্য হবে। বাংলাদেশের বর্তমান পেটেন্ট, TRIPS পদ্ধতি চুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

ট্রেডমার্ক আইন (Trademark Law):

ট্রেডমার্ক হচ্ছে দৃষ্টিগোচর প্রতীক যেটি কোন পণ্যের গায়ে লাগানো থাকে; যার উদ্দেশ্য হলো পণ্যের উৎপত্তি সম্পর্কে অন্যদের জানানো বা প্রতিযোগীদের পণ্য বা সেবাকে আলাদা করা। সাধারনত কোন শব্দ, সাজসজ্জার নকশা বা লেবেল ট্রেডমার্ক এর প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কোন ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট ট্রেডমার্ক ব্যবহার করলে শুধুমাত্র তিনিই ঐ ট্রেডমার্ক ব্যবহার করার অধিকার লাভ করেন।

বাংলাদেশে ২০০৯ সালের ট্রেডমার্ক আইন প্রচলিত। এ আইনের ২(২৩) ধারায় চিহ্ন (Mark) বলতে বোঝায় কোন সাজসাজ্জার নকশা, ব্রান্ড, লেবেলিং, টিকিট, নাম, স্বাক্ষর, শব্দ, বর্ণ, সংখ্যা বা এদের সমন্বিত রূপ।

এই আইনের ২(৮) ধারায় ট্রেডমার্ককে নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে:

ক. কোন ব্যবহারকারীর বা কোন চিহ্নের মালিকের অধিকার চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে যে রেজিস্ট্রিকৃত ব্যবসায়িক চিহ্ন বা কোন প্রতীক পণ্যে ব্যবহার করা হয়।

খ. কোন সেবার সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রতীক যেটির উদ্দেশ্য হলো ব্যবহারকারী বা মালিকের অধিকার চিহ্নিত করা।

আধুনিক ট্রেডমার্কের ৪টি কাজ। যথা–

১. এটি পণ্য এবং এর উৎপত্তি চিহ্নিত করে। অর্থাৎ এটা দ্বারা সহজেই উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানা যায়।

২. এটি গুণ অপরিবর্তনীয়-এর নিশ্চয়তা দেয়।

৩. এটি পণ্যের বিজ্ঞাপন দেয়।

৪. এটি পণ্যের ভাবমূর্তি তুলে ধরে।

উত্তম ট্রেডমার্কের বৈশিষ্ট্য

১. যদি প্রতীকটি কোন শব্দ হয় তাহলে এটি অবশ্যই সহজে উচ্চারণযোগ্য হতে হবে।

২. এটি অবশ্যই সহজে বানান করা যায় অথবা পড়া যায়।

৩. এটি বর্ণনামূলক হবে না বরং গুণের প্রস্তাবনা থাকবে।

৪. এটি সংক্ষিপ্ত হবে।

৫. এটি সহজে দৃষ্টিগোচর হবে।

৬. এটি রেজিস্ট্রেশনের সকল প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।

৭. রেজিস্ট্রেশনের যে প্রতীকগুলো ব্যবহার করা নিষেধ করা হয়েছে সেগুলো ব্যবহার না করা।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৮.০৩ পেটেন্ট ও ট্রেডমার্ক আইনের সুবিধা
Benefits of Patent and Trademark Law

পেটেন্ট আইনের সুবিধা (Benefits of Patent Law):

একটি পেটেন্ট উদ্ভাবনকারীকে সামর্থ দেয় / অধিকার দেয় আইনগত ব্যবস্থা নিতে যদি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পূর্ব অনুমতি ব্যতীত কোন আবিষ্কার বা উদ্ভাবন নকল, উৎপাদন, বিক্রি বা আমদানি করলে। পেটেন্ট নিজেই অন্যদেরকে তার উদ্ভাবন ধ্বংসের চেষ্টার হাত থেকে রক্ষা করে। এটি নিজে বন্ধ না করতে পারলে উদ্ভাবনকারী নিজেই আদালতের মাধ্যমে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারে। তবে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া ব্যয়বহুল। এতে পরামর্শক নিয়োগ দিতে হয়। আইনী লড়াই এ জিতলে অবশ্য যাবতীয় ব্যয়ের অর্থ ফেরত পাবে।

পেটেন্ট আরো কিছু সুবিধা প্রদান করে যথা–

* উদ্ভাবন এবং বুদ্ধিদীপ্ত সম্পত্তি বিক্রির অধিকার প্রদান করে।
* কোন ব্যক্তিকে আবিষ্কারের লাইসেন্স দেওয়া যায় কিন্তু সকল আই. পি (IP) অধিকার বিদ্যমান উদ্ভাবনকারীর নিকটই থাকে।
* উদ্ভাবনের ভিত্তিতে কোন ব্যবস্থা আরম্ভ করার জন্য তৃতীয় পক্ষের সাথে আলোচনা করা যায়।
* পেটেন্ট থেকে জনগণও উপকৃত হয়।
* পেটেন্ট এর কারণে আমরা উন্নত মানের পন্য পেয়ে থাকি।
* যদি কেউ উদ্ভাবনের পেটেন্ট না করে তাহলে যে কেউ ঐ উদ্ভাবন ব্যবহার করতে পারে। বিক্রি করতে পারে। পেটেন্ট উদ্ভাবনকারীকে এর হাত থেকে রক্ষা করে।

ট্রেডমার্ক আইনের সুবিধা

Benefits of Trade Mark Act

ট্রেডমার্কের অধিকার ভোগ করার জন্য ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু যদি ট্রেডমার্ক আইন অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশনকৃত হয় তাহলে সেটি নিম্নোক্ত সুবিধাগুলো পেয়ে থাকে–

- এটি জনগণের নিকট নোটিশ হিসেবে কাজ করে এবং মালিকানা চিহ্নিত করে।
- এটি বৈধ ও আইনগতভাবে মালিকানা চিহ্নিত করে এবং বিশ্বব্যাপী পণ্যের পরিচিতি তুলে ধরে।
- যদি কোন প্রতিষ্ঠান একটানা ৫বছর কোন ট্রেডমার্ক ব্যবহার করে তাহলে এটি অকাট্যের মর্যাদা লাভ করে। তাহলে কেউ অভিযোগ করতে পারবে না যে ঐ কোম্পানি অন্য কোন কোম্পানির ট্রেডমার্ক ব্যবহার করছে।
- যদি কোন কোম্পানি তার ট্রেডমার্ক, "ট্রেডমার্ক আইন" অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন করে তাহলে অন্য কোন কোম্পানি এটা গ্রহণ করতে পারবে না। আর কোন কোম্পানি গ্রহণ করলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।
- ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশনের সুবিধা অনেক এতে পণ্যের মার্কেট ভ্যালু অনেক বেড়ে যায়।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৮.০৪ পেটেন্ট ও ট্রেড মার্ক রেজিস্ট্রি করার পদ্ধতি
The Registration Method of Patent and Trademark

পেটেন্ট রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি: যদি কোন ব্যক্তি কোন পেটেন্ট রেজিস্ট্রেশন করতে চায় তাহলে তাকে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়।

১. **আবেদন (Application):** পেটেন্ট এর জন্য কোন ব্যক্তি একক ভাবে বা অন্য কোন ব্যক্তির সাথে যৌথভাবে আবেদন করতে পারে। আবেদনটি অবশ্যই নির্ধারিত ফর্মে তৈরি করতে হবে এবং নির্ধারিত নিয়মকানুন মেনে পেটেন্ট অফিসে জমা দিতে হবে। আবেদনপত্রের সাথে অবশ্যই আবেদনকারীর একটি ঘোষণাপত্র থাকতে হবে যে তিনি নিজেই উক্ত বিষয়বস্তু উদ্ভাবনকারী। আর যদি যৌথ আবেদনকারী হয় তাহলে আবেদনকারীর মধ্যে কমপক্ষে একজনকে ঘোষণা করতে হবে উদ্ভাবনের দাবী সত্য।

২. **বিষয়বস্তু সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা/সুনির্দিষ্ট করণ (Full Description):** উদ্ভাবনীয় বস্তু সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করতে হবে এবং উদ্ভাবনের ধরন এবং এটি কিভাবে কাজ করবে তা নিরুপন করতে হবে। সুনির্দিষ্ট করণ আরম্ভ হবে শিরোনামের (Title) এর মাধ্যমে আর সুনির্দিষ্ট করণ শেষ হবে আবিষ্কারের দাবী সম্পর্কে সত্য ঘটনা, মতামত বিষয়ে বিবৃতির মাধ্যমে নকশা বা অঙ্কন, আবেদন গৃহীত হওয়ার আগে যেকোন সময় জমা দেওয়া যায তবে ট্রাসিং পেপার প্রিন্ট করার পূর্বেই অঙ্কন (Drawing) টি জমা দেওয়া ভাল।

৩. **কনভেনশনে বিবেচিত হওয়ার দাবী (Consider in Convention):** বাংলাদেশ প্যারিস কনভেনশন (The paris convention for the protection of industrial property of march 20, 1883) এর একটি সদস্য দেশ। কোন বিষয় পেটেন্ট পেতে বিবেচিত হতে হলে সদস্য দেশের মধ্যে প্রথমে যিনি আবেদন করেছেন তার আবেদনের এক বছরের মধ্যে তা আবেদন করতে হবে। PCT আবেদনকারীর কাছ থেকে বিবেচিত হওয়ার দাবী করতে পারবে না। বিবেচিত হওয়ার দাবীর ক্ষেত্রে অবশ্যই আবেদনকারীকে বিদেশী পেটেন্ট এর সার্টিফাইড কপি অবশ্যই জমা দিতে হবে যার ভিত্তিতে তিনি বিবেচিত হওয়ার দাবী পেশ করবেন।

৪. **আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ (Filing Requirement):** পেটেন্ট এর জন্য আবেদন করার সময় নিম্নোক্ত উপকরণগুলো উপস্থাপন করতে হবে:

ক. উদ্ভাবনকারীর নাম (আবেদনকারী)
খ. আবেদনকারীর ঠিকানা ও জাতীয়তা
গ. সুনির্দিষ্ট করণের দুই কপি এবং ট্রাসিং পেপারের উপর ড্রইং (আলোক চিত্রে) এক কপি।
ঘ. এসাইনমেন্ট এর ১ কপি আইনগত দলিল (যদি থাকে)
ঙ. পাওয়ার অব এটর্নি (ফরম-৩১)
চ. বিদেশী পেটেন্ট এর সত্যায়িত কপি (বিবেচিত হওয়ার দাবীর ক্ষেত্রে)

৫. **আবেদন গ্রহণের বিজ্ঞাপন প্রদান (Advertisement on Acceptane of application):** যখন কোন আবেদন গ্রহন করা হয় তখন নিয়ন্ত্রকারীকে অবশ্যই আবেদনকারীকে নোটিশ প্রদান করতে হয় এবং জনগনের অনুসন্ধানের জন্য ড্রইংসহ বিজ্ঞাপন দিতে হয়।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

যদি কোন পক্ষের পেটেন্ট সম্পর্কে কোন আপত্তি থাকে তাহলে আবেদন গ্রহনের বিজ্ঞাপন দেওয়ার চার মাসের মধ্যে প্যাটেন্ট অফিসে নোটিশ দিতে হবে। বিরোধীতা করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রমান অবশ্যই উপস্থাপন করতে হবে।

৬. **পেটেন্ট এর স্বত্তাধিকার প্রাপ্তি (Getting Patent certificate):** যদি কোন আপত্তি না আসে তাহলে পেটেন্ট কর্তৃপক্ষ সিলসহ নিবন্ধন প্রদান করে থাকে। এর টার্মটি এর তারিখ হতে ১৬ বছর থাকে এবং পনের বছর পর্যন্ত ৪ বছর অন্তর অন্তর নবায়ন করতে হয়।

৮.০৫ কপিরাইট কী? কপিরাইট আইনের ধারনা

What is Copyright? Concept of Copyright Law

ইংরেজী Copy Right শব্দটির অর্থ কোন একটি বিশেষ ধারনার প্রকাশ বা তথ্য ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণকারী বিশেষ কিছু অধিকারের সমষ্টি। এটি আইনের ধারনা। সাধারনত কোন দেশের সরকার এই ধারনার বাস্তবায়ন করে। কপিরাইট বলতে কোন কাজের মূল সৃষ্টিকর্তার সেই কাজটির উপর একক, অনন্য অধিকারকে বোঝানো হয়। কপিরাইট সাধারনত একটি সীমিত মেয়াদের জন্য কার্যকর হয়। ঐ মেয়াদের পর কাজটি পাবলিক ডোমেইনের অন্তর্গত হয়ে যায়।

সৃষ্টিশীল মানুষ দুধরনের সম্পদ নিয়ে জীবনযাপন করে; প্রথমত বস্তুগত সম্পদ, জায়গা-জমি, গাড়ি-বাড়ি, টাকা-পয়সা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা ইত্যাদি ও নানা রকম প্রাত্যহিক ব্যবহার্য দ্রব্যাদি এবং দ্বিতীয়ত কপিরাইট বা Intellectual Property এর আওতায় আছে সাহিত্যকর্ম, নাট্যকর্ম, শিল্পকর্ম, ফটোগ্রাফ, ভাস্কর্যকর্ম, সম্প্রচার কর্ম ইত্যাদি।

মানুষের বস্তুগত সম্পদ মালিক ব্যতিত অন্য কেউ প্রকৃত মালিকের অনুমতি বা মূল্য পরিশোধ ছাড়া ভোগ বা ব্যবহার করতে পারে না। Copy Right শব্দটি বিশ্লেষণ করলে অর্থ দাড়ায় Copy করার অধিকার। অর্থাৎ সকল ধরনের সৃষ্টিশীল কর্মই, কর্মের শ্রষ্টা বা রচয়িতার অনুমতি ছাড়া কপি করা, অনুবাদ করা, উপযোগী করা, রূপান্তর করা বা অভিযোজন করা তা বাণিজ্যিক বা ব্যক্তিগত যে পর্যায়েই হোক না কেন, তা কপিরাইট ধারনা, আন্তর্জাতিক আইন, আন্তর্জাতিক চুক্তি, দেশীয় আইন, নৈতিকতা ও ইতিবাচকবোধের চরম পরিপন্থী। বাংলাদেশে বর্তমানে কপিরাইট আইন ২০০০ প্রচলিত।

৮.০৬ কপিরাইট নিবন্ধন করার পদ্ধতি

Registration Method of Copyright

কোন কর্মের প্রণেতা, প্রকাশক বা কপিরাইটের স্বত্বাধিকারী বা উহাতে স্বার্থ আছে এমন ব্যক্তি কপিরাইটের রেজিষ্টারে কর্মটির বিবরণ অন্তর্ভূক্ত করবার জন্য রেজিষ্টারের নিকট নির্ধারিত ফর্মে এবং নির্ধারিত ফি সহযোগে দরখাস্ত করতে পারবেন।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

কপিরাইট নিবন্ধনের জন্য প্রতিটি আবেদন ফর্ম তিন প্রস্থে জমা দিতে হবে এবং নিবন্ধন বইতে অন্তর্ভূক্ত কপিরাইট বিবরণ পরিবর্তনের বিষয় নিবন্ধনের প্রতিটি আবেদন ফর্ম তিন প্রস্থে জমা দিতে হবে। একটি নির্দিষ্ট কাজের নিবন্ধনের জন্য একটি ফর্ম পূরণ করে তার সাথে উক্ত কাজের বিবরণিসহ নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হবে। নিবন্ধন বিধির আওতায় আবেদনকারীকে প্রয়োজনে তার কাজের কপিরাইট স্বত্বের সাথে স্বার্থসংশ্লিষ্ট নিবন্ধন অফিসের সকল ব্যক্তির নিকট আবেদনপত্রের কপি প্রেরণ করতে হবে।

নিবন্ধন অফিসের রেজিষ্ট্রার সাধারনত আবেদন প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে কাজের বিবরণসমূহ নিবন্ধন বইয়ে অন্তর্ভূক্ত করেন। তবে নিবন্ধন আইনের উপ-বিধি (৪) এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রেজিষ্ট্রার যদি ঐ নিবন্ধনের বিষয়ে কোন আপত্তি পান, অথবা যদি আবেদনে বর্ণিত বিবরণের সত্যতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হতে না পারেন তাহলে তিনি শুধু উপযুক্ত বিবরণসমূহ নিবন্ধন বইতে অন্তর্ভূক্ত করতে পারবেন। আবার নিবন্ধন আইনের ধারা ৫৮ অনুযায়ী, রেজিস্ট্রার নিজ উদ্যোগে অথবা স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে, নিবন্ধন বহিতে সংশোধন বা পরিবর্তন করতে পারবেন এবং সংশোধিত বা পরিবর্তীত অংশ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবেন।

প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট ফি প্রদান করে রেজিষ্ট্রার অফিস হতে রেজিষ্ট্রারের অনুমোদনের মাধ্যমে নিবন্ধন বইতে রক্ষিত বিবরণাদির সূচিসমূহ বা অংশবিশেষের কপি সংগ্রহ করতে পারবেন।

৮.০৭ কপিরাইট ভঙ্গ করার পরিণতি
Consequences of Violatiing Copyright

(ধারা ৮২) কপিরাইট বা অন্যান্য অধিকার লঙ্ঘনজনিত অপরাধঃ

১. যে ব্যক্তি, চলচ্চিত্র ব্যতিরেকে, কোন কর্মের কপিরাইট বা এই আইনের ধারা ২৩ এর অধীন অর্পিত অধিকার ব্যতীত অন্য কোন অধিকার ইচ্ছাকৃতভাবে লঙ্ঘন করেন বা করতে সহায়তা করেন, তিনি অনুর্ধ্ব চার বৎসর কিন্তু অন্যূন ছয় মাস মেয়াদের কারাদন্ড এবং অনুর্ধ্ব দুই লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকার অর্থদণ্ডে দন্ডনীয় হবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি ইহা আদালতে সন্তুষ্টিমতে প্রমাণিত হয় যে, লঙ্ঘনটি ব্যবসায়িক বা বাণিজ্যিক কার্যক্রমের ধারায় মুনাফার উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয় নাই, সেই ক্ষেত্রে আদালত ছয় মাসের কম মেয়াদের কারাদণ্ড এবং ৫০,০০০ টাকার কম পরিমাণ জরিমানার দণ্ড আরোপ করতে পারবে।

২. যে ব্যক্তি চলচ্চিত্রের কপিরাইটের অধিকার বা এই আইনে বর্ণিত অন্য কোন অধিকার ইচ্ছাকৃতভাবে লঙ্ঘন করেন বা করতে সহায়তা করেন, তিনি অনূর্ধ পাঁচ বৎসর কিন্তু অন্যূন এক বৎসর মেয়াদের কারাদণ্ড এবং অনূর্ধ পাঁচ লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন এক লক্ষ টাকার অর্থদণ্ডে দন্ডিত হবেন।

(ধারা ৮৩) দ্বিতীয় বা পরবর্তী অপরাধের বর্ধিত শাস্তিঃ

যে ব্যক্তি ধারা ৮২ এর অধীনে দণ্ডিত হয়ে পুনরায় অনুরূপ কোন অপরাধে দণ্ডিত হলে তিনি দ্বিতীয় বা পরবর্তী প্রত্যেক অপরাধের জন্য অনূর্ধ তিন বৎসর কিন্তু অন্যূন ছয় মাসের কারাদণ্ড এবং অনূর্ধ তিন লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

তবে শর্ত থাকে যে, যদি ইহা আদালতের সন্তুষ্টিমতে প্রমাণিত হয় যে, ধারা ৮২ এর উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত লঙ্ঘনটি ব্যবসায়িক কার্যক্রমের ধারায় মুনাফার উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয় নাই, সেই ক্ষেত্রে আদালত ছয় মাসের কম মেয়াদের কারাদণ্ড এবং ১ লক্ষ টাকার কম পরিমাণ জরিমানার দণ্ড আরোপ করতে পারবেন।

আরো শর্ত থাকে যে, এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এই আইন প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে প্রদত্ত কোন শাস্তিকে আমলে নেয়া হবে না।

(ধারা ৮৪) কম্পিউটার প্রোগ্রামের লঙ্ঘিত কপি প্রকাশ, ব্যবহার, ইত্যাদির অপরাধঃ

যদি কোন ব্যক্তি—

ক. কোন কম্পিউটার প্রোগ্রামের লঙ্ঘিত কপি অনুলিপি করে যে কোন মাধ্যমে প্রকাশ, বিক্রয় বা একাধিক কপি বিতরণ করেন, তাহলে তিনি অনূর্ধ চার বৎসর কিন্তু অন্যূন ছয় মাস মেয়াদের কারাদণ্ডে এবং অনূর্ধ চার লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন এক লক্ষ টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডণীয় হবেন;

খ. কম্পিউটারে কোন লঙ্ঘিত কপি ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তিনি অনূধর্ষ্ক তিন বৎসর কিন্তু অন্যূন ছয় মাস মেয়াদের কারাদণ্ডে অথবা অনূধর্ষ্ক অনূধর্ষ্ক তিন লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন এক লক্ষ টাকার অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি আদালতের সন্তুষ্টিমতে প্রমাণিত হয় যে, কম্পিউটার প্রোগ্রামটি ব্যবসায়িক বা বণিজ্যিক কার্যক্রমের ধারায় মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে লঙ্ঘিত হয় নাই, তাহা হলে অন্যূন তিন মাস মেয়াদের কারাদণ্ডে এবং অন্যূন পঁচিশ হাজার টাকার অর্থদণ্ড আরোপ করা যাবে।

(ধারা ৮৫) অধিকার লঙ্ঘনকারী অনুলিপি তৈরি করবার উদ্দেশ্যে প্লেট দখলে রাখাঃ

কোন ব্যক্তি, যিনি ইচ্ছাকৃতভাবে কপিরাইট বিদ্যমান রয়েছে এমন কোন কর্মের অধিকার লঙ্ঘনকারী অনুলিপি তৈরি করবার উদ্দেশ্যে কোন প্লেট তৈরি করেন বা দখলে রাখেন, বা কপিরাইটের মালিকের সম্মতি ব্যতিরেকে ইচ্ছাকৃতভাবে এবং তাহার ব্যক্তিগত লাভের জন্য ঐরূপ কোন কর্মের জনসাধারণের সম্পাদনের কারণ ঘটান, তাহলে তিনি অনূর্ধ দুই বৎসরের কারাদণ্ড বা অনুর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

৮.০৮ বিমার ধারণা
Concept of Insurance

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব আবার মরণশীল। তাই মানুষের জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে রয়েছে অনিশ্চয়তার হাতছানি। মানুষের সভ্যতার বিকাশ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ধারাবাহিকভাবে প্রবাহিত হয়। তাই সে পৃথিবী থেকে চলে গেলেও তার কর্ম আর অবদান শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখে ভবিষ্যতের পৃথিবীর কাছে। এজন্য সে তার পৃথিবীকে বাসযোগ্য করার চেষ্টা অব্যাহত রাখে। মানুষের জন্য, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য মালিক ভাবতে হয়। বর্তমান আর ভবিষ্যতের সাথে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে ঝুঁকি। ব্যবসায়ের জগতে সৃষ্ট এসব ঝুঁকি, ক্ষতি,

শূণ্যতাকে পূরণে কিছু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যারা বিমা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত, তারা কাজ করে থাকে বিমা চুক্তির মাধ্যমে সম্পর্ক তৈরী করে। বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি এড়ানোর জন্য নির্দিষ্ট প্রতিদানের বিপরীতে যে চুক্তিগত সম্পর্ক তৈরী হয় তাকে বিমা চুক্তি বলে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

এক সময় সমুদ্রে চলাচলকারী নাবিকরা এ বিষয় নিয়েই ভাবতে শুরু করেছিল। দুর্ঘটনা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস বা অন্যকোনভাবে মানুষ আহত বা নিহত হলে বা সম্পদ বিনষ্ট হলে তার ক্ষতি পূরণের কৌশল হিসেবেই বিমার আবির্ভাব। গ্রাহকদের চাহিদা ও বিষয়বস্তু বিভিন্নতার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন ধরনের বিমার প্রচলন দেখা যায়।

যেমন: জীবনবিমা, নৌ-বিমা, অগ্নি বিমা, দুর্ঘটনা বিমা, শস্যবিমা, রপ্তানিবিমা ইত্যাদি। এভাবে বিমা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্য সার্বিক অধিক ক্ষতির ঝুঁকি হতে মুক্তি দেয়।

বিমা ব্যবস্থার আদি ইতিহাস অন্যান্য বিষয়ের মত খুব স্বচ্ছ নয়। বিমা ব্যবস্থার একেবারে গোড়ার ইতিহাস থেকে জানা যায় সর্বপ্রথম নৌ-বিমা থেকে বিমার প্রচলন শুরু। পরবর্তীতে অগ্নিবিমা ও জীবনবিমার প্রচলন হয়। আবার প্রাচীনকালে ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বিশেষ করে ইতালিকে কেন্দ্র করে চতুর্দশ শতাব্দীতে ইউরোপে ব্যবসায় বাণিজ্যের উদ্ভব হয় এবং একে ঘিরেই বিমা ব্যবস্থার গোড়া পত্তন হয় বলে অনেকের ধারণা। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বিবিধ বিমার কার্যকম পরিলক্ষিত হয়।

বিমা চুক্তির অপরিহার্য উপাদান

Essential Elements of Insurance Contract

বিমাগ্রহীতা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ অন্তর নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রিমিয়াম বিমাকারীকে প্রদান করতে সম্মত হয়। অপরদিকে বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতাকে উক্ত প্রিমিয়াম যথানিয়মে প্রাপ্তি সাপেক্ষে নির্দিষ্ট ঝুঁকি থেকে ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য থাকে। বিমাচুক্তি গঠনের জন্য কিছু অপরিহার্য উপাদান প্রয়োজন, যে সকল উপাদান ছাড়া বিমা চুক্তি সম্পাদিত হয় না সেসব উপাদানসমূহকে একত্রে বিমা চুক্তির অপরিহার্য উপাদান বলে।

নিচে এই অপরিহার্য উপাদানগুলো উল্লেখ করা হলো–

ক. আইনগত উপাদান

Legal Elements

১. **পক্ষ (Party):** বিমা চুক্তিতে দুটি পক্ষ থাকবে। একপক্ষ হবে বিমাকারী (Insurer) অপরপক্ষ হবে বিমা গ্রহীতা (Policy Holder) বিমাকারী হচ্ছে ইন্সিওরেন্স কোম্পানি বিমা গ্রহীতা হচ্ছে কাষ্টমার।

২. **প্রস্তাব ও স্বীকৃতি (Offer and accceptances):** এক পক্ষ কর্তৃক আইনগত প্রস্তাব এবং অপর পক্ষ কর্তৃক আইনগত স্বীকৃতির মাধ্যমে বিমা চুক্তি সম্পাদিত হয়। নির্দিষ্ট ফরম পূরন করে প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় এবং বিমা কোম্পানি উহা গ্রহণ করার মাধ্যমে চুক্তি কার্যকর হয়। সুতরাং দেখা যায় প্রস্তাব ও স্বীকৃতি বিমা চুক্তির মূল উপাদান।

৩. **আইনগত সম্পর্ক (Legal Relation Ship):** চুক্তির ফলে যে সম্পর্কের সৃষ্টি হয় তাকে আইনগত সম্পর্ক বলে। যে কেহ এ সম্পর্ক ভঙ্গ করলে, ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ আইনের বলে ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারে।

৪. **চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা (Capacity):** ১৮৭২ সালের চুক্তি আইনের ১১ ধারা অনুযায়ী বিমা গ্রহীতার চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা থাকতে হবে। নাবালক, দেউলিয়া, বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি চুক্তি সম্পাদনের যোগ্য নহে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৫. **বৈধ প্রতিদান ও উদ্দেশ্য (Lawful consider and objects):** বিমা চুক্তির উদ্দেশ্য ও প্রতিদান অবশ্যই বৈধ হতে হবে। অবৈধ ব্যবসা বা পণ্য আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে চুক্তি ও প্রতিদান ঠিক থাকলেও চুক্তি বৈধ হবে না।

৬. **নির্দিষ্টতা (Certainty):** বিমা চুক্তির ২৯ ধারা অনুসারে কোন সম্মতির বিষয়বস্তু সুনির্দিষ্ট না হলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে পলিসির মেয়াদ, প্রিমিয়ামের হার, সময়, বিমার অংক, দাবী পরিশোধের পদ্ধতি সুনির্দিষ্টভাবে উলেণ্টখ থাকতে হবে।

৭. **লিখিত চুক্তি (Written contract):** চুক্তি মৌখিক, লিখিত বা নিবন্ধিত ইত্যাদি রকম হতে পারে, কিন্তু বিমা চুক্তি অবশ্যই লিখিত হতে হবে।

খ. বিশেষ উপাদান
Special Elements

১. **বিমাযোগ্য স্বার্থ (Insurable Interest) :** বিমার বিষয়বস্তুতে বিমা গ্রহীতার যে স্বার্থ থাকে তাকে বিমাযোগ্য স্বার্থ বলে। বিমা চুক্তিতে অবশ্যই বিমাযোগ্য স্বার্থ থাকতে হবে।

২. **প্রিমিয়াম (Premium):** বিমাকারী প্রতিষ্ঠান ঝুঁকি গ্রহণ করে, বিমাকৃত জান-মালের ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ দিতে বিমাকারী বাধ্য, তাই বিমা গ্রহীতাকে ঝুঁকির জন্য ধার্যকৃত প্রিমিয়াম দিতে হবে।

৩. **প্রত্যক্ষ কারণ (Causa proxima):** কি কি কারণে ক্ষতি হলে, ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে তা 'বিমা' চুক্তিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। এর বাইরে অন্য কোন কারণে ক্ষতি হলে বিমাকারী ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য নহে। Pink বনাব Fleming এক বিখ্যাত মামলার বিবরণ হতে জানা যায়, একটি জাহাজ সংঘর্ষ বা ধাক্কাজনিত কারণে ক্ষতির জন্য বিমা করা হয়েছিল। জাহাজটি ধাক্কা লেগে চরে আটকা পড়ে এবং এতে বাহিত কমলা পঁচে নষ্ট হয়ে যায়। ক্ষতিপূরণ মামলায় বলা হয় ধাক্কাজনিত কারণে সম্পদের ক্ষতি হয় নি বিলম্বের জন্য ক্ষতি হয়েছে। তাই ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ ক্ষতিপূরণ পেতে পারে না।

৪. **আর্থিক ক্ষতিপূরণ (Propotional compensation):** বীমাচুক্তি ক্ষতিপূরণের চুক্তি। বিশেষত নৌবীমা ও অগ্নি বিমার চুক্তির ক্ষেত্রে বিমাকৃত পরিস্থিতি বা ঘটনার কারণে বিষয়বস্তু ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিমাকারী ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। কিন্তু বিমাকৃত বস্তু ক্ষতিগ্রস্ত না হলে বিমা কোম্পানি কোন ক্ষতিপূরণ দিবে না। আবার বিমাকৃত বিষয়বস্তু যতটুকু ক্ষতি হবে বিমাকারী ততটুকু ক্ষতিই পূরণ করবে তবে জীবন বিমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয় না।

৫. **বিশ্বাসের সম্পর্ক (Faithful relation):** বিমাকারী ও বিমা গ্রহীতার মধ্যে পরম বিশ্বাসের সম্পর্ক থাকতে হবে। উভয় পক্ষ কোন প্রকার তথ্য গোপন করবেন না। তথ্য গোপন প্রতারণা হিসেবে গণ্য হতে পারে এবং ক্ষতিপূরণ নাও পাওয়া যেতে পারে,তাই পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস বিমা চুক্তির একটি বিশেষ উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়।

৬. **প্রতিস্থাপন (Subrogation):** বিমা কোম্পানি কোন ডুবন্ত জাহাজের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করলে, ঐ ডুবন্ত জাহাজের মালিক বিমা কোম্পানি হবে। বিমাগ্রহীতা আর মালিক থাকবে না। এটা মালিকানার প্রতিস্থাপন বা স্থলাভিষিক্তকরণ।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৭. **মনোনয়ন (Nomination):** জীবন বিমায় বিমাকৃত ব্যক্তির অবর্তমানে কে বিমা দাবি বা স্বত্ব গ্রহণ করবে, তা চুক্তির সময় ঠিক করতে হয়। বিমাকৃতের অবর্তমানে সুবিধা প্রাপকের নাম অন্তর্ভুক্ত করাকে মনোনয়ন বলা হয়। মনোনীত ব্যক্তিই বিমাগ্রহিতার অবর্তমানে দাবি গ্রহণ করতে পারে।

৮. **অধিকার অর্পণ (Assignment):** বিমা চুক্তিতে বিমাগ্রহিতা বিমাপত্রের স্বত্ব বা মালিকানা যে কাউকে হস্তান্তর করতে পারেন। জীবন বিমা ও নৌ-বিমায় এ কাজটি সহজ হলেও অগ্নিবিমা ও দুর্ঘটনা বিমার ক্ষেত্রে বিমাকারীর অনুমতি বা পূর্ব শর্ত ছাড়া অধিকার অর্পণ করা যায় না।

পরিশেষে বলা যায়, বিমা চুক্তিতে ব্যক্ত বা অব্যক্ত উপাদান বা শর্তগুলো একে সাধারণ চুক্তি হতে পৃথক সত্তা দিয়েছে। উপাদানগুলোর অপরিহার্যতা এমনভাবে প্রমাণিত যে, কোনোটিই বাদ দিয়ে বিমা চুক্তি সম্পন্ন হয় না।

বাংলাদেশে বীমা ব্যবসায়ের গুরুত্ব
Importance of Insurance in Bangladesh

বাংলাদেশ একটি স্বল্পোন্নত দেশ। এখানে মানুষের জীবন ও সম্পত্তির ঝুঁকি উন্নত বিশ্ব অপেক্ষা অনেক বেশি। তাই বীমার গুরুত্ব যে এখানে অত্যধিক তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বাংলাদেশে বীমা ব্যবসায়ের গুরুত্ব নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. **মূলধন গঠন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি (Formation of capital and increase of investment):**
বীমা কোম্পানিসমূহ প্রিমিয়াম হিসেবে যে টাকা সংগ্রহ করে তা এদেশের জাতীয় মূলধন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এরূপ মূলধন বিভিন্ন খাতে দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগের ফলে দেশের সামগ্রিক উৎপাদনের পরিমান বৃদ্ধি পায়।

২. **সঞ্চয় বৃদ্ধি (Increase of savings):** এদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় অত্যন্ত সীমিত হওয়ায় সঞ্চয়ের হার কম। জীবন বীমা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বীমাগ্রহীতা এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ান্তে বীমা কিস্তি পরিশোধ করে যা থেকে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের সৃষ্টি হয়। ফলে ব্যক্তিক ও জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমান বৃদ্ধি পায়।

৩. **ঝুঁকিগত প্রতিবন্ধকতা হ্রাস (Reduce of hindrance of risk):** ব্যবসায় জগতে পণ্য উৎপাদন ও বণ্টনে নানান ধরনের ঝুঁকি লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশ অনুনড়বত বিধায় এরূপ ঝুঁকির মাত্রা আরও বেশি। নৌ, অগ্নি, দুর্ঘটনা ইত্যাদি বীমার সুবাদে আমাদের ব্যবসায়ীগণ নিশ্চিত ও স্বাচ্ছন্দ্যময় কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

৪. **জাতীয় সম্পদ রক্ষা (Maintenance of national wealth):** বীমা সম্পত্তির বিপক্ষে শুধুমাত্র আর্থিক নিরাপত্তাই ব্যবস্থা করে না সেই সাথে সহায়-সম্পদ যাতে দুর্ঘটনার শিকার না হয় তজ্জন্যও বিভিন্ন নিরাপত্তামুলক ব্যবস্থা গ্রহণে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করে। এতে জাতীয় সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৫. **সচেতনতা বৃদ্ধি (Increase of awarness):** আমাদের দেশের মানুষ অধিকাংশই অশিক্ষিত হওয়ার কারণে ভবিষৎ জীবন এবং সেক্ষেত্রে করণীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন নয়। বীমা ব্যবসায় বিভিন্নমুখী প্রচার ব্যবস্থা ও কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্যাপক গণসচেতনতার সৃষ্টি করে। যা সমাজ উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

৬. **কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি (Increase of employment facilities):** বীমা ব্যবসায় এদেশের শিল্প-বাণিজ্যে অর্থসংস্থান করে এর উন্নয়নে সহায়তা করে। এতে প্রচুর লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

এছাড়া এরূপ ব্যবসায়ে প্রত্যক্ষভাবেও প্রচুর লোক কাজ পায়। যা দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখে।

৭. **অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Economic development):** বীমা ব্যবসায় সম্ভাব্য ঝুঁকির বিপক্ষে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করে দেশের কৃষি ও শিল্প-বাণিজ্যের বিভিন্ন খাতকে সহায়তা করে। বীমার আওতায় দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানও গড়ে ওঠে। এতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত হয়।

৮. **সামাজিক স্বস্তি প্রতিষ্ঠা (Brings social security):** বীমা মানুষের জীবন ও সম্পত্তির ঝুঁকি কমিয়ে সামাজিক স্বস্তি ফিরিয়ে আনে। যা সমাজের মানুষগুলোকে উনড়বয়নে প্রেরণা যোগায়। আমাদের দেশেও বীমা ব্যক্তি জীবনে এবং সামাজিক জীবনে উন্নয়ন ও স্বস্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে।

৯. **জাতীয় আয় বৃদ্ধি (Increasing national income):** বাংলাদেশে বীমা ব্যবসায়ের প্রত্যক্ষ অবদান জাতীয় উৎপাদন বিবেচনায় মাত্র ০.৩৭% হলেও সার্বিক বিচারে তা কম নয়। এতে কর্মরত জনশক্তি এবং এর অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জনশক্তির আয় জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

১০. **অদৃশ্য রপ্তানি আয় বৃদ্ধি (Increasing invisible export):** বীমা ব্যবসায় দেশের অদৃশ্য রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতেও ভূমিকা রাখে। আমাদের রপ্তানিকৃত পণ্য প্রেরণে তা দেশীয় বীমা কোম্পানিগুলোতে বীমা করা হয়। যার খরচ বিদেশি আমদানিকারক প্রদান করে। যা পণ্যমূলের সাথে যুক্ত হয়ে অদৃশ্য রপ্তানি আয় বাড়ায়।

উপসংহারে বলা যায়, বীমা ব্যবসায় বাংলাদেশের অর্থনীতিতেই শুধু নয় ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৮.০৯ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে বিমা করার প্রক্রিয়া

Process of Formation of Insurance for Business

বিমা হচ্ছে একটি চুক্তি। এই চুক্তি বিমাকারী ও বিমাগ্রহিতার মধ্যে সম্পাদিত হয়। বিমা চুক্তি কতগুলো ধারাবাহিক পদক্ষেপের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। নিম্নে পদক্ষেপ সমূহ বর্ণনা করা হলো:

১. **প্রাথমিক আনুষ্ঠানিকতা (Primary formalities):** বিমাকারী প্রতিষ্ঠান বিমা চুক্তি করবার জন্য জনগণের কাছে নানাভাবে প্রচার করেন। প্রচার চালাবার অন্যতম উপায় হল বিমা প্রতিনিধি জনগণের ঘরে ঘরে গিয়ে বিমার সুফল বর্ণনা করে। এর ফলে আগ্রহান্বিত ব্যক্তিবর্গ বিমা খুলবার জন্য সচেষ্ট হন।

২. **প্রস্তাব প্রদান (Making proposal):** যে ব্যক্তি বিমাপত্র করতে ইচ্ছুক এমন ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম কোম্পানির অফিস হতে অথবা কোন বিমা প্রতিনিধির কাছ থেকে বিনা মূল্যে প্রস্তাবনা পত্র (Proposal form) সংগ্রহ করতে বা নিতে হয়। সংগৃহীত ফরমটি পূরণের মাধ্যমে বিমা অফিসে জমা দিলেই প্রস্তাব দান প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

৩. **প্রস্তাবনা পত্র বিবেচনা (Consideration of Proposal):** পূরণ করা প্রস্তাবনা পত্র বিমা অফিসে জমা দেওয়ার পর বিমাকারী উক্ত প্রস্তাবনা পত্রে বিমা গ্রহীতা কর্তৃক দেয় উত্তরসমূহ যথাযথ ও নির্ভূল কিনা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেন। এ বিষয়গুলো বিমাপত্রের প্রাথমিক মূল্য ও মেয়াদের সাথে মিলিয়ে দেখা হয়। এর পর প্রস্তাবটি কেমন ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ তা নির্ণয় করা হয়। যদি প্রদত্ত তথ্যাদি যথার্থ ও সত্য বলে বিবেচিত হয় তবেই বিমাকারী ঝুঁকি গ্রহণ করতে সম্মত হয় এবং পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

৪. **বিমা প্রতিনিধিদের রিপোর্ট সংগ্রহ (Collection of reports from insurance agent):** বিমা প্রতিনিধির মাধ্যমে যদি বিমাপত্র সরবরাহ করা হয় সে ক্ষেত্রে বিমা প্রতিনিধির প্রতিবেদন পেশ করতে হয়।

৫. **প্রস্তাব নির্বাচন (Selection of proposal):** প্রস্তাবকারীর আবেদনপত্র, অন্যান্য রিপোর্টসমূহ এবং প্রয়োজনীয় ও সংগ্রহযোগ্য সকল কাগজপত্র বিমা অফিসে এসে পৌঁছলে তা প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞগণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রস্তাব নির্বাচন করেন ।

৬. **প্রস্তাব গ্রহণ (Accceptance of proposal):** প্রস্তাব নির্বাচনের পর প্রস্তাব গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং প্রস্তাব গ্রহণ তথা স্বীকৃতিপত্র দিয়ে জানিয়ে দেয়া হয়।

৭. **বিমাপত্র প্রদান (Issuance of insurance policy):** সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে বিমাকারী বিমাগ্রহীতার দাবি পরিশোধ করে দেয়। উপরিউক্ত পদক্ষেপ সমূহ জীবন বিমা চুক্তি সম্পাদন প্রক্রিয়া ধারাবাহিকভাবে পালন করতে হয়। চুক্তি সম্পাদন প্রক্রিয়ার স্বার্থকতা বিমাকারী ও বিমা গ্রহিতা সততার উপর নির্ভর করে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৮.১০ ব্যবসায় ও পরিবেশ আইনের সম্পর্কে ধারণা
Concept of Business and Envrionment Law

বিশ্ব পরিবেশের দ্রুত অবনতি হচ্ছে, বাংলাদেশে গত কয়েক দশকে এ অবনতি হয়েছে আরও দ্রুত। বাংলাদেশে ১৯৯৫ সালে ব্যবসায় পরিবেশ আইন পাস হয়েছে। কিন্তু জনবিস্ফোরণ, বনাঞ্চলের অবক্ষয় ও ঘাটতি এবং শিল্প ও পরিবহন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অভাবের দরুণ দেশের ব্যবসায়িক পরিবেশ এক জটিল অবস্থার দিকে পৌঁছাতে যাচ্ছে।

তাছাড়া ১৯৯৭ সালের পরিবেশ ও বন সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী হাসপাতাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সরকার নির্ধারিত কিছু প্রতিষ্ঠান থেকে ১০০ মিটার পর্যন্ত নীরব এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। এসব জায়গায় মোটর গাড়ির হর্ণ বাজানো বা মাইকিং করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এরুপ জায়গায় গাড়ির হর্ণ বা লাউড স্পিকারের মাধ্যমে শব্দ দূষণকারীর কঠোর শাস্তির বিধান থাকা দরকার। কারখানা বা শিল্প সংস্থা কর্তৃক বর্জিত শব্দ উৎপাদনকারী যন্ত্রপাতি অপেক্ষা উন্নত প্রযুক্তি সম্পন্ন এবং কম শব্দ উৎপাদনকারী যন্ত্রপাতি দিয়ে শব্দ নিয়ন্ত্রন করা যায়। এসব যন্ত্রপাতিকে শব্দ অপরিবাহী বস্ত্র দিয়ে ঢেকে শব্দ দূষণ কমানো যায়।

তাছাড়া সরকার দেশের পরিবেশ সংরক্ষণেল লক্ষ্যে, পরিবেশ সংরক্ষণ শ্রেণি বিল ২০০২ এবং পরিবেশ আদালত (সংকোলন) বিল ২০০২ নামে দুটি আইন পাস করেছে।

৮.১১ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিবেশ দূষণের কারণ ও ফলাফল
The Pollution Created by Business and its Results

শব্দ দূষণ (Sound Polution)

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজন হয় বাড়তি যানবাহন ও অন্যান্য কলকারখানা। এসব গাড়ি কলকারখানা থেকে নির্গত ধোয়া পরিবেশকে মারাত্মকভাবে দূষিত করে। শব্দ দূষণ পরিবেশের দূষণের অন্যতম কারণ। কারখানা ও গাড়ি ঘোড়া ছাড়াও মাইক, লাউড স্পিকার, রেডিও, টিভি প্রকৃতির আওয়াজ শব্দ দূষণের সৃষ্টি করে। এতে করে মানুষের শ্রবণ শক্তি লোপ পায়। রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়, কখনও দেখা যায় মানসিক বিপর্যয়। এছাড়া কলকারখানা আশে পাশের স্থায়ী বাসিন্দাদের শিশু সন্তানরা কম বেশি বধির হতে দেখা যায়।

বায়ু দূষণ ও তার ফলাফল (Air Polution & its Effect)

আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের অন্যতম সম্ভার হলো বায়ু। সেই বায়ু আজ দূষিত হচ্ছে বিশ্বজুড়ে। বায়ু দূষণের মূলে আছে কলকারখানা, মোটর গাড়ি, ট্রেন, ঘরবাড়িও ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের উত্তাপ সৃষ্টির যন্ত্রপাতি এবং নানা আবর্জনা। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে জীবাশ্ম জ্বালানি অর্থাৎ তেল, কয়লা ইত্যাদি পুড়িয়ে কার্বন-ডাই অক্সাইড বাতাসে ছড়িয়ে দেওয়া ক্লোরোফ্লুরোমিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, আলোক রাসায়নিক ধোয়াশা ইত্যাদি সবগুলো বায়ু দূষণের প্রধান উপকরণ।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

বিভিন্ন অক্সাইড বাতাসের জলীয় বাষ্পের সঙ্গে মিশে তৈরি করে সালফার এবং নাইট্রোজেনের অম্ল। এই অম্ল পরে নিচে নেমে এসে পানি ও মাটির সঙ্গে মিশে যায়। এরই নাম 'এসিড রেইন' অম্ল বর্ষণ।

বায়ু দূষণের উৎসের মধ্যে রয়েছে ইটের ভাটা, সার কার খানা, চিনি, কাগজ, পাট ও বস্ত্র কারখানা, সুতাকল, চামড়া শিল্প, পোশাক শিল্প, বিস্কুট তৈরির কারখানা, রাসায়নিক ঔষধ তৈরি শিল্প, সিমেন্ট উৎপাদন, গ্রিল ও দরজা-জানালা, রাসায়নিক ঔষধ তৈরি শিল্প, সিমেন্ট উৎপাদন, ওয়ার্ক শপ ইত্যাদি। উৎস থেকে প্রচুর পরিমাণে ধোয়া, বাষ্প, গ্যাস ও ধুলিকণা ইত্যাদি বাতাসে মিশে ধোঁয়া সৃষ্টি করে। ফলে পরিবেশ দূষিত হয়।

বায়ু দূষনের ফলে শ্বাসকষ্ঠ, হাপানি, দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুস ক্যান্সার এজাতীয় দুষণের ফল।

পানি দূষণ ও তার ফলাফল
Water Polution & Its Effect

বর্তমানে শিল্প ও পৌর বর্জ্য নদী ও জলাশয়কে দুষিত করেছে। পরিবেশ অধিদপ্তর উল্লেখ করেছে যে চট্টগ্রামে টিএসপি সার কারখানা থেকে সালফিউরিক ও ফসফরিক এসিড এবং চন্দ্রঘোনার কর্ণফুলি কাগজের মিল, সিলেট কাগজ মিল, দর্শনার কেরু অ্যান্ড কোম্পানি, খুলনার শিপইয়ার্ডও মাছ প্রক্রিয়াকরণ কারখানা, ঢাকার অলিম্পিক ও কাদেরিয়া টেক্সটাইল মিলস লক্ষ লক্ষ গেলন তরল বর্জ্য পাশ্ববর্তী নদী ও জলাশয়ে নিক্ষেপ করে পানি দূষণ ঘটাচ্ছে। নদীর তীরে গড়ে উঠেছে সমৃদ্ধ জনপদ শহর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আধুনিক চটকল, কাপড়কল, চিনিকল, কাগজের কল, ভেষজ তেল ইত্যাদি। এই সব কলকারখানার আবর্জনা প্রতিনিয়ত পানি দুষিত করছে।

দ্রুত শিল্পায়ন বিভিন্ন দেশের পানি সরবরাহের এবং আবর্জনা নিক্ষেপের সমস্যাকে ক্রমশ জটিল করে তুলছে। উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশগুলোতে দেখা দিচ্ছে গৃহকার্যে ব্যবহৃত নোংরা পানিকে শোধন করে পুনরায় তা ব্যবহার যোগ্য করে তোলার প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু প্ররিশ্রুতকরণ ব্যবস্থায় সামান্য তম ত্রুটি থাকলে এ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে গুরুতর রকমের সংক্রমণ ঘটতে পারে।

মাটি দূষণ ও তার ফলাফল (Soil Polution & Effect)

মৃত্তিকা ও মাটি ভূত্বকের উপরিভাগের একটি পাতলা আবরণ। বিভিন্ন কারণে মৃত্তিকা দূষণ ঘটে যেমন–ভূমি ক্ষয়, বায়ু প্রবাহ সৃষ্টি, গাছকাটা, বন উজাড়, জমিতে অতিরিক্ত বা নিয়মিত রাসায়নিক সার ব্যবহার করা ইত্যাদি কারণে মাটির গুনগত মান নষ্ট হয়ে যায় ফলে মাটি দূষণ ঘটে।

এছাড়া কীটনাশক ব্যবহারে আমাদের মাটি দূষিত হচ্ছে। বাড়তি ফসল উৎপাদনের জন্য ফসলকে কীট পতঙ্গের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার তাগিদে যে রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও সার ব্যবহার করা হয়, তা মাটির ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে মাটি দূষিত হয়ে থাকে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৮.১২ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিবেশ দূষণরোধে করণীয় প্রতিকার
Prevent Environment Pollution by Business Organization

পরিবেশ দূষণ রোধ করার জন্য সারাবিশ্ব সচেতন হয়ে উঠেছে। পরিবেশ দুষণের ফলে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে দুষণ রোধ করার প্রচেষ্টা চলে। তাই পরিবেশ দুষণ প্রতিরোধ করবার জন্য গোটা বিশ্ববাসীকে এগিয়ে আসতে হবে। অনতিবিলম্বে বের করতে হবে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় যথার্থ উপায়।

যে সব যন্ত্র বা গাড়ি থেকে ক্ষতিকর ধোঁয়া বা গ্যাসবের হয় তার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। পাশাপাশি বিকল্প শক্তির ব্যবহার ব্যবস্থা যেমন প্রাকৃতিক গ্যাস, সৌরশক্তি প্রকৃতি নির্ভর যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি পরিবেশকে অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক রাখতে হবে। নির্বিচারে যাতে গাছ কাঁটানো হয় সেদিকে পুরো বিশ্ববাসীকে নজর দিতে হবে এবং সরকারি ও বেসরকারি বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে বনায়ন বা বৃক্ষ রোপনকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে হবে।

রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের পরিবর্তে জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধি পরিবেশের সুস্থতা রক্ষা সহায়ক হতে পারে।

৮.১৩ আইএসও
ISO

আইএসও (ISO) এর পূর্ণ অর্থ হচ্ছে International Organization for Standardization (আন্তর্জাতিক মান উন্নয়ন সংস্থা)। এটি বিশ্বের মান উন্নয়নে সহায়তা করে থাকে। এটি একটি স্বাধীন, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যেটি প্রায় ১৬২ দেশের জাতীয় মান উন্নয়ন কমিটি (National Standard bodies) দ্বারা গঠিত। এটি ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটির সদর দপ্তর জেনেভা, সুইজারল্যান্ডে অবস্থিত। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য ১৬২টি দেশ এবং প্রায় ৩৩৬৮ কারিগরী বোর্ড (Technical body) মান উন্নয়নে কাজ করে। এর সদর দপ্তরে প্রায় ১৫০ জন লোক পূর্ণকালীন কর্মরত রয়েছে। ISO ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে। ISO এর কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ পণ্যের গুণাগুন সম্পর্কে নিশ্চিত হয়, যার কারনে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের যে বাধা আছে তা দূর হয়। ISO সর্বক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখতে সহায়তা করে থাকে। খাদ্য নিরাপত্তা থেকে কম্পিউটার, কৃষি থেকে স্বাস্থ্যসেবা ISO সর্বক্ষেত্রে আমাদের জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

আইএসও এর গুরুত্ব (Importance of ISO)

আন্তর্জাতিক ব্যবসায় বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে আইএসও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আইএসও শুধুমাত্র গ্রাহকদেরকে উন্নতমানের পণ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করে না; এটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বাধা দূর করে ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নয়নে সহায়তা করে থাকে। নিম্নে আইএসও এর গুরুত্ব সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হলো–

- আইএসও (ISO) নিশ্চিত করে যে পণ্য বা সেবা নিরাপদ, বিশ্বস্ত এবং ভাল মানের। এর ফলে গ্রাহকরা বুঝতে পারে পণ্যটি নিরাপদ। যার কারণে গ্রাহকরা ভেজাল পণ্যের হাত থেকে রক্ষা পায়।
- ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আইএসও একটি কৌশলগত যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আইএসও এর কারণে ব্যবসায়ের মোট ব্যয় হ্রাস পায়। আইএসও এর কারণে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের অপচয় এবং ভুল ত্রুটি হ্রাস পায় এবং উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
- আইএসও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে নতুন নতুন মার্কেটে ঢুকতে সহায়তা করে থাকে। উন্নয়নশীল দেশের জন্য সুষম বাজার (Playing field) তৈরি করে। যার কারণে উন্নয়নশীল দেশ ও সমভাবে নতুন নতুন বাজারে প্রবেশ করতে পারে।
- আইএসও, মুক্ত এবং ন্যায্য বিশ্ব ব্যবসায় সৃষ্টিতে সহায়তা করে থাকে।
- ক্রেতা সন্তুষ্টি এবং ক্রেতা ধরে রাখতে সহায়তা করে থাকে।
- নিরীক্ষার পরিমান কমায়।
- ইহা কর্মীদের প্রেষনা, সচেতনতা এবং নৈতিকতা বৃদ্ধি করে।
- এটি ব্যবসায়ের মুনাফা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে থাকে।
- অপচয় রোধ করে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি পণ্যের মান উন্নয়নে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আইএসও গুরুত্ব ভূমিকা পালন করছে।

৮.১৪ বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্স এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন
Bangladesh Standard and Testing Institution

তৎকালীন পাকিস্তান সরকার দেশীয় পণ্য-সামগ্রীর মান পরীক্ষার জন্য ১৯৫৬ সালে ঢাকায় ‘ সেন্ট্রাল টেস্টিং ল্যাবরেটরিজ’ প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীতে ১৯৬৩ সালে Chamber of Commerce & Industries এর উদ্যোগে তা Standard Institution এ রুপান্তরিত হয় এবং স্বাধীনতার পর ১৯৭১ সালে Bangladesh Standards Institution নাম ধারণ করে। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৩৭ বলে ``The Bangladesh Standards & Testing Institution” নাম দিয়ে কর্পোরেট বডিতে রূপান্তর করা হয়। এই প্রতিষ্ঠান দেশিয় উৎপাদিত পণ্যের মান ঠিক রেখে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক বাজার ধরে রাখার জন্য বর্তমানে কাজ করে যাচ্ছে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

তাছাড়া অদ্যবধি এ প্রতিষ্ঠানটি দেশিয় উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও পরীক্ষাকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও রেখে চলেছে। বাংলাদেশে এটিই একমাত্র মান নিধারণী প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান দেশে উৎপাদিত যে কোনো পণ্য, পদ্ধতি বা সেবার মান নির্ধারণ করে থাকে। ১৯৮৯ সালে Special Regulatory Order এর আওতায় সরকারি অনুমোদনের পর কোনো পণ্যের জন্য BSTI এর অনুমোদন ও পণ্যে BSTI সীল প্রদানকে বাধ্যতামূলক করা হয়।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতীয় মান নির্ধারণের ক্ষেত্রে বি.এস.টি.আই এ পর্যন্ত ৬টি ডিভিশনাল কাউন্সিল গঠন করেছে। এ গুলো হলো–

১. কৃষি ও খাদ্য;
২. কেমিক্যালস
৩. ইলেকট্রনিক্স
৪. পাট ও বস্ত্র
৫. বিল্ডিং ও বিল্ডিং সরঞ্জামাদি

উপরোক্ত ৬টি ডিভিশন আবার ৭০টি সেকশনাল কমিটি গঠন করে তিন মাস পর পর বা প্রয়োজন হলে প্রতি মাসে সভা করে এবং বিভিন্ন মান তৈরি করে থাকে।

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্স এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন এর উদ্দেশ্য

Objectives of Bangladesh Standard and Testing Institution

বাংলাদেশে স্ট্যান্ডার্স এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট এর উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নে দেওয়া হল–

১. পণ্য-দ্রব্য ও প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত নির্ধারিত মান তৈরি করা।
২. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ সকল মানের ব্যবহার নিশ্চিত করা।
৩. শিল্প ও বাণিজ্যে প্রমিতকরণ ও মান নিয়ন্ত্রণের উন্নতি সাধন করা।
৪. পণ্যের মান উন্নয়নে উৎপাদক ও ব্যবহারকারীদের প্রয়োগের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা।
৫. পণ্য-দ্রব্য প্রক্রিয়াকরণে প্রয়োজনে মানচিহ্ন (Brand) নিবন্ধনের ব্যবস্থা করা।

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্স এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন এর কার্যাবলি

Functions of Bangladesh Standard and Testing Institution

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্স এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন এর কার্যাবলি নিম্নে আলোচনা করা হলো–

১. দেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিকভাবে কাঁচামাল,পণ্য, কাঠামো এবং সেবার মান, আকার-আকৃতি নির্ধারণ এবং জনগণের কাজে তাদের সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা ঠিককরণ।
২. পণ্যের দৈর্ঘ্য, ওজন, পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ের মান ঠিক করা এবং সরকারের কাছে এ বিষয়ে সুপারিশ করা।
৩. পণ্যের মান উন্নয়ন,মান নিয়ন্ত্রণ এবং শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্র সহজীকরণ।
৪. পণ্য, পন্য উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং কার্যক্রম পরিদর্শন, পরীক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাকরণ।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৫. স্থানীয় ভোক্তা, আমদানিকারক বা রপ্তানিকারকদের জন্য পণ্য, কাঁচামাল এবং সেবার মান সম্পর্কে সনদপত্র প্রদান।

৬. কাঁচামাল, পণ্য, কার্যাবলির মান এবং কার্যপ্রক্রিয়ার মান উন্নয়নের জন্য উৎপাদক ও ভোক্তাদের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটানোর ব্যবস্থা করা, যাতে উৎপাদনের প্রতিটি উপাদানের অপচয় হ্রাস পায়।

৭. বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন্স (Bangladesh Standard Specifications) কর্তৃক নির্ধারিত পণ্য বা কার্যনীতি সম্পর্কে নির্ধারিত পন্থাসমূহের বাস্তবায়ন এবং প্রচার।

৮. বাংলাদেশ সরকারের অন্যকোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত বা আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক নির্ধারত পণ্য মান পরীক্ষাকরণ, গ্রহণ এবং পরিচিতিকরণ।

৯. এদেশীয় পণ্যের মান নির্দেশ করে এমন পণ্যের উপর মান চিহ্ন (Standard Mark) প্রদান। এ মান চিহ্ন Bangladesh Standards and Testing Institution Certification Mark হিসাবে পরিচিত।

১০. পূর্বে প্রদত্ত মান চিহ্ন নবায়ন, সাময়িক বাতিল বা স্থায়ীভাবে বাতিলকরণ।

১১. BSTI কর্তৃক প্রদত্ত মান চিহ্ন সম্বলিত পণ্য উৎপাদনের স্থান পরিদর্শন, নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষণ এবং প্রয়োজনে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ।

১২. BSTI এর উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কাজ করে এমন কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান,সংস্থা, বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করা।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১। কারখানা আইন কত সালের?

ক. ১৯২৫ খ. ১৯৩২
গ. ১৯৬১ ঘ. ১৯৬৫

২. পেটেন্ট বলতে নিম্নের কোনটিকে বোঝায়?

ক. বিশেষ অধিকারের সমষ্টিকে খ. সাজসজ্জার নকশাকে
গ. মেধাসত্তাকে ঘ. ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা নিরসনকল্পে

■ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।**

Z কোম্পানি একটি প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি। তাদের উৎপাদিত পণ্যের মান আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পেতে চায়। এ জন্য তারা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি প্রতিষ্ঠানের সনদ নেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। যারা পণ্যের মান ও সেবা সম্পর্কে সনদ প্রদান করে।

৩। উদ্দীপকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বলতে কোন প্রতিষ্ঠানকে বুঝানো হয়েছে?

ক. ISO খ. BSTI
গ. BIMSTEC ঘ. ASEAN

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৪। **Z কোম্পানির পণ্যটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হলে নিম্নের কোন সুবিধাগুলো পাবে?**

i. গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জন

ii. নতুন নতুন বাজারে প্রবেশ

iii. মুনাফা বৃদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১। আবুল খায়ের একজন গবেষক। তিনি গবেষণা করে সৌরশক্তি চালিত বিদ্যুৎ সরবরাহ যন্ত্র আবিষ্কার করেন এবং তা বাজারজাত করেন। তার এই যন্ত্রটি স্থানীয় গ্রাহকদের কাছে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। কিছুদিনের মধ্যেই অন্য একটি প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি তার এ যন্ত্র নকল করে বাজারজাত করা শুরু করে। কিন্তু তিনি ঐ কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করেও আইনগত কোন ব্যবস্থা নিতে পারেননি।

ক. বিমা কী?

খ. ISO সম্পর্কে ধারণা দাও?

গ. আবুল খায়েরের বিদ্যুৎ সরবরাহ যন্ত্রটি কোন ধরনের সম্পদের অন্তর্ভূক্ত? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আবুল খায়ের কোন আইনি সহায়তা না পাওয়ার কারণ বিশ্লেষণ কর।

২। প্রতিষ্ঠানের প্রতি ব্যাপক মমত্ববোধ থেকে মি. আজাদ 'স্টার গার্মেন্টস'-এর একজন কর্মচারী হিসেবে প্রতিষ্ঠানের জন্য অগ্নিবিমা চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চান। বিমা কোম্পানী তার প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে। অবশেষে তার অনুরোধে গার্মেন্টস মালিক ১ কোটি টাকার অগ্নিবিমা করেন। অগ্নিকান্ডে ২০ লক্ষ টাকার মালামাল ক্ষতিগস্ত হয়। উক্ত টাকা ক্ষতিপূরণের পর ক্ষতিগস্ত মালামাল বিক্রয় করে ৫০ হাজার টাকা পাওয়া যায় এবং উক্ত টাকার মালিকানা নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়।

ক. মূল্যায়িত বিমাপত্র কী?

খ. আজীবন বিমাপত্র বলতে কী বুঝায়?

গ. বিমা চুক্তির কোন উপাদানের অভাবে মি. আজাদ উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিমা করতে ব্যর্থ হন তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বিমা চুক্তির আলোকে উদ্দীপকে বিক্রয়কৃত মালামালের প্রাপক কে হবেন? তা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

নবম অধ্যায়

ব্যবসায় সহায়ক সেবা

ASSISTANCE SERVICE OF BUSINESS

ব্যবসায় বর্তমানে অন্যতম পেশা হিসাবে বিবেচিত হয়। তবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যে কোনো ধরণেরই হোক না কেন তার গঠন, পরিচালনা ও উন্নয়ন কোনো একক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতা। আবার এসকল সাহায্য হতে পারে-আর্থিক, মানসিক, প্রকৌশলগত, আইনগত, প্রচারগত, অভিজ্ঞতালব্ধ ইত্যাদি। এ সকল সাহায্য-সহযোগিতা একজন ব্যবসায়িকে অথবা উদ্যোক্তাকে একদিকে যেমন নতুন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উৎসাহ যোগায় তেমনি পরবর্তীতে নব্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়কে পরিচালনা এবং উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তাই যে কোনো ব্যবসায়ের জন্য এরূপ সাহায্য-সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরী।

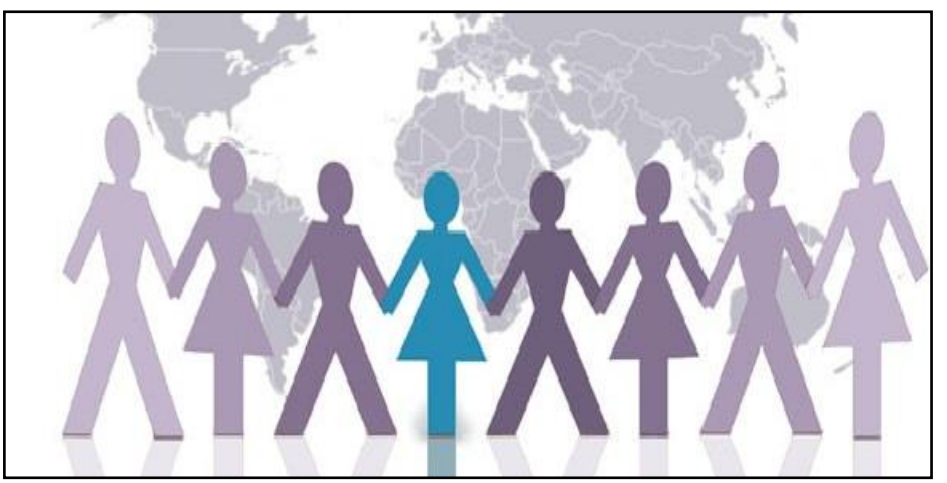

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা জানতে পারব—

- সহায়ক সেবার ধারণা ও প্রকারভেদ।
- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা থেকে প্রাপ্ত সহায়তা
- বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে প্রাপ্ত সহায়তা
- এসএমই ফাইন্ডেশন (SME) থেকে প্রাপ্ত সহায়তা
- বেসরকারি সংস্থা থেকে প্রাপ্ত সহায়তা
- শিল্প ও বণিক সমিতি এবং বিজিএমইএ থেকে প্রাপ্ত সহায়তা
- রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো থেকে প্রাপ্ত সহায়তা
- ব্যবসায়ে সহায়তাদানকারি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৯.০১ সহায়ক সেবার ধারণা ও প্রকারভেদ
Concept of Assistance Service and its Type

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একদিকে যেমন শিল্পোদ্যোগের প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও তা ধরে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতার। শিল্পোদ্যোগ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতাও ধারাবাহিকভাবে প্রয়োজন পড়ে। অর্থাৎ শিল্পোদ্যোগে প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতাগুলোর প্রয়োজন একত্রে পড়ে না, এগুলোর একটি পূরণ হলে আরেকটির প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রয়োজনের ধরন অনুযায়ী শিল্পোদ্যোগ সাহায্যকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। নিম্নে চিত্রের সাহায্যে শিল্পোদ্যোগ সহায়তাকে আলোচনা করা হলো:

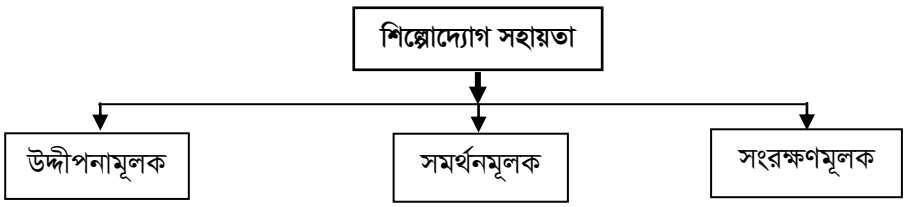

ক. উদ্দীপনামূলক সহায়তা
Stimulation assistance

উদ্দীপনামূলক সহায়তা বলতে একজন সম্ভাবনাময় শিল্পোদ্যোক্তাকে শিল্প স্থাপনে অনুপ্রেরণা যোগাতে সক্ষম এমন ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা ও কর্ম তৎপরতাকে বুঝায়।

১. মানুষের মাঝে উদ্যোক্তাসূলভ স্পৃহা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় শিল্পোদ্যোগমূলক শিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থাকরণ।

২. শিল্পোদ্যোগমূলক বা বিনিয়োগ সুযোগ-সুবিধার পরিকল্পিত প্রচারণা।

৩. বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তা সনাক্তকরণ।

৪. নতুন শিল্পোদ্যোক্তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।

৫. পণ্য নির্বাচন এবং প্রকল্প প্রতিবেদন প্রণয়নে উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য ও দিক-নির্দেশনা প্রদান।

৬. কারিগরি ও অর্থনৈতিক তথ্য এবং পণ্য বিক্রয়জনিত কার্যাবলি থেকে প্রাপ্ত মুনাফার পরিমাণ জানানোর ব্যবস্থাকরণ।

৭. স্থানীয়ভাবে উপযুক্ত নতুন পণ্য এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার উন্মেষের ব্যবস্থাকরণ।

৮. শিল্পদ্যোগমূলক পরামর্শ এবং শিল্পোদ্যোগ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্থানীয় পরামর্শকদের প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ।

৯. শিল্পোদ্যোগীয় ফোরাম গঠনের ব্যবস্থাকরণ।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

খ. সমর্থনমূলক সহায়তা
Supporting assistance

যে সকল সাহায্য-সহায়তা সম্ভাবনাময় শিল্পোদ্যোক্তাদেরকে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং পরিচালনায় সক্ষম করে তোলে তাদেরকেই সামগ্রিকভাবে সমর্থনমূলক সহায়তা বলে।

নিম্নে সমর্থনমূলক সহায়তাসমূহের বর্ণনা দেয়া হলো–

১. ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদান।

২. ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়নের ব্যবস্থাকরণ।

৩. ভূমি, দালান, শক্তি ও পানি সম্পদ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা।

৪. যন্ত্রপাতি নির্বাচন এবং সংগ্রহে প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান।

৫. দুষ্প্রাপ্য কাঁচামাল সংগ্রহে প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা দান।

৬. আমদানি লাইসেন্সসহ অন্যান্য লাইসেন্স প্রাপ্তিতে সহায়তা দান।

৭. অন্যান্য সাধারণ সুবিধাদি প্রদান করা।

৮. কর রেয়াত বা অন্যান্য ভর্তুকি প্রদান।

৯. ব্যবস্থাপকীয় পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থাকরণ।

১০. পণ্য বাজারজাতকরণে সাহায্য করা।

গ. সংরক্ষণমূলক সহায়তা
Sustaining Assistance

শিল্পোদ্যোগ উন্নয়নে সংরক্ষণমূলক সহায়তাসমূহ একজন শিল্পোদ্যোক্তাকে ব্যবসায়ের প্রতিবন্ধকতাসমূহ কাটিয়ে সফলভাবে টিকে থাকতে সাহায্য করে। শিল্প স্থাপনের পর শিল্পোদ্যোক্তা বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা ও সমস্যার সম্মুখীন হয়। সংরক্ষণমূলক সহায়তাসমূহের মাধ্যমে উদ্যোক্তা এসব প্রতিবন্ধকতা ও সমস্যাদি দূর করতে সক্ষম হন। নিম্নে সংরক্ষণমূলক সহায়তাসমূহের বর্ণনা দেয়া হলো–

১. কারখানা আধুনিকীকরণে সহায়তা প্রদান করা।

২. পণ্যের বৈচিত্রকরণ, কারখানার সম্প্রসারণ ও বিকল্প পণ্যের উৎপাদনে সহায়তা প্রদান করা।

৩. প্রকৃত ঋণ ও সুদ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধিকরণে সহায়তা।

৪. সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও শিল্পীয় প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান।

৫. উৎপাদন প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত আইনানুগ নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োজনে বিদ্যমান নীতির পরিবর্তন।

৬. পণ্যের গুণাগুণ পরীক্ষা এবং সেবার উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা।

৭. প্রয়োজন ভিত্তিক সাধারণ সুবিধাদি প্রদান কেন্দ্র স্থাপন করা।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৯.০২ সহায়ক সেবার উৎস

Sources of Assistance Service

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণ ও স্থাপনে সহায়তাকারী বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবদান রেখে চলছে। ঐ সকল প্রতিষ্ঠান দেশে ব্যবসায় বা শিল্প স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহণ, শিল্প স্থাপন ও পণ্য-দ্রব্যের গ্রহণে সহায়ক বিভিন্ন দিক উল্লেখ করা হয়েছে যা অনেকের জন্য অনুপ্রেরণামূলক হতে পারে। নিম্নে এগুলোর তালিকা প্রদান করা হলো-

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা থেকে প্রাপ্ত সহায়তা–

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (বিসিক) দেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়ন ও বিকাশে নিয়োজিত সরকারি প্রতিষ্ঠান। এ সংস্থার প্রধান কাজ হলো এ শিল্প খাতের উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগের পূর্বে পরামর্শদান।

এ সংস্থার অন্যান্য কর্মগুলো নিম্নরূপঃ

১. শিল্প সংক্রান্ত তথ্যসরবরাহ
২. উদ্যোক্তা শনাক্তকরণ,
৩. সাহায্যমূলক সেবা
৪. শিল্পোদ্যোগ উন্নয়ন
৫. প্রকল্প নির্বাচন
৬. প্রকল্প মূল্যায়ন
৭. সম্ভাব্যতা পরীক্ষা
৮. ঋণ ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান
৯. শিল্প ইউনিট অনুমোদন প্রকল্প বাস্তবায়ন
১০. অবকাঠামোগত উন্নয়ন
১১. ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন
১২. পণ্য ডিজাইন
১৩. প্রোটোটাইপ উন্নয়ন ও তার বিতরণ
১৪. কাঁচামাল সরবরাহে সাহায্য
১৫. উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর বিপণনে সহায়তা
১৬. উপঠিকাদারির ব্যবস্থা করা
১৭. গবেষণা ও উন্নয়ন
১৮. যথোপযুক্ত উৎপাদন প্রক্রিয়া নির্ধারণ ও মান নিয়ন্ত্রণ
১৯. পণ্যের বাজার সমীক্ষা
২০. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উপর প্রকাশনা প্রভৃতি।

ক্ষেত্র বিশেষে এ সংস্থা বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের সাথে যৌথ উদ্যোগে প্রয়োজনীয় ঋণের ব্যবস্থা করে থাকে। শিল্পোদ্যোক্তাদের কাছে সংস্থার সাহায্যসমূহ পৌঁছে দেয়ার জন্য এ সংস্থা দেশের বিভিন্ন স্থানে শাখা স্থাপন করেছে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে প্রাপ্ত সহায়তা

Assistance from Commercial Bank

দেশের চারটি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক (সোনালী, জনতা, অগ্রণী ও রূপালী ব্যাংক) এবং বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক সারা দেশে বিরাজমান তাদের শাখাগুলোর মাধ্যমে শিল্প ও ব্যবসায় উদ্যোক্তাদের আর্থিক সেবা প্রদান করে আসছে। বিশেষ করে নিবিড় শ্রমঘন ও কর্মসংস্থানমূখী অর্থনৈতিক উন্নয়নে একমালিকানা, অংশীদারি, প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি এবং পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করে আসছে। ব্যবসায় বা প্রকল্পের ধরন অনুযায়ী ঋণসীমা সর্বনিম্ন ৫০ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ১০ কোটি টাকা। ঋণের মেয়াদ ব্যবসায় বা প্রকল্পের উপর নির্ভর করে নির্ধারিত হয়। তবে চলতি মূলধনের ক্ষেত্রে ১ বৎসর এবং মেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে ৩–৭ বছর পর্যন্ত বিবেচিত হয়।

এ সকল ক্ষেত্রে ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা নিম্নরূপ:

- ঋণপ্রার্থী উদ্যোক্তাকে ন্যূনতম ২ বছরের ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
- উদ্যোক্তাকে সুস্থ, শিক্ষিত এবং বয়স ১৮ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে হতে হবে।
- ঋণখেলাপী, দেউলিয়া, উন্মাদ ও জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ঋণের জন্য আবেদন করতে পারবেন না।
- উদ্যোক্তাকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।
- মহিলা উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

এসএমই ফাউন্ডেশন
SME Foundation

ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প বিকাশে এবং মান উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকে। ক্ষুদ্র এবং মাঝারী শিল্প উদ্যোক্তা এবং বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য এটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণমূলক কর্মসুচী আয়োজন করে থাকে। দেশের ক্ষুদ্র এবং মাঝারী শিল্প যাতে দেশের দারিদ্রতা নিরসনে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে বড় অবদান রাখতে পারে, সেজন্য এসএমই ফাউন্ডেশন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।

এসএমই ফাউন্ডেশন একটি স্বাধীন এবং অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। এটি বাণিজ্য মন্ত্রনালয় থেকে রেজিস্ট্রেশন পায় ১২ নভেম্বর ২০০৬ সালে এবং ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী জয়েন্ট স্টক কোম্পানি থেকে রেজিস্ট্রেশন পায়। আর এটি আনুষ্ঠানিক ভাবে যাত্রা শুরু করে ২০০৭ সালের ৩০ মে।

এসএমই ফাউন্ডেশন হতে প্রাপ্ত সহায়তাসমূহ
Assistances from SME Foundation

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। নিম্নে এসএমই ফাউন্ডেশন থেকে প্রাপ্ত সহায়তাসমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো–

- বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত এসএমই পলিসিকে বাস্তবায়ন করা;
- এসএমই ফাউন্ডেশনের সহজ পলিসিগুলো গ্রহণ করতে সরকারের বিভন্ন মন্ত্রণালয় এবং এজেন্সিকে অনুরোধ করা;
- ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক সাপোর্ট প্রদান করা;
- নতুন এসএমই ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনীয় তথ্য এবং গাইড লাইন প্রদান করা;
- বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এসএমই ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন মেয়াদী ঋণের ব্যবস্থা করা;
- এসএমই ব্যবসায়ীদের দক্ষতা আনয়নে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আয়োজন করা;

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

- এসএমই ব্যবসায়ীদের তাদের প্রস্তুতকৃত পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা করা;
- নারী উদ্যোক্তাদের প্রথম সারিতে নিয়ে আসা এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করে এসএমই ব্যবসায়ে আগ্রহী করে তোলা;
- নারী উদ্যোক্তাদের এসএমই ব্যবসায়ে বিভিন্ন ঋণের ব্যবস্থা করা;
- এসএমই ব্যবসায়ে কম্পিউটার, ইন্টারনেট সহ নিত্যনতুন প্রযুক্তির সম্মিলন ঘটানো;
- এসএমই ব্যবসায়ে বিদেশী উদ্যোক্তাদের আকৃষ্ট করা।

বেসরকারী সংস্থা থেকে প্রাপ্ত সহায়তা

Assistances from Private Organization

উদ্যোক্তা উন্নয়নে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সাহায্য সংস্থাগুলোর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তবে এ সংস্থাগুলো মূলত গ্রামীণ বিত্তহীনদের উদ্যোগী হবার ব্যাপারে সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকে। এখানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংস্থার কার্যক্রম বর্ণনা করা হচ্ছে–

গ্রামীণ ব্যাংক

Grameen Bank

'গ্রামীণ ব্যাংক' গ্রামীণ ভুমিহীন ও দুঃস্থ জনসাধারণের মধ্যে আর্থিক ঋণদানকারী একটি বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এ ব্যাংক কোনোরূপ জামানত ছাড়াই ঋণ প্রদান করে। এ ব্যতিক্রমধর্মী ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা হলেন শান্তিতে নোবেল পুরষ্কার বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনুস। গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি শুধুমাত্র নিজেই এই পুরষ্কার পাননি তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাংকটিও একই সম্মানে ভূষিত হয়েছে এবং সেই সাথে বয়ে এনেছে বাংলাদেশের জন্য বিরল সম্মান। শান্তিতে নোবেল বিজয়ী গ্রামীণ ব্যাংকের যাত্রা শুরু ১৯৭৬ সালে চট্রগ্রাম জেলার জোবরা গ্রামে 'গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প' হিসেবে। জোবরা প্রকল্পের সাফল্যের কারণে ১৯৭৯ সালের নভেম্বর মাসে টাঙ্গাইল জেলাতে এ প্রকল্প বর্ধিত করা হয়। ১৯৮৩ সালের ২ অক্টোবর সরকার গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশ জারি করে এ প্রকল্পকে 'গ্রামীণ ব্যাংক' নামে একটি স্বতন্ত্র ব্যাংক হিসেবে রূপদান করে। বর্তমানে এটি একটি স্বায়ত্বশাসিত বিশেষ অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করছে। এ ব্যাংকের মালিকানা ৯৩ শতাংশ ভূমিহীনদের হাতে, অবশিষ্ট ৭ শতাংশের মালিক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলাদেশ সরকার।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

২০০৭ সালের ৩১ মার্চ তারিখে গ্রামীণ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৫০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩১.৮ কোটি টাকা।

গ্রামীণ ব্যাংকের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ করে থাকে ১৩ সদস্যবিশিষ্ট পরিচালকমন্ডলী। পরিচালকমন্ডলীর সভাপতি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ২ জন সদস্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। অবশিষ্ট ৯ জন সদস্য নির্বাচিত হন ভূমিহীন শেয়ার মালিকগণ কর্তৃক। ২০০৭ সালের ৩১ মার্চ তারিখে ঢাকা, চট্রগ্রাম, টাঙ্গাইল, রংপুর, পটুয়াখালী, বগুড়া, সিলেট, রজশাহী, দিনাজপুর, ফরিদপুর, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা, নোয়াখালী মোট ১৫টি জোন-এ গ্রামীণ ব্যাংকের মোট ২৪০০টি শাখা অফিস ছিল। ২০০৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৭৪,৪৬২টি গ্রামে এ ব্যাংক তাদের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করেছে।

গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যাবলি:

গ্রামীণ ব্যাংক সাধারণত নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে–

১. বিত্তহীন ও দুঃস্থ নারী ও পুরুষদের সংগঠিত করে গ্রুপ-ফান্ডের মাধ্যমে সঞ্চয় সৃষ্টি করা।

২. এ ব্যাংক দুঃস্থ ও দরিদ্র নারী ও পুরুষদের মধ্যে বিনা জামানতে ঋণদান করে থাকে। তবে এ ঋণের ৮০% মহিলাদের মধ্যে বণ্টিত হয়।

৩. আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে এ ব্যাংকের কাজ হলো ঋণ আদায় করা।

এ ব্যাংক সদস্যদের গৃহ নির্মাণ, মৎস চাষ, হাঁস-মুরগির খামার তৈরি, কুটির শিল্প প্রভৃতি প্রকল্প তৈরিতে সাহায্য ও অর্থায়ন করে।

ব্র্যাক

Bangladesh Rural Advancement Committee

ব্র্যাক সর্ববৃহৎ বেসরকারি সাহায্য সংস্থা। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কার্যক্রম হাতে নিয়ে সংস্থাটি স্থাপিত হয়। কিন্তু এরপর থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও দরিদ্র জনগণকে ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এ সংস্থা বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

উদ্যোক্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্র্যাক যে কার্যক্রমগুলো হাতে নিয়েছে সেগুলো হচ্ছে–

- **ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন কার্যক্রম:**

  এর মধ্যে রয়েছে কাপড় বুনন, হাঁস-মুরগি পালন, আসবাবপত্র, তৈল উৎপাদন, গুড়, দড়ি, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী তৈরি, ধান ভানা প্রভৃতি।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

- **সহযোগী প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন:**

  এ কর্মসূচির আওতায় ভূমিহীন লোকদেরকে প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা, বিপণন প্রভৃতি কার্যক্রমের মাধ্যমে সংগঠিত করা হয়। যেমন, ইট তৈরি প্রকল্প।

- **উৎপাদন কেন্দ্র উন্নয়ন:**

  আধুনিক ডিজাইন ও প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রামীণ শিল্পজাত সামগ্রীর মান উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়। ঐতিহ্যগত কারুশিল্পের উন্নয়নের মধ্যে রয়েছে সিল্ক, জামদানি, নকশিকাঁথা প্রভৃতি।

শিল্প ও বণিক সমিতি
Chembar of Commerce and Industry

বণিক সভা কোন নির্দিষ্ট শহর, অঞ্চল বা দেশের ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, পেশাজীবি প্রভৃতি শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী একটি অবাণিজ্যিক ঐচ্ছিক সংগঠন। এটি সীমাবদ্ধ দায়বিশিষ্ট যৌথমূলধনী কোম্পানী হিসেবে নিবন্ধিত। কোম্পানী আইনে নিবন্ধিত হলেও বণিক সভা প্রত্যক্ষভাবে কোন শিল্প ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম সম্পাদন করে না। তবে দেশের শিল্প ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমের সুষ্ঠু সম্পাদন, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

নিম্নে দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণে বণিক সভার গুরুত্ব/প্রয়োজণীয়তা/ ভূমিকা প্রদত্ত হইলো–

১. শিল্পনীতি ও বাণিজ্যনীতি প্রণয়নে সহায়তা;
২. ব্যবসায় পরিবেশের উন্নয়ন;
৩. কারবারি সংবাদ, তথ্য ও পরামর্শ দান;
৪. গঠনমূলক ব্যবসায় প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার উন্মেষ;
৫. পণ্য ও সেবার মানোন্নয়ন;
৬. মানব সম্পদের উন্নয়ন;
৭. বিরোধ নিষ্পত্তি;
৮. প্রভবলেখ ইস্যু;
৯. বাজার সম্প্রসারণ;
১০. ব্যবসায় তথ্য সম্পর্কিত পত্রিকা ও সাময়িকী প্রকাশ।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

বিজিএমইএ থেকে প্রাপ্ত সহায়তা
Assistance from BGMEA

BGMEA-এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো দেশে তৈরি পোষাক প্রস্তুত ও রপ্তানি করে দেশে বৈদেশিক মুদ্রার ক্রমবর্ধমান আয় ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য এর সদস্যদেরকে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা ও দিক-নির্দেশনা প্রদান। এ লক্ষ্যে বিজিএমইএ তৈরি পোষাক প্রস্তুতকারক, রপ্তানিকারক ও আমদানিকারকদের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ ও পারস্পরিক সহযোগিতামূলক ব্যবসায় পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়ে আসছে এবং সরকারি বিভিন্ন নীতিমালার সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে তৈরি পোষাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তারিকারকদেরকে দক্ষতার সাথে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। নিম্নে বিজিএমইএ কর্তৃক সম্পাদিত বিভিন্ন কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করা হলো–

১. বিদেশী ক্রেতা, ব্যবসায় সংঘ এবং বণিক সভাসমূহের সাথে বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন ও উন্নয়ন।

২. আন্তর্জাতিক বাজারে পোষাকের বাণিজ্য এবং বাণিজ্য মেলাসমূহ তদারকি করা। যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাথে সংযুক্ত অন-লাইন ডাটা সোর্স থেকে তথ্য সংগ্রহ করে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সিস্টেমের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাবলি বিভিন্ন পক্ষের মাঝে বিতরণ করা।

৩. তৈরি পোষাক প্রস্তুতকারী, তৈরি পোষাক উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন শিল্প এবং তৈরি পোষাক রপ্তানিতে নিয়োজিত বিভিন্ন শিল্প, কোম্পানী এবং ফার্মসমূহের আন্তঃসহযোগিতাকে উৎসাহিত করা।

৪. গার্মেন্টস শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মাঝে সাধনতা ও সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে চলমান ব্যবসায় বিষয়ক বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়ামের আলোচনা করা।

৫. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার সাথে কোটা নির্ধারণ এবং সংরক্ষণে সরকারি প্রচেষ্টাকে সহায়তা করা।

৬. বিভিন্ন গার্মেন্টস শিল্প কারখানা কর্তৃক আমদানিকৃত আটকাপড়া মজুত কাপড় স্থানীয় বাজারে বিক্রয়ে সাহায্য করা।

৭. পোষাক তৈরি কারখানাসমূহে সম্ভাব্য অগ্নিকান্ড নিবারণের জন্য বিভিন্ন নিরাপত্তা কর্মসূচী গ্রহণ নিশ্চিত করা।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো থেকে প্রাপ্ত সহায়তা

Assistance from Export Promotion Bureau

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর গুরুত্ব বা ভূমিকা অপরিসীম। এ সংস্থা দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায় সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রপ্তানি খাতের উন্নয়নের জন্য অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভাবে সহায়ক হয়ে থাকে। নিম্নে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর গুরুত্ব বা ভূমিকা আলোচনা করা হলো–

ক. অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভূমিকা:

১. রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত সৃষ্টির জন্য অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদান ও সহযোগিতা দান।

২. রপ্তানি পণ্যের ব্যাপক উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শিল্পকারখানা স্থাপনে সহযোগিতা এবং প্রাসঙ্গিক পণ্যের উৎপাদনকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে সরকারি নীতিমালা প্রণয়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন।

৩. রপ্তানিযোগ্য পণ্যের সুনির্দিষ্ট মান ও গুণাগুণ বজায় রাখার জন্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে পরামর্শ ও সহায়তা দান।

৪. রপ্তানি পণ্যের মান নির্ধারণ শ্রেণীবিন্যাস, ডিজাইন, মোড়কিকরণ ইত্যাদি উন্নয়নে সহযোগিতা দান।

৫. স্বল্প পুঁজির রপ্তানিকারকদেরকে রপ্তানি ঋণ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান।

৬. রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উন্নত পরিবহন ও শিপিং সুবিধা প্রাপ্তিতে সহায়তা।

৭. রপ্তানি পণ্যের উৎপাদক, রপ্তানিকারক ও রপ্তানি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

খ. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভূমিকা:

১. বিদেশে বাণিজ্যিক প্রতিনিধি প্রেরণ, বাজার অনুসন্ধান ইত্যাদির মাধ্যমে রপ্তানি বাজার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ।

২. বাংলাদেশী রপ্তানিযোগ্য পণ্যের জন্য ভাল শর্ত নির্ধারণ।

৩. ক্ষুদ্র রপ্তানিকারকেদের জন্য বাণিজ্যিক ভ্রমণের ব্যবস্থাকরণ।

৪. বিভিন্ন দেশের শিল্প ও বাণিজ্য মেলা এবং প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ।

৫. বিদেশে বাংলাদেশ মিশনসমূহ প্রদর্শন ও বিক্রয়কেন্দ্র খোলা ও পরিচালনা করা।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৬. রপ্তানি উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ফোরামের সহায়তা গ্রহণ।

৭. বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে বাণিজ্য কেন্দ্র খোলা।

৮. বিদেশে সম্ভাব্য বাজার এলাকায় বাংলাদেশীয় রপ্তানিযোগ্য পণ্যের বিবরণ, প্রকাশনা, প্রচারণা, পণ্য গাইড ইত্যাদি সরবরাহ দেয়া।

৯. রপ্তানিকারক ও রপ্তানি কর্মকর্তাদেরকে বিদেশে প্রশিক্ষণ, আন্তর্জাতিক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের সুযোগ দান ইত্যাদি।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের রাপ্তানিযোগ্য পণ্যদ্রব্য উৎপাদন, দেশের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বাজার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে রপ্তানি ব্যুরো অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে।

৯.০৩ ব্যবসায়ে সহায়তাদানকারী আঞ্চলিক ও আর্ন্তজাতিক সংস্থা

The Regional and International Organization for Assisting Business

সাপটা (Sapta)

দক্ষিণ এশীয় সাতটি দেশ যেমন, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভূটান, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপের মধ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গঠিত সার্কের (South Asian Association for Regional Cooperation-SAARC) অধীনে একটি বাণিজ্য চুক্তি। সাপটা মূলত দক্ষিণ এশীয় এ সাতটি দেশের মধ্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ব্যবসায় ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গঠন করা হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বা অঞ্চলের সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন চুক্তি বা সংস্থা যেমন: নাফটা, ওপেক, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ন্যাটো, ইত্যাদির মতোই সার্কভূক্ত দেশসমূহ নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দক্ষিণ এশীয় অগ্রাধিকার ভিত্তিক বাণিজ্য চুক্তি-সাপটা (South Asian Preferental Trade Agreement) সম্পাদন করে। ১৯৮৫ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রথম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের পর থেকে শুরু করে বিভিন্ন সম্মেলনে এতদ অঞ্চলের দেশসমূহের মধ্যে আন্তঃবাণিজ্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত নানা আলোচনা হয়। পরবর্তীতে শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোতে সার্কের ষষ্ঠ সম্মেলনে সাপটা চুক্তির প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৯৩ সালে ঢাকায় সার্কের সপ্তম সম্মেলনে সার্কভূক্ত দেশসমূহের মধ্যে বিদ্যমান শুল্ক বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার অপসারণ, আন্তঃদেশীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিধিনিষেধ এবং সর্বোপরি শুল্ক রেয়াতের মাধ্যমে বাণিজ্য উদারিকরণের লক্ষ্যে সাপটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালের মে মাসে ভারতের নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সার্কের অষ্টম সম্মেলনের সাপটা চুক্তি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত হয় এবং ১৯৯৫ সালের ৮ই ডিসেম্বর থেকে সাপটা কার্যকর হয়। এচুক্তি কার্যকর হওয়ার ফলে সার্কভূক্ত সাতটি দেশ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধি, সম্প্রসারণ এবং এতদ লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে বিদ্যমান আন্ত: দেশীয় বাণিজ্য বিষয়ক শুল্কসহ বিভিন্ন বিধি নিষেধ অপসারণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

সাপটার উদ্দেশ্য

Objectives of SAPTA

সাপটা চুক্তি সম্পাদনের মূল উদ্দেশ্যাবলি নিম্নরূপ–

১. সার্কভূক্ত দেশসমূহের মধ্যে আন্তঃ দেশীয় বাণিজ্য শুল্ক হার হ্রাস করে বা ক্ষেত্র বিশেষে অপসারণ করে এতদ অঞ্চলে একটি মুক্ত বাণিজ্য এলাকা (Free Trade Area) স্থাপন করা। এলক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের মে মাসে মালদ্বীপের রাজধানী মালেতে অনুষ্ঠিত সার্কের নবম সম্মেলনে সার্কভূক্ত দেশসমূহ ২০০১ সালের মধ্যে এ অঞ্চলে অবাধ ও মুক্ত বাণিজ্য এলাকা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ঐক্যমতে পৌছায়।

২. সার্কভূক্ত দেশসমূহের মধ্যে আন্তঃদেশীয় বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও সম্পাদনে দেশসমূহের মধ্যে সাহায্য সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

৩. সার্কভূক্ত দেশসমূহে বিদ্যমান ব্যাপক বাণিজ্যিক বৈষম্য দূরীকরণের প্রচেষ্টা জোরদার করা।

৪. সার্কভূক্ত দেশসমূহের মাঝে পণ্য চলাচলে সকল প্রকার বিধি নিষেধ অপসারণ করে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এক দেশের পণ্য অন্য দেশে অনুপ্রবেশের ব্যবস্থা জোরদার করা।

আসিয়ান

ASEAN

আঞ্চলিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা ও অবাধ বাণিজ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৬৭ সালের ৮ই আগষ্ট দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশের সম্মিলিত প্রয়াসে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় রাষ্ট্রসমূহের সংস্থা সংক্ষেপে আসিয়ান (Association of South East Asian Nations /ASEAN) গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার পাঁচটি রাষ্ট্র যথা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর এবং থাইল্যান্ডের রাজনৈতিক বা পররাষ্ট্র মন্ত্রীগণ থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে আসিয়ান গঠনের ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করেন। এটি ব্যাংকক ঘোষণা নামে পরিচিত। পরবর্তীতে ব্যাংকক ঘোষণার ভিত্তিতে ১৯৭৬ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারিতে আসিয়ান গঠন সংক্রান্ত চূড়ান্ত দলিল তৈরি করে পাঁচটি দেশের রাষ্ট্র প্রধানগণ ইন্দোনেশিয়ার বালিতে উক্ত দলিলে স্বাক্ষর করেন। এরপর ১৯৮৪ সালে ষষ্ঠ সদস্য হিসেবে ব্রুনাই, ১৯৯৫ সালে সপ্তম সদস্য হিসেবে ভিয়েতনাম, ১৯৯৭ সালে অষ্টম ও নবম সদস্য হিসেবে মিয়ানমার ও লাওস এবং অতি সম্প্রতি দশম সদস্য হিসেবে কম্বোডিয়া এতে যোগদান করে। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা দশ।

সাংগঠনিক রূপঃ

আসিয়ান এর প্রধান কার্য্যালয় ইন্দোনেশিয়ায় অবস্থিত। তবে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রে এর একটি করে শাখা কার্য্যালয় রয়েছে। আসিয়ানের নীতি নির্ধারণ ও এর কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য সংশ্লিষ্ট স্বাগতিক দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের স্বাগতিক দেশে নিয়োজিত রাষ্ট্রদূতগণের সমন্বয়ে একটি স্টান্ডিং কমিটি রয়েছে। এছাড়াও বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে বিভিন্ন কমিটি বিভিন্ন বিষয়ে কাজ করে। বিশেষ প্রয়োজনে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের রাষ্ট্র প্রধানদের অংশগ্রহণে শীর্ষ বৈঠকও হয়ে থাকে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

আসিয়ানের উদ্দেশ্য:

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের বিকাশ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্যই মূলত আসিয়ান গঠন করা হয়। নিম্নে এর প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা করা হলো–

১. সদস্য রাষ্ট্রসমূহের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, সামাজিক অগ্রগতি ও সাংস্কৃতিক বিকাশ সাধন করা।
২. সদস্যভূক্ত দেশসমূহের মধ্যে জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা।
৩. শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণামূলক কর্মকান্ডে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করে।
৪. সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সমন্বয়ে অবাধ বাণিজ্য এলাকা স্থাপন। এলক্ষ্যে ১৯৯৩ সালের জানুয়ারী মাসে আসিয়ানভূক্ত দেশসমূহ ASEAN Free Trade Area (AFTA) গঠন করেছে।
৫. স্থানীয় উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা এবং প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সরকারী হস্তক্ষেপের মাত্রা হ্রাস করার বিষয়ে সদস্য রাষ্ট্রসমূহে ঐক্যমত স্থাপন।
৬. পৃথিবীর অন্যান্য শক্তিশালী বাণিজ্য সংস্থা; যেমন- EU, NAFTA ইত্যাদির প্রবৃদ্ধির বিষয়ে রক্ষণাত্মক মনোভাব পোষণ করা।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের যে সূচনা ঘটে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের কারণে তা আরো ভয়াবহ হয়ে উঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক মন্দাবস্থার উত্তোরণ, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি এবং বিশ্ব অর্থনীতির গতি প্রকৃতির উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে General Agreement on Tarriffs and Trade বা সংক্ষেপে GATT প্রতিষ্ঠার কার্যক্রমের সূচনা ঘটে। এরূপ একটি পরিস্থিতিতে ১৯৪৮ সালের ১ জানুয়ারী কিউবার রাজধানী হাভানায় ২৩টি পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দেশের রাষ্ট্র প্রধানগণের এক সম্মেলনে GATT এর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। প্রতিষ্ঠাকালে এর সদস্য সংখ্যা ২৩ হলেও পরবর্তীতে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৩২-এ উন্নীত হয়।

গ্যাট চুক্তির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থায় সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে বিশ্ব বাণিজ্যে গতিশীলতা ফিরিয়ে আনা, বিশ্বে মুক্ত বাজার অর্থনীতিকে গতিশীল করে তোলা এবং অনুন্নত ও উন্নয়শীল দেশসমূহের রপ্তানী বাণিজ্যের পরিধি বৃদ্ধি করে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

১৯৪৪ সালে ব্রেটন উড্স কনফারেন্সে বিশ্ব ব্যাংক এবং আইএমএফ-এর সাথে সাথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা (আইটিও) গঠনের প্রস্তাব করা হয়। পরবর্তীতে বিশ্ব ব্যাংক এবং আইএমএফ প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও মার্কিন কংগ্রেসের অনুমোদন না পাওয়ার কারণে আইটিও গঠনের প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয়নি। আইটিও বাস্তবায়িত না হওয়ায় আইটিও এর পরিবর্তে ১৯৪৭ সালে জেনেভায় বিশ্বের ২৩টি দেশের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভায় GATT চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৪৭ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত বৈঠকটিই ছিল GATT এর প্রথম সভা বা বৈঠক। GATT এর সভা বা বৈঠককে Round হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ১৯৪৭ সালের জেনেভা Round থেকে এ পর্যন্ত GATT এর আট Round বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং সদস্য সংখ্যা ২৩ থেকে ১৩২ এ উন্নীত হয়। ১৯৮৬ সালের ২০ সেপ্টেম্বর থেকে উরুগুয়েতে শুরু হয় GATT-এর সবচেয়ে দীর্ঘ ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাউন্ড। ৭৪টি দেশের বাণিজ্য মন্ত্রীরা এ রাউন্ডে অংশ নেন। কয়েক বছর আলাপ আলোচনার পর ১৯৯৪ সালের ১৫ এপ্রিল মরক্কোর রাজধানী রাবাতে ১২৮টি দেশের গ্যাট চুক্তিকে অনুমোদনের মাধ্যমে শেষ হয় উরুগুয়ে রাউন্ড। এচুক্তির উত্তরসুরী হিসেবে ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় World Trade Organisation (WTO) বা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা এবং ঐ বছরের ১ জানুয়ারি থেকে WTO তার কার্যক্রম শুরু করে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার উদ্দেশ্যাবলি
Objectives of WTO

GATT-এর ন্যায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মূল উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন দেশে বহিঃবাণিজ্যের ক্ষেত্রে আরোপিত জটিল বিধি-নিষেধ অপসারণ পূর্বক বিশ্বব্যাপি সুষ্ঠু, সাবলীল ও বাধা-বিঘ্নহীন অবাধ ও মুক্ত বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে সহায়তা করা। মূলত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠার পর GATT-এর উদ্দেশ্যাবলি অর্জনের দায়িত্ব WTO-এর উপরই অর্পণ করা হয়।

নিম্নে WTO এর উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্যাবলি আলোচনা করা হলো–

১. দক্ষ ও তুলনামূলক ব্যয় সুবিধায় পণ্য উৎপাদনকে বিশ্বব্যাপী উৎসাহিত করার স্বার্থে বিশ্বব্যাপি অবাধ ও প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্যিক পরিবেশ সৃষ্টি করা।
২. বিশ্বব্যাপী অবাধ ও প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্যিক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে বিদ্যমান ট্যারিফ, কোটা ও অন্যান্য বিধি নিষেধ অপসারণে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার পরামর্শ প্রদান করা।
৩. জাতীয়তা নির্বিশেষে যে কোন দেশকে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে সহায়তা করা।
৪. বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পাদিত বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবৈষম্যমূলক নীতিমালা প্রবর্তনে কার্যকর ভূমিকা রাখা। এ লক্ষ্যে Most fovoured Nation (MFN) নীতির অনুসরণে সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে উৎসাহিত করা। MFN নীতির মূল কথা হলো কোন বিশেষ দেশ যদি তাদের দেশে পণ্য রপ্তানীতে অন্য কোন দেশকে কোন অগ্রাধিকারমূলক সুবিধা প্রদান করে, তবে তা সকল দেশকেই ভোগ করার সুবিধা প্রদান করা।
৫. বিশ্ব ব্যাপী তুলনামূলক ব্যয় সুবিধার ভিত্তিতে পণ্য উৎপাদন পূর্বক তা অবাধে বিক্রয় করে বিশ্বব্যাপি মানুষকে তুলনামূলক স্বল্প মূল্যে পণ্য সামগ্রী ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটাতে সহায়তা করা।
৬. বিশ্ব ব্যাপী উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল বিভিন্ন দেশে পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

ইউরোপিয় ইউনিয়ন
European Union

ইউরোপীয় দেশগুলোর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে এটি গঠিত হয়। এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক জোট। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো পারস্পরিক স্বার্থে শুল্ক হার হ্রাসের মাধ্যমে পণ্যের বাজার প্রতিষ্ঠা। এটি ১৯৯৩ সালের ১ নভেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়। এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২৭ এবং তুরস্ক এসোসিয়েট সদস্য দেশ। এর সদর দপ্তর বেলজিয়ামের ব্রাসেলস এ অবস্থিত। যদিও এটি ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু এটির গঠনের ইতিহাস অনেক পুরোনো। ১৯৫৭ সালের ২৫ মার্চ ইউরোপের ৬টি দেশ-ফ্রান্স, বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ড, পশ্চিম জার্মানি ও ইটালির মধ্যে রোমে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী ১ জানুয়ারি' ৫৮, ইইসি আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীতে ব্রিটেন, ডেনমার্ক, আয়ারল্যান্ড, স্পেন, পর্তুগাল এ সংস্থায় যোগ দেয়। ১ নভেম্বর ১৯৯৩ সালে ইইউ নামকরণ করা হয়। ১৯৯২ সালে এটি একক ইউরোপীয়ান বাজার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জন করে এবং ১৯৯৯ সালে সদস্যভূক্ত দেশসমূহে একক মুদ্রা "ইউরো" চালুর ব্যবস্থা করে।

ইইউ-এর অঙ্গসংগঠন
A Eight Associate Organization of EU

১. **ইউরোপীয় পার্লামেন্ট:** সদর দপ্তর স্ট্রাসবার্গ (ফ্রান্স)। সদস্য বর্তমানে ৭৬, লিসবন চুক্তি কার্যকর হলে সদস্য হবে ৭৫১।

২. **কাউন্সিল অব ইউরোপ:** প্রতিটি সদস্য দেশ এর সদস্য। সদস্য দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা এর প্রতিনিধিত্ব করে।

৩. **ইউরোপীয় কমিশন:** প্রতিটি সদস্য দেশ এর সদস্য।

৪. **দ্যা কোর্ট অব জাস্টিস অব দ্যা ইউরোপীয়ান কমিউনিটি :** প্রতিটি সদস্য দেশ এর সদস্য।

৫. **ইউরোপীয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক:** প্রতিটি সদস্য দেশ এর সদস্য। এটি কমন মার্কেট গঠন, শিল্প সংকটে সাহায্য দান এবং অনুন্নত অঞ্চলের উন্নয়নে ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে।

৬. **ইকোনমিক এন্ড সোস্যাল কমিটি:** প্রতিনিধি ২২২ জন।

৭. **কমিটি অব রিজনস:** প্রতিনিধি ২২২ জন।

৮. **ইউরোপীয়ান কোর্ট অব এডিটরস:** প্রতিটি সদস্য দেশ এর সদস্য।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

বিমসটেক
BIMSTEC

বিমসটেক (BIMSTEC) একটি অর্থনৈতিক সংগঠন। যার পূর্ণ নাম Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Co-operation। এটি ১৯৯৭ সালের ৬ই জুন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শুরুতে বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা ও থাইল্যান্ড নিয়ে গঠন করা হয় বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া, শ্রীলংকা-থাইল্যান্ড ইকোনোমিক কো-অপারেশন (BISTEC)। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে মিয়ানমার যোগদান করলে "M" যুক্ত হয়ে BIMSTEC নামকরণ করা হয়। ২০০৩ সালের শেষের দিকে নেপাল ও ভুটান বিমসটেকে যোগদান করলে এর সমস্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৭। ২০০৪ সালের শীর্ষ সম্মেলনে এর নাম পরিবর্তন করা হয়। বিমসটেকের উদ্দেশ্য হলো সদস্য দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য সহযোগিতা করা। বর্তমানে বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, থাইল্যান্ড, মিয়ানমার, শ্রীলংকা, নেপাল ও ভুটান এই ৭টি দেশ BIMSTEC এর সদস্য। এর অস্থায়ী কার্য্যালয় থাইল্যান্ডের ব্যাংককে। এর স্থায়ী সদর দপ্তর স্থাপিত হবে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায়।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১। শিল্পোদ্যোগ একটি কী ধরনের প্রক্রিয়া ?

ক. একার্থক
খ. সাময়িক
গ. ধারাবাহিক
ঘ. অধারাবাহিক

২। এসএমই ফাউন্ডেশন কেমন প্রতিষ্ঠান ?

ক. স্বাধীন ও অলাভজনক
খ. স্বাধীন ও লাভজনক
গ. স্বায়ত্বশাসিত ও অলাভজনক
ঘ. স্বায়ত্বশাসিত ও লাভজনক

৩। যে লক্ষ্যে সাপটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তা হলো–

i. সার্কভূক্ত দেশসমূহের মধ্যে শুল্ক অপসারণ
ii. আন্তঃদেশীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ দূরীকরণ
iii. সার্কভূক্ত দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্যিক বৈষম্য দূরীকরণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

একজন শিল্পোদ্যোক্তার শিল্প প্রতিষ্ঠান সঠিক ও সুন্দরভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। এই কারনে শিল্পোদ্যোক্তাদের সহায়তার জন্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিল্প পরিচালনায় এসকল প্রতিষ্ঠান ব্যপক সহায়তা করছে।

৪। কোন সংস্থা শিল্প ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগের পূর্বে পরামর্শ প্রদান করে?

ক. বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা
খ. এসএমই ফাউন্ডেশন
গ. বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা
ঘ. বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা

৫। দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়নে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান কোনটি?

ক. BGMEA
খ. SME
গ. BKMEA
ঘ. BISIC

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১। ব্যবসায় একটি সৃজনশীল, জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। তাই প্রাথমিক অবস্থায় মি.ফারুক ব্যবসায়ে আসতে চাননি। পরবর্তীতে জনাব আলমের প্রদত্ত শিল্প স্থাপনে অনুপ্রেরণা, প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক তথ্য সরবরাহ পরামর্শ পেয়ে তিনি প্রয়োজনীয় যাবতীয় কার্যসম্পাদন করে ব্যবসায় শুরু করলেন। পরবর্তীতে ব্যবসায়ের আধুনিকীকরণ, পণ্যের বৈচিত্রকরণের জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ভাবছেন ব্যাংক যদি প্রকৃত ঋণ ও সুদ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করত তাহলে তার ঋণ পরিশোধ সুবিধা হতো।

ক. গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা কে?
খ. বিমসটেক বলতে কী বুঝ?
গ. মি. আলম, মি. ফারুককে ব্যবসায় করার জন্য যে অনুপ্রেরণা দিলেন, তা কোন ধরনের সহায়তা? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. প্রকৃত ঋণ ও সুদ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করলে তার পক্ষে ঋণ পরিশোধে সুবিধা হবে। মি.ফারুকের এই ভাবনার যৌক্তিকতা মূল্যায়ন কর।

২। বিগত কয়েক বছর গার্মেন্টস শিল্পে বাংলাদেশ বেশ এগিয়ে গেছে। গার্মেন্টস খাতের এই উন্নয়নের বিষয়টি নজরে আসায় মাসুদ সাহেব সাভার এলাকায় একটি গার্মেন্টস শিল্প স্থাপন করেন। তিনি তৈরী পোশাক যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করেন। তৈরী পোশাক রপ্তানি খাতকে উন্নত করার লক্ষ্যে সরকার নানাবিধ নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। এসকল সাহায্য-সহযোগিতা পাবার উদ্দেশ্যে মাসুদ সাহেব এমন একটি সংগঠনের সদস্য হয়েছেন সেটি সরকারের এই নীতিমালা বাস্তবায়নে সাহায্য সহযোগিতা করে আসছে। সম্প্রতি তিনি যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ৫টি শহরে বাণিজ্য কেন্দ্র খোলার চিন্তা ভাবনা করছেন।

ক. সাপটা (SAPTA) এর পূর্ণ নাম কী?
খ. এসএমই ফাউন্ডেশন বলতে কী বুঝায়?
গ. মাসুদ সাহেব কোন প্রতিষ্ঠানের সদস্য হয়েছে-ব্যাখ্যা কর।
ঘ. যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ শহরে বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপনের ক্ষেত্রে মাসুদ সাহেব সরকারী কোন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা পাবেন বলে তুমি মনে কর।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

দশম অধ্যায়

ব্যবসায় উদ্যোগ

BUSINESS ENTREPRENEURSHIP

উদ্যোগ বলতে নতুন কিছু শুরু করাকে বুঝায়। নতুন কিছু শুরুতে ঝুঁকি যেমনি বেশি থাকে তেমনি এক্ষেত্রে সকল ধরনের প্রাপ্তির সম্ভাবনাও থাকে অত্যধিক। অধিক প্রাপ্তির প্রত্যাশা প্রাচীনকাল থেকেই মানুষকে নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণে প্রেরণা জুগিয়েছে। ক্ষুদ্র একমালিকানা ব্যবসায়ের প্রচলনের পর থেকে আজকের দিনে বৃহদায়তন ও বিশ্ববিস্তৃত ব্যবসায়ের উৎপত্তির পিছনে রয়েছে মানুষের হাজারো প্রয়াস-প্রচেষ্টা ও উদ্যোগের দীর্ঘ বিবর্তনের ইতিহাস।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা জানতে পারব—

- উদ্যোগের ধারণা ও ক্রমবিকাশ।
- ব্যবসায় উদ্যোগের বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলি।
- সফল উদ্যোক্তার গুণাবলি।
- আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তার গুণাবলি সনাক্তকরণ।
- ব্যবসায় উদ্যোগ গড়ে উঠার অনুকূল পরিবেশ।
- আত্মকর্মসংস্থান ও উদ্যোগের সম্পর্ক।
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যবসায় উদ্যোগের অবদান।
- বাংলাদেশে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নে সমস্যা এবং তা দূরীকরণের উপায়সমূহ।
- বাংলাদেশের সফল উদ্যোক্তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।
- বাংলাদেশে নারী উদ্যোক্তাদের সরকার প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা।
- বাংলাদেশে নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে কিছু সুপারিশমালা।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

১০.১ উদ্যোগের ধারণা ও ক্রমবিকাশ
Evolution & Concept of Entrepreneurship

নতুন ব্যবসায় শুরু অথবা নতুন পণ্য ধারণা, প্রযুক্তি বা বাজার, উদ্ভাবন এবং তাকে কাজে লাগিয়ে মুনাফা অর্জনের উদ্যোগ ব্যবসায় উদ্যোগ নামে পরিচিতি। ব্যবসায় হলো মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পণ্য-সামগ্রী উৎপাদন, বন্টন ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কাজ। উৎপাদনের কাজ শিল্পের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। শিল্প মালিক শুধুমাত্র উৎপাদন বা প্রক্রিয়াজাতকরণই করে না, সে একদিকে কাঁচামাল, শ্রম ও অন্যান্য উপকরণ ক্রয় করে পণ্য-সামগ্রী উৎপাদন বা অন্যদিকে উৎপাদিত সামগ্রী বাজারে বিক্রয় করে। তাই মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ক্রয়, উৎপাদন, বিক্রয়, প্রক্রিয়াজাতকরণসহ সংশ্লিষ্ট কোন নতুন উদ্ভাবনী চিন্তার সফল বাস্তবায়নের প্রয়াসকেই ব্যবসায় উদ্যোগ বা শিল্পোদ্যোগ বলা হয়।

নিম্নে ব্যবসায় উদ্যোগের ধারণার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস তুলে ধরা হলো–

১. **প্রাচীন যুগ (Earliest period):** বিভিন্ন সভ্যতার উন্নয়নের সাথে সঙ্গতি রেখে ব্যবসায় উদ্যোগ সাধারণ নিয়মে নতুন গতি লাভ করলেও 'ব্যবসায় উদ্যোগ' বা 'শিল্পোদ্যোগ' ধারণা যে প্রাচীন যুগে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

২. **মধ্য যুগ (Middle age):** একাদশ ও দ্বাদশ শতকে ইটালীতে ব্যবসা-বাণিজ্য নতুনভাবে বিকাশ লাভ করে। ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। হিসাব-সংরক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটে। সপ্তদশ শতকে এসে ইউরোপে আরও কিছু দেশ ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করলে বৈদেশিক ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। ফলে ব্যবসায় বা শিল্প-বাণিজ্য অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। এর সুবাদে ব্যবসায় উদ্যোগ ধারণা মানুষের মনে স্থান নিলেও তা আলোচনার বিষয়বস্তু হয়নি।

৩. **আধুনিক যুগ (Modern stage):** আধুনিক যুগ বলতে অষ্টাদশ শতকের শিল্প বিপ্লব শুরুর সমসাময়িক কালকে বুঝায়। যান্ত্রিক শক্তির উন্মেষ এ সময়ে শিল্প বিপ্লবে মূখ্য ভূমিকা রাখে। এই যান্ত্রিক শক্তির উদ্ভব ছিল সেই সময়ের এক অপরিহার্য দাবি। কারণ কায়িক শ্রম এবং পশুশক্তি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যবসায় উন্নয়নের তৎকালীন গতিধারার সাথে সঙ্গতি বিধানে সক্ষম ছিল না। বাজারে পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির তুলনায় উৎপাদন বৃদ্ধি না পাওয়ায় নতুন নতুন ব্যবসায় গড়ে তোলার প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা চলে। ফলে ব্যবসায় উদ্যোগ বা নতুন ব্যবসায় গড়ার ভাবনা সমাজে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। এ প্রেক্ষিতেই 'ব্যবসায় উদ্যোগ' বা 'শিল্পোদ্যোগ' ধারণা আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়।

ব্যবসায় উদ্যোগ/শিল্পোদ্যোগ এর সংজ্ঞা
Defination of Business Entrepreneurship

বাংলা ভাষায় উদ্যোগ বলতে কোন কাজ শুরু করা, কাজের আয়োজন করা, নতুন ভাবনা কাজে রুপায়নের ব্যবস্থা করা ইত্যাদিকে বুঝায়। ইংরেজি `Entrepreneurship' শব্দটি ফরাসী Entrepreneur' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হলো উদ্যোক্তা বা শিল্পোদ্যোক্তা যিনি বা যাঁরা শিল্প বা ব্যবসায় গঠন পরিচালনায় দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আর শিল্প উদ্যোক্তার উদ্যোগমূলক কার্যাবলির সমষ্টিকে শিল্পোদ্যোগ বা ব্যবসায় উদ্যোগ বলে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

১০.২ ব্যবসায় উদ্যোগের বৈশিষ্ট্য
Features of Business Entrepreneurship

- ব্যবসায় স্থাপন সংক্রান্ত সকল কর্মকান্ড সফলভাবে পরিচালনা করতে ব্যবসায় উদ্যোগ সহায়তা করে।
- ব্যবসায় উদ্যোগ উদ্যোক্তাকে ভবিষ্যত সাফল্য অর্জনের জন্য স্বীয় কর্ম সম্পাদনে আন্তরিক করে তোলে।
- ব্যবসায় উদ্যোগ গতানুগতিক ধারা পরিহার করে নতুন চিন্তা বা ধারণার উদ্ভাবন করে উদ্যোক্তাকে ব্রত হতে সাহায্য করে।
- স্বাধীনভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের মানসিক শক্তিই হলো উদ্যম। উদ্যোগ উদ্যোক্তাকে যে কোন পরিস্থিতিতে ত্বরিৎ কার্য সম্পাদনে সহায়তা করে।
- ব্যবসায় উদ্যোগ মালিকের কর্মসংস্থান এর পাশাপাশি অন্যদের জন্য কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে।
- উদ্যোগ নতুন পণ্য উৎপাদন বা নতুন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উৎপাদনের প্রয়োজনীয় সকল উপায়-উপকরণ সুষ্ঠুভাবে সংগ্রহ, সংহত ও যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক সফলতা অর্জনের সাহায্য করে।
- ব্যবসায় উদ্যোগ উদ্যোক্তাদের সমাজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে অণুপ্রাণিত করে।

উদ্যোক্তার কার্যাবলি
Functions of Entrepreneur

একটা নতুন উদ্যোগ চিন্তার বাস্তব রূপায়নে যা যা করা প্রয়োজন একজন উদ্যোক্তাকে তার সবই করতে হয়। এ কারণে তিনি স্বপ্নদ্রষ্টা, উদ্ভাবক, অর্থসংস্থানকারী, সংগঠক, নেতা, পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক। উন্নত বিশ্বে উদ্যোগ প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকর ভূমিকা লক্ষ্য করা গেলেও উন্নয়নশীল দেশে তার যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে এখানকার উদ্যোক্তাদের অনেক কষ্ট ও ঝুঁকি স্বীকার করে কার্য সম্পাদনের প্রয়োজন পড়ে।

১. **উদ্যোগ গ্রহণ (Taking initiative):** প্রথমত এক বা একাধিক ব্যক্তির চিন্তা-চেতনায় নতুন কোন ব্যবসায় স্থাপনের ধারণাটি আসে। অতঃপর এ উদ্যোক্তা বা উদ্যোক্তাগণ বিভিন্ন দিক চিন্তা-ভাবনা করে নিজে বা নিজেরা একে একটি সম্ভাবনাময় ও বাস্তবায়নযোগ্য উদ্যোগ হিসেবে গ্রহণ করেন। অতঃপর নিজেই এই উদ্যোগকে এগিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

২. **ধারণা উদ্ভাবন ও উন্নয়ণ (Initiating and developing idea):** একটা উদ্যোগ গ্রহণের পর তা রূপায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধারণার উদ্ভাবন ও উন্নয়ন করতে হয়। একটা মৎস খামার করার উদ্যোগ নিলে তা কোথায়, কিভাবে করা হবে, কি ধরনের মাছ চাষ করা হবে ইত্যাদি নানান বিষয়ে ধারণা সৃষ্টি এবং সম্ভাব্য খোঁজ-খবরের আলোকে তার উন্নয়নের প্রয়োজন পড়ে।

৩. **সংগঠন প্রতিষ্ঠা (Establishing organization):** প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবসায় উদ্যোগ বাস্তবায়নের প্রথম পর্যায়েই একটি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন পড়ে। অংশীদারি প্রতিষ্ঠান গঠনে চুক্তিপত্র এবং কোম্পানি বেলায় সংঘস্মারক ও সংঘবিধি তৈরি করা হয়। কোম্পানির বেলায় যথানিয়মে তা নিবন্ধন করে সাংগঠনিক অস্তিত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে। অফিস বা কার্যালয় এ পর্যায়েই খুলতে হয়।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৪. **ঝুঁকি গ্রহণ (Risk taking):** যে কোন নতুন উদ্যোগেই অনেক বেশি ঝুঁকি থাকে। উদ্যোক্তাগণকেই এ ঝুঁকি নিতে হয়। প্রকল্পের সফলতা ও বিফলতা দায়ও তার উপর বর্তে। প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রতি পদে পদে নানান ঝুঁকি উদ্যোক্তাদেরকেই বহন করতে হয়। তাই সকল অবস্থায় নিঃসঙ্কোচে ঝুঁকি গ্রহণ উদ্যোক্তাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

৫. **অর্থসংস্থান (Financing):** যে কোন নতুন ব্যবসায় উদ্যোগে পুঁজি সংস্থানের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উদ্যোক্তাগণ সামর্থ্যমাফিক নিজস্ব তহবিল থেকে অর্থ সংস্থান করেন, বিনিয়োগকারীদেরকে উৎসাহিত করেন। নিজস্ব ব্যক্তিগত ইমেজকে কার্যত বন্ধক রেখে বিভিন্ন অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নেন। সংগৃহীত অর্থের রক্ষণাবেক্ষণ, বিনিয়োগ, পরিচালনাসহ বিভিন্ন কাজ তিনিই সম্পাদন করেন।

৬. **কর্মীসংস্থান (Staffing):** নতুন উদ্যোগকে সফল করতে হলে উৎসাহী, যোগ্যতাসম্পন্ন, সম্ভাবনাময়কর্মী নিয়োগদান অপরিহার্য। ব্যক্তিগত পছন্দের ঊর্ধ্বে উঠে প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থে যথোপযুক্ত উৎস তেকে প্রয়োজনীয় জনবল উদ্যোক্তাদেরকেই সংগ্রহ করতে হয়। প্রয়োজনে একটু আগে লোক নিয়োগ দিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাপূর্বক তাদের মধ্যে থেকে যোগ্যকর্মী সংগ্রহ করা যেতে পারে।

৭. **পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা (Directing and manageing):** উদ্যোক্তার গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো চিন্তা ও উদ্যোগের সুফল বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্ব দান করা। এ জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, উপকরণাদি সংগ্রহকরণ, নির্দেশনা, তত্ত্বাবধান, সমন্বয়, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করতে হয়। তাই বলা হয় যে, একজন সফল উদ্যোক্তা নি:সন্দেহে উত্তম পরিচালক, ব্যবস্থাপক ও নেতা।

৮. **বাজারজাতকরণ (Marketing):** উৎপাদিত বা সংগৃহীত পন্য যাতে একজন ক্রেতা সন্তুষ্টি সহযোগে পণ্য বা সেবা সংগ্রহ করতে পারে তা নিশ্চিত করাই উদ্যোক্তার বাজারজাতকরণমূলক কাজ। চাহিদা মাফিক পণ্য উৎপাদন, বন্টন প্রণালী নির্ধারণ, মূল্য নির্ধারণ, সেবা সুবিধা নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত।

৯. **যোগাযোগ ও সম্পর্ক রক্ষা (Maintaining communication and relation):** বিভিন্ন পক্ষের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক রক্ষা করাও উদ্যোক্তার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। একটা নতুন উদ্যোগ এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে এমনিতেই নানান সমস্যা থাকে। তাই তা কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য নানান পক্ষের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক রক্ষা করতে হয়, যা অন্যদের নিকট থেকে সহযোগিতা লাভে ও কাজ আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

১০. **উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন (Implimentation of developing program):** একজন উদ্যোক্তা তার নতুন ব্যবসায় উদ্যোগ কার্যত শুন্য থেকে শুরু করেন। এজন্য পুরো উদ্যোগকে অনেক সময় কতকগুলো পর্যায়ে ভাগ করা হয়। তাই উদ্যোক্তাগণের কাজ হলো একটি পর্যায়ের সফল পরিসমাপ্তির সাথে সাথে নতুন পর্যায় বাস্তবায়নে উদ্যোগী হওয়া। এতে সকলের স্বতঃস্ফুর্ত সহযোগিতা ও সাফল্যার্জন সম্ভব হয়।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

কর্মপত্র-১

নিম্নের কোনটি উদ্যোগের বৈশিষ্ট্য এবং কোনটি উদ্যোগের কাজ চিহ্নিতকর।

১. সাফল্য অর্জনের তীব্র আকাঙ্খা	
২. অধ্যাবসায়	
৩. উদ্যোগ গ্রহণ	
৪. উদ্যম	
৫. ফলাফল পরীক্ষা ও মূল্যায়ণ	
৬. সময়ানুবর্তিতা	
৭. সম্ভাব্যতা যাচাই	
৮. নতুন পণ্য উদ্ভাবন	

১০.৩ সফল উদ্যোক্তার গুণাবলি
Qualities of a Good Entrepreneur

ঝুঁকিপূর্ণ ও অনুমান নির্ভর অনিশ্চিত পথযাত্রায় যে উদ্যোক্তা তার নতুন ব্যবসায় চিন্তার বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়ে সাফল্য অর্জনে সক্ষম হন তাকেই সফল উদ্যোক্তা বলে। সফল উদ্যোক্তা নি:সন্দেহে একজন সৃজনশীল উদ্ভাবক, উত্তম সংগঠক, যোগ্য পরিচালক ও সফল নেতা।

একজন উদ্যোক্তার প্রধান প্রধান গুণগুলো হলো–

- **সাফল্যার্জনের স্পৃহা (Need for achievement):** একজন সফল উদ্যোক্তা সাফল্য অর্জনের তীব্র আকাঙ্খা ও আশাবাদী মন নিয়ে পথ চলে। সে তার উদ্যোগ প্রচেষ্টাকে তার নিজের জীবনে সাফল্য লাভের উপায় বা ক্যারিয়ার হিসেবে গণ্য করে এবং সকল প্রচেষ্টায় তার এ স্পৃহার প্রতিফলন ঘটে।
- **সৃজনশীল মানসিকতা (Creative mentality):** একজন ভাল উদ্যোক্তা নতুন কিছু সৃষ্টি করার মত সৃষ্টিশীল ও গঠনমূলক মনের অধিকারী হন। এছাড়াও নতুন সৃষ্টি চিন্তাকে বাস্তবে রুপায়িত করার জন্য নতুন উপায়-পদ্ধতি উদ্ভাবনের সামর্থ্য থাকতে হয়।
- **দূরদৃষ্টি বা প্রজ্ঞা (Foresightness):** দূরদৃষ্টি বা প্রজ্ঞা একজন সফল উদ্যোক্তার একটা বড় গুণ। এরুপ গুণের দ্বারা তিনি সম্ভাবনার নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিত করেন। ভবিষ্যত সমস্যা ও সম্ভাবনা অনুমান করে সাফল্যের সম্ভাবনাকে সুদৃঢ় করেন এবং বাস্তবায়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার পরিচয় দেন।
- **অধ্যাবসায় (Punctual)** অধ্যাবসায় বলতে ধৈর্য্য ধরে ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাওয়াকে বুঝায়। একজন উদ্যোক্তা তার প্রচেষ্টায় একবারেই সফল হবেন বা ক্রমাগত সাফল্য লাভ করবেন, এটা কখনই প্রত্যাশা করা যায় না। তাই প্রতিটা পদক্ষেপে ফলাফল বিবেচনা পূর্বক নতুন পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়া উদ্যোক্তার বড় গুণ।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

- **ঝুঁকি গ্রহণের মানসিকতা (Risk taking mentality)** একজন উদ্যোক্তার ঝুঁকি গ্রহণের মানসিকতা একটি বড় গুণ। চাকরিজীবি ও গতানুগতিক ব্যবসায়ীদের সাধারণত এ ধরনের মানসিকতা থাকে না। একজন উদ্যোক্তা তার সময়, শ্রম ও পুঁজিকে সমন্বিত করে এবং বিভিন্ন দায়ের বোঝা মাথায় নিয়ে উদ্যোগকে এগিয়ে নেন।
- **সাহস ও বুদ্ধিমত্তা (Bravity and intallectual):** ঝুঁকিপূর্ণ, অনুমান নির্ভর ও অচেনা পথে কার্যত জীবনকে বাজি রেখে একজন উদ্যোক্তা তার উদ্যোগ চিন্তাকে বাস্তবায়ন করেন। এ জন্য একজন উদ্যোক্তাকে যথেষ্ট সাহসী হতে হয়। তার এ সাহস অবশ্যই বুদ্ধিমত্তা দ্বারা সুষমামন্ডিত হয়ে থাকে।
- **শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা (Education and experience) :** বর্তমান জটিল ব্যবসায় জগতে যে কোন ব্যবসায় উদ্যোগকে সফল করতে হলে বিভিন্ন পক্ষের স্বত:স্ফূর্ত স্বীকৃতি ও সমর্থন অপরিহার্য। আর এক্ষেত্রে উদ্যোক্তার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অন্যতম গুণ হিসেবে বিবেচিত হয়। সঠিক পূর্বানুমান, কার্যকর যোগাযোগ, যথাযথ কার্যব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদির সবকিছুই এখন উদ্যোক্তার ব্যক্তিগত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল।
- **পেশাগত ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান (Knowledge about profession and technology):** ব্যবসায় উদ্যোগে সফলতা অর্জনে উদ্যোক্তার পেশাদারি মনোভাব এবং প্রয়োজনীয় পেশাগত ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। কেউ যদি টেক্সটাইল শিল্প গড়তে চায় তবে এরুপ শিল্প সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় জ্ঞান তার থাকা দরকার, যা তাকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।
- **সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ্য (Ability to take decision):** যথাসময়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ্য একজন সফল উদ্যোক্তার বড় গুণ। কোন উদ্যোগ গ্রহণ থেকে শুরু করে বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে হাজারো সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে। সম্ভাব্য সমস্যা, সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদির যথাযথ মূল্যায়ন করেই এ সকল সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এক্ষেত্রে কোনো ধরনের বিলম্ব বা দুর্বলতা পুরো উদ্যোগকেই ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।
- **নমনীয়তা (Flexibility):** নমনীয়তা বলতে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতি বিধান করে চলার সামর্থ্যকে বুঝায়। একজন উদ্যোক্তার নি:সন্দেহে এরুপ গুণ থাকা আবশ্যক। অনুমান নির্ভর অজানা উদ্যোগে নানান প্রতিকূলতা দেখা দেয়া খুবই স্বাভাবিক। তাই পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সর্বত্র চলা সম্ভব হয় না। নমনীয়তা গুণ এক্ষেত্রে উদ্যোক্তাকে বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণে সহায়তা করে।

উপসংহারে বলা যায়, একজন সফল উদ্যোক্তা যে কোনো প্রচেষ্টায় পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে। তার নব নব উদ্যোগ যেমনি দেশের ব্যবসায় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তেমনি নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতেও তা খুবই সহায়ক হয়। তবে সেক্ষেত্রে উপরোক্ত গুণাবলিই তাকে সফলতা অর্জনে সহায়তা করতে পারে।

১০.৪ আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তার গুণাবলি সনাক্তকরণ
Methods of Assessing self Entrepreneurial Qualities

বর্তমানে বিশ্বে ব্যবসায় একটি সম্মানজনক পেশা হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত। তবে ব্যবসায়কে সবাই পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না। কারণ, ব্যবসায় একদিকে যেমন ঝুঁকিপূর্ণ অন্যদিকে তেমন ব্যবসায়ের পিছনে যে পরিমাণ, শ্রম, মূলধন ও বুদ্ধিমত্তা ব্যয় করতে হয় তা অনেকেরই নেই। তবে ব্যবসায় ঝুঁকিপূর্ণ হলেও এ থেকে আয় উপার্জনের সম্ভাবনাও সীমাহীন। তাই পেশা হিসেবে ব্যবসায়কে গ্রহণ করার পূর্বে একজন ব্যবসায়ী বা শিল্পোদ্যোক্তাকে তার নিজের যোগ্যতাকে অর্থাৎ গুণাবলিকে বিভিন্নভাবে যাচাই-বাছাই করতে হয়।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

নিম্নে একজন উদ্যোক্তার গুণাবলি বিশ্লেষণের কয়েকটি পদ্ধতি আলোচনা করা হলো–

ধাপ-১ : কৃতিত্বার্জন চাহিদা:

একজন উদ্যোক্তা নিজস্ব গুণাবলীর বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি যাচাই করবেন তা হলো-তার মধ্যে কৃতিত্বার্জন চাহিদা কি পরিমাণে আছে। অর্থাৎ কৃতিত্বার্জনের চাহিদা হলো ভালো কিছু করার আকাঙ্খা, স্বীয় কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে কৃতিত্বের অভ্যান্তরীণ অনুভূতি অর্জন। উদ্যোক্তার মধ্যে কৃতিত্বার্জনের চাহিদা কি পরিমাণ আছে তা বিশ্লেষণের জন্য নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে অবগত হওয়া আবশ্যক।

১. কোন কাজ সম্পাদন করার ক্ষেত্রে আমি ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করতে পছন্দ করি কি না?

২. আমি কি দক্ষতার সাথে খেলতে পছন্দ করি, না কি সুযোগ গ্রহণ করে থাকি?

৩. নিয়ন্ত্রিত ঝুঁকি নিতে পছন্দ করি, নাকি তার চেয়ে কম বা বেশী ঝুঁকি নিতে পছন্দ করি?

৪. কোন কাজ সম্পাদনের সাথে সাথে তার ফলাফল জানতে চাই কিনা?

৫. প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হলে আমি নিজেকে সংরক্ষণ করতে পারি কিনা?

৬. আমি কি কর্মব্যস্ত থাকতে চাই?

৭. আকি কি উদ্যমী হতে পছন্দ করি?

৮. আমি কি সমস্যা সমাধান করতে চেষ্টা করি?

উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরগুলোতে যদি 'না' অপেক্ষা 'হ্যাঁ' বেশী হয়, তাহলে বুঝতে হবে আমার মধ্যে উচ্চমাত্রার কৃতিত্বার্জনের চাহিদা বিদ্যমান। এক্ষেত্রে আমি জুয়াড়ি নই; একজন নিয়ন্ত্রিত ঝুঁকি গ্রহণকারী এবং অন্যান্য বিষয়গুলো ঠিক থাকলে আমার জন্য একজন ভাল উদ্যোক্তা হওয়া অসম্ভব নয়।

ধাপ-২: নিজের সম্পর্কে কিছু মনস্তাত্বিক প্রশ্নের উত্তর ও মূল্যায়ন:

নিজের সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন তৈরি করে সেগুলোর সুচিন্তিত উত্তর প্রদান করতে হবে। এ প্রশ্নগুলো হলো:

১. আমি কি অবিরত বাজি ধরে থাকি?

২. আমি কি অবিরাম সুযোগ গ্রহণ করে থাকি?

৩. আমার সকল চিন্তা এবং কল্পনা কোন বড় জয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় কি না?

৪. আমি যখন হারতে থাকি, তখন কি অনবরত চেষ্টা করতে থাকি?

৫. একবার জয়লাভ করলে আমি কি থেমে থাকতে পারি?

৬. আমি কি সব কিছু শেষ চেষ্টা হিসেবে ঝুঁকি গ্রহণ করতে প্রলুব্ধ হই?

এখানে 'না' উত্তরের চেয়ে 'হ্যা' উত্তর বেশি হলে বুঝতে হবে আমি জুয়াড়ি নই, একজন নিয়ন্ত্রিত ঝুঁকি গ্রহণকারী।

ধাপ-৩ সফলতার জন্য দক্ষতা ও নিজের মাঝে বিদ্যমান দুর্বলতা সম্পর্কে প্রতিবেদন:

এক্ষেত্রে ব্যবসায়ে সাফল্য অর্জনের জন্য যে সকল দক্ষতা ও গুণাবলি সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন সেগুলোর একটি তালিকা তৈরি করি এবং এ সকল দক্ষতা ও গুণাবলি আমার মধ্যে কি পরিমাণ আছে সে সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি করি।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

ধাপ-৪: প্রতিষ্ঠিত উদ্যোক্তার সাথে মত বিনিময়:

এ পর্যায়ে স্থানীয় একজন শিল্পোদ্যোক্তার সাথে মতবিনিময় করি। মত বিনিময় কালে পূর্বে তৈরিকৃত প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করি। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হয়।

১. আমার ধারণা এবং শিল্পোদ্যোক্তার ধারণার মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ;

২. যে সকল বিষয়ে আমি একমত এবং যে সকল বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করি, সেগুলো চিহ্নিত করি;

৩. যে সকল বিষয়ে আমার দুর্বলতা আছে, সেগুলো মোকাবেলা করার উপযুক্ত উপায় নিরুপণ করি;

৪. সমস্যা সমাধানের জন্য একটি কার্যকর পরিকল্পনা তৈরি করি;

৫. কোন বিশেষ দুর্বলতা পূরণের জন্য কত সময় লাগবে এবং কত খরচ হতে তা নিরুপণ করে কার্যক্রম তৈরি করি।

ধাপ-৫: প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও প্রশিক্ষকের মতামত গ্রহণ:

এপর্যায়ে আমরা শিল্পোদ্যোগ গুণাবলি যাচাইয়ের জন্য প্রশিক্ষকের নিকট হতে একটি প্রশ্নমালা সংগ্রহ করি। প্রশ্নমালাটি মনোযোগসহকারে পড়ে আমার এসকল গুণ আছে কিনা তা চিহ্নিত করতে চেষ্টা করি। পরবর্তীতে আমার সম্পর্কে প্রশিক্ষকের মতামত জানতে চেষ্টা করি।

নিম্নে সংগৃহীত প্রশ্নমালাটির নমুনা দেয়া হলো:

১. ব্যবসায়ের জন্য কি কি দক্ষতার প্রয়োজন তার একটি তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। ব্যবসায়ের জন্য প্রধান তিনটি দক্ষতা কি কি?

২. দক্ষতার প্রত্যেকটি দিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কিভাবে প্রয়োজন তার বর্ণনা।

৩. সৃজনশীল হওয়ার ক্ষেত্রে বাধাসমূহ কি কি?

৪. সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে কি কি বিষয় সংশ্লিষ্ট?

৫. সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিজস্ব ক্ষমতা এবং সামর্থ্য মূল্যায়ন। উদাহরণ দিয়ে দেখাও ব্যবসায় করার ক্ষেত্রে এ দক্ষতা কার্যকরীভাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

এখন আমি আমার নিজস্ব গুণাবলি মূল্যায়ন করে দেখি, এগুলোর মধ্যে কতটুকু আমার মধ্যে রয়েছে আর কতটুকু শেখা যাবে। কোন বিশেষ কাজ সম্পাদনের জন্য বাইরের বিশেষজ্ঞের সাহায্য গ্রহণ প্রয়োজন কি না? এসকল তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখি আমি শিল্পোদ্যোগ হওয়ার জন্য প্রস্তুত কি না?

১০.৫ ব্যবসায় উদ্যোগ গড়ে উঠার অনুকূল পরিবেশ

Favourable Environment for Developing Business Entrepreneurship

উত্তম পরিবেশ বিনিয়োগের পূর্বশর্ত। শিল্পোদ্যোগ পরিবেশ বলতে পরিবেশের এমন সব উপাদান বা শক্তির সমষ্টিকে বুঝায় যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিল্পোদ্যোগীয় কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে। পরিবেশের এ সকল উপাদান শিল্পোদ্যোগ কার্যক্রম তথা ব্যবসায় সংগঠনের গঠন, পরিচালনা, সিদ্ধান্ত, দক্ষতা, ফলপ্রদতা এবং সর্বোপরি এর সফলতাকে প্রভাবিত করে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

ব্যবসায় উদ্যোগ গড়ে উঠার জন্য নিম্নোক্ত অনুকূল পরিবেশ থাকা উচিত—

● **প্রাকৃতিক পরিবেশঃ** মানুষের চারপাশে যে সকল প্রাকৃতিক অবস্থা যেমন- ভৌগলিক অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, মৃত্তিকা, উদ্ভিদ জগৎ, খনিজ সম্পদ, জনগোষ্ঠি ইত্যাদি আছে তা নিয়ে প্রাকৃতিক বা ভৌগলিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর যে দেশ বা অঞ্চল প্রাকৃতিক সম্পদে যত সমৃদ্ধ সে দেশ বা অঞ্চল শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে ততবেশি উন্নতি করেছে।

● **সামাজিক পরিবেশঃ** সামাজিক পরিবেশ বিনিয়োগ পরিবেশের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। মানুষের অভ্যাস, আচার-আচরণ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, পছন্দ, আবেগ-অনুভূতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি উপাদানের সমন্বয়ে সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ গঠিত হয়। কোন অঞ্চলে শিল্পোদ্যোগ গড়ে উঠা বা না উঠার দায়িত্ব ঐ অঞ্চলের সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের উপরও বর্তায়। উন্নয়নশীল দেশে মানুষ সাধারণত ভাগ্যে বিশ্বাসী হয় এবং তারা কোন কিছুর অর্জনকে ভাগ্যের প্রসন্নতা এবং ব্যর্থতাকে ভাগ্যের বিপর্যয় হিসাবে মনে করে। এ বিষয়টিও শিল্পোদ্যোগের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

● **অর্থনৈতিক পরিবেশঃ** অর্থনৈতিক পরিবেশ বলতে কোন অঞ্চলের মানুষের আয়, সঞ্চয়, জীবনাযাত্রার মান ইত্যাদিকে বুঝায়। যে দেশের মানুষের আয় ও সঞ্চয় বেশি সে দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নতমানের হওয়ায় সেখানে শিল্পোদ্যোগ লাভজনক হয়। শিল্পোদ্যোগ একটি অর্থনৈতিক কর্মপ্রয়াস। তাই অর্থনৈতিক পরিবেশের উপাদানসমূহের উপর দেশের শিল্পোদ্যোগ প্রচেষ্টা, ব্যবসায়ের উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি নির্ভরশীল। এক কথায় তিনিই স্বার্থক উদ্যোক্তা যিনি অর্থনৈতিক পরিবেশের বিভিন্ন চলককে কৌশলে কাজে লাগিয়ে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সফলতা অর্জন করতে পারেন।

● **রাজনৈতিক পরিবেশঃ** দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিবেশ বিনিয়োগ পরিবেশের উপর মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে। সরকারের স্থিতিশীলতা, রাজনৈতিক দলসমূহের সংখ্যা, রাজনৈতিক মতাদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গি, জনগণের রাজনৈতিক ভাবনা ইত্যাদির সমন্বয়ে রাজনৈতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ শিল্প স্থাপন, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপকীয় সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। অনুকূল রাজনৈতিক প্রশ্রয়ে কোন ব্যবসায় বা শিল্পোদ্যোগ যেমন সহজেই শ্রীবৃদ্ধি করতে পারে, সেরুপভাবে প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে নিপতিত হয়ে অতি শ্রীঘ্রই একটি প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় উদ্যোগ ধ্বংসও হতে পারে। তাই দেশে বিনিয়োগকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য অবশ্যই বিনিয়োগ বান্ধব রাজনৈতিক অবস্থা সৃষ্টি করা জরুরি।

● **প্রযুক্তিগত পরিবেশঃ** শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য প্রয়োজন দক্ষতাসম্মন্ন কর্মী, উন্নত যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি। তাই বর্তমান শিল্প ও বাণিজ্যিক কর্মকান্ডের উপর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত পরিবেশের ভূমিকা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণত দেখা যায়, যে দেশ বিজ্ঞান চর্চা ও প্রযুক্তিতে যতবেশি অগ্রসর, শিল্পোদ্যোগ ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তারা তত বেশি অগ্রগামী।

● **আইনগত পরিবেশঃ** সরকারের আর্থিক নীতি, রাজস্ব নীতি, বিনিয়োগ নীতি, আমদানি-রপ্তানী নীতি, বাণিজ্য নীতিসহ অংশীদারি আইন, কোম্পানি আইন, সমবায় আইন, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ইত্যাদি সমন্বয়ে আইনগত পরিবেশের সৃষ্টি হয়। দেশের প্রতিষ্ঠিত আইন-কানুন দ্বারা শিল্পোদ্যোগ ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। উদ্যোক্তা বা ব্যবসায়দেরকে শুধুমাত্র বিভিন্ন ধরনের আইন ও আইনগত পরিবেশ সম্পর্কে ওয়াকেবহাল থাকেলই চলবে না বরং ব্যবসায় পরিচালনায় এ সকল আইনের ভূমিকা বা প্রভাবই বা কি তাও উপলদ্ধি করতে হয়।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

● **আন্তর্জাতিক পরিবেশ:** বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার উত্থান, অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের আত্মনির্ভরশীল, দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি, অর্থনৈতিক জোট ইত্যাদির প্রেক্ষাপট শিল্পোদ্যোগ কর্মপ্রয়াসও দেশের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিস্তৃতি লাভ করেছে। তাই আন্তর্জাতিক পরিবেশ এবং তদস্থিত বিভিন্ন সংস্থা, চুক্তি, কর্মসূচি ইত্যাদি শিল্পোদ্যোগ কর্ম এবং এর পরিচালনাকে প্রভাবিত করছে।

কর্মপত্র-২

তোমার এলাকায় ব্যবসায় স্থাপন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে নিচের কোন কোন পরিবেশ অনুরূপ এবং কোন কোন পরিবেশ প্রতিকূল রয়েছে তা চিহ্নিত কর।

পরিবেশ	অনুকূল / প্রতিকূল	কারণ
অবকাঠামোগত উপাদান		
সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা		
আর্থ-সামাজিক স্থিতিশীলতা		
আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি		
পর্যাপ্ত পুঁজির প্রাপ্যতা		
প্রশিক্ষণের সুযোগ		
অন্যান্য		

১০.৬ আত্মকর্মসংস্থান ও উদ্যোগের সম্পর্ক

Relationship Between Self Employment and Entrepreneurship

আত্মকর্মসংস্থান

Self employment

নিজেই নিজের কর্মসংস্থান করাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে। আরও একটু স্পষ্ট করে বলা যায় যে, নিজস্ব অথবা ঋণ করা স্বল্প সম্পদ, নিজস্ব চিন্তা, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ন্যূনতম ঝুঁকি নিয়ে আত্মপ্রচেষ্টায় জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থাকে আত্মকর্মসংস্থান বলা হয়। আত্মকর্মসংস্থান হচ্ছে মজুরি / বেতনভিত্তিক চাকরির বিকল্প পেশার অন্যতম উপায়। আত্মকর্মসংস্থান পেশা বলতে বুঝায় যখন কোনো ব্যক্তি স্বীয় দক্ষতা বা গুণাবলির বলে সেবা দানের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করে জীবিকা চালায়। উদাহারণস্বরূপ বলা যায় যে, আত্মকর্মসংস্থান হচ্ছে যখন একজন কাঠ মিস্ত্রি একটি কাঠের ফার্মে বেতনের বিনিময়ে উপার্জন না করে নিজেই কাঠের আসবাবপত্র প্রস্তুত করে এবং এ থেকে যে আয় হয় তা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। বলতে গেলে একটি দেশের কর্মক্ষম জনসংখ্যার সিংহভাগই আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

ব্যবসায় উদ্যোগ
Business entrepreneurship

সাধারণত উদ্যোগ হচ্ছে ঝুঁকি আছে জেনেও লাভের আশায় কষ্টসাধ্য কাজে হাত দেয়া। আর শিল্পোদ্যোগ বা ব্যবসায় উদ্যোগ বলতে বুঝায় লাভবান হওয়ার আশায় লোকসানের সম্ভাবনা জেনেও ঝুঁকি নিয়ে শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাওয়া। উদ্যোগ ও উদ্যোক্তা শব্দ দুটি একটি অন্যটির সাথে এমনভাবে জড়িত যে, একটির ব্যাখ্যা অন্যটিকে বাদ দিয়ে করা সম্ভব নয়। বলা হয়ে থাকে যে, যার উদ্যোগ আছে তিনিই উদ্যোক্তা।

অতএব ব্যবসায় উদ্যোগ বলতে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণের কার্যক্রমকে বুঝায়, আর যিনি এ উদ্যোগ গ্রহণ করেন তাকে বলা যায় উদ্যোক্তা।

১০.৭ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যবসায় উদ্যোগের অবদান

Contribution of Business Entrepreneurship in Economic Development

ব্যবসায় উদ্যোগ অর্থনীতির সকল ক্ষেত্র; যেমন-ব্যবসা-বাণিজ্য, উৎপাদন-বন্টন, আয়-বিনিয়োগ ইত্যাদি সবকিছুকেই প্রভাবিত করে। বাংলাদেশে ইসলাম গ্রুপ, আকিজ গ্রুপ, স্কয়ার গ্রুপ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান দেশের অর্থনীতিতে যে ভূমিকা রেখে চলেছে তা থেকেই এর প্রমাণ মেলে। ব্যবসায় উদ্যোগ নিম্নোক্তভাবে আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে–

- **শিল্পোন্নয়ন:** ছোট, মাঝারি ও বড় সকল ধরনের উদ্যোক্তা তাদের চিন্তা ও কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। তাদের শিল্পের প্রয়োজনই নানান সহযোগী শিল্প গড়ে ওঠে। তাদের দেখাদেখি অনেকেই শিল্প প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসে। এভাবে উদ্যোগ দেশের শিল্পোন্নয়নে ভূমিকা পালন করে।

- **বাণিজ্যের উন্নয়ন:** উদ্যোক্তাগণ বিভিন্ন খুচরা, পাইকারি, আমদানি, রপ্তানি ইত্যাদি নানান ধরনের প্রতিষ্ঠান সফলভাবে গঠন ও পরিচালনা করেন। এ ছাড়াও ব্যাংক, বীমা, পরিবহন, গুদামজাতকরণ, মোড়কীকরণ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান তাদেরই প্রচেষ্টায় গড়ে উঠে। শিল্পোদ্যোগ প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতেও বাণিজ্যের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা সম্প্রসারিত হয়।

- **বাজার সম্প্রসারণ:** উদ্যোক্তাগণ নতুন ব্যবসায়ই শুধু প্রতিষ্ঠা করেন না, নতুন নতুন বাজারও সৃষ্টি করেন। আর এরুপ বাজার দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। আমাদের দেশে গার্মেন্টস এবং জনশক্তি রপ্তানিকারক সেক্টরের ব্যবসায়ীগণ নতুন নতুন বাজার খুঁজে তা কাজে লাগানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন। যা নিঃসন্দেহে দেশের অর্থনীতিতে সুফল দিচ্ছে।

- **বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি:** বিনিয়োগ ও উৎপাদন অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। উদ্যোক্তাগণ বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তা যথাযথভাবে বিনিয়োগ করেন। এই বিনিয়োগ উৎপাদন আকারে ফিরে আসে ও উদ্বৃত্তের সৃষ্টি করে। মূলধনী যন্ত্রপাতি সংগ্রহের ফলে জাতীয় সম্পদও বৃদ্ধি পায়। জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়ে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

- **সম্পদের সদ্ব্যবহার:** উদ্যোক্তাগণ অব্যবহৃত ও কম মূল্যবান সম্পদকে ব্যবহার করে তাদের মুনাফা বাড়ানোর চেষ্টা চালায়। এতে সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত হয় ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে বাংলাদেশে ফ্যাশন হাউজগুলো গ্রামের মেয়েদের কাজে লাগিয়ে সুন্দর কাপড় বানাচ্ছে। এভাবে বাঁশের কাজ, বেতের কাজ, পোড়ামাটির কাজ ইত্যাদি সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করেছে।

- **কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি:** যে কোন দেশেই কর্মসংস্থানে বেসরকারি উদ্যোক্তা শ্রেণীর ভূমিকা লক্ষণীয়। উদ্যোক্তা যে ধরনেরই হোক না কেন সে নিজের ছাড়াও কম- বেশি কিছু লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। তাই সকল দেশেই কর্মসংস্থানের নতুন নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টিতে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার পাশাপাশি উদ্যোক্তাগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

- **সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি:** যে কোন দেশেই সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার মূল চালিকা শক্তি। সরকারের আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক না হলে কখনই দেশের শান্তি ও অগ্রগতি প্রত্যাশা করা যায় না। উদ্যোক্তাগণ ব্যবসায়ের অগ্রগতি সাধন করে সরকারকে অধিক হারে ভ্যাট, ট্যাক্স, শুল্ক ইত্যাদি আদায়ের পথ সুগম করে। যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

- **ব্যক্তিগত ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি:** উদ্যোক্তাগণ শিল্পের নেতা হিসেবে নতুন শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার মূখ্য ভূমিকা পালন করেন। তাদের দেখাদেখি অনেকেই নতুন শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসে। এতে বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ফলে মালিক, কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট সবারই ব্যক্তিগত আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ব্যবসায় উন্নয়নের সাথে সাথে এই আয় বৃদ্ধি। যার ফলশ্রুতিতে জাতীয় আয় বাড়ে।

১০.৮ বাংলাদেশে ব্যবসা উদ্যোগ উন্নয়নে সমস্যা এবং দূরীকরণের উপায়
Obstacles to Entrepreneurship Development in Bangladesh

ক. বাংলাদেশে ব্যবসা উদ্যোগ উন্নয়নে সমস্যা:

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পোদ্যোক্তার গুরুত্ব অপরিসীম। তবে শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য একদিকে যেমন উদ্যোগী মানুষের প্রয়োজন অন্যদিকে প্রয়োজন শিল্পোদ্যোগ পরিবেশের। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রের ন্যায় শিল্পোদ্যোগেও অনেক সমস্যা দেখা যায়।

নিম্নে বাংলাদেশে শিল্পোদ্যোগ বা ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নের সমস্যাসমূহ আলোচনা করা হলো–

- **জনগণের স্বল্প আয়:** আমাদের দেশে জনগণের মাথা পিছু আয় কম। কম আয় হওয়ার কারণে জনগণের মধ্যে একটা হতাশা কাজ করে। ফলে তাদের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করা বা ঝুঁকি গ্রহণ করার মত মানসিকতা গড়ে উঠে না।

- **কম সঞ্চয়:** আয় কম হওয়ার কারণে এদেশের মানুষের সঞ্চয় অত্যন্ত কম। আয়ের সাথে সঞ্চয়ের ধণাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান। বাংলাদেশর মানুষের আয়ের তুলনায় জীবনমাত্রার ব্যয় অনেক বেশী। ফলে জনগণের সঞ্চয় একেবারেই নেই। আর কম সঞ্চয় ব্যবসায় উদ্যোগের উপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলে।

- **মূলধনের অভাব:** ব্যবসায় বা শিল্পোদ্যোগের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো পর্যাপ্ত মূলধনের ব্যবস্থাকরণ। কম সঞ্চয় হওয়ার কারণে একদিকে যেমন উদ্যোক্তার নিজস্ব মূলধন থাকে না, আবার উদ্যোক্তা বিশেষ করে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার মূলধন সরবরাহে ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো আগ্রহ দেখায় না। এরুপ অবস্থা শিল্পোদ্যোগের সবচেয়ে বড় বাধা।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

● **শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব:** শিল্পোদ্যোক্তা জন্মগত ভাবেই শিল্পোদ্যোক্তা হলেও শিক্ষা ও এ সম্পর্কে সচেতনতা সত্যিকারের শিল্পোদ্যোক্তায় পরিণত করে। কিন্তু আমাদের দেশে শিল্পোদ্যোক্তাদের বিশেষ করে ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোক্তাদের তেমন কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থাকে না বা এ সম্পর্কে সরকার বা এনজিওগুলো তেমন ভূমিকা রাখে না। ফলে শিল্পোদ্যোগের ব্যাপারে সচেতনতার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

● **সরকারি সাহায্য-সহযোগিতার অভাব:** বাংলাদেশে শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে যে সকল সরকারি সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন হয়, তার অভাব লক্ষ্যণীয়। শিল্পোদ্যোক্তা বিশেষ করে নতুন শিল্পোদ্যোক্তগণ সরকারের কোনই সুযোগ-সুবিধা পায় না। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও এ ব্যাপারে তেমন আগ্রহ দেখায় না। ফলে শিল্পোদ্যোগ বাধাগ্রস্থ হয়।

● **অনুন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার:** আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার দেশীয় শিল্পোদ্যোগে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। কিন্তু আমাদের দেশে শিল্প কারখানাগুলোতে এখনও পুরাতন ও সেকেলে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। এরুপ প্রযুক্তির কারণে এখনও এদেশে ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে তেমন উন্নতি লক্ষ্য করা যায় না।

● **বাজারজাতকরণে সমস্যা:** পণ্য উৎপাদনের পাশাপাশি তার বাজারজাতকরণ করা অপরিহার্য। কিন্তু আমাদের দেশে শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ করে ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের ক্ষেত্রে বাজারজাতকরণে ব্যাপক সমস্যা দেখা দেয়। ফলে শিল্পোদ্যোক্তাগণ এ ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

● **ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনাগত সমস্যা:** যে কোন সাফল্যের পিছনে উত্তম ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু আমাদের দেশে ব্যবস্থাপনা তত উন্নত মানের নয়। তাছাড়া ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের এ সম্পর্ক কোন ধারণাও থাকে না। ফলে বেশির ভাগ উদ্যোগ কার্যক্রম সাফল্যের দ্বার প্রান্তে পৌছাতে পারে না।

● **প্রশিক্ষণের অভাব:** শিল্পোদ্যোগের সফলতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। আমাদের দেশে শিল্পোদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের তেমন ব্যবস্থা নেই। সরকারিভাবে মাঝে মধ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পোদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হলেও তা বড়কর্তাদের পকেট ভারি করার একটি মাধ্যম হিসাবেই সীমাবদ্ধ থাকে। সেক্ষেত্রে প্রকৃত উদ্যোক্তাগণ তেমন উপকৃত হয় না।

খ. বাংলাদেশে ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নের সমস্যা দূরীকরণের উপায়

Ways to Overcome the Obstacles to Entrepreneurship Development in Bangladesh

বাংলাদেশ শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়নের একটি সম্ভাবনাময় দেশ হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে শিল্পোদ্যোক্তা / ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়নে বেশ কিছু সমস্যা দেখা যায়, যেগুলোকে দূর করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করা যেতে পারে।

১. **জনগণের আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ:** আমাদের দেশে জনগণের মাথা পিছু আয় কম হওয়ায় তাদের উদ্যোগ গ্রহণের মত মানসিকতা গড়ে উঠে না। তাই জনগণের আয় বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

২. **মূলধন সরবরাহ:** কম সঞ্চয় হওয়ার কারণে একদিকে যেমন উদ্যোক্তার নিজস্ব মূলধন থাকে না, আবার উদ্যোক্তা বিশেষ করে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার মূলধন সরবরাহে ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো আগ্রহ দেখায় না। এরুপ অবস্থা শিল্পোদ্যোগের সবচেয়ে বড় বাধা। তাই সরকারসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে মূলধন সরবরাহে এগিয়ে আসতে হবে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৩. **সরকারি সাহায্য-সহযোগিতা বৃদ্ধি:** বাংলাদেশে শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে যে সকল সরকারি সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন হয়, তার অভাব লক্ষ্যণীয়। তাই প্রতিটি ক্ষেত্রে যাতে শিল্পোদ্যোক্তাগণ সরকারি সাহায্য-সহযোগিতা পায় সে দিকে সরকারকে নজর দিতে হবে।

৪. **আইনগত জটিলতা হ্রাস:** আমাদের দেশে শিল্পোদ্যোগ প্রকল্প থেকে শুরু করে তা বাস্তবায়ন পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে একজন উদ্যোক্তা আইনগত জটিলতার সম্মূখীন হয়। এরুপ আইনগত জটিলতা দূর করার জন্য সরকারকে অত্যাধিক আনুষ্ঠানিকতা পরিহার করতে হবে।

৫. **আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার:** আমাদের দেশে শিল্প কারখানাগুলোতে এখনও পুরাতন ও সেকেলে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। এরুপ প্রযুক্তির কারণে এদেশে ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে তেমন উন্নতি লক্ষ্য করা যায় না। তাই এ ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করা অপরিহার্য।

৬. **উদ্যোগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি:** আমাদের দেশে উদ্যোগ বান্ধব পরিবেশ না থাকায় উদ্যোগ কার্যক্রম মারাত্মক ভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

৭. **প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ:** আমাদের দেশে শিল্পোদ্যোক্তাদেও প্রশিক্ষণের তেমন ব্যবস্থা নেই। কিন্তু শিল্পোদ্যোগে সফলতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। এ কারণে শিল্পোদ্যোক্তাদেও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, আমাদের দেশে শিল্পোদ্যোগে যে সকল সমস্যা দেখা দেয় তা দূর করার জন্য উপরোক্ত বিষয়গুলোকে যথাযথভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে সরকার ও জনগণসহ উদ্যোক্তাকেও সমানভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

১০.৯ বাংলাদেশের সফল উদ্যোক্তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
Short Description of Successful Entrepreneur in Bangladesh

ক. জাতীয় পর্যায়ে সফল উদ্যোক্তা:

—রণদা প্রসাদ সাহা

আমরা টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুরের কুমুদিনী হাসপাতাল, ভারতেশ্বরী হোমস্, কুমুদিনী হাসপাতালের স্কুল অব নার্সিং, টাঙ্গাইলের কুমুদিনী কলেজ, এস. কে. হাই স্কুল, মানিকগঞ্জের দেবেন্দ্র কলেজের নাম শুনেছি। এ সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা একজন মাত্র ব্যক্তি। এ হিতৈষী ব্যক্তির নাম রনদা প্রসাদ সাহা। তিনি কিন্তু খুব ধনী লোকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেননি। স্বীয় উদ্যোগ ও প্রচেষ্টাবলে তিনি বড় হয়েছিলেন।

ছবি: **রণদা প্রসাদ সাহা**

বাংলাদেশে একটি সাধারণ পরিবারে ১৮৯৮ সালে তাঁর জন্ম। পৈতৃক নিবাস টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে। তাঁর পিতা দেবেন্দ্র পোদ্দার ছোট ব্যবসায়ী ছিলেন। তখনকার দিনে সাহা বা পোদ্দার পরিবারের ছেলেদের বেশি লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া হত না- পাছে ব্যবসায়ের প্রতি যদি তাদের অনাসক্তি জন্মে সে আশঙ্কায়। রনদা প্রসাদ পাঠশালায় নিম্ন প্রাইমারির অধিক শিক্ষা পাননি। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে বাড়ি থেকে পলায়ন করে তিনি যুদ্ধে নাম লিখান এবং ‘ বেঙ্গল এম্বুলেন্স কোরে’ পুরুষ নার্স হিসেবে কাজে যোগ দেন। তিনি কাজের প্রতি ছিলেন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। স্বীয় প্রচেষ্টায় তিনি

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

মেসোপটেমিয়ার (ইরাক) যুদ্ধ ক্ষেত্রের আহত অনেক সৈনিকের প্রাণ রক্ষা করেন। এর স্বীকৃতিস্বরুপ যুদ্ধ শেষে ইংল্যান্ডের সম্রাটের সঙ্গে তাঁর দেখা করার সৌভাগ্য ঘটে। পরবর্তীতে দেশে ফেরার পর যুদ্ধের ভেটার্ণ (প্রবীণ যোদ্ধা) হিসেবে তাঁকে রেলের টিকিট কালেক্টরের চাকরি দেওয়া হয়। ১৯৩২ সালে তিনি চাকরি ছেড়ে দেন। চাকরি জীবনের অবসানের পর তিনি ছোট একটি কয়লার ব্যবসায় শুরু করেন। এ সময় তিনি দেখলেন, জনৈক লঞ্চ মালিক বেশ কিছুদিন ধরে তাঁকে কয়লার দাম পরিশোধ করছে না। কর্মচারীদের জিজ্ঞাসা করলে তারা উত্তর দিল, তার ব্যবসায় ভাল চলছে না। এ কারণে সে লঞ্চ বিক্রি করার জন্য খরিদ্দার খুঁজছে। রনদা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন। তিনি পাওনা টাকা আদায় ও স্বল্প মূল্যে লঞ্চটি ক্রয় করলেন। লঞ্চটি ছিল পুরাতন। তাই মেরামতের জন্য প্রায়ই ডকইয়ার্ডে প্রচুর টাকা দিতে হত। তিনি চিন্তা করলেন যদি ডকইয়ার্ড বানানো যায়, তাহলে তাঁর লঞ্চ মেরামত ব্যয় হ্রাস পাবে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য লঞ্চ মালিকদের কাজ করেও অর্থ উপার্জন করা যাবে। এভাবে কিছুদিনের মধ্যে কয়লা হতে লঞ্চ এবং লঞ্চ হতে ডকইয়ার্ড একে তার ব্যবসায়ের অন্তর্ভূক্ত হল। তবে এ ব্যবসায়ে যে পরিমাণ টাকা প্রয়োজন তা তার ছিল না। তাই, তিনি কয়েকজন বিত্তশালী অংশীদার নিয়ে "বেঙ্গল রিভার সার্ভিস কোম্পানি" চালু করেন। এ কোম্পানির অংশীদার ছিলেন মহেড়ার জমিদার নৃপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ডা. বিধান চন্দ্র রায়, ধনপতি ও রাজনীতিবিদ নলিনী রঞ্জন সরকার এবং জাস্টিক কে. এন. মজুমদার। প্রথম অবস্থায় তিনি এ কোম্পানিতে একজন সহযোগী ছিলেন। পরে অন্যরা ঝুঁকি নিতে অস্বীকার করে ব্যবসায় ছেড়ে দিলে তিনি তাদের প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ করে নিজেই এ কোম্পানির মালিক হন। তার ছিল ঝুঁকি নেওয়ার অসাধারণ সাহস ও অদম্য মানসিক দৃঢ়তা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল। জার্মানিরা ব্রহ্মদেশ (মিয়ানমার) দখল করে নিল। ব্রহ্মদেশই ছিল চাউলের জন্য ইংরেজদের প্রধান ভরসা। তাই, ব্রহ্মদেশ হাত ছাড়া হওয়ার পর তারা সামরিক বাহিনী ও বেসামরিক প্রশাসনের খাতিরে প্রচুর চাউল কেনার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সাথে রনদা সাহার পরিচয় ছিল। সরকার চাউল ক্রয়ের জন্য চারজন এজেন্ট নিয়োগ করল। রনদা সাহার নাম এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হল। এ ব্যবসায়ে রনদা অনেক লাভবান হলেন এবং ১৯৪৪ সালে রনদার অর্জিত মূলধনের পরিমাণ লক্ষ টাকায় দাঁড়াল। বলাবাহুল্য তখন লক্ষ টাকা এখনকার কয়েক কোটি টাকার সমান। কিন্তু, এ টাকা তার মনে এক ভাবান্তর সৃষ্টি করল। নিজের বাল্যকালে বিনা চিকিৎসায় মাতার মৃত্যু, যুদ্ধকালে সৈন্যদের দুঃসহ অবস্থা স্মরণ করে জীবন সম্পর্কে তিনি এক অদ্ভূত চেতনা অনুভব করলেন। ১৯৪৪ সালে রনদা সাহা মির্জাপুরের ভুতুড়ে খাল বলে পরিচিত এলাকায় ৫০ বেডের হাসপাতাল ও একটি দাতব্য ডিসপেন্সারি স্থাপন করেন। এ সময়ে নারায়ণগঞ্জের অতি প্রাচীন পাট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান জর্জ এন্ডারসন কোম্পানি তাদের পাট ব্যবসায় তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে রনদা সাহা এ সুযোগ গ্রহণ করেন এবং জর্জ এন্ডারসনের পাটের গুদাম এবং একটি ডকইয়ার্ড চালু করলেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্ব মুহুর্তে তার মোট মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াল দু'কোটি টাকার মত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে তিনি তার সম্পূর্ণ ব্যবসায় থেকে যে আয় হত তা দ্বারা একটি দাতব্য ট্রাস্ট গঠন করেন। এটাই কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট নামে খ্যাত। প্রথমেই আমরা তার স্থাপিত জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম উল্লেখ করেছি। এ সকল প্রতিষ্ঠান এ ট্রাস্টের লভ্যাংশ হতেই পরিচালিত হত। নিজের ভরণ- পোষণের ব্যয় ছাড়া আর কিছু তিনি এ ট্রাস্টের লভ্যাংশ হতে গ্রহণ করতেন না। বাংলাদেশে অনেক ধনী ব্যবসায়ী ব্যবসায় করে গেছেন। কিন্তু,

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

নিজের সর্বস্ব মানবতার সেবায় এভাবে দান করার দৃষ্টান্ত বিরল। পাকিস্তান সৃষ্টির পর বিত্তশালী হিন্দুরা অনেকেই ভারতে চলে যান। কিন্তু, রনদা সাহা তাঁর মাতৃভূমি ত্যাগ করেননি। এমনকি ১৯৭১ যখন বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয় তখনও তিনি এদেশে থেকেই মাতৃভূমির সেবা করার প্রতিজ্ঞা করেন। ফল হল অত্যন্ত দূর্ভাগ্যজনক। ১৯৭১ সালের ৭ই মে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনারা তাঁকে এবং তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ভবানী সাহাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। পরে তাদের আর কোনো সন্ধান মেলেনি উদ্যোক্তা হিসেবে রনদা সাহার চরিত্রে যেসব গুণ ছিল তন্মধ্যে সংগঠন যোগ্যতা, ঝুঁকি নেয়ার সাহস, ভবিষ্যৎ দেখার ক্ষমতা, আত্মবিশ্বাস এবং সুযোগের সদ্ব্যবহার অন্যতম। ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন বন্ধুবৎসল, দানশীল এবং অনন্য সমাজসেবী। তিনি ছিলেন শিক্ষা অনুরাগী। আর্তমানবতার সেবায় নিবেদিত। তিনি যে আদর্শ আমাদের সামনে রেখে গেছেন তা এ দেশবাসী চিরদিন কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ রাখবে।

হোসনে আরা বেগম-টি এম এস এস (Thengamara Mohila Sabuj Sangha):

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমাধানে যে সকল নারী উদ্যোক্তা কাজ করছে তার মধ্যে ড. হোসনে আরা বেগম অন্যতম। হোসনে আরা বেগমের একজন যুবক এবং যুবতী মহিলার উভয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে। হোসনে আরা বেগম ১৯৫৩ সালে জন্ম গ্রহণ করে এবং একজন পুরুষ হিসেবে বড় হতে থাকে এবং একজন ছেলে হিসেবে সে স্বাভাবিক সুবিধা পাওয়ার কথা তা সবই তিনি পেয়েছেন। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালে তিনি পুরুষ থেকে মহিলাতে রূপান্তরি হন। যার কারণে তার সুযোগ হয়েছিল সমাজকে পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের দৃষ্টি দেখার। এই কারণে হোসনে আরা বেগমের মধ্যে একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং শুধুমাত্র লিঙ্গ ভিন্নতার কারণে মানুষের মধ্যে যে বৈষম্য তা তিনি মেনে নিতে পারেন নি।

ছবি: হোসনে আরা বেগম

হোসনে আরা তার ক্যারিয়ার শুরু করেছিল একজন বিজ্ঞানী হিসেবে। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে উদ্ভিদ বিদ্যায় এম এস সি ডিগ্রী অর্জন করেন। বাংলাদেশের কৃষি গবেষণার উপর প্রকাশিত জার্নাল B.compustrees এ তার æBiounedical Jenetres" নামক থিসিস প্রকাশিত হয়। তিনি কৃষি চাষাবাদ এবং খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন জাত পরীক্ষা নিরীক্ষায় সফলতা অর্জন করেছেন। তার অসামান্য অবদানের জন্য কৃষি মন্ত্রনালয় হতে স্বীকৃতি পান।

১৯৭৮ সালে তিনি স্থানীয় একটি কলেজে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। সেখানে তিনি শিক্ষকতার পাশাপাশি TMSS প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে তিনি বিনা বেতনে খন্ডকালীন পরিচালক হিসেবে কাজ আরম্ভ করেন। এই প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের কারণে তিনি প্রতিষ্ঠানে পূর্ণকালীন কাজ করার প্রয়োজনীয়তা অণুভব করেন। এজন্য তিনি ১৯৯১ সালে কলেজের চাকরীটা ছেড়ে দেন এবং TMSS এ পূর্ণকালীন এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হিসেবে যোগদান করেন এবং আশা করেন প্রত্যন্ত অঞ্চলে মহিলাদের নিয়ে তৃনমূল পর্যায়ে নারীদের উন্নয়নে তিনি কাজ করছেন। স্থানীয় মহিলাদের প্রশিক্ষণই দেওয়ার জন্য তিনি কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে ভাড়া না করে গ্রামের সম্ভাব্য মহিলাদের খুঁজে বের করেন এবং সে তাদের নেতৃত্ব দান বাড়ান। এটি স্থানীয় নেতৃত্ব সৃষ্টিতে সহায়তা করে থাকে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

হোসনে আরা বর্তমানে অবহেলিত এবং সুবিধা বঞ্চিত মহিলাদের উদ্বুদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। এই সকল মহিলারা ছোট একটা সদস্য গ্রুপ তৈরি করে এবং সঞ্চয় প্রকল্প আরম্ভ করে। প্রত্যেক সভায় মহিলারা মুষ্টিচাল নিয়ে আসে এবং এগুলো বিক্রি করে ছোট খাট ঋণের ব্যবস্থা করে। এখান থেকে সদস্যরা ঋণ নিয়ে বিভিন্ন ছোট খাট ব্যবসা করে। এই ক্ষুদ্র ব্যবসায় থেকে শুরু করে বর্তমানে হোসনে আরা অনেক মেম্বার শিপ সংগঠন গড়ে তোলে যেখানে বর্তমানে ৭৫ এর উপর স্বেচ্ছা শ্রমিক কাজ করে এবং এর প্রায় ৪০০ শাখা রয়েছে।

হোসনে আরা বেগম পরিবার পরিকল্পনা কাজ নিয়ে গর্ব করেন। তিনি পরিবার পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ পুরুষদের দায়িত্বের উপর গুরুত্ব দিয়েছে।

TMSS এর মাধ্যমে হোসনে আরা নিম্নোক্ত সেবা সমূহ প্রদান করছে।

দরিদ্র অসহায় মানুষ, ভূমিহীন কৃষক, ভিক্ষুক ইত্যাদি মানুষদের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য কাজ করছে। এই লক্ষ্যে তাদেরকে শিক্ষা প্রদান, প্রশিক্ষণ প্রদান স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রেষণা প্রদান করছে। এর ফলে সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং সমাজের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছে।

হোসনে আরা বেগম স্বপ্ন দেখেন একদিন পুরুষ এবং মহিলা সম অংশীদারের ভিত্তিতে একত্রে কাজ করবে দায়িত্ব ভাগাভাগি করে। আর এই লক্ষ্যেই তিনি কাজ করছেন।

খ. আঞ্চলিক পর্যায়ের সফল উদ্যোক্তার কাহিনীঃ

i. নার্সারিঃ ফল চাষের এক সফল বিপ্লবের নায়ক সাইফুল–

চারিদিকে যেদিকেই চোখ যাবে, সেদিকেই শুধু সফল বিপ্লবের চিহ্ন। তবে এই বিপ্লব ফরাসী বা অন্য কোন বিপ্লব নয়। রীতিমত ফলজ বৃক্ষের চাষ করে ঝিনাইদহে নতুন করে এই বৈপ্লবিক সফলতার কাহিনী এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন ঝিনাইদহের কৃতি সন্তান সাইফুল ইসলাম বাবুল। স্বল্প জায়গায় ফলজ বিভিন্ন ফলের চাষ করে সাইফুল ইসলাম বাবুল ঝিনাইদহের কৃতি সন্তান সাইফুল ইসলাম বাবুল স্বল্প জায়গায় ফলজ বিভিন্ন ফলের চাষ করে সাইফুল ইসলাম বাবুল ঝিনাইদহের চাষীদের কাছে এখন একজন মডেল কৃষক। তবে জাত কৃষক না হলেও তার মাটি ও ফলজ বৃক্ষের প্রতি এই টান আকৃষ্ট করছে এলাকার অনেক চাষীদের। মূলত তিনি পেশায় রপ্তানীযোগ্য পণ্য তৈরি পোশাক শিল্পের সাথে জড়িত। দীর্ঘ ২৪ বছর বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানীযোগ্য পণ্য তৈরি পোশাক শিল্প ও নীট গার্মেন্টসের একজন সফল পাইওনিয়ার উদ্যোক্তা হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন সাইফুল ইসলাম বাবুল। এই সুযোগে দেশের বাইরে ফল চাষের উৎপাদন ও গুনাগুন সম্পর্কে জানার পর ফল চাষের প্রতি আকৃষ্ট হন। প্রথমে সরাসরি ফল চাষে আসাটা জন্য রীতিমত এটাকে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়ায়। তারপরও থমকে না দাড়িয়ে তিনি ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যায়ের প্রফেসর ও বাউকুলের জনক ড. এম. এ. রহিমের তত্ত্বাবধানে শুরু করেন ফল চাষ। বর্তমানে ঝিনাইদহের এইচ. এস. এস সড়কের শাহ ভিলার পৈতৃক বাড়ীতে তিনি রোপণ রোপণ করেছেন কিছু ফলজ গাছ। কয়েক বছর আগে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও শাহ নার্সারী যৌথ ভাবে বাউকুল-২ (শোহ কুল) আবিষ্কার করে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

২০০৭ নালের প্রথমে ঝিনাইদাহ শহর থেকে ৬ কিলোমিটার দূরে হরিণাকুণ্ডও উপজেলার নগবঙ্গা নদীর তীরবর্তী মনোরম পরিবেশে পারমথুরাপুর গ্রামে প্রায় ৫ একর জমিতে প্রতিষ্ঠা করেন শাহ নার্সারী সাইফুল ইসলাম। এখানে তিনি বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করছেন প্রায় ৪০ জাতের দেশী ও বিদেশী ফল। স্বল্প জায়গায় ফল চাষ করে এলাকার মানুষকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন তিনি। এসব ফলজ বৃক্ষ পরিচর্যার জন্য নিয়োগ করেছেন ১৫ জন শ্রমিক। চলতি বছর তিনি এই ফল বাগান থেকে সমস্ত খরচ বাদ দিয়ে প্রায় ২০ লাখ টাকা লাভ করবেন বলে আশা প্রকাশ করেন। সাইফুল ইসলাম ২০০৯ সালে বঙ্গবন্ধু কৃষি পদক পেয়েছেন। ভারত, জার্মানী, সুইজারল্যান্ড, স্পেন, ইটালী, আমেরিকা সুইডেন, ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে ইউকে, নেদারল্যান্ড, ও কানাডাসহ প্রায় ৩০টি দেশ ঘুরে তিনি সংগ্রহ করেছেন বিভিন্ন বিদেশী ফলের চারা। তারপর তিনি সেই চারা শাহ্ নার্সারীতে রোপন করে নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ফলিয়েছেন ফল। সাইফুল ইসলাম বাবুলের নার্সারীতে উৎপাদিত দেশী-বিদেশী ফলগুলো হলো-স্ট্রবেরী, মাল্টা, বারোমাসী কমলালেবু, কানাডীয় কামরাঙা, বাউকুল-১, বাউকুল-২, আপেলকুল, তাইওয়ানকুল, চায়ণা-৩ লিচু, বেদেনা লিচু, লটকন, গোলাপী থাই আপেল জামরুল, বারোমাসী কাগজি লেবু, আম আম্রপলি, আম মল্লিকা, থাই বারোমাসী আমড়া, সফেদা, থাই আম, বাউ আম, থাই হানিডিউ আম, থাই পেয়ারা, পুনাই আম, বাউ পেয়ারা, জাবাটিকা, নাশপাতি, লংগন, এ্যাভাকোডা নিউইর্য়ক আমড়া ও মিশরের খেজুর। শাহ্ নার্সারীর চারা দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ফলজ বিপ্লব ছড়িয়ে দিয়েছে। প্রতিদিনই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যাচ্ছে এই নার্সারীর চারা। ফলজ বৃক্ষ ও তার সম্ভাবনা নিয়ে কথা বললে সাইফুল ইসলাম বাবুল জানান, খাদ্য পুষ্টির জন্য জন্য মানুষের প্রতিদিন ১২০ গ্রাম ফল খাওয়ার প্রয়োজন হলেও ৩০ গ্রাম ফল খায়। খাদ্য ঘাটতি ও পুষ্টিহীনতায় প্রতি ঘন্টায় ১০ জন করে মারা যায়। তিনি জানান, আমাদের দেশে অনেক পতিত জমি জমি রয়েছে। বাংলাদেশের ৬০—৭০ ভাগ মানুষ দরিদ্র এবং তারা গ্রামে বসবাস করে। প্রতিটি পরিবার বাড়ির আঙিনায় ৪টি ফলজ গাছ রোপণ করলে ওই পরিবারের পুষ্টি চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে। তিনি আরও বলেন, সেই সাথে কৃষি শিল্প সহায়ক কৃষি ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণের মাধ্যমে সাধারণ চাষীদের স্বাভাবিক ফসলের পাশাপাশি ফল চাষ করতে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে দেশের পুষ্টি চাহিদা মিটিয়ে বাকী ফল বিদেশে রপ্তানী করা সম্ভব। সচেতনতার জন্য ফলের পুষ্টি গুণাগুণ উল্লেখপূর্বক ফল বাজারজাত করা হলে দেশের পুষ্টি চাহিদা মেটানোসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে-ফলজ বিপ্লব ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব বলে তিনি মনে করেন।

ii. কৃষি ও মৎস্য খামারে সাফল্যের গল্প

চাঁদপুর-লক্ষ্মীপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের পাশে ডাকাতিয়া নদীর পারে প্রায় ১০০ একর জমির ওপর গড়ে উঠেছে একটি খামার। নাম খাজা আহম্মদিয়া বহুমুখী কৃষি ও মৎস্য খামার। এ প্রকল্পের আওতায় রয়েছে কয়েকটি পুকুর ও দিঘি, যাতে চাষ হচ্ছে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ। বাগানে নানা জাতের শাক-সবজির সমারোহ। আম, কাঁঠাল আর নারিকেল-সুপারির সারি সারি গাছের সাজানো বাগান।

পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা প্রকল্পটির উদ্যোক্তা ও স্বত্ত্বাধিকারী খাজা আহম্মদ। তিনি নিজ নামেই গড়ে তুলছেন বহুমুখী কৃষি ও মৎস্য খামারটি। চাঁদপুর সদর উপজেলার বাগাদী ইউনিয়নের গাছতলা গ্রামে ২০০০ সালে যাত্রা শুরু করে প্রকল্পটি। অল্প সময়ের ব্যবধানেই প্রকল্পটি অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। পল্লীর সবুজ-শ্যামলীমায় কৃষি ও মৎস্য চাষে তিনি অনেকটা বিপ্লব ঘটিয়েছেন।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, খাজা আহম্মদিয়া বহুমুখী কৃষি ও মৎস্য খামারের পূর্ব প্রান্তে রয়েছে বিশাল আকারের একটি দিঘি। আর গোটা খামারের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বড় আকারের ছয়টি পুকুর। খামারের এসব জলাশয়ে রুই, কাতল, মৃগেল, বিগ্রেড, গ্রাস কার্প, ব্যাক কার্প, তেলাপিয়া, সরপুঁটি, কৈ, শিং প্রজাতির মাছ চাষ হচ্ছে। অল্পদিনের ব্যবধানেই মাছ চাষে ব্যাপক সাফল্য এসেছে- এমন তথ্য জানান খামারের ব্যবস্থাপক আলহাজ হাফেজ হাসান খান। তিনি জানান, সম্প্রতি শুধু মাছ বিক্রি করেই প্রায় ২০ লাখ টাকা আয় হয়েছে।

দশ একর জমিতে রয়েছে আটটি পৃথক আমের বাগান। গত বছর থেকে শুরু হওয়া বাগানে রয়েছে আম্রপলি, ক্ষীরসাপাত ও ফজলি আমের হাজার হাজার চারা। চলতি বছরে এই আম বাগানের সারির ফাঁকে আবাদ করে আলু উৎপাদিত হয়েছে ১০ টনের বেশি। আলু চাষের পর এবার সেখানে বেগুনের চারা রোপণ করা হয়েছে।

আম বাগানের পরিচর্যার জন্য বরেন্দ্র অঞ্চল থেকে বেশ কয়েকজন অভিজ্ঞ লোক আনা হয়েছে। খামারের মাটি অনেকটা বরেন্দ্র অঞ্চলের মতোই। তাই আম চাষের জন্য বেশ উপযোগী। গত কার্তিক মাসে যেসব চারা রোপণ করা হয়েছে সেগুলোতে এখন আম ধরেছে। আগামী বছর থেকে পুরোদমে আমের ফলন আশা করছেন তাঁরা।

অন্য কয়েকটি বাগান ও পুকুরপারে রয়েছে সারি সারি নারিকেল, খেজুর, কাঁঠাল, তাল, সুপারি, চালতা, তেঁতুল, জলপাই, বেল, নিম, অর্জুন, কামরাঙ্গা, পেয়ারা, জামরুল, মেহগনি, শাল, গামারি, দেবদারুসহ বেশ কয়েকটি বাঁশঝাড়। এসব থেকে ফল, ফুল আর সৌরভের পাশাপাশি পাওয়া যাবে বিপুল কাঠ।

প্রকল্পটির পশ্চিম-উত্তর পাশে রয়েছে অনেক বড় একটি লেবু বাগান। সারিবদ্ধভাবে রোপণ করা গাছগুলোতে থোকায় থোকায় ঝুলছে বিভিন্ন প্রজাতির অজস্র লেবু।

খাজা আহম্মদ বলেন 'দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল এমন একটি খামার গড়ে তোলার। প্রাথমিকভাবে চেয়েছিলাম একটি রপ্তানিমুখী শিল্প-কারখানা গড়ব। তাতে এলাকার বেকার জনগোষ্ঠীর বড় একটা অংশের কর্মসংস্থান হবে। পরে ভেবে দেখলাম, শিল্প-কারখানা গড়লে পল্লীর এই পরিবেশে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। যান্ত্রিকতা গ্রাস করবে সুনসান নীরব এই জনপদকে। হারিয়ে যাবে গ্রামের চিরচেনা পরিবেশ। তাই সিদ্ধান্ত পাল্টে বহুমুখী খামার গড়ার মনস্থির করি। আর সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আজ তিনি অনেকটাই সফল।

'চাঁদপুর জেলায় এত বড় এলাকা নিয়ে বহুমুখী কৃষি ও মৎস্য চাষ দ্বিতীয়টি নেই। এই খামারে দৃষ্টিনন্দন ও আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষি ও মৎস্য চাষ প্রকল্পটি অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত হতে পারে।'

iii. ডেইরিঃ

মোঃ শহিদুল ইসলামের জন্ম পাবনা জেলার আট ঘরিয়া উপজেলার চৌকিবাড়ী গ্রামে। এক সময় তার সম্বল ছিল বসত ভিটা আর কিছু চাষ যোগ্য জমি। কিন্তু চাষ যোগ্য জমিতে তেমন ফসল না হওয়ায় বিকল্প চিন্তা শুরু করল। এই ভাবনা থেকে তিনি প্রথমে দুইটা গাভী নিয়ে একটা খামার দিলেন। পরবর্তীতে এইটার সাফল্যে তিনি বাণিজ্যিক ভাবে গাভী পালন শুরু করলেন এবং খামারটির নাম দিলেন "সাগর ডৈইরী ফার্ম"।

ভাল বীজ, ভাল ফলন। এ কথাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে "সাগর ডেইরী ফার্ম'। সকল সময় ভাল জাতের গাভী নির্বাচন করে থাকে। জনাব ইসলামের সংগৃহীত গাভীর মধ্যে রয়েছে অষ্ট্রেলিয়ান, ফিজিয়ান এবং বিভিন্ন শংকর জাতের। জনাব ইসলাম তার পশুদের খাদ্যের ব্যাপারে খুবই সতর্ক। তিনি তার গবাদি পশুদেরকে সুষম খাদ্য সরবরাহ করেন। এ সকল খাদ্যের কোন কোনটি তিনি নিজে সরবরাহ করেন এবং সেখানে উন্নত জাতের ঘাস চাষ করেন যা তার ফার্মের প্রধান পশু খাদ্য হিসাবে বিবেচিত হয়। তাছাড়া গাভীর খাদ্যের কথা চিন্তা করে তিনি একটি চাউল কল পরিচালনা করেন যেখান থেকে প্রয়োজনীয় চাউলের কুড়া সংগ্রহ করেন।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

জনাব ইসলামের ফার্মে যে দুধ উৎপাদন হয় স্থানীয় পাইকার নিয়মিত এসে নিয়ে যায়। তাছাড়া তিনি তার কর্মচারীদের মাধ্যমে স্থানীয় খুচরা বাজারে ও বিক্রি করে থাকে। এর ফলে তার কোন দুধ অবিক্রিত থাকে না।

তিনি কোন বকনা বাছুর বিক্রি করেন না। যার ফলে এগুলো হতে নতুন গাভী হয়। মাঝে মাঝে এঁড়ে বাছুর বিক্রি করে দেন।

"সাগর ডেইরী ফার্ম" এ দৈনিক যে গোবর পাওয়া যায় তা দিয়ে জনাব ইসলাম একটি বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করেছেন। এ প্লান্টে উৎপাদিত গ্যাস রান্না-বান্নার কাজে তিনি সারা বছর ব্যবহার করেন ফলে জ্বালানীর প্রয়োজনে তাকে আর বিকল্প চিন্তা ভাবনা করতে হয় না। বায়োগ্যাস প্লান্টে গোবর ব্যবহার করার পর জৈব সার হিসেবে তা স্থানীয় কৃষকদের নিকট বিক্রি করেন এবং কখন ও কখনও তা নিজের কৃষি জমিতেও ব্যবহার করেন।

ডেইরী ফার্ম স্থাপনের মাধ্যমে জনাব শহিদুল ইসলাম শুধু মাত্র নিজের আর্থিক অবস্থারই উন্নতি করেনি বরং তার মুনাফা ও বৃদ্ধি করেছে। বর্তমানে তার পরিচিতি উপজেলার সবখানে। অনেককে তাকে দেখে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে এবং নতুন নতুন ডেইরী ফার্ম স্থাপন করছে।

১০.১০ নারী উদ্যোক্তার ধারণা

Concept of Women Entrepreneur

যদি কোন নারী ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্বত্বাধিকারী হন কিংবা অংশীদারি প্রতিষ্ঠান বা জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে নিবন্ধিত প্রাইভেট কোম্পানির পরিচালক বা শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্যে অন্যূন ৫১% (শতকরা একান্ন ভাগ) অংশের মালিক হন তাহলে তিনি নারী শিল্পোদ্যোক্তা হিসেবে পরিগণিত হবেন। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫০ শতাংশই নারী। জনসংখ্যার এ কাঠামোর কারণে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য অর্থনীতির মূল স্রোতে নারীদের অংশগ্রহণ একান্তভাবেই অপরিহার্য। আমাদের নারী সমাজের নিষ্ঠা, আগ্রহ, উদ্ভাবন শক্তি ও শ্রম নিপুণতা রয়েছে। বিশেষ করে মাইক্রো ক্রেডিট কার্যক্রম ও পোশাক শিল্পে নারীদের অব্যাহত অংশগ্রহণ শিল্পায়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

সফলতার কাহিনী

লুৎফা সানজিদা:

বন্দরনগরী চট্রগ্রামের হালিশহরের অনিন্দ্য বুটিক এবং পার্লারের মালিক লুৎফা সানজিদা যিনি মাত্র ১৫ হাজার টাকা দিয়ে ব্যবসায় শুরু করে আজ কোটিপতির তালিকায় নাম লিখিয়েছেন। তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন বুটিক ও পার্লার। সংগ্রামই তার জীবনের মূলমন্ত্র। অবিরাম চেষ্টা না থাকলে আজকের অবস্থায় আসা কোনোভাবেই সম্ভব হতো না। যখনই কোনো সমস্যা দেখা দিয়েছে তখনই ধৈর্য ও পরিশ্রম দিয়ে তা অতিক্রম করেছে। ১৯৮৮ সালে যখন তার এসএসসি পরীক্ষা দেয়ার সময়, সংসারের প্রয়োজনে তাকে পার্টটাইম চাকরি করতে হয়েছিল। লুৎফা শিশুদের পোশাক ও পাঞ্জাবি তৈরি করে স্থানীয় বাজারের দোকানে সরবরাহ করতেন। এক কাজিনের নিকট থেকে ৩০ হাজার টাকা ধার নিয়ে ১৯৮৯ সালে তিনি চকভিউ মার্কেটে একটি শোরুম দিয়েছিলেন। সেটিই ছিল তার জীবনের ঘুরে দাঁড়ানোর সময়। শুরু থেকেই দোকানটিতে বেচাকেনা ভালো হতো। ১৯৯৫ সালে তিনি চট্রগ্রামের মাইডাস থেকে ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে চিটাগাং শপিং কমপ্লেক্সে আরেকটি শোরুম দেন। ব্যবসা জমে উঠে। পরিবারে সচ্ছলতা আসতে থাকে। ২০০৪ সালে তিনি একটি বিউটি পার্লার দেন। তার প্রতিষ্ঠান অনিন্দ্য এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের শ্রম এবং ক্রেতার স্বতঃস্ফূর্ত পদচারণাই তাকে সাহস জুগিয়েছে সবসময়।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

তিনি সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে সমাজের দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়াতে চেষ্টা করেন। প্রতিবন্ধী নারী, স্বামী পরিত্যক্তা ও নির্যাতিতা নারীদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করেন। তার প্রতিষ্ঠিত অনিন্দ্য ও আরো কিছু করার স্বপ্নকে সঙ্গী করে তিনি এগিয়ে যাবেন বহুদুর।

আনোয়ারা বেগমঃ

বাংলাদেশের যে ক'জন শিল্পোদ্যোক্তা অতি সাধারণ অবস্থা হতে নিজ গুণে সফল উদ্যোক্তা হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা একান্তই নগণ্য। সম্ভবত সারা পৃথিবীতে শিল্প প্রতিষ্ঠায় মহিলাদের সাফল্যের উদাহরণ বিশেষ নেই। এ দিক দিয়ে আনোয়ারা বেগম অভিনবত্বের দাবিদার। তিনি নিজ পরিশ্রম, একাগ্রতা, অদম্য সাহস ইত্যাদি দিয়ে দরিদ্রকে দূর করে এদেশে সফল নারী উদ্যোক্তা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

আনোয়ারা বেগম ত্রিশের দশকে পাবনা জেলার (বর্তমান সিরাজগঞ্জ) চৌহালি থানায় ঘোড়াজান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সুজায়েত আলী মিয়া মায়ের নাম জমিলা খাতুন। চার ভাই-বোনের মধ্যে আনোয়ারা বেগম ছিলেন বড়। বাবা ছিলেন পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর। বাবার এ সরকারি চাকুরি করার সুবাদে তিনি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছেন। তবে দাদা-দাদীর প্রতি প্রচণ্ড ভালবাসা থাকায় তিনি গ্রামেই থাকতে পছন্দ করতেন। সাত বছর বয়সে তিনি সিরাজগঞ্জ শহরের উপকণ্ঠে সালেহা ইসহাক বালিকা বিদ্যালয় ১ম শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং ৩য় শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। শারীরিকভাবে একটু লম্বা হওয়ায় পরিবারের মুরুব্বীদের অনাগ্রহে এখানেই তার শিক্ষা জীবনের ইতি ঘটে।

ব্যবসায় সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ কিভাবে হয় এ প্রশ্নের উত্তরে আনোয়ারা বেগম বলেন, সেকালে গ্রামে থাকতে তিনি বেদেনীদের দেখেছেন বাড়িতে বাড়িতে চুড়ি, দুল ইত্যাদি বিক্রি করতে। তাদের জিজ্ঞাসা করতেন এ সকল দ্রব্য তারা কোথায় হতে সংগ্রহ করেন এবং কেমন লাভ হয়। বেদেনীরা এ প্রশ্নের উত্তর ঠিকমত দিত না, ফলে তাঁর মধ্যে কৌতুহল থেকে যেত। পিতার চাকরির সুবাদে যখনই পিতার সাথে শহরে থাকার পর গ্রামে যেতেন তখনই শহর থেকে দুল, চুড়ি ইত্যাদি কিনে দিতেন। তবে তাদের সাথে শর্ত থাতক যে এগুলো বিক্রি করে যা লাভ হবে তার অর্ধের তাকে দিতে হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পিতার কর্মস্থল কলকাতা ছেড়ে অনেক দিন গ্রামের বাড়িতে থাকতে হয়। ফলে তিনি তাঁর জমানো কিছু পুঁজি দিয়ে শখের বসে মৌসুমী পণ্য যেমন ধান, কালাই, চিনা ইত্যাদি ক্রয় করেন এবং এতে বেশকিছু লাভ হয়। তবে এ লাভ তিনি ধরে রাখতে পারেননি। কারণ ঐ সময় অভাবের সংসারে মা প্রায়ই তাঁর মজুতকৃত পণ্য সংসারের প্রয়োজনে ব্যবহার করে ফেলতেন।

মাত্র পনের বছর বয়সে আনোয়ারা বেগমের কলকাতার আব্দুল হামিদ নামে আটচল্লিশ বছর বয়স্ক এক উর্দূভাষী লোকের সাথে বিয়ে হয়। স্বামী একান্নবর্তী পরিবার হওয়ায় প্রচুর ধন-সম্পত্তি ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে একান্নবর্তী পরিবার ভেঙ্গে যাওয়া, স্বামীর বেহিসেবে খরচ করার প্রবণতা, রেস খেলার নেশা ইত্যাদি কারণে সংসারে করুণ দশার সৃষ্টি হয়। তখন আনোয়ারা বেগম তাঁর দু'কন্যা সন্তানসহ বাবার গ্রামের বাড়িতে চলে আসেন। এ বাড়িতে তিনি প্রচুর পরিশ্রম করতেন। একেবারে কাজের মেয়েদের মত। কারণ তাঁর ইচ্ছা ছিল, যে কোন উপায়ে নিজের মেয়ে দু'টিকে মানুষ করতে হবে। এ সময়ে চাচাতো বোন ও দুলাভাইয়ের পরামর্শে ঢাকার পাতলা খান লেনে তাদের বাসায় আনোয়ারা বেগম দু'মেয়েকে নিয়ে চলে আসেন।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

ঢাকায় বাসা হয়েছে এ খবর পেয়ে তাঁর স্বামী কলকাতা থেকে ঢাকায় চলে আসেন। এবং তাঁর সাথে বসবাস করতে থাকেন এবং সে সময়ে তাঁদের ঘরে আরো দুটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। ১৯৫৪—৫৫ সালের দিকে তাঁর ব্যবসায়ীকে পুঁজির পরিমাণ দাঁড়ায় তিন হাজার টাকা এবং প্রতি মাসে সকল খরচ বাদ দিয়ে লাভ হতো পাঁচশত টাকা। ব্যবসায় সম্প্রসারণের কথা চিন্তা করে ঐ সময়ের নতুন ঢাকা জিন্নাহ এভিনিউয়ে (বর্তমান নাম বঙ্গবন্ধু এভিনিউ) তাঁর ঔষধের দোকানটি স্থানান্তর করেন এবং নাম দেন 'করিম ড্রাগ হাউস'। যা বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম ঔষধ কোম্পানি কেডিএইচ (KDH) নামে খ্যাত। ১৯৫৮ সালে তিনি ঔষধের পাইকারী ব্যবসায়, আমদানি ও ডিস্ট্রিবিউটরের কাজ শুরু করেন। ঐসময় পাকিস্তান সরকারের ঔষধের বেসরকারি নীতির আওতায় তিনি ঔষধের কারখানা দেওয়ার চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। এ কাজে তাঁকে পাবনার এডরুক ঔষধ কারখানার মালিক জনাব হামিদ সাহেব বেশ সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন।

১৯৫৯ সালে তিনি ইনজেকশন বানানোর জন্য সরকারের লাইনেন্স নেয়ার শর্ত পূরণের জন্য মূল ঢাকা শহর থেকে অনেক দূরে বর্তমানে ধানমন্ডির সাতমসজিদ রোডে চার হাজার টাকায় এক বিঘা নিচু জমি কিনে সেখানে ঔষধ তৈরির প্রমথ কারখানা তৈরি করেন।

দীর্ঘাঙ্গী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সুঠাম দেহের অধিকারিণী আনোয়ারা বেগম বাংলাদেশের স্বল্প সংখ্যক সফল শিল্প উদোক্তাদের মধ্যে নিজের স্থান করে নিতে পেরেছেন অতি সামান্য অবস্থা হতে এবং অসাধারণ অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে।

শাহিদা বেগম গৃহবধূ থেকে উদ্যোক্তা:

বরিশালে লির্বাটি জেন্টস টেইলার্সের স্বত্বাধিকারী শাহিদা বেগম শখ বা পরিকল্পনা করে নয়, নিতান্ত প্রয়োজনে তিনি ব্যবসায় শুরু করেন। কখনও ভাবেননি এরকম কিছু করতে হবে। এক্ষেত্রে তার কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না। যখন শুরু করলেন তখন নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যে পড়েছিলেন। কিন্তু দৃঢ় মনোবল ও পরিশ্রমই তাকে এনে দিয়েছে সাফল্য ও সম্মান। পুরুষদের পোশাক তৈরির কাজ শুরু করেছিলেন এবং কখনো করছেন। শাহিদা বেগম বাস করেন বরিশাল শহরে। স্বামীর টেইলারিং ব্যবসায় আর চার মেয়ে নিয়ে তার দিনগুলো ভালোই চলছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই তার স্বামী অসুস্থ হন। ১৯৯৭ সালে তার স্বামী তাদের সবাইকে রেখে চলে যান পরপারে। শাহিদা যেন চোখে অন্ধকার দেখেন। কীভাবে চলবে সামনের দিনগুলো? মেয়েদের ভবিষ্যত কী হবে? ঘর সংসারের কাজ ছাড়া তিনি কিছুই জানতেন না এমনকি ব্যবসায়ও বোঝেন না। বরিশাল সদর হাসপাতালের কাছে তার স্বামীর জেন্টস টেইলার্সটির অবস্থাও তখন ভালো ছিল না। স্বামী অনেকদিন অসুস্থ থাকায় সমস্ত সঞ্চয়ও শেষ হয়েছিল। শাহিদার সামান্য গহনাই সম্বল ছিল। গহনা বিক্রি করে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েই ব্যবসায়টি শুরু করেন। দোকানের কর্মচারী তখন ছিল ২ জন। তাদের কাছে টেইলারিং শেখেন। শুরু করেন কাজ।

শুরুতে পুরুষ ক্রেতা, পরিবারের লোকজন, আত্মীয়-স্বজন কেউ এ কাজটিকে ভালোভাবে নেননি। কিন্তু তিনি হাল ছেড়ে দেননি। আত্মবিশ্বাস ও কঠিন মনোবল নিয়ে তিনি পুরো পরিস্থিতি সামলে নিয়ে একটি আধুনিক জেন্টস টেইলার্স গড়ে তোলেন। এভাবেই তিনি সাধারণ গৃহবধু থেকে পুরোপুরি ব্যবসায়ী হয়ে উঠেন। তিনি ২০০৮ সালে সফল নারী উদ্যোক্তা হিসেবে এসএমই ফাউন্ডেশন থেকে পুরস্কার পেয়েছেন।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

সরকার প্রদত্ত সহায়তা: সরকার নারী উদ্যোক্তাদেরকে সহায়তা করার জন্য আলাদা পলিসি গ্রহণ করেছে। সরকার প্রদত্ত সুবিধাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- একটি সুষ্ঠু এবং টেকসই শিল্পনীতি করেছে যা নারী এবং পুরুষের সমতা দান করেছে।
- নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার জন্য বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করেছে।
- মহিলাদের সহজে বাজারে প্রবেশের ব্যবস্থা করেছে।
- মহিলা উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করছে।
- মহিলা উদ্যোক্তাদের সহজে বাজারে প্রবেশের ব্যবস্থা করছে।
- যেসব ক্ষেত্রে মহিলা উদ্যোক্তা রয়েছে তাদেরকে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে এবং সেগুলো মূল্যায়ণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।
- মহিলাদের অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরশীলতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।
- যে সকল নারী উদ্যোক্তা সফল হয়েছে তাদেরকে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। এর ফলে অন্য নারী উদ্যোক্তারা উৎসাহিত হয়।
- অনেক সময় নারী উদ্যোক্তাদের আর্থিকভাবে সহায়তা প্রদান করা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাদের কর রেয়াত সুবিধা প্রদান করা হয়।

১০.১১ বাংলাদেশে নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে কিছু সুপারিশমালা

Some Recommendations for Development of Women Entreprenures

- সরকার নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সহজশর্তে ও বিনাসুদে ঋণ প্রদান করতে পারে।
- নতুন নারী উদ্যোক্তাদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- ব্যবসায় বাণিজ্য পরিচালনা সহজ করতে নারীদের জন্য সহজ গণপরিবহন ব্যবস্থা চালু করণ।
- নারীদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা।
- নারীদের প্রতি সমদৃষ্টিভঙ্গি দিতে হবে।
- শুল্ক রেয়াতসহ বিভিন্ন ধরনের সুবিধা দেওয়া।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১। ব্যবসায় উদ্যোগ এর ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?

ক. Business Entrepreneurship
খ. Business Entrepreneur
গ. Business Enterpreneur
ঘ. Business Enterpreneurship

২। নিচের কোনটি ব্যবসায় উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য নয়?

ক. আত্মবিশ্বাস
খ. উদ্ভাবনী ক্ষমতা
গ. পুঁজি সংগ্রহের দক্ষতা
ঘ. ঝুঁকি এড়ানোর মানসিকতা

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৩। নিচের কোনটি আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্র?

ক. কাঠের আসবাবপত্র তৈরি খ. পোশাক শিল্প
গ. বস্ত্র শিল্প ঘ. জাহাজ তৈরি

■ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।**

মি. রাফি যুব উন্নয়ন থেকে প্রশিক্ষণ শেষে কর্মসংস্থান ব্যাংকের সহায়তায় তার নিজ এলাকায় একটি দুগ্ধ খামার স্থাপনের মাধ্যমে তার কর্মজীবন শুরু করেন। তার সঠিক পরিকল্পনার কারণে তিনি পরবর্তীতে সফলতা লাভ করেছেন।

৪। ব্যবসায় উদ্যোগ গড়ে উঠার অনুকুল পরিবেশ কোনটি?

ক. প্রশিক্ষণের সুযোগ খ. অনুদান গ. নদীনালা ঘ. জলবায়ু

৫। মি. রাফি ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের কোন কোন অনুকূল পরিবেশের সুবিধা ভোগ করেছেন?

i. প্রশিক্ষণের সুযোগ
ii. পর্যাপ্ত পুজির প্রাপ্যতা
iii. পরিকল্পনা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও iii খ. ii ও iii গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১। ১০ জহির লেখাপড়ায় করার সময় থেকেই ভাবত নতুন কিছু করার। লেখাপড়া শেষ করে চাকরি না খুঁজে সে একটি ডেইরি ফার্ম করার সিদ্ধান্ত নিল। জহির তার বাবার কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে তাদের গ্রামের বাড়িতে পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি ফার্ম প্রতিষ্ঠা করল এবং আত্নবিশ্বাস, সাহস ও অধ্যাবসায় তাকে সাফল্য এনে দিল।

ক. TMSS এর পূর্ণরূপ কী?
খ. অধ্যাবসায় বৈশিষ্ট্যটি উদ্যোক্তার থাকা আবশ্যক কেন?
গ. জহির তার ফার্মটি গ্রামের বাড়িতে গড়ে তুলেছেন কেন? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে জহিরের উদ্যোগের অবদান উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর ।

২। আরিফ, শামীম ও হাসান তিন বন্ধু সম্প্রতি বি.কম. পাস করেছে। তারা তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করছিল। আরিফ ও শামীম এম.কম এ ভর্তির চিন্তা করছে। হাসান এখনও সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে পারেনি। কারণ তার বাবার ইচ্ছা সে মধ্যপ্রাচ্যের কোন দেশে চলে যাক। কিন্তু মেধাবী হাসান চায় দেশেই কিছু করতে। এজন্য সে গরু ছাগল পালনের উপর দু'মাসের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এতে তার মনোবল বেড়ে যায়। বিদেশ যাবার টাকা দিয়ে সে বাড়িতে গরু, ছাগল খামার প্রতিষ্ঠা করে। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করে নিজেই চেষ্টায় আজ সে স্বাবলম্বী।

ক. আত্মকর্মসংস্থান কী?
খ. ব্যবসায় উদ্যোক্তা বলতে কী বুঝায়?
গ. হাসান গরু-ছাগল খামার প্রতিষ্ঠা কোন ধরনের কাজের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. স্ববলম্বী হবার পেছনে কোন গুণটি হাসানকে বেশি প্রভাবিত করেছে বলে তুমি মনে কর। বিশ্লেষণ কর।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

একাদশ অধ্যায়

ব্যবসায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

USES OF INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY IN BUSINESS

বর্তমান যুগকে বলা হয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগ। এটি তথ্য প্রযুক্তির বর্ধিত রুপ। এটি হচ্ছে টেলিযোগাযোগ কম্পিউটার ও সফটওয়্যার, তথ্য সংরক্ষণ, অডিও ভিজ্যুয়াল-এর সমন্বিত রুপ যার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা সহজেই তথ্যে অনুপ্রবেশ এবং তথ্য সংরক্ষণ করতে পারে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বলতে ঐ ধরনের পণ্যকে বোঝায় যেগুলো সহজেই তথ্য সংরক্ষণ, উদ্ধার, নিপুণভাবে পরিচালনা বা ব্যবহার করা এবং ডিজিটাল ফর্মে আদান-প্রদান করে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা জানতে পারব–

- ব্যবসায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা।
- ব্যবসায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার।
- অনলাইন ব্যবসায় ধারণা, গুরুত্ব ও পদ্ধতি।
- ই-কমার্স এর ধারণা ও পদ্ধতি।
- ই-বিজনেস ধারণা ও পদ্ধতি।
- ই-মার্কেটিং ধারণা, গুরুত্ব ও পদ্ধতি।
- ই -রিটেইলিং ধারণা, পদ্ধতি ও সুবিধা।
- ই- ব্যাংকিং ধারণা, পদ্ধতি ও সুবিধা।
- ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা।
- মোবাইল ব্যাংকিং ধারণা এবং এর গুরুত্ব।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

১১.১. ব্যবসায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ধারণা
Concept of Use of Information and Communication Technology

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বলতে ঐ ধরনের পন্যকে বোঝায় যেগুলো সহজেই তথ্য সংরক্ষণ, উদ্ধার, নিপুণভাবে পরিচালনা বা ব্যবহার করা এবং ডিজিটাল ফর্মে আদান-প্রদান করে।

তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাকে এক কথায় বলা হয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বা ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিনিউনিকেশন টেকনোলোজ (আইসিটি)। ব্যবসায়িক কারণে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অথবা দক্ষ তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য তথ্য আহরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিতরণ অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আইসিটির ব্যাপক উন্নতির ফলে মানুষ পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় আনতে পেরেছে। ইন্টারনেটের কল্যাণে মানুষ সব সময় ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ের সাথে সংযুক্ত থাকতে পারছে। আজকে ব্যবসায়-বাণিজ্যে কম্পিউটার, ইন্টারনেট মোবাইল, টেলিফোন ইত্যাদি ছাড়া যেনো কোন কিছুই কল্পনা করা যায় না।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. প্রচলিত কম্পিউটার নির্ভর প্রযুক্তি।
২. আধুনিক ডিজিটাল যোগাযোগ প্রযুক্তি।

১১.২ ব্যবসায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা/গুরুত্ব
Importance of Information and Communication Technology in Business

কাজের দক্ষতা বাড়ানো (Increase efficiency)

কাজের দক্ষতা বলতে কাজকে দ্রুত ও কম সময়ে সঠিকভাবে সম্পন্ন করা বুঝায়। কাজের প্রতিটি ধাপের পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া গেলে কাজ দক্ষতার সাথে করা যায়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগে বাস্তবায়িত ইনফরমেশন সিষ্টেম ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্যই হলো কাজের দক্ষতা বাড়ানো।

কাজ ফলপ্রদ করা (Make the Work Effective): তথ্য ও প্রযুক্তি যোগাযোগ প্রযুক্তির আর একটা গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো কাজকে ফলপ্রদ করা। কাজের প্রতিটি ধাপে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পেলেই কাজকে ফলপ্রদ করা যেতে পারে।

উন্নত গ্রাহক সেবা (Develop Customer Service): তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে বিভিন্ন কোম্পানির গ্রাহক সেবার মানোন্নয়ন করছে। কারণ, যে প্রতিষ্ঠান যত বেশি গ্রাহক সেবা দিতে পারবে, সে প্রতিষ্ঠানই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সক্ষম হবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে এই গ্রাহক সেবার মান উন্নত করা যায়।

পণ্য তৈরি ও উন্নয়ন (Producing Product and its Development): অনেক প্রতিষ্ঠান যেমন ব্যাংক, বীমা, অর্থায়ন সেবা, পর্যটন সংস্থা ইত্যাদি তাদের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তথ্যকে প্রধান শক্তি হিসেবে ব্যবহার করে বিভিন্ন পণ্য তৈরি করে কিংবা উৎপাদিত পণ্যের মান উন্নয়ণ করে। বই উৎপাদিত পন্যকে ইনফরমেশন ইনটেনসিভ পণ্য বলে। ইনফরমেশন সিস্টেমের সহযোগিতার তথ্যের প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে উৎপন্ন পন্য বিভিন্ন ধরনের হতে পারে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

পণ্যের বিপনন (Marketing of Products): তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শুধু মাত্র উন্নত পণ্য তৈরি করতেই সহায়তা করে থাকে না; পণ্যের বিপননে ও সহায়তা করে থাকে।

ব্যবসায়-সুযোগ শনাক্ত করা ও কাজে লাগানো (Identify business opportunities and apply it): পৃথিবী বদলে যাচ্ছে। সেই সাথে বদলে যাচ্ছে মানুষের রুচি, চাহিদা এবং জীবণধারন প্রণালী। ফলে ব্যবসায়ের ক্ষেত্র ও ধরণ পাল্টে যাচ্ছে। এই অবস্থায় তথ্য ব্যবস্থা বাজার তথ্যের সমন্বয় করে এর সাহায্যে ব্যবসায়ের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। একটি প্রতিষ্ঠানের কত দ্রুত এবং কী কী বিষয় পরিবর্তন করতে হবে, তথ্য ব্যবস্থা তা সহজে নির্ণয় করতে দেয়।

গ্রাহক ধরে রাখা ও প্রতিযোগীকে দূরে রাখা (Keep the customers and avoid competitors): ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান এবং গ্রাহক প্রত্যেকেই পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে লাভবান হতে পারে। ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর মাধ্যমে গ্রাহকদের ধরে রাখতে পারে এবং প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানকে দূরে রাখতে পারে। তথ্য ব্যবস্থার সহায়তায় গ্রাহকদের এবং প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে গ্রাহক ধরে রাখা যায়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি বর্তমান যুগে টিকে থাকতে হলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপর অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে।

১১.৩ ব্যবসায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার
Use of Information and Communication Technology

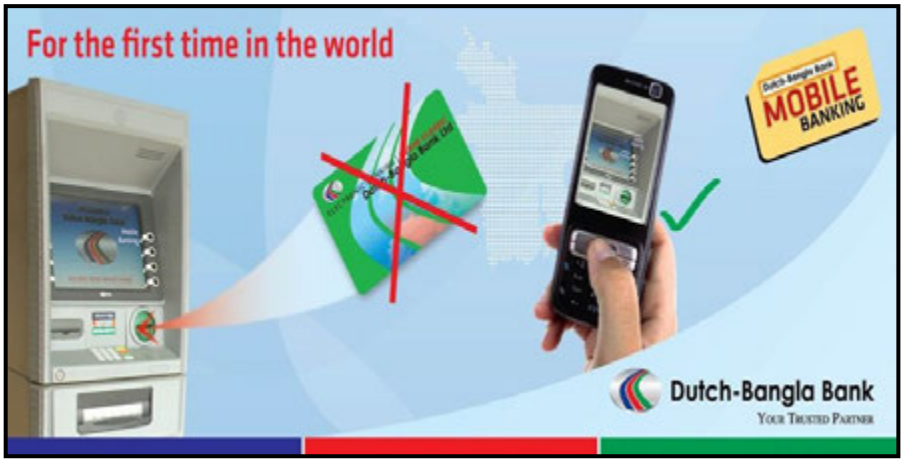

মোবাইল ব্যাংকিং (Mobile Banking): ১৯৯৭ সালে ফিনল্যান্ডের মেরিটা ব্যাংক সর্বপ্রথম মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। ব্যাংকিং কর্মপরিচালনায় ব্যবহৃত মোবাইল ফোন বা অন্যান্য মোবাইল ডিভাইসের মাধ্যমে যে সেবা দেওয়া হয় সেটি মোবাইল ব্যাংকিং নামে পরিচিত। ৩১শে মার্চ, ২০১২ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম বাংলাদেশে শুরু হয়। বেসরকারী খাতের ডাচ-বাংলা ব্যাংক দেশের দুই মোবাইল ফোন প্রতিষ্ঠান বাংলালিংক ও সিটিসেলের সহায়তায় এ মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশ ব্যাংক পূর্ণাঙ্গ মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমের জন্য ১৮ টি বাণিজ্যিক ব্যাংককে অনুমোদন দিয়েছে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

মোবাইল ব্যাংকিংয়ে প্রাপ্ত সেবা:

টাকা জমা দেয়া ও উত্তোলন, পণ্য বা সেবা ক্রয়ের মূল্য পরিশোধ, বিভিন্ন ধরেনের বিল পরিশোধ, বেতন ভাতা বিতরণ, এটিএম থেকে অর্থ উত্তোলন, ফান্ড ট্রান্সফার ইত্যাদি।

বিভিন্ন নামে মোবাইল ব্যাংকিং: বাংলাদেশের বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকে মোবাইল ব্যাংকিং বিভিন্ন নামে অভিহিত।

মোবাইল ব্যাংকিং	-	ডাচ-বাংলা ব্যাংক
এম-পে	-	মার্কেন্টাইল ব্যাংক
এক্সপ্রেস ক্যাশ	-	ব্যাংক এশিয়া
ইজি ক্যাশ	-	প্রাইম ব্যাংক

ইউ আই এস সি থেকে মোবাইল ব্যাংকিং (UISC To Mobile Banking):

ব্যাংকিং সুবিধার বাইরে থাকা বিশাল জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকিং সুবিধার আওতায় আনতে কাজ করছে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র। ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র (ইউ আই এস সি) থেকে বিভিন্ন ব্যাংকের মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে গ্রামীন জনপদের মানুষকে এ সুবিধা দেয়া হচ্ছে।

ডাচ-বাংলা ব্যাংক মোবাইল ব্যাংকিং রেজিস্ট্রেশন:

বাংলাদেশে যে কয়টি ব্যাংক মোবাইল ব্যাংকিং চালু করেছে তার মধ্যে ডাচ্ বাংলা ব্যাংক অন্যতম। এই ব্যাংকের মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম বর্তমানে বেশ জনপ্রিয়।

প্রথমেই নির্দিষ্ট এজেন্ট দোকান বা ডিবিবিল মোবাইল ব্যাংকিং শাখা থেকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন হবে ২ কপি ছবি, ন্যাশনাল/ভোটার আইডি কার্ডের ফটোকপি আর মোবাইল ফোন। ডিবিবিল মোবাইল ব্যাংকিং এর জন্য ১০০ টাকা লাগবে, যা একাউন্ট জমা হবে। যদি মোবাইল নম্বর ০১৮১৪০৩৫১৫৮ হয় এবং চেক ডিজিট ৬ হয় তবে তার একাউন্ট নম্বর হবে ০১৮১৮০৩৫১৫৬। এর পর মোবাইলে একটি কল আসবে যেখানে চার ডিজিটের গোপন পিন নম্বর/পাসওয়ার্ড দিতে হবে। তারপর একটি নিশ্চিতকরণ এসএমএস আসবে। রেজিস্ট্রেশন করা যাবে যে কোন নেটওয়ার্কে।

লেনদেন: একাউন্টে টাকা জমা দিতে এজেন্ট পয়েন্টে গিয়ে একাউন্ট নম্বর ও টাকা দিলে এজেন্ট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে দেবে, মোবাইলে একটি নিশ্চিতকরণ এসএমএস আসবে। ATM বুথ থেকেও টাকা উত্তোলন করা যাবে। ব্যাংকে টাকা জমা ও উত্তোলন দুটোই সম্পন্ন করা যায়।

ই-কমার্স (E-Commerce)

ইলেক্ট্রনিক উপায়ে পণ্য ও সেবা সামগ্রী ক্রয় ও বিক্রয়ের প্রক্রিয়াকে ই-কমার্স বলে। এ পদ্ধতিতে বিক্রেতারা তাদের পণ্য ও সেবা সামগ্রী ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে ক্রেতাদের নিকট উপস্থাপন করে। ক্রেতারা তথ্য অনুসন্ধান করে, তারা কী চায় তা চিহ্নিত করে এবং ক্রেডিট কার্ড বা অন্য ইলেক্ট্রনিক পরিশোধ পদ্ধতি ব্যবহার করে অর্ডার প্রদান করে। ই-কমার্সের মাধ্যমে একজন ক্রেতা যেমন বিশ্বের যে কোন দেশের পণ্য ক্রয় করতে পারে, তেমনি একজন বিক্রেতা বিশ্বের যেকোন দেশের বিক্রেতার কাছে তার পণ্য বিক্রয় করতে পারে। আর এটা সম্ভব হয়েছে ইন্টারনেটের ব্যবহার বৃদ্ধির কারণে ।

উপরের আলোচনার মাধ্যমে আমরা বলতে পারি, ইলেক্ট্রনিক উপায়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে পণ্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের প্রক্রিয়াকে ইলেকক্ট্রনিক কমার্স বলে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

ই-বিজনেস (E-Business)

ই-বিজনেস এর পূর্ণ অর্থ হলো ইলেক্ট্রনিক বিজনেস অথবা ইন্টারনেট বিজনেস। ব্যবসায়ের সকল কার্যক্রমকে সহায়তা করার জন্য যখন তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি (IT) ব্যবহার করা হয়, তখন তাকে ই-বিজনেস বলে। ই-বিজনেস বলতে বুঝায় কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে শিল্প, বাণিজ্য ও পণ্য বিনিময়ের কার্যাদি সম্পাদন করা। ই-বিজনেস কোম্পানির অভ্যন্তরীন এবং বহিঃস্থ তথ্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে বিভিন্ন সরবরাহকারী এবং অংশীদারদের সাথে কাজ করে এবং ক্রেতা ও ভোক্তাদের চাহিদা ও প্রত্যাশা পূরণ করে থাকে। ই-বিজনেস, ই-কমার্স থেকে আলাদা। ই-বিজনেস সবসময় সেইসব কার্যাবলীর উপর গুরুত্ব আরোপ করে যেগুলো ইলেক্ট্রনিক সক্ষমতার মাধ্যমে সংগঠিত হয়। আর ই-কমার্স হলো ই-বিজনেস এর একটি উপসেট (Sub set) বা অংশ। ই-বিজনেস সম্পূর্ণ ভেলু চেইন (Value Chain) এর সাথে সম্পর্কযুক্ত।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, কম্পিউটার বা ইন্টারনেট ব্যবহার করে যখন উৎপাদন, বন্টন বা উৎপাদন বন্টন সহায়ক যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করা হয় তখন তাকে ই-বিজনেস বা ইলেকট্রনিক বিজনেস বলা হয়।

ই-মার্কেটিং (E-Marketing)

ই-মার্কেটিং এর পূর্ণ রূপ হলো ইলেক্ট্রনিক মার্কেটিং। ই-মার্কেটিং অনেক সময় ইন্টারনেট মার্কেটিং বা অনলাইন মার্কেটিং এর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

সাধারণ অর্থে ই-মার্কেটিং বলতে মার্কেটিং এ নীতিমালা এবং কলাকৌশল ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম বা ইন্টারনেট এর মাধ্যমে প্রয়োগ করাকে বুঝায়। অন্যভাবে বলা যায়, ই-মার্কেটিং বলতে বোঝায় ইন্টারনেট ব্যবহার করে কোন ব্রান্ডের বাজারজাতকরণ। এটার মধ্যে সরাসরি বাজারজাতকরণ বা পরোক্ষ বাজারজাতকরণ উভয়ই রয়েছে এবং এখানে ব্যবসায় এবং ক্রেতাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে ব্যাপক হারে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়।

ই-মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে আমরা নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো দেখতে পাই:

i. ই-মার্কেটিং হচ্ছে কম্পিউটার পদ্ধতির মাধ্যমে ইলেক্ট্রনিক উপায়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যোগাযোগ
ii. এর মাধ্যমে বিক্রেতা সহজে ক্রেতাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে
iii. এর মাধ্যমে ক্রেতাদের সাথে দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক স্থাপন করা যায়
iv. মার্কেটিং এর নীতিমালা এবং কলাকৌশল ইলেক্ট্রনিক উপায়ে প্রয়োগ করা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, ই-মার্কেটিং বলতে ঐ সকল কার্যাবলীকে বোঝায় যেগুলো সম্পাদন করা হয় World Wide Web (ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব) এর মাধ্যমে যার লক্ষ্য হচ্ছে নতুন ব্যবসায়কে আকর্ষণ করা, বর্তমান ব্যবসায়কে ধরে রাখা এবং এটির ব্রান্ডের পরিচিতি বৃদ্ধি করা।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

কর্মপত্র-১

ই-বিজনেস ও ই-মার্কেটিং এর ধারণা থেকে এদের মধ্যে ৩টি পার্থক্য খুঁজে বের কর।

ই-বিজনেস	ই-মার্কেটিং
• • •	• • •

ই-রিটেইলিং (E-Retailing)

ই-রিটেইলিং এর পূর্ণ অর্থ হলো ইলেক্ট্রনিক রিটেইলিং (Electronic Retailing)। ই-রিটেইলিং হলো বিজনেস টু কনজুমার বা ব্যবসায় থেকে ভোক্তা (B2C) লেনদেনের প্রতিশব্দ। সাধারণভাবে খুচরা পণ্য দ্রব্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিক্রি করাকে ই-রিটেইলিং বলে।

ব্যাপক অর্থে ই-রিটেইলিং হলো বিক্রেতা কর্তৃক সরাসরি ইন্টারনেট বা ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে ভোক্তাদের কাছে পণ্য দ্রব্য বিক্রি করা। কেউ কেউ ইহাকে ই-সপ, ই-স্টোর, ইন্টারনেট সপ, অনলাইন স্টোর, ওয়েব স্টোর ইত্যাদি নামে অভিহিত করে। পৃথিবীর বিখ্যাত দুইটি ই-রিটেইলিং হলো আমাজন ডট কম (Amazon.com) এবং ই-বে (e-Bay)। বাংলাদেশের বিক্রয় ডট কম (bikroy.com) একটি ই-রিটেইলিং এর উদাহরণ।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, যখন কোন প্রতিষ্ঠান সরাসরি পণ্য দ্রব্য দোকানে না সাজিয়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাটালগে পণ্য সাজিয়ে রাখে এবং ক্রেতারা সরাসরি দোকানে না এসে অনলাইনের মাধ্যমে পণ্য দ্রব্য ক্রয় করতে পারে তখন তাকে বলে ই-রিটেইলিং।

অনলাইন ব্যবসায় (Online Business)

বিপণন পণ্য ও পরিসেবা ইন্টারনেট ব্যবহার করে অনলাইনের মাধ্যমে যে ব্যবসায় করা হয় তাকে অনলাইন ব্যবসায় বলে। অনলাইন ব্যবসায়ে একটি প্রতিষ্ঠান তার সকল পণ্য-দ্রব্য সম্পর্কে যাবতীয় সকল কিছু অনলাইন ক্যাটালগে দিয়ে রাখে। যে কেউ ঐ ক্যাটালগ দেখতে পারে ও পণ্য পছন্দ করে অনলাইনেই পণ্যের ফরমায়েশ প্রদান করতে পারে। এই ফরমায়েশের মাধ্যমেই বিক্রেতা তার পণ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করে। এই ধরনের পণ্যের মূল্য অনলাইনেই পরিশোধ করতে হয়। অনলাইন ব্যবসায়ের প্রধান মাধ্যম হিসেবে ইন্টারনেট ব্যবহার করা হয়।

ইন্টারনেট হাজার হাজার গ্রাহককে পণ্য সম্পর্কে খুব সহজেই তথ্য দিতে পারে, যার মাধ্যমে গ্রাহকরা পণ্য সম্পর্কে আকৃষ্ট হয় এবং পণ্য ক্রয়ের প্রতি আগ্রহী হয়। তবে অনলাইন ব্যবসায়ে বিশ্বাস এবং সততা খুবই জরুরী। এটি না থাকলে এ ব্যবসায়ে সফল হওয়া প্রায় অসম্ভব।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

ই-ব্যাংকিং / ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর ধারণা

Concept of E-Banking/Electronic Banking

ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং পদ্ধতি হলো ব্যাংকিং সেবা সুবিধা প্রদানের আধুনিক কৌশল বা পদ্ধতি। এটি এমন এক ধরনের ব্যাংকিং সেবা পদ্ধতি যেখানে উন্নত ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অতিদ্রুত, নির্ভুল এবং ব্যাপক বিস্তৃত সেবা প্রদান সম্ভব। এ ধরনের ব্যাংকিং পদ্ধতি সনাতন, কায়িক শ্রমনির্ভর, সীমিত সেবাসম্বলিত, মন্থর, কাগজ ও নথির জমাকৃত স্তুপের সেকেলে ব্যাংকিং পদ্ধতির অবসান ঘটিয়েছে।

বাংলাদেশের প্রখ্যাত ব্যাংক বিষয়ক লেখক ডঃ এ আর খান এ সম্পর্কে বলেন, "ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং হলো উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিকতম তড়িৎবাহী বা উপগ্রহ নির্ভর কম্পিউটারায়িত প্রক্রিয়াসমূহ যার মাধ্যমে ব্যাংক দ্রুততা ও নির্ভুলতা নিশ্চিতপূর্বক গ্রাহকদেরকে কাম্য সেবা প্রদানসহ পারস্পরিক যোগাযোগ সংস্থাপনে সক্ষম হয়।

ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং পদ্ধতিসমূহ (Methods Of E-Banking)

■ হোম ব্যাংকিং (Home Banking):

হোম ব্যাংকিং হলো এমন ব্যাংকিং ব্যবস্থা, যেখানে ব্যাংকের শাখায় না গিয়ে ঘরে বসেই ব্যাংকিং কার্যাবলী সম্পাদন করাকে বোঝায়। হোম ব্যাংকিং সাধারণত টেলিফোন বা ইন্টারনেটের সাহায্যে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। যদিও হোম ব্যাংকিং ১৯৮০ সালে শুরু হয় তথাপি ১৯৯০ সালের মাঝামাঝিতে এটি জনপ্রিয়তা অর্জন করে থাকে। ব্যাংকিং এর জনপ্রিয়তার কারণে বর্তমানে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

■ বিক্রয় বিন্দু সেবা (Point of sale (POS):

POS বলতে এমন স্থানকে বোঝায় যেখানে খুচরা লেনদেন সম্পাদন হয়। এটা হচ্ছে এমন একটি পয়েন্ট যেখানে পণ্য ও সেবার মূল্য ব্যবসায়ীদেরকে প্রদান করা হয়। আর পণ্য বা সেবার মূল্য নির্ধারণ করার জন্য এখানে স্ক্যানার বা ইলেকট্রনিক মেশিন ব্যবহার করা হয়।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

■ স্বয়ংক্রীয় গণনা যন্ত্র (ATM):

মনুষ্যবিহীন স্বয়ংক্রীয়ভাবে পরিচালিত অর্থ লেনদেন ব্যবস্থাকেই এটিএম বলে। অটোমেটেড টেলার মেশিন (এটিএম) বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত এবং জনপ্রিয় সেবা প্রদানকারী অনুষঙ্গ। এটি একটি প্লাস্টিক কার্ড, যা নগদ জমা এবং উত্তোলনের কাজে চব্বিশ ঘন্টা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এটি এমন একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র যা প্রতিষ্ঠানের লবিতে, এপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স, বাণিজ্যিক এলাকা, শপিং সেন্টার, কারখানা এলাকা ইত্যাদি যে কোন এলাকায় স্থাপন করা যায়। এর মাধ্যমে ব্যাংকগুলো তাদের বিভিন্ন খুচরা সেবাগুলো গ্রাহকদের অতি সন্নিকটে পৌঁছে দিতে পেরেছে। সারা দেশে প্রায় প্রত্যেকটি ব্যাংকের নিজস্ব বুথের পাশাপাশি শেয়ারড বুথও রয়েছে। এতে সুবিধা হলো যেমন-(ক) চেক প্রয়োজন হয় না (খ) স্বাক্ষর মিল-অমিলের কোন সংশয় নেই (গ) ৩৬৫ দিনের যে কোন সময়ে সেবা প্রাপ্তির সুবিধা (ঘ) কাউন্টারে যন্ত্রণাদায়ক ভিড়ের মধ্যে পড়ে থাকতে হয় না (ঙ) সহজে বহনযোগ্য (চ) সকল পক্ষের সময় ও অর্থ সাশ্রয় ইত্যাদি।

■ ক্রেডিট কার্ড (Credit Card):

'ফ্রাঙ্কলিন ন্যাশনাল ব্যাংক' ১৯৫১ সালে সর্বপ্রথম ক্রেডিট কার্ডের প্রচলন করে। ১৯৬৬ সালে 'ব্যাংক অব আমেরিকা' তার ক্রেডিট স্কীম চালু করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এবং অন্যান্য দেশের সর্বাধিক ব্যাংকগুলোকে এ লাইসেন্স দেয়। এ প্রক্রিয়ায় ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহককে ব্যাংকের টাকা ব্যবহারের একটি লিমিট দেয়া হয়। গ্রাহক তার একাউন্টে টাকা না থাকা সত্ত্বেও এ কার্ড দিয়ে টাকা উত্তোলন করতে পারেন কিংবা বিভিন্ন শপিং প্রতিষ্ঠান থেকে কেনাকাটা সম্পন্ন করতে পারেন। ক্রেডিট কার্ডে খরচ করার জন্য কার্ড ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান তার গ্রাহকদের প্রায়শ একটি অনুগ্রহ সময় দিয়ে থাকে। বর্তমানে পৃথিবীতে সর্বাধিক প্রচলিত ক্রেডিট কার্ডগুলো হলো ভিসা, এমেক্স, মাস্টার, আমেরিকান এক্সপ্রেস, গোল্ড কার্ড ইত্যাদি।

■ এসএমএস ব্যাংক (SMS Bank):

ব্যাংকের শাখায় মোবাইল নম্বর রেজিস্ট্রেশন করে এসএমএস ব্যাংকিং সেবা চালু করতে হয়। যে কোন সময় একাউন্ট ব্যালেন্স ও স্টেটমেন্ট পেতে এসএমএস ব্যাংকিং সেবা অতুলনীয়। এ সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে শাখার গ্রাহকসেবার মান উন্নতি করা সম্ভব। যে সকল গ্রাহক শুধুমাত্র একাউন্ট ব্যালেন্স জানার জন্য শাখায় আসেন এসএমএস ব্যাংকিং চালু করলে ব্যালেন্স জানার জন্য তাদের শাখায় আসার দরকার হবে না। এতে ব্যাংকার ও গ্রাহকের সময়, শ্রম ও অর্থ সাশ্রয় হয়।

■ বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ (BACH):

বাংলাদেশে ক্লিয়ারিং জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি নাম বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ (বিএসিএইচ)। এই নেটওয়ার্কের আওতায় এখন কেন্দ্রীয়ভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে ক্লিয়ারিং সম্পন্ন হয়ে থাকে। এতে গ্রাহকরা একদিনেই তার চেক তার ব্যাংকের যে কোন শাখার মাধ্যমে ক্লিয়ারিং করিয়ে অর্থ উত্তোলন করতে পারছেন, যা আগে ক্ষেত্র বিশেষে এক সপ্তাহও লেগে যেত। এক্ষেত্রে কেবল চেকের ইমেজ পাঠাতে হয়, পূর্বের মত মূল চেক পাঠানোর প্রয়োজন হয় না। এ ব্যবস্থা ব্যাংকিং-এ প্রভূত অগ্রগতি ও স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করেছে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

■ মোবাইল ব্যাংকিং (Mobile Bankig):

মোবাইল ব্যাংকিং এমন একটি শাখাবিহীন ডিজিটাল ব্যাংকিং সিস্টেম যার মাধ্যমে স্বল্প খরচে দক্ষতার সাথে ব্যাংকিং সুবিধাবঞ্চিত মানুষের নিকট পৌঁছানো যায়। এ পদ্ধতির সাহায্যে প্রকৃত অন-লাইন সুবিধা পাওয়া যায়। ইন্টারনেট ব্যবহার করে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে মোবাইলে টাকা রিচার্জ করা যায়। এটি প্রত্যেকের জন্য প্রয়োজনী অতি কাঙ্ক্ষিত একটি সেবা। প্রি-প্রেইড প্যাকেজে ১০ টাকা থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত দিনে সর্বোচ্চ পাঁচবার রিচার্জযোগ্য। পোস্টপেইড প্যাকেজে ৫০ টাকা থেকে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত দিনে সর্বোচ্চ পাঁচবার রিচার্জযোগ্য। এতে কোন চার্জ প্রযোজ্য নয়। দিনে ২৪ ঘন্টা, সপ্তাহে ৭ দিন ও বছরে ৩৬৫ দিন ব্যাংকিং সুবিধা। এ পদ্ধতিতে বিদেশ থেকে অর্থ প্রেরণ ও গ্রহণ, নগদ টাকা জমা/উত্তোলন, এক একাউন্ট হতে অন্য একাউন্টে অর্থ স্থানান্তর, একাউন্টের ব্যালেন্স জানা, বেতন/ভাতা প্রেরণ ও গ্রহণ, মোবাইল টপ-আপ (রিচার্জ), পণ্য ক্রয়-বিক্রয়, যে কোন মোবাইল ফোন ও সিম ব্যবহার করে এই সুবিধা গ্রহণ, মাত্র ২০ টাকা জমা দিয়ে একাউন্ট খোলাসহ আরো অনেক সুবিধা গ্রহণ করা যায়। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ডাচবাংলা ব্যাংক মোবাইল ব্যাংকিং সার্ভিস চালু করে। 'এম ব্যাংকিং' নামে ইসলামী ব্যাংকও এ সেবা চালু করেছে।

■ ডেবিট কার্ড (Debit Card):

ডেবিট কার্ড ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফারের একটি অন্যতম পদ্ধতি, যা 'ক্যাশকার্ড' বা 'এসেট কার্ড' হিসেবে বহুল প্রচলিত। এটি ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমানতকারীকে প্রদত্ত চুক্তিভিত্তিক সাংকেতিক নম্বরযুক্ত এক ধরনের বিশেষ প্লাস্টিক কার্ড। এর মাধ্যমে ইলেক্ট্রনিক উপায়ে তহবিল স্থানান্তর ও আমানত হিসাব থেকে টাকা উত্তোলন করা যায়। কার্ডটি নগদ টাকা, চেক বা ক্রেডিট কার্ডের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সচ্ছল লোকদের নিকট এ কার্ডের গ্রহণযোগ্যতা বেশি।

■ অনলানই ব্যাংকিং (Online banking):

অনলাইন ব্যাংকিং হলো কোন একক ব্যাংকের একাধিক শাখা বা একাধিক ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার মধ্যে কম্পিউটার প্রযুক্তিনির্ভর একটা নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে নেটওয়ার্কের অধীন ব্যাংকের যে কোন শাখায় গিয়ে একজন গ্রাহক তার ব্যাংক হিসাবের সুবিধা গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ তাদের কম্পিউটারে উক্ত হিসাব বের করে লেনদেন সম্পাদন করতে পারে। অর্থ জমাদান, অর্থ সংগ্রহ, চেকের অর্থ সংগ্রহ, বিল প্রদান ইত্যাদি নানান কাজে অনলাইন ব্যাংকিং সেবা কাজে লাগানো যায়। এরূপ ব্যাংকিং একটা নির্দিষ্ট স্থানে গণ্ডিবদ্ধ সীমিত লেনদেন ব্যবস্থাকে গণ্ডির বাইরে এনে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করেছে এবং নগদ অর্থ বহনের বা ড্রাফট করে নিয়ে তা ভাঙ্গানোর প্রয়োজন দূর করেছে।

■ ই-ব্যাংকিং এর সুবিধা (Benefits of E-Banking):

ই-ব্যাংকিং থেকে ক্রেতা, ব্যাংক শিল্প এবং সাধারণ অর্থনীতিতে বিভিন্ন সুবিধা পেয়ে থাকে। নিম্নে ই-ব্যাংকিং এর সুবিধা আলোচনা করা হলো:

■ ক্রেতার সুবিধা (Benefits to customar):

ক্রেতারা অনলাইন হিসাবের মাধ্যমে সহজেই দিন রাত ২৪ ঘন্টা টাকা উত্তোলন করতে পারে এবং ক্ষেত্রবিশেষে জমাও দিতে পারে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

* নগদ টাকা উত্তোলন ছাড়াও ব্যালেন্স অনুসন্ধান ও মিনি ব্যাংক স্টেটমেন্ট পেতে সহায়তা করে থাকে।
* ইং-ব্যাংকিং এর সাহায্যে বর্তমানে সহজেই ইউটিলিটি বিল পরিশোধ করা যায়। এর জন্য আর ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না।
* একটা একক ওয়েব সাইট এর মাধ্যমে ব্যাংকের যাবতীয় কার্যাবলি ও সুবিধা সম্পর্কে জানা যায়।
* ক্রেডিট কার্ডের সাহায্যে বিশ্বের যেকোন দেশ থেকে পন্য কেনা যায়। এর জন্য আর পেপার নোট বহন করতে হয় না।
* ডেবিট কার্ডের সাহায্যে দেশের যে কোন শাখা থেকে টাকা উত্তোলন করা যাবে।

■ **ব্যাংকের সুবিধা (Benefits to Bank):**

ই-ব্যাংকিং এর কারণে ক্রেতার পাশাপাশি ব্যাংক ইন্ডাস্ট্রি ও অনেক সুবিধা পেয়ে থাকে যার উল্লেখযোগ্যগুলো হলো:

* ই-ব্যাংকিং এর কারণে ব্যাংকের অনেক পরিচালনা ব্যয় এবং উপরি ব্যয় হ্রাস পায়।
* অনেক কাজ অনলাইনের মাধ্যমে করায় কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
* ই-ব্যাংকিং এর কারণে ব্যাংকগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা বেড়েছে, সব ব্যাংক এখন আরো উন্নত সেবা প্রদানের চেষ্টা করছে যা ব্যাংক ব্যবস্থা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
* ই-ব্যাংকিং সহজেই তাদের লেনদেনগুরো ডকুমেন্ট আকারে সংরক্ষণ করতে পারে।
* শাখা নেটওয়ার্কের তুলনায় কম্পিউটার নেটওয়ার্ক দ্রুত কাজ করতে পারে।

ক্রেতা এবং ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিজ এর উন্নয়নের পাশাপাশি সাধারণ অর্থনীতিতেও ই-ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তাই দিন দিন ই-ব্যাংকিং এর ব্যবহার বাড়ছে।

কর্মপত্র-২

এটিএম কার্ড ব্যবহারের কারণে সনাতন পদ্ধতি অপেক্ষা যে সুবিধাগুলো পাওয়া যায় তার একটা তালিকা তৈরি কর।	
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১। সর্বপ্রথম মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হয় কত সালে?

ক. ১৯৩২ খ. ১৯৩৪

গ. ১৯৯৪ ঘ. ১৯৯৭

২। ই-কমার্স বলতে নিম্নের কোনটিকে বুঝায়?

ক. ইলেক্ট্রনিক উপায়ে পণ্য ও সেবা সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়

খ. ব্যবসায়ের সকল কার্যক্রমে সহায়তা করা

গ. ইন্টারনেট মাধ্যম প্রয়োগ করা

ঘ. ব্যাংকিং কর্ম পরিচালনা করা

■ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।**

মি. রেজা এমন একটি ব্যাংকে হিসাব খুলেছেন যেখানে উন্নততর প্রযুক্তি ব্যবহার করে অতিদ্রুত, নির্ভূল এবং ব্যাপক সেবা প্রদান করে। এছাড়াও ব্যাংক তাকে বিভিন্ন আধুনিক সেবা সুবিধাও অফার করছে।

৩। মি. রেজার ব্যাংক ব্যবস্থার ধরনটি কেমন?

ক. ই-ব্যাংকিং

খ. মিশ্র ব্যাংকিং

গ. চেইন ব্যাংকিং

ঘ. গ্রুপ ব্যাংকিং

৪। ব্যাংক মি. রেজাকে যে সকল আধুনিক সুবিধা অফার করছে তা হতে পারে—

i. ডেবিট কার্ড

ii. ক্রেডিট কার্ড

iii. লকার ভাড়া

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১। জারিফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে থাকে। তার বাবা গোপালগঞ্জ সদরে ডাচ-বাংলা ব্যাংক থেকে ছেলের জন্য টাকা পাঠান। উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে পাঁচ মিনিট পরই জারিফ ঢাকার ডাচ-বাংলা ব্যাংক, ধানমন্ডি শাখা থেকে টাকা উঠায়। ব্যাংকটি বর্তমানে আরও আধুনিক প্রযুক্তি সেবা যেমন—টাকা জমা ও উত্তোলন, পণ্য ও সেবা ক্রয়ের মূল্য পরিশোধ, বিভিন্ন ধরনের বিল পরিশোধ, বেতন-ভাতা ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে এক ধাপ এগিয়ে আছে।

ক. ই-রিটেইলিং কী?

খ. ই-বিজনেস বলতে কী বুঝায়?

গ. কোন ধরনের ব্যাংকিং ব্যাবস্থার সুবাদে জারিফ দ্রুত টাকা উঠাতে পেরেছে—ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ডাচ-বাংলা ব্যাংকের আরও আধুনিক প্রযুক্তি বলতে কী ধরনের প্রযুক্তির কথা বলা হয়েছে? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২। রাসেল ও মাসুদ দুই বন্ধু। রাসেল চাকুরী করে এবং মাসুদ ব্যবসা করে। রাসেল দৈনন্দিন প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে তার হিসাব থেকে ATM বুথ এক ধরনের কার্ডের মাধ্যমে অর্থ উত্তোলন করে। অন্যদিকে মাসুদ তার ব্যাংকে হিসাব না থাকা সত্ত্বেও বিশেষ কার্ডের মাধ্যমে অর্থ উত্তোলন ও কেনাকাটা করতে পারে এবং পরবর্তীতে নির্দিষ্ট সময়ে সুদসহ অর্থ ফেরত দিতে হয়।

ক. ই-কমার্স কী?

খ. মোবাইল ব্যাংকিং বলতে কী বুঝায়?

গ. রাসেল যে কার্ডের মাধ্যমে অর্থ উত্তোলন করে তাকে কী বলে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মাসুদের ব্যবহৃত কার্ডটি কী নামে পরিচিত? এই ধরনের কার্ড ব্যবহারের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

ব্যবসায় নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা

ETHICS IN BUSINESS & SOCIAL RESPONSIBILITIES

ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন তবুও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি মেনে চলতে হয়। ব্যবসায় সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে ব্যবসায় উদ্যোক্তাকে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পালন করতে হয়।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা জানতে পারবো–

- ব্যবসায়িক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ধারণা।
- ব্যবসায়িক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা।
- ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতার ধারণা।
- ব্যবসায়ের সামাজিক দায়দ্ধতার গুরুত্বসমূহ।
- সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিতকরণ।
- ব্যবসায়িক কারণে পরিবেশ দূষণের প্রভাব।
- পরিবেশ সংরক্ষণে বণিক সমিতি / ব্যবসায় সংগঠনসমূহের দায়িত্বসমূহ।
- সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের গৃহিত কার্যক্রম।
- খাদ্য সংরক্ষণে যে সকল রাসায়নিক ব্যবহার হয় সেগুলোর ক্ষতিকর দিক সনাক্তকরণ।
- রাসায়নিকের ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদিত খাদ্যের ক্ষতিকর দিকগুলো।
- ক্ষতিকারক পলিথিন উৎপাদন ও ব্যবহারের ক্ষতিকর দিকগুলো।
- খাদ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণে রাসায়নিকের ব্যবহারে সতর্কতা ও করণীয় দিকগুলো।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

১২. ১ ব্যবসায়িক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ধারণা

Concept of Business Values and Ethics

নৈতিকতা ও মূল্যবোধ ব্যবসায় জগতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মূল্যবোধ হলো এমন সব আচার-আচরণ ও কর্মপ্রক্রিয়ার সমষ্টি, যা মানুষকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। মূল্যবোধ ও নৈতিকতাবোধ মানুষকে ন্যায়-অন্যায়, ঠিক-বেঠিক, ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। সাধারণ মানুষ আজও সৎভাবে জীবনযাপন করে জীবিকার সংস্থান করতে চায় এবং সমাজে এখনও কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ী আছেন যারা সৎ ব্যবসায়ী হিসেবে সামাজিক স্বীকৃতি পেয়েছেন। ব্যবসায়ে নৈতিকতার বিকাশ ও মূল্যবোধের উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে আইন-কানুন প্রবর্তন যেমন প্রয়োজন, তেমনি সামাজিক সচেতনতাও অপরিহার্য। পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার মান প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তা একদিনে হয়নি এবং শুধু রাষ্ট্রীয় উদ্যোগেও হয়নি। উন্নত দেশগুলোর বৃহদায়তন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোতে নৈতিকতা বিধি-বিধান প্রণয়ন ও অনুসরণের ওপর যেভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয় আমাদের দেশেও তা করতে হবে। একথা ঠিক যে, ব্যবসায়িক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার উন্নয়নের জন্য আমাদের দেশের আইনকানুন খুবই অপর্যাপ্ত। কিন্তু যে সীমিত সংখ্যক আইনকানুন এদেশে আছে সেগুলোরও সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নেই। ব্যবসায়ে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র ও সমাজ- উভয়কে এগিয়ে আসতে হবে। তাহলে অদূর ভবিষ্যতে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের উন্নয়ন ঘটবে বলে আশা করা যায়।

১২.২ ব্যবসায়িক মূল্যবোধ

Business Values

মূল্যবোধ হলো এমন সব আচার-আচরণ ও কর্মপ্রক্রিয়ার সমষ্টি, যা মানুষকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। সততা, ন্যায়পরায়ণতা, শিষ্টাচার, শৃঙ্খলা, সৌজন্য, সহনশীলতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি মানবিক গুণাবলি হচ্ছে মূল্যবোধের উপাদান। মূল্যবোধ মানুষকে তার কর্মকান্ডের ভালো-মন্দ দিক অনুধাবন করতে সহায়তা করে। অন্যদিকে ব্যবসায়িক মূল্যবোধ বলতে এমন একটি মানদন্ডকে বুঝায় যার উপর ভিত্তি করে ব্যবসায়িক রীতি-নীতি, চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা তথা ব্যবসায়িক কর্মকান্ড পরিচালিত হয়ে থাকে।

ব্যবসায় জগতে যেসব মূল্যবোধ সর্বজন স্বীকৃতি লাভ করছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

১. সর্বোচ্চ ভোক্তা সন্তুষ্টি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমেই মুনাফার সর্বোচ্চকরণ সম্ভব। তাই গ্রাহক সন্তুষ্টি বিধানে সম্ভব সবকিছু করা উচিত।

২. প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জনশক্তির কার্য সন্তুষ্টির উপর প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নির্ভরশীল। তাই তাদের সন্তুষ্টি অর্জনে আর্থিক ও অনার্থিক সকল ধরনের প্রণোদনা দেয়া উচিত।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

৩. সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে উত্তম যোগাযোগ ও ভালো সম্পর্ক ব্যবসায়িক উন্নয়নের চাবিকাঠি। তাই সম্পর্ক সৃষ্টি, সম্পর্ক রক্ষা এবং নিয়মিত যোগাযোগ ব্যবসায়িক সমৃদ্ধি অর্জনের হাতিয়ার।

৪. গ্রাহকদের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন বা সরাসরি আবেদন সৃষ্টির মাধ্যমেই বাজারে অবস্থা সুসংহত করা যেতে পারে।

৫. সমাজ সম্পর্কে উদাসীন থেকে ব্যবসায়কে এগিয়ে নেয়া সম্ভব নয়। তাই যথাসম্ভব সামাজিক দায়িত্বপালনে সচেষ্ট হওয়া দরকার।

৬. সুনাম ব্যবসায়ের বড় সম্পদ। যা সততা, আন্তরিকতা, যোগ্যতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের মাধ্যমে গড়ে তোলা সম্ভব।

১২.৩ ব্যবসায় নৈতিকতা বা ব্যবসায়ী শিষ্টাচার
Business Ethics

যেসব সামাজিক কিংবা আইনগত রীতি-নীতি অনুসরণ করে ব্যবসায়ীকে তার ব্যবসায় কর্যক্রম পরিচালনা করতে হয়, তাকে ব্যবসায় নৈতিকতা বলা যায়। নৈতিকতা মানুষকে সৎ ও সঠিক কাজের পথ প্রদর্শন করে, মানুষের মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে।

Encyclopedia America -তে বলা হয়েছে, " নৈতিকতা হচ্ছে দর্শনের এমন একটি শাখা, যার মাধ্যমে মানুষ কোনো নির্দিষ্ট কার্যক্রম বা আচার-আচরণ সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সচেষ্ট হয়।"

ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যে নৈতিকতা বা শিষ্টাচার সকল সমাজেই স্বীকৃতি লাভ করেছে তা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

- সকল ক্ষেত্রে সততা বজায় রাখা ও নির্ভরতার গুণ অর্জন করা।
- কোনো ধরনের প্রতারণা, শঠতা ও ধোকাবাজির আশ্রয় গ্রহণ না করা।
- বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি না করা।
- সরকারি নিয়ম-রীতি মেনে চলা।
- পরিবেশ রক্ষায় সাধ্য মতো ভূমিকা রাখা।
- ক্ষতিকর ও বেআইনি পণ্য উৎপাদন বা বিক্রয় না করা।

১২.৪ ব্যবসায়িক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা
Necessity of Business Values and Ethics

বাংলাদেশে ব্যবসায় নৈতিকতার প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রে সন্তোষজনক নয়। অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও হীনমন্যতা বোধ গড়ে উঠেছে। শিক্ষার অভাবে মানুষের মাঝে গতানুগতিক চিন্তা ও ভাবধারা বিদ্যমান। খাদ্য দ্রব্যে ভেজাল, নিম্নমানের পণ্য তৈরি, ওজনে কম, ফরমালিনযুক্ত মাছ ও ফলমূল, ঔষধে ভেজাল, চলাচলের অযোগ্য যানবাহনে রাস্তায় চলাচল ব্যবসায়ে অনৈতিক কার্যকলাপের উদাহরণ। এরূপ অবস্থায় সমাজে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

- ব্যবসায়ীরা তাদের প্রস্তুতকৃত পণ্য বা সেবা বিক্রয় করে জীবনধারণ করে। তাদের নৈতিক দায়িত্ব হলো সঠিক সময়ে মানসম্মত পণ্য বা সেবা সরবরাহ করা।
- ব্যবসায়ের মূল লক্ষ্য মুনাফা অর্জন হলেও ব্যবসায়ীদের মনে রাখা উচিত সমাজের প্রতি তাদের অনেক দায়িত্ব আছে এবং এ কাজে অবহেলা বা অনীহা ব্যবসায়ের জন্য কল্যাণকর নয়।
- নৈতিকতা বা শিষ্টাচারের সকল নীতিগুলো অনুসরণ করলে ব্যবসায়ীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সঠিক হবে।
- ব্যবসায় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের ভালো-মন্দ, কল্যাণ দেখা একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।
- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করা উচিত।
- খাদ্যে ভেজাল ও ঔষধপত্রে ভেজালের কারণে মানুষ জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। নৈতিকতা ও মূল্যবোধই পারে এ ভয়াবহ পরিণতি হতে রক্ষা করতে।
- সমাজের সম্মান ও শ্রদ্ধা পেতে হলে ব্যবসায় নৈতিকতা ও মূল্যবোধ অবলম্বনের বিকল্প নেই।

কর্মপত্র-১

তোমার এলাকায় এমন ৩টি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কর যারা নৈতিকতার সাথে ব্যবসা করে এবং ৩টি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কর যারা নৈতিকতার সাথে ব্যবসা করে না।

নৈতিকতার সাথে ব্যবসা করে	নৈতিকতার সাথে ব্যবসা করে না
• • •	• • •

১২.৫ ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতার ধারণা
Concept of Corporate Social Responsibility

ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতা বলতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের এমন কার্যকে বোঝায় যা সমাজ ও পরিবেশের উন্নয়ন, সমস্যা দূরীকরণ এবং উন্নত পরিবেশ ও সমাজ গড়ে তোলার সাথে সম্পর্কযুক্ত। ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতার উদ্দেশ্য হলো সমাজ ও পরিবেশের উপর ব্যবসায়ের প্রভাব উন্নত করা। সামাজিক দায়বদ্ধতা কোন আইনগত বাধ্যবাধকতা এবং পরিবেশবাদীদের আন্দোলনের বাইরে সৃষ্টি হয়। এটিকে কর্পোরেট সিটিজেন (Corporate Citizen) নামে অনেকে অভিহিত করেছে। এক্ষেত্রে কোম্পানি যেটা ব্যয় করবে তা তৎক্ষনাত ফিরে পাবে না। কিন্তু এটি সমাজ ও পরিবেশের ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। যেমন ডাচবাংলা ব্যাংক দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য ১০২ কোটি টাকার শিক্ষাবৃত্তি দিয়েছে। এতে শিক্ষার হার বেড়েছে। পরিশেষে বলতে পারি, ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতা বলতে ব্যবসায়ের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও নৈতিক আচরণের একটি চলমান অঙ্গীকারকে বোঝায় যেখানে কর্মীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, স্থানীয় অধিবাসী এবং সর্বোপরি সমাজের সার্বিক উন্নয়নের কাজ হয়।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

১২.৬ ব্যবসায়ের সামাজিক দায়দ্ধতার গুরুত্বসমূহ
Importance of Social Responsibilities of Business

একটা সময় ছিল যখন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যেকোন উপায়ে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করত। তখন ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতা বলে কিছু ছিলনা। কিন্তু বর্তমানে ভোক্তা বা নাগরিকরা অধিক সচেতন। যার কারণে দিন দিন ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতা বাড়ছে।

নিম্নে ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতার গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো–

১. **ব্যান্ড ইমেজ ও খ্যাতি বৃদ্ধি:** ব্যবসায় সামাজিক দায়বদ্ধতা সঠিকভাবে পালন করলে মানুষজন উক্ত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানতে পারে। যার ফলে প্রতিষ্ঠানের ব্রান্ড ইমেজ এবং খ্যাতি বৃদ্ধি পায়।

২. **বিক্রয় বৃদ্ধি:** প্রতিষ্ঠানের যখন ক্ষতি বাড়ে এবং জনগণ উক্ত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানে তখন প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া বর্তমান ক্রেতাদেরকে ও ধরে রাখা সম্ভব হয়।

৩. **উৎপাদন ও পন্যের গুনাগুণ বৃদ্ধি:** একটি প্রতিষ্ঠান যখন সঠিকভাবে তার সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করে তখন সে সব সময় পণ্যের গুণাগুন বৃদ্ধির চেষ্টা করে। এতে পন্যের গুনাগুন বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন ও বাড়ে।

৪. **নতুন কমীদের আকর্ষণ করা এবং বর্তমান কর্মীদের ধরে রাখা:** সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের ইমেজ বাড়ে। এতে নতুন নতুন কর্মীরা উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতি আগ্রহী হয়। ঠিক একইভাবে বর্তমান কর্মীরা ও উক্ত প্রতিষ্ঠান ছেড়ে যেতে চায় না।

৫. **পন্যের নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং দায় হ্রাস:** সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণে উৎপাদক উন্নতমানের পণ্য উৎপাদনের চেষ্টা করে। আরি পণ্য যাতে সহজে নষ্ট না হয় সে জন্য সব সময় পণ্যের নিরাপত্তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পণ্যের নিরাপত্তার কারণে পণ্য নষ্ট হলে যে ঝুঁকি গ্রহণ করতে হয় তার পরিমাণ হ্রাস পায়।

৬. **সম্প্রদায় ও সাধারন মানুষের কল্যাণ:** অনেক সময় ব্যবসা প্রতিষ্ঠা তার সামাজিক দায়বদ্ধতা হিসেবে স্থানীয় মানুষদেরকে ডোনেশন প্রদান করে, গরীব শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা উপকরণ প্রদান করে, রাস্তাঘাটের উন্নয়নে কাজ করে। এতে স্থানীয় সম্প্রদায় ও সাধারণ মানুষের কল্যাণ হয়।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

১২.৭ ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব
Social Responsibilities of Business

অতীতে মুনাফা অর্জনই ছিল ব্যবসায়ের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু বর্তমান সর্বজন স্বীকৃত যে, কেবল মুনাফা অর্জনই ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য হতে পারে না। মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি একে সামাজিক দায়িত্বও পালন করতে হয়। ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব বলতে ব্যবসায়ের সাথে সংশিষ্ট সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি দায়িত্ব পালন করাকে বুঝায়। ব্যবসায়ের সাথে জড়িত বিভিন্ন পক্ষসমূহ যেমন, ক্রেতা, শ্রমিক–কর্মী, বিনিয়োগকারী, সরবরাহকারী, পাওনাদার, সরকার, এবং সমাজের জনগণ-এদের প্রতি ব্যবসায়কে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনেক দায়িত্ব পালন করতে হয়। ব্যবসায়ের সাথে সংশিষ্ট কর্মী, সমাজের সাধারণ জনগণ ও সরকারের প্রতি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক বা পরিচালকগণ বা উদ্যোক্তাগণকে যে দায়িত্ব পালন করতে হয় তাকে ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব বলা যায়।

১২.৮ ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রসমূহ
The Area of Corporate Social Responsibilities

ব্যবসায় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বিনিয়োগকারী, ক্রেতা, শ্রমিক-কর্মী, পাওনাদার, সরকার, সাধারণ জনগণ, কাঁচামাল সরবরাহকারী ইত্যাদি সকলেই সমাজের অঙ্গ। মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি এদের প্রতি ব্যবসায়ের অনেক দায়িত্ব রয়েছে। নিম্নে ব্যবসায়ের সাথে সংশিষ্ট সমাজের বিভিন্ন পক্ষের প্রতি ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব বর্ণনা করা হল।

শ্রমিক-কর্মীদের প্রতি দায়বদ্ধতা
Responsibility to Employees

শ্রমিক-কর্মী ব্যবসায়ের মূল শক্তি। তারা ব্যবসায়ের সকল স্তরে নিয়োজিত থেকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে পরিচালিত করে এর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে। তাদের প্রতি ব্যবসায়ের দায়িত্ব হচ্ছে–

ক. তাদেরকে ন্যায্য পারিশ্রমিক প্রদান করা ;
খ. তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করা ;
গ. তাদের জন্য সুষ্ঠু কার্য পরিবেশ গড়ে তোলা ;
ঘ. তাদের এবং তাদের স্ত্রী-সন্তানদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

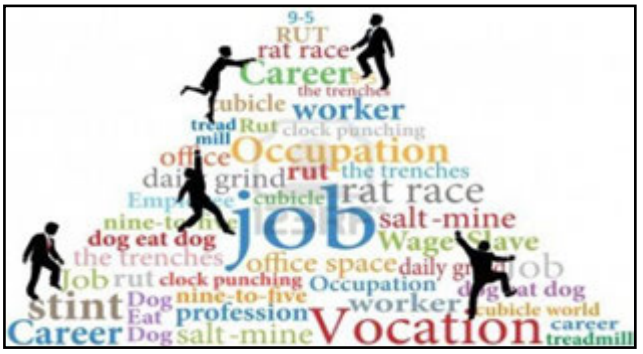

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

ঙ. তাদের সন্তান-সন্তুতির শিক্ষার ব্যবস্থা করা ;
চ. তাদের ব্যক্তিগত নৈপুণ্য বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করা।
ছ. শ্রমিক-কর্মীদের চাকরির নিরাপত্তা বিধান করা ;
জ. তাদের মনসন্তুষ্টি বিধানের জন্য বিনোদনমূলক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা ;
ঝ. চাকরি শেষে তাদের অবসরকালীন পেনশনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

ক্রেতাগণের প্রতি দায়বদ্ধতা
Responsibility to Customers

সমাজের ভোগকারী ক্রেতাগণই ব্যবসায় পরিচালনার লক্ষ্যবিন্দু। তাঁরা পণ্যসামগ্রী ক্রয় করলে উৎপাদন অব্যাহত গতিতে চলে এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়। কেননা পণ্যসামগ্রী উৎপাদন করা হয় ক্রেতাসাধারণের চাহিদা ও অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে; কিন্তু ক্রেতার অভাবে ব্যবসায়ের এ উদ্দেশ্য পন্ড হয়ে যেতে পারে।

সুতরাং সমাজের ভোগকারী ক্রেতাসাধারণের প্রতি ব্যবসায়ের নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব পালন করতে হয়–

ক. ক্রেতাগণের অভাব মোচনের জন্য চাহিদানুযায়ী পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্মাদি সরবরাহ করা;
খ. নির্দিষ্ট স্থানে ও নির্ধারিত সময়ে ন্যায্যমূল্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে পণ্যসামগ্রী সরবরাহ করা;
গ. ক্রেতাদের সন্তুষ্টি বিধানে পণ্যের গুণগত মান উন্নত করা;
ঘ. সরবরাহকৃত পণ্য সম্পর্কে ক্রেতাসাধারণের নিকট থেকে কোনো অভিযোগ এলে তা যথাযথ বিবেচনায় এনে ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করা;
ঙ. নতুন নতুন পণ্য আবিষ্কারের মাধ্যমে ক্রেতাদের অতৃপ্ত বাসনা চরিতার্থ করে তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করা ইত্যাদি।

কর্মপত্র-২

তোমাদের কলেজের ক্যান্টিনটি ক্রেতাদের প্রতি যে দায়িত্বগুলো আছে তার কোনটি পালন করছে আর করছে না তার একটি তালিকা তৈরি কর।

দায়িত্ব পালন করছে	দায়িত্ব পালন করছে না;
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

বিনিয়োগকারীদের প্রতি দায়বদ্ধতা
Responsibility to Investors

বিনিয়োগকারী অর্থ বিনিয়োগ করে মূলত: আয় বৃদ্ধির প্রত্যাশায়। সুতরাং, যারা ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগ করে, তারা যাতে বিনিয়োগে উৎসাহিত হয় সেই লক্ষ্যে ব্যবসায়ের দায়িত্ব হচ্ছে–

ক. বিনিয়োগের ওপর ন্যায্য হারে আয় প্রাপ্তির সুবিধা প্রদান করা ;
খ. বিনিয়োগকারীর বিনিয়োগকৃত অর্থের নিরাপত্তা বিধান করা ;
গ. বিনিয়োজিত অর্থের সদ্ব্যবহার করা ;
ঘ. তাঁদেরকে ব্যবসাযের প্রকৃত অবস্থা অবহিত করা ইত্যাদি।

সরবরাহকারী ও পাওনাদার বা ঋণদাতার প্রতি দায়বদ্ধতা
Responsibility to Suppliers and Creditors

ব্যবসায়ের উৎপাদন কার্যকে অব্যাহত রাখতে এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে সাবলীল গতিতে চালু রাখার ক্ষেত্রে কাঁচামাল সরবরাহকারী ও ঋণদাতাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সুতরাং তাদের প্রতিও ব্যবসায়ের কতিপয় দায়িত্ব থাকে। সেগুলো নিম্নরূপ–

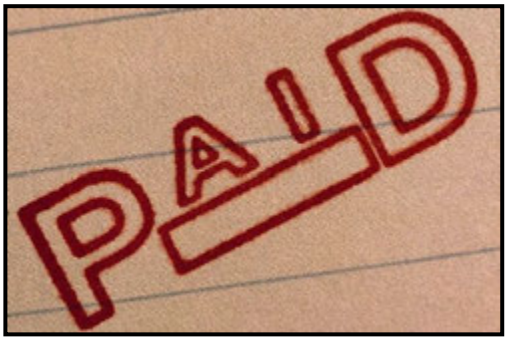

ক. সরবরাহকারী কর্তৃক সরবরাহকৃত কাঁচামালের উপযুক্ত মূল্য প্রদান করা ;

খ. ঋণদাতাদের ঋণের ওপর নিয়মিত সুদ প্রদান করা ;

গ. ঋণের টাকা সময়মত পরিশোধ করা ইত্যাদি।

সরকারের প্রতি দায়বদ্ধতা
Responsibility to Government

সরকার বা রাষ্ট্রের সহযোগিতা না পেলে ব্যবসায় সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে না ; এমন কি ব্যবসায়ের অস্তিত্বই বিলীন হয়ে যেতে পারে। ব্যবসায়ীকে তাই সব সময়ই সরকারের কাছ থেকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিশ্চয়তা লাভ করতে হয় এবং এর বিনিময়ে ব্যবসায়ীকে সরকারের প্রতি নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়–

ক. সরকারি আইন-কানুন, রীতি-নীতি ও বিধি প্রদান করা ;

খ. সরকারকে নিয়মিত ন্যায়সঙ্গত কর প্রদান করা ;

গ. রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা ;

ঘ. জাতীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার করা ;

ঙ ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

এলাকার প্রতি দায়বদ্ধতা
Responsibility to Community

ব্যবসায় যে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানে কল-কারখানার ধোঁয়া, আবর্জনা ইত্যাদির জন্য পানি, মাটি, আবহাওয়া এবং পরিবেশ দূষিত হতে পারে। এতে স্থানীয় অধিবাসীদের যাতে স্বাস্থ্যহানি না ঘটে সেজন্য ব্যবসায়কে কিছু দায়িত্ব পালন করতে হয়; তা নিম্নরূপ–

ক. পরিবেশের সুস্থতা বজায় রাখা;
খ. এলাকার রাস্তাঘাট উন্নয়নে সহায়তা দান;
গ. এলাকাবাসীর কল্যাণে স্কুল-কলেজে, মসজিদ-মন্দির, হাসপাতাল, পাঠাগার ইত্যাদি স্থাপনে সক্রিয় সহযোগিতা করা;
ঘ. এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজে অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি।

সমাজের সাধারণ জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা
Responsibility to General People of the Society

সমাজের আপামর জনগণের প্রতি ব্যবসায়ের বহুমুখি দায়িত্ব রয়েছে। এর মধ্যে কতিপয় উলেখযোগ্য দায়িত্ব নিম্নে তুলে ধরা হল–

ক. জনগণের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী উৎপাদন করা ;

খ. জনগণের জন্য ক্ষতিকারক এমন সব ভেজাল ও দূষিত পণ্যসামগ্রী সরবরাহ না করা ;

গ. সমাজের জনগণের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ;

ঘ. দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা ;

ঙ. অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও অক্ষম ব্যক্তিদের বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে উপার্জনক্ষম করে তোলা ;

চ. জনগণের স্বার্থরক্ষা এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান ;

ছ. ব্যবসায়ের মুনাফার কিয়দংশ সমাজের কল্যাণে ব্যয় করা ;

জ. সমাজের সার্বিক লক্ষ্য বাস্তবায়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করা।

১২.৯ ব্যবসায়িক কারণে পরিবেশ দূষণের প্রভাব
The Impact of Pollution Created by Business

বিশ্ব পরিবেশের দ্রুত অবনতি হচ্ছে, বাংলাদেশে গত কয়েক দশকে এ অবনতি হয়েছে আরও দ্রুত। বাংলাদেশে ১৯৯৫ সালে ব্যবসায় পরিবেশ আইন পাস হয়েছে। কিন্তু জনবিস্ফোরণ, বনাঞ্চলের অবক্ষয় ও ঘাটতি এবং শিল্প ও পরিবহন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অভাবের দরুণ দেশের ব্যবসায়িক পরিবেশ এক জটিল অবস্থার দিকে পৌঁছাতে যাচ্ছে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

শব্দ দূষণ
Sound Pollution

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজন হয় বাড়তি যানবাহন ও অন্যান্য কলকারখানা। এসব গাড়ি কলকারখানা থেকে নির্গত ধোয়া পরিবেশকে মারাত্মক ভাবে দূষিত করে। শব্দ দূষণ ও পরিবেশের দূষণের অন্যতম কারণ। কারখানা ও গাড়ি-ঘোড়া ছাড়া ও মাইক, লাউড স্পিকার, রেডিও, টিভি প্রকৃতির আওয়াজ শব্দদূষণের সৃষ্টি করে। এতে করে মানুষের একক শক্তি লোপ পায়। রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়, কখনও দেখা যায় মানসিক বিপর্যয়। এছাড়া কলকারখানা আশে পাশের স্থায়ী বাসিন্দাদের শিশু সন্তানরা কম বেশি বধির হতে দেখা যায়।

বায়ু দূষণ ও তার ফলাফল
Air Pollution and Its Consequences

আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের অন্যতম সম্ভার হলো বায়ু। বায়ু দূষণের মূলে আছে কলকারখানা, মোটর গাড়ি, ট্রেন, ঘরবাড়ি ও ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের উত্তাপ সৃষ্টির যন্ত্রপাতি এবং নানা আবর্জনা। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে জীবাশ্ম জ্বালানি অর্থাৎ তেল, কয়লা ইত্যাদি পুড়িয়ে কার্বন-ডাই অক্সাই বাতাসে ছড়িয়ে দেওয়া ক্লোরোফ্লুরোমিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, আলোক রাসায়নিক ইত্যাদি সবগুলো বায়ু দূষণের প্রধান উপকরণ।

বিভিন্ন অক্সাইড বাতাসের জলীয় বাষ্পের সঙ্গে মিশে তৈরি করে সালফার এবং নাইট্রোজেনের অম্ল। এই অম্ল নিচে নেমে এসে পানি ও মাটিরসঙ্গে মিশে যায়। এরই নাম 'এসিড রেইন' অম্ল বর্ষণ।

বায়ু দূষণের উৎসের মধ্যে রয়েছে ইটের ভাটা। সার কার খানা, চিনি, কাগজ, পাট ও বস্ত্র কারখানা, চামড়া শিল্প, পোশাক শিল্প, বিস্কুট তৈরিতে কারখানা, রাসায়নিক ঔষধ তৈরি শিল্প, সিমেন্ট উৎপাদন, গ্রিল ও দরজা-জানালা, রাসায়নিক ঔষধ তৈরি শিল্প, সিমেন্ট উৎপাদন, গ্রিল ও দরজা জানালার ওয়ার্ক শপ ইত্যাদি। উৎস থেকে প্রচুর পরিমাণে ধোয়া, বাষ্প, গ্যাস ও ধুলিকণা ইত্যাদি বাতাসে মিশে ধোঁয়া সৃষ্টি করে ফলে পরিবেশ দূষিত হয়।

বায়ু দূষণের ফলে শ্বাসকষ্ঠ, হাপানি, দীর্ঘ স্থায়ী ব্রংকাইটিস, ফুসফুস ক্যান্সার এ জাতীয় দূষণের ফল।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

পানি দূষণ ও তার ফলাফল

Water Pollution and Its Consequences

বর্তমানে শিল্পের বর্জ্য নদী ও জলাশয়কে দূষিত করছে। পরিবেশ অধিদপ্তর উল্লেখ করেছে যে চট্টগ্রামে টিএসপি সার কারখানা থেকে সালফিউরিক ও ফসফরিক এসিড এবং চন্দ্রঘোনার কর্ণফুলি কাগজের মিল, সিলেট কাগজ মিল, দর্শনার কেরু অ্যান্ড কোম্পানি, খুলনার শিপইয়ার্ড ও মাছ প্রক্রিয়াকরণ কারখানা, ঢাকার অলিম্পিক ও কাদেরিয়া টেক্সটাইল মিলস লক্ষ লক্ষ গেলন তরল বর্জ্য পাশ্ববর্তী নদী ও জলাশয়ে নিক্ষেপ করে পানি দূষণ ঘটাচ্ছে। নদীর তীরে গড়ে উঠেছে সমৃদ্ধ জনপদ শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আধুনিক চটকল, কাপড়কল, চিনিকল, কাগজের কল, ভেষজ তেল ইত্যাদি। এই সব কলকারখানার আবর্জনা প্রতিনিয়ত পানিকে দূষিত করছে।

দ্রুত শিল্পায়ন বিভিন্ন দেশের পানি সরবরাহের এবং আবর্জনা নিক্ষেপের সমস্যাকে ক্রমশ জটিল করে তুলছে। উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশগুলোতে দেখা দিচ্ছে গৃহকার্যে ব্যবহৃত নোংরা পানিকে শোধন করে পুনরায় তা ব্যবহার যোগ্য করে তোলার প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু পানিশোধন ব্যবস্থায় সামান্যতম ত্রুটি থাকলে এ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে গুরুতর রকমের সংক্রমণ ঘটতে পারে।

মাটি দূষণ ও তার ফলাফল

Soil Pollution and Its Consenquences

মৃত্তিকা বা মাটি ভূত্বকের উপরিভাগের একটি পাতলা আবরণ। বিভিন্ন কারণে মৃত্তিকা দূষণ ঘটে। যেমন ভূমিক্ষয়, বায়ু প্রবাহ সৃষ্টি। গাছকাটা, বন উজাড়, জমিতে অতিরিক্ত বা নিয়মিত রাসায়নিক সার ব্যবহার করা ইত্যাদি কারণে মাটির গুনগত মান নষ্ট হয়ে যায়, ফলে মাটি দূষণ ঘটে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

এছাড়া কীটনাশক ব্যবহারে আমাদের মাটি দূষিত হচ্ছে। বাড়তি ফসল উৎপাদনের জন্য ফসলকে কীট পতঙ্গের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার তাগিদে যে রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও সার ব্যবহার করা হয়, তা মাটির ওপর বিরুপ প্রভাব ফেলে মাটি দূষিত করে থাকে।

১২.১০ পরিবেশ সংরক্ষণে বণিক সমিতি

The Role of Chamber of Commerce Protecting Environment

পরিবেশ দূষণের জন্য বেশিরভাগ সময় দায়ী বিভিন্ন রকম ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যদি তাদের দূষণ কমিয়ে দেয় তাহলে সহজেই পরিবেশ সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়। আর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক হিসেবে বণিক সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এই জন্য প্রায়ই বণিক সমিতি বিভিন্ন রকম সেমিনার আয়োজন করে থাকে যেখানে দূষণের কারণ এবং দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব তুলে ধরে কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যদি আইন ভঙ্গ করে তাহলে বণিক সমিতি তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। অনেক সময় বনিক সমিতি অনুসন্ধান করে কোন প্রতিষ্ঠান পরিবেশের ক্ষতি সাধন করছে কিনা। যদি কোন প্রতিষ্ঠান আইন ভঙ্গ করে তাহলে অনেক সময় তাদের সদস্যপদ স্থগিত করে। পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য বণিক সমিতি নিত্য নতুন নিয়ম করে থাকে এবং সদস্যদেরকে তা পালনে উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

১২.১১ সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের গৃহীত কার্যক্রম

The Functions of Different Organization as a Corporate Social Responsibility

ব্যবসায়ের সামাজিক দায়িত্ব বহুযুগ ধরে অবহেলিত হয়ে আসলেও বর্তমানে দেশে-বিদেশে অনেক প্রতিষ্ঠান সামাজিক কার্যক্রমে এগিয়ে এসেছে। বিভিন্ন ব্যাংক ও মোবাইল কোম্পানি তাদের সাধারন ব্যবসায় কার্যক্রমের সাথে সাথে বিভিন্ন সামাজিক দায়িত্ব পালন করছে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

ডাচ-বাংলা ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক, ইসলামি ব্যাংক, জনতা ব্যাংক থেকে শুরু করে সকল বেসরকারী ব্যাংক এবং বিভিন্ন মোবাইল ফোন কোম্পানি যেমন-টেলিটক, গ্রামীন ফোন, রবি, বাংলা লিংক, সিটিসেল, এয়ারটেল এবং বিভিন্ন মাল্টিন্যাশনাল ও ন্যাশনাল কোম্পানি ব্যাপক হারে সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে। তাদের উল্লেখযোগ্য সামাজিক কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে দারিদ্র বিমোচন, মেধাবী শিক্ষার্থীর পড়াশোনার খরচ বহন, বৃত্তি প্রদান, খেলাধূলার উন্নয়নে আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান, সামাজিক উন্নয়নে অবদান, এসিড ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তা দান ও এর বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, গ্রামীণ মেডিকেল সেবা প্রদান, বিভিন্ন দূর্যোগের সময় আর্থিক সহায়তা প্রদান, প্রতিবন্ধিদের সহায়তা প্রদান, বিভিন্ন হাসপাতালে এ্যাম্বুলেন্স প্রদান, বিশেষ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করা, অক্ষম শিশুদের সহায়তা করা, হজ্বের জন্য আগত হাজীদের সহায়তা প্রদান, ইস্তেমায় আগত মুসল্লিদের জন্য ফ্রি চিকিৎসা প্রদান, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে ল্যাপটপ প্রদান, বিনামূল্যে চক্ষু সেবা প্রদান, পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম ইত্যাদি।

কিছু কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তরুণ সমাজের প্রতিভা অনুসন্ধান ও বিকাশে এগিয়ে এসেছে। বাংলাদেশে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়িত্ব পালনের প্রবণতা বেশি দিনের নয়। আশা করা যায়, আমাদের শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণী মুনাফামুখী ব্যবসায় পরিচালনার সাথে সাথে সামাজিক উন্নয়নে সামাজিক দায়িত্ব পালনে আরো এগিয়ে আসবে।

সামাজিক দায়বদ্ধতা হিসেবে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানের গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণ দেয়া হলো:

বাংলালিংক এর গৃহীত পদক্ষেপ–

বাংলাদেশের মোবাইল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজের উন্নয়নের জন্য অনেক অবদান রাখছে। বাংলালিংক এ ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এজন্য তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। বাংলালিংকের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলো হলো:

- কক্সবাজার সী বিচ পরিষ্কার প্রকল্প এবং আন্তর্জাতিক সমুদ্রকূল পরিষ্কার দিবস পালন: ২০০৫ সাল থেকে বাংলালিংক বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এজন্য বছরে ২৬৩ দিন ২৬ জন মহিলা কর্মী ২ সিফটে তিন কি.মি দীর্ঘ সমুদ্র সৈকতটি পরিষ্কার করে থাকে। এছাড়া আরো ৭জন পুরুষ কর্মী রয়েছে যারা ভারী আবর্জনা অপসারনে নিয়োজিত যা সমুদ্র তীরকে দূষণ থেকে রক্ষা করছে। এছাড়াও বাংলালিংক আন্তর্জাতিক সমুদ্র তীর পরিচ্ছন্ন দিবস পালন করে যেখানে ৫০০ তরুণ-তরুণী স্বেচ্ছা শ্রমের মাধ্যমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করে থাকে।
- **এতিমদের কম্বল প্রদান:** ২০০৯ সাল থেকে বাংলালিংক এতিমদের কম্বল প্রদানের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এই লক্ষে গতবছর (২০১২) সালে তারা ১০১ টি এতিমখানায় প্রায় ৫০০০ জন এতিমকে বিনামূল্যে কম্বল প্রদান করেছে।
- **হাজীক্যাম্পে আগত হাজীদের বিশেষ ব্যবস্থা:** ২০০৯ সাল থেকে বাংলালিংক হজ্বে আগত হাজীদের বিশেষ সুবিধা প্রদান করছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো হাজীদের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসের ব্যবস্থাকরণ, পানি বণ্টন অঞ্চল স্থাপন, বিনামূল্যে ফোন কলের ব্যবস্থাকরণ, বিনামূল্যে মোবাইল চার্যের ব্যবস্থাকরণ, ট্রলির ব্যবস্থাকরন, হজ্বের গাইডলাইন প্রদান ইত্যাদি।
- **রমজানের সময় এতিমদের খেজুর ও ইফতার প্রদান:** ২০০৯ সাল হতে বাংলালিংক এই কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এর আওতায় ২০১১ সালে বাংলালিংক ৮৫,০০০ রোজাদারকে ইফতার করায় যার মধ্যে ছিল দেশের ১২৩টি এতিমখানার প্রায় ১২,০০০ এতিম।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

- **দরিদ্র শিক্ষার্থীদেরকে ICT সেবা প্রদান:** সমাজ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং শিক্ষার্থীদেরকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষে বাংলালিংক ২০১১ সালে প্রায় ২৭০টি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করে দিয়েছে যার প্রত্যেকটির অবস্থান হচ্ছে দেশের সুবিধা বঞ্চিত স্কুলগুলোতে। প্রত্যেকটি ল্যাবে বাংলালিংক ল্যাপটপ, ইন্টারনেট মডেম এবং মাল্টিমিডিয়া প্রদান করা হয়েছে।

সামাজিক দায়বদ্ধতা হিসেবে গ্রামীণফোনের পদক্ষেপ

গ্রামীণফোন সামাজিক দায়বদ্ধতা হিসেবে যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেছে সেগুলোকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা:

১. স্বাস্থ্য ২. শিক্ষা ৩. পরিবেশ।

গ্রামীণফোনের গৃহিত প্রধান প্রধান সামাজিক দায়বদ্ধতার কার্যক্রমগুলো হচ্ছে:

- দরিদ্র মা ও শিশুদের জন্য প্রায় ১.৭ মিলিয়ন প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করেছে।
- প্রায় ২৮,৭০০ জন ব্যক্তিকে বিনামূল্যে চক্ষুসেবা প্রদান করেছে যার মধ্যে প্রায় ৩,৪৫৮ জন অন্ধ ব্যক্তিকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছে।
- বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইস্যু যেমন এইডস্ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার জন্য সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে।
- গ্রামীণফোন প্রায় ৪,০০,০০০জন মোবাইল অপারেটরকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এনে দিয়েছে।
- গ্রামীণফোন প্রায় ৫০০ কমিউনিটি তথ্যকেন্দ্র স্থাপন করেছে
- এসিড আক্রান্তদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাকরণ
- দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান
- দরিদ্র থ্যালাসিমা রোগে অক্রান্ত রোগীদের বিনামূল্যে রক্ত সরবরাহ
- প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময় জরুরী ত্রানের ব্যবস্থাকরন ইত্যাদি।

ডাচ-বাংলা ব্যাংকের সামাজিক দায়বদ্ধতা হিসেবে গৃহিত পদক্ষেপ

দেশের সামাজিক উন্নয়নে ডাচ-বাংলা ব্যাংকের গৃহীত পদক্ষেপকে সামাজিক দায়বদ্ধতার পথিকৃৎ বলা হয়। সামাজিক দায়বদ্ধতা হিসেবে ডাচ-বাংলা ব্যাংক যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার উল্লেখযোগ্য হলো:

- **শিক্ষাবৃত্তি প্রদান :** বিভিন্ন স্তরে মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে বৃত্তি প্রদান করে থাকে ডাচ-বাংলা ব্যাংক। এই লক্ষে ২০১২ সালে তারা ১০২ কোটি টাকার শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করেছে।
- **হাসপাতালে সহায়তা:** ডাচ-বাংলা ব্যাংক প্রায় ৯,৩৬,০০,০০০ টাকা ইব্রাহীম কর্ডিয়াক হাসপাতালকে প্রদান করেছে ল্যাব স্থাপন করার জন্য।
- **রোগীদের চিকিৎসা:** বিভিন্ন সময় ডাচ-বাংলা ব্যাংক ঠোট কাটা ছেলেমেয়েদের বিনামূল্যে অপারেশনের ব্যবস্থা করে থাকে।
- **এসিড অক্রান্তদের সহায়তা:** ২০০০ সাল থেকে ডাচ-বাংলা ব্যাংক এসিড বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন গণমাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে আসছে। এসিড আক্রান্তদের বিভিন্ন ভাবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে। তাছাড়া এসিড আক্রান্তদের সাবলম্বী করার জন্য মাথাপিছু ১০,০০০ টাকা প্রদান করে থাকে।
- **মাদক নিয়ন্ত্রণ:** মাদক নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মাদক নিরাময় কেন্দ্র "আপন"-কে প্রায় ১ কোটি টাকা প্রদান করেছে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

এছাড়াও ডাচ-বাংলা ব্যাংক ১০টি গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র স্থাপন, ইম্পেক্ট ফাউন্ডেশনকে ২১ লাখ টাকা প্রদান, টি.এম.এস.এস-কে ১০ লাখ টাকা ডোনেশন প্রদান, যৌতুক থেকে নারীদের রক্ষার ব্যাবস্থাকরণ, বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

কর্মপত্র-৩

তোমার পরিচিত একটি কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা হিসেবে যে দায়িত্ব পালন করে তার একটি তালিকা তৈরি কর।	
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•

১২.১২ খাদ্য সংরক্ষণে যে সকল রাসায়নিক ব্যবহার হয় সেগুলোর ক্ষতিকর দিক সনাক্তকরণ

The Bad Effects of Different Chemical Pestisides Which is Used in Preserving Food

আমাদের দেশে প্রতিটি ক্ষেত্রে দূর্নীতি চরম ভাবে পরিলক্ষিত হয়। খাদ্য দ্রব্যকেও এই দূর্নীতি রেহায় দেয়নি। বিভিন্ন ভাবে দুর্নীতির মাধ্যমে খাদ্য দ্রব্যে ভেজাল দেয়া হচ্ছে। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয় হচ্ছে খাদ্যে রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার যা বিভিন্ন খাদ্য সংরক্ষনের জন্য বা ক্রেতাদের কাছে আকর্ষণীয় করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে।

আমরা প্রতিদিন যেসব শাকসবজি ও ফলমূল কিনে খাচ্ছি সেগুলো সতেজ রাখতে ও পাকাতে বিক্রেতারা কার্বাইডসহ বিভিন্ন বিষাক্ত রাসায়নিক ব্যবহার করছে। এসব রাসায়নিকের কারণে কিডনি ও লিভার নষ্ট হতে পারে, চোখের দৃষ্টিশক্তি হ্রাস ছাড়াও ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মাছের বাজারেও ভেজালের করাল গ্রাস অব্যাহত আছে। ছোট-বড় বিভিন্ন মাছকে সতেজ রাখতে ও সেগুলো সতেজ দেখানোর জন্য বিক্রেতারা ফরমালিন ব্যবহার করছে, যা মানব দেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এছাড়া শুঁটকি মাছের সাথে অসাধু ব্যবসায়ীরা বিষাক্ত কীটনাশক ও ডিডিটি ব্যবহার করে, যা মানব দেহে ক্যান্সার, হৃদরোগসহ বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে।

গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা গেছে বাজারে অবস্থিত ৯৩ ভাগ গাওয়া ঘি, ৯২ ভাগ বাটার অয়েল, ১০০ ভাগ ডালডা, ৯২ ভাগ সয়াবিন ও সরিষার তেল রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের কারণে খাবার অনুপযোগী। এসকল ভোজ্যতেল খেলে কিডনি, লিভারের ক্যান্সার হওয়া ও গর্ভস্থ শিশু প্রতিবন্ধী হওয়ার পাশাপাশি পেটের রোগে আক্রান্ত হওয়া সহ নানা ধরনের জটিল ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা খুবই বেশি। ইদানিং ফার্মের সাদা ডিম লাল করার জন্য কারখানার বিষাক্ত ডাই ও রং ব্যবহার করা হচ্ছে যা স্বাস্থের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এসব বিষাক্ত রং মিশ্রিত খাবারের জন্য ডায়াবেটিক সহ নানা ধরনের রোগ হয়।

বাজারের ৯৬ ভাগ ডালে রয়েছে ভেজাল। আমদানিকৃত নিম্নমানের মসুর ডালকে দেশি করার জন্য 'নিউরোটক্সিন' নামে যে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়, তা দেহে প্রবেশের পর স্নায়ুতন্ত্র ধ্বংস করে ফেলে। আর 'মাইকোটক্সিন' নামে আরেকটি কেমিক্যাল ব্যবহৃত হয় যা ক্যান্সারসহ বিভিন্ন ধরনের জটিল রোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। এছাড়াও বাজারের বেশির ভাগ মিনারেল ওয়াটার, জুস ও জেলি, আইসক্রিম, মিষ্টি জাতীয় খাবার, চাইনিজ ইত্যাদিতে বিভিন্ন ধরণের কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয়, যা মানুষের শরীরে রোগ সৃষ্টি করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

কর্মপত্র-৪

খাদ্য সংরক্ষণে যে সকল রাসায়নিক ব্যবহার হয় সেগুলো বিশ্লেষণ করে খাদ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণে রাসায়নিক ব্যবহারের সতর্কতা ও করণীয় দিকগুলো চিহ্নিত কর।	
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•

১২.১৩ রাসায়নিকের ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদিত খাদ্যের ক্ষতিকর দিক

Negative Impacts of Chemical which is Used in Producing Food

মানুষের প্রধান মৌলিক চাহিদা হচ্ছে খাদ্য। খাদ্য ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। তাই সবসময় মানুষ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সচেষ্ট। আর এই জন্য তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক ব্যবহার করে থাকে যা মানুষের এবং পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে থাকে।

কৃষকরা শাকশব্জি, ফলমূলসহ বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন রাসায়নিক সার ব্যবহার করে। এই রাসায়নিক সার পানির সাথে মিশে নদী-নালা, খাল-বিলে মিশে যায়। এর কারণে নদী-নালার অনেক মাছ মারা যায়। এই মাছগুলো খেলে মানুষও বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। শাকশব্জি ও ফলমূল সতেজ রাখতে এবং দ্রুত পাকাতে বিক্রেতারা ক্যালসিয়াম কার্বাইডসহ বিভিন্ন বিষাক্ত কেমিক্যাল ব্যবহার করে। এসব খাদ্য গ্রহণ করলে কিডনি, লিভার নষ্ট হতে পারে, চোখের দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পাওয়া ছাড়াও ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

শুঁটকী মাছ উৎপাদনে ব্যবসায়ীরা বিষাক্ত কীটনাশক ও ডি.ডি.টি ব্যবহার করে, যা মানবদেহে ক্যান্সার, হৃদরোগসহ বিভিন্ন জটিল রোগ সৃষ্টি করে। জুস, শস, জেলি, বিভিন্ন রকম বেকারী খাবার, ফাস্টফুড ইত্যাদিতে বিভিন্ন রকম রং বিশেষ করে ডাই রং ব্যবহার করা হয় যা মানব দেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এইসব খাদ্য গ্রহণ করলে সরাসরি কিডনি ও লিভার নষ্ট হতে পারে। এছাড়া ক্যান্সার, পেটের পীড়া, টাইফয়েড, ভাইরাস হেপাটাইটিস ও অন্যান্য জটিল রোগ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

আম দ্রুত ঝরে না যাওয়া বা দ্রুত পাকানোর জন্য আমে সাইপারমেটথ্রিন ও ম্যানকোজের ব্যবহার করা হয়। এগুলো সীমিত আকারে ব্যবহার করলে খুব বেশি ক্ষতিকর নয়। কিন্তু অতিরিক্ত কেমিক্যাল প্রয়োগকৃত আম খেলে মানবদেহে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। অনেকে আম ও অন্যান্য ফল দ্রুত পাকানোর জন্য কার্বাইট ব্যবহার করে। এটি মানব দেহের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে থাকে। এভাবে পাকানো ফল-মূল খেলে ক্যান্সার, লিভার সমস্যা, ডাইরিয়া, দৃষ্টিশক্তি হ্রাসসহ বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়।

বর্তমানে হৃদরোগ, স্ট্রোক ইত্যাদি বৃদ্ধির একমাত্র কারণ হলো খাদ্য উৎপাদনে বিভিন্ন রাসায়নিকের অত্যধিক ব্যবহার। খাদ্য উৎপাদনে বিভিন্ন রাসায়নিকের ব্যবহার কমানো গেলে মানুষের রোগব্যধির পরিমাণ ৫০% পর্যন্ত কমানো সম্ভব।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

১২.১৪ ক্ষতিকারক পলিথিন উৎপাদন ও ব্যবহারের ক্ষতিকর দিকগুলো

The Bad Effects of Producing and Using Polythin

পলিথিন হচ্ছে খনিজ তেলের উপজাত। পলিথিন তৈরি হয় অপরিশোধিত খনিজ তেল থেকে। পলিথিন মূলক একটি হাইড্রো-কার্বণ যৌগ এর অণুগুলো এত শক্তভাবে গৃহীত থাকে যে ক্ষতিকর ক্ষুদ্রাকৃতির ফাঙ্গাস বা ব্যাকটেরিয়া ও এর ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না। ফলে পলিথিন শত শত বছর ধরে একইভাবে মাটির উপরে বা নিচে থাকতে পারে পলিথিন এমন একটা পদার্থ যার সৃষ্টি আছে কিন্তু ধ্বংস নেই। পলিথিন পচনশীল বস্তুর পচন ক্রিয়া বন্ধ করে দিতে সক্ষম।

পলিথিন (Polythin)

পলিথিন একপ্রকার জৈব রাসায়নিক বস্তু। বহুসংখ্যা ইথিন অণুর রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এটি উৎপন্ন হয় বলে একে পলিথিন (Poly = many) বলা হয়। তবে একে পলিইথিলিনও বলা হয়, কারণ ইথিনের আর এক নাম ইথিলিন। সাধারণত উচ্চ চাপে ও উচ্চ তাপমাত্রায় এর শিল্পোৎপাদন করা হয়, যার সংকেত হল।

$$nH_2C = CH_2 \xrightarrow[\text{চাপ}]{\text{তাপ}} (-CH_2 - CH_2)n$$

ইথিন পলিথিন

পলিথিনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Polythin)

যে রাসায়নিক বন্ধনের ফলে পলিথিন গঠিত হয় তা খুব দৃঢ় বলে এ বন্ধন বাতাসে ও জলীয় আবহাওয়ায় ও মাটিস্থ কোনো বস্তুর দ্বারা ভেঙে যায় না, যার ফলে এটি মাটিতে মিশে না বা পচে-গলে যায় না-মূলত এ কারণেই পলিথিনের ব্যবহার মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। পলিথিনের বিশেষ রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই এটি সর্বাধিক ব্যবহারযোগ্য পণ্যতে পরিণত হয়েছে।

পলিথিনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল–

১. এটি পানি ও বায়ু নিরোধক।
২. মাটিতে মিশে না।
৩. সহজেই বহনযোগ্য, ব্যয়ভার ও প্রস্তুত খরচ কম কিন্তু ক্ষতিকর।
৪. অনেকদিন টেকসই হয় বলেই মাটিতে এটি মিশে যায় না এবং বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

পলিথিনের ব্যবহার (Uses of Polythin)

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের প্রতিটি ক্ষেত্রেই পলিথিনের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। হাটে-বাজারে জিনিসপত্র কেনার সময় প্রায় সকলেই এটি ব্যবহার করে। তরিতরকারি, মাছ, মাংস, ডিম, চাল-ডাল ইত্যাদি বাড়িতে নিয়ে আসার জন্যে পলিথিনের ব্যবহার হয়।

মোটকথা, হাটবাজার করতে পলিথিন মানুষের নিত্য সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া কসমেটিক, ইলেকট্রিক, ইলেকট্রনিক্স, কাপড় চোপড় ইত্যাদি প্রতিটি পণ্যতেই পলিথিন ব্যবহার করা হয়। একসময় পলিথিনের ব্যবহার এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, তার আর কিনে আনার প্রয়োজন হয় নি। ফলে বাজারে যাওয়ার সময় কেউ থলে বা ব্যাগ নিয়ে যায়নি। কারণ দোকানদার নিজেই বিনা পয়সায় এক বা একাধিক পলিথিন প্রতিটি দ্রব্যের সাথে দিয়ে দিত। এভাবে বাংলাদেশের মানুষ দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে পলিথিন ব্যাগে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

পলিথিনের ক্ষতিকারক দিক (The bad Effects of Polythin)

বাংলাদেশের মানুষ তার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী কেনাকাটায় একরকম পলিথিন নির্ভর হয়ে যাওয়ায়, পলিথিনের ব্যাপক প্রসার ঘটে। ফলে এই পলিথিন ব্যবহারের পর মাঠে-ময়দানে, খোলা পরিবেশে, পুকুরে, নদীতে যত্রতত্র ফেলে দিয়ে পরিবেশকে ক্রমেই বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এই পলিথিন পরিবেশের জন্যে কতটা ভয়াবহভাবে বিপর্যয়কর তা মানুষ এখন কিছুটা বুঝতে পেরেছে। পলিথিন মাটির সঙ্গে মিশে না বলে মাটিতে তা জমে মাটির মূল বৈশিষ্ট্য যেমন নষ্ট করে দেয় তেমনি এর উর্বরতাও নষ্ট করে ফেলে। পলিথিন পানি নিরোধক বলে পানির স্বাভাবিক নিঃসরণ ঘটতে দেয় না। ফলে রাস্তাঘাট, নদীনালায় পানি জমে গিয়ে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে। শহরের ড্রেন ও পয়ঃনিষ্কাশন প্রণালীকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করছে এই পলিথিন।

সর্বোপরি পলিথিন যেসব ক্ষতি করে তার কয়েকটি দিক নিচের তালিকায় দেওয়া হল—

১. পলিথিন মাটিতে মেশে না বলে মাটির স্বাভাবিক গুণ নষ্ট করে দেয়। মাটির উর্বরতা শক্তিকে ধ্বংস করে। ফলে পলিথিন মিশ্রিত মাটিতে যেমন ফসল ফলানো সম্ভব নয়, তেমনি কোনো বাড়ি-ঘর কিংবা দালানকোঠা তোলাও সম্ভব নয়।
২. পলিথিন পানি নিরোধক বলে ভূগর্ভস্থ পানির স্বভাবিক প্রবাহ নষ্ট করে দেয়।
৩. আর্সেনিক সৃষ্টির মূলেও পলিথিনের ভূমিকা রয়েছে।
৪. পলিথিন শহরাঞ্চলে নালা নর্দমার পানিতে আটকে গিয়ে দুর্ভোগের সৃষ্টি করে।
৫. নদীনালায় পলিথিন জমে ক্রমেই নদীর নাব্যতা নষ্ট করে ফেলে।
৬. নদ-নদী, পুকুর ইত্যাদিতে মাছের চাষ ব্যহত হয়। ফলে মাছের উৎপাদন কমে যায়। এভাবে পলিথিন পরিবেশের জন্যে বিরাট ক্ষতিকর। বস্তুত পলিথিন আমাদের পরিবেশের শত্রু।

পরিবেশ দূষণ ও পলিথিনের ব্যবহার বর্জন

Avoding From Environment Pollution and using Polythin

পরিবেশ মানব সভ্যতার এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পরিবেশই প্রাণের ধারক, জীবনীশক্তির যোগানদার। যুগে যুগে পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে প্রাণীর মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতার ওপরেই তার অস্তিত্ব নির্ভরশীল। পরিবেশ প্রতিকূল হলে তার ধ্বংস ও সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। পরিবেশের ওপর সম্পৃক্ত হয়ে মানুষ, অন্যান্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনের বিকাশ ঘটে। তাই পরিবেশ ও মানুষের মধ্যে রয়েছে এক নিবিড় যোগসূত্র। নানা কারণে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে এর মধ্যে পলিথিনের ব্যবহারও একটি। বাংলাদেশে পলিথিন ব্যবহারের ব্যাপকতা এতই হয়েছিল যে, বাংলাদেশ সরকার এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। ২০০২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে সরকারিভাবে ঢাকা শহরে পলিথিন ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়, আর সারা বাংলাদেশে ২০০২ সালে ১ মার্চ থেকে পলিথিন ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

পরিবেশই যদি বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে মানুষ বাঁচবে কীভাবে। বাংলাদেশ পৃথিবীর একটি জনবহুল দেশ। এখানে পরিবেশ টিকে না রাখতে পারলে মানুষের দুর্ভোগই শুধু বাড়বে। ফলে বাংলাদেশ জনগণ আরও অসুবিধার সম্মুখীন হবে।

আমাদের করণীয়: পলিথিন সহজলভ্য এবং দামের দিকে দিয়ে খুবই সস্তা বলে এর ব্যবহার এত জনপ্রিয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যদি কোনো না কোনোভাবে পলিথিন থেকে পুনরাবর্তনের মাধ্যমে এমন কোনো বস্তুতে পরিণত করতে পারি যা সহজে মাটির সাথে পচে-গলে মিশে যায়, এবং যার উৎপাদন খরচ কম এবং দামে সস্তা, তবে পলিথিনের বিকল্প হিসেবে তা আমরা ব্যবহার করতে পারব। সুতরাং এ ব্যাপারে সরকার ও সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞমহলের ভাবা উচিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় পলিথিন ব্যবহার নিষিদ্ধ করায় যে সাহসী ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ নিয়েছেন তার প্রতি সম্মান দেখিয়ে, তা আমাদের মেনে চলতে হবে। সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে চেতনা ফিরিয়ে আনতে হবে এবং পলিথিনের ক্ষতিকারক দিকগুলো সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করতে হবে। সর্বোপরি সম্পূর্ণরূপে পলিথিনকে বর্জন করতে হবে।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

দৈনন্দিন জীবনে নানা ধরনের রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার ক্রমশই বাড়ছে। এর অপরিহার্য ফলশ্রুতি হচ্ছে- বায়ু, পানি মাটি, খাদ্যদ্রব্য ও জীবিত-কোষ দূষণ। গবেষকদের মতে, ক্যান্সার রোগের দ্রুত প্রসারের পেছনে এবং জন্ম-সংক্রান্ত নানারূপ বিকৃতি বা বৈকল্য বাড়বার মূলে রয়েছে আমাদের পরিবেশে ছড়িয়ে থাকা নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্য। কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ থেকে বায়ু খাদ্যদ্রব্য এবং পানি মারাত্মকভাবে দূষিত হচ্ছে। বর্তমানের পরিবেশ দূষণ মানবসভ্যতার জন্যে বিরাট হুমকিস্বরূপ। তাই মানবসভ্যতাকে বাঁচাতে হলে পরিবেশ দূষণের সমস্ত প্রক্রিয়াকে প্রতিহত করার ব্যবস্থা করতে হবে।

১২.১৫ খাদ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণে রাসায়নিক ব্যবহারের সতর্কতা ও করনীয় দিকগুলো

The Caution and Duties of using Chemical in Producing and Preserving Food

খাদ্য মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা। এটি ছাড়া কোন মানুষই বেঁচে থাকতে পারে না। কিন্তু খাদ্য উৎপাদনে ও সংরক্ষণে বিভিন্ন রকম রাসায়নিক ব্যবহার করা হচ্ছে যা মানুষের স্বাস্থের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। তাই খাদ্য উৎপাদনে ও সংরক্ষণে যে সকল রাসায়নিক ব্যবহার করা হয় সেগুলোর ব্যাপারে উৎপাদনকারী, ভোক্তা এবং সরকার সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।

নিম্নে খাদ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণে রাসায়নিক ব্যবহারের সতর্কতা ও করনীয় দিকগুলো আলোচনা করা হলো:

- খাদ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণে এমন ধরনের রাসায়নিক ব্যবহার করা উচিৎ যেগুলো মানুষের দেহের তেমন ক্ষতি সাধন করে না।
- বিভিন্ন ফল পাকাতে যে রাসায়নিক ব্যবহার করা হয় তা কমানোর জন্য ফলমূল পরিপক্ক হওয়ার আগে তা সংগ্রহ করা বন্ধ করার ব্যাপারে উৎপাদনকারী বা কৃষকদেরকে সতর্ক থাকতে হবে।
- খাদ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণে কোন ক্ষতিকর রাসায়নিক ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা তা নিয়মিত পরীক্ষার জন্য BSTI এর লোকবল বাড়ানো উচিৎ যাতে করে তারা বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে ক্ষতিকর রাসায়নিক চিহ্নিত করতে পারে এবং ব্যবহারকারীকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করতে পারে।
- খাদ্যে রাসায়নিক ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা তা যাচাই করার জন্য প্রত্যেকটা বাজার কমিটি নিজ উদ্যোগে পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে এবং বাজারের কোন সদস্য যাতে রাসায়নিক মিশ্রিত পণ্য বিক্রয় না করে সেজন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। এর পরও যদি কোন সদস্য রাসায়নিকযুক্ত খাদ্য বিক্রি করে তাহলে এদেও সদস্যপদ বাতিলসহ অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।
- সরকার ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে মাঝে মাঝে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে বিভিন্ন রকম খাদ্য পরীক্ষা করে রাসায়নিক আছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে। আর যারা এ রাসায়নিক ব্যবহার করবে তাদেরকে তৎক্ষনাৎ শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।
- খাদ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণের জন্য কোন্ ধরনের রাসায়নিক ব্যবহার করা যাবে তার একটা তালিকা সরকার বা BSTI কর্তৃক বিভিন্ন উৎপাদনকারীকে সরবরাহ করা উচিৎ এবং প্রত্যেক উৎপাদনকারীকে উক্ত রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা উচিৎ।
- বিভিন্ন গণমাধ্যম রাসায়নিক ব্যবহারের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরে জনগণকে সচেতন করতে পারে। এ বিষয়ে তারা অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন তৈরি করতে পারে।
- খাদ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণে রাসায়নিক এর বিকল্প প্রাকৃতিক কোন পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা করা উচিৎ এবং প্রাকৃতিক পদ্ধতি ব্যবহার করার জন্য উৎপাদনকারীদেরকে উদ্বুদ্ধ করা উচিৎ।

সর্বোপরি, আমাদের ভোক্তাদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা উচিৎ। আমাদেরকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে আমরা রাসায়নিকযুক্ত কোন খাদ্য ক্রয় ও ব্যবহার করবো না।

Get More Books Visit www.admissionwar.com

Get More Books Visit www.admissionwar.com

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১। ব্যবসায় নৈতিকতা কী?

ক. সচেতনতার সাথে ব্যবসায় কার্য সম্পাদন
খ. ন্যায়-নীতি ও আইনগতভাবে ব্যবসায় পরিচালনা
গ. প্রাতিষ্ঠানিক নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবসায় পরিচালনা
ঘ. সামাজিক রীতি পদ্ধতি অনুযায়ী কার্য সম্পাদন

২। ন্যায্যমূল্যে পণ্য সরবরাহের মাধ্যমে ব্যবসায় কাদের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালন করে?

ক. শ্রমিক-কর্মচারিদের প্রতি খ. ক্রেতা ও ভোক্তাদের প্রতি
গ. বিনিয়োগকারীদের প্রতি ঘ. সরকারের প্রতি

৩। উন্নত দেশসমূহে ব্যবসায়িক মূল্যবোধ অধিক চর্চা করা হয়। ফলে–

i. সুষ্ঠুভাবে ব্যবসায় পরিচালিত হয়
ii. সুন্দর ব্যবসায়িক পরিবেশ গড়ে উঠে
iii. স্থিতিশীল অর্থনৈতিক অবস্থা সৃষ্টি হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i,ii ও iii

৪। ব্যবসায় কর্তৃক সামাজিক দায়বদ্ধতার ফলে প্রথমত কী বৃদ্ধি পায়?

ক. মুনাফা খ. বিক্রয় গ. সুনাম ঘ. সামর্থ্য

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১। বিস্তীর্ণ এলাকায় গোচারণ ভূমি থাকায় সিরাজগঞ্জ জেলার গ্রামাঞ্চলে অনেক বাড়িতে ছোট ছোট দুগ্ধ খামার গড়ে উঠেছে। প্রতাপ ঘোষ একজন দরিদ্র অথচ সৎ দুধ বিক্রেতা। এ কারণে সবাই তাকে সম্মান করে। তিনি সিরাজগঞ্জের গ্রামাঞ্চল থেকে দুধ ক্রয় করে শহরে বড়ি বাড়ি সেই দুধ শিশু খাদ্য হিসেবে বিক্রয় করেন। দুধের চাহিদা বেড়ে গেলেও তিনি ভেজাল মেশান না। তিনি ভাবেন ভেজাল মিশ্রিত দুধ পান করলে শিশুরা অপুষ্টিতে ভুগবে।

ক. ব্যবসায়িক মূল্যবোধ কী?
খ. পরিবেশ সংরক্ষণে বণিক সমিতির ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকে প্রতাপ ঘোষ ব্যবসায়ের কোন দায়িত্ব পালন করছেন? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত ব্যবসায়িক কর্মকান্ড নৈতিকতার মানদন্ডে মূল্যায়ন কর।

২। মি. করিম লক্ষ্য করলেন, তুরাগ নদীর চারপাশে অনেক শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। এসব কলকারখানায় যে বর্জ্য সৃষ্টি হয় তা তুরাগ নদীতে গিয়ে পড়ে, যা নদীর স্বাভাবিক অবস্থার ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। অপরদিকে এই কারখানায় উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের সুবিধার্থে এমন পদার্থ ব্যবহার করা হচ্ছে যা পঁচনশীল নয়। ফলে,তা মাটিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

ক. ব্যবসায়িক নৈতিকতা কী?
খ. ব্যবসায়ের সামাজিক দায়বদ্ধতা বলতে কী বুঝায়?
গ. উদ্দীপকে কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ পানিতে মিশে নদীর স্বাভাবিক অবস্থা নষ্ট করার জন্য কোন দূষণ দায়ী? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের সুবিধার্থে যে পদার্থটি ব্যবহার করছে তার নাম কী? এটি ব্যবহারে পরিবেশের উপর যে বিরূপ প্রভাব ফেলে তা বিশ্লেষণ কর।

Get More Books Visit www.admissionwar.com